জীবন মৃত্যু পরকাল ও আত্মার হালচাল

আবদুল মতীন জালালাবাদী

www.amarboi.org

জীবন মৃত্যু পরকাল
ও
আত্মার হালচাল

আবদুল মতীন জালালাবাদী

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ৩২৯

১ম প্রকাশ

রবিউস সানি	১৪২৫
জ্যৈষ্ঠ	১৪১১
জুন	২০০৪

স্বত্ব ঃ গ্রন্থকারের

নির্ধারিত মূল্য ঃ ৯৫.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন,
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

JIBAN MRITTU POROKAL O ATMAR HALCHAL (Life Death Hereafter & behaviour of Soul) by Abdul Matin Jalalabady. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100

Fixed Price : Taka 95.00 Only.

www.amarboi.org

www.amarboi.org

DR. A. F. M. ABU BAKAR SIDDIQUE
M. A., Ph. D., M. M.
CHAIRMAN

DEPARTMENT OF ARABIC
UNIVERSITY OF DHAKA
DHAKA-1000, BANGLADESH
Phone : 868803 (Res.)
9661900/ 4290 (Off.)

তারিখ : ০৬-০৬-২০০০ ইং

আলোক-পিয়াসী মানবজাতির পথ পরিক্রমার ইতিহাস পরম বিস্ময়বহ। অজানাকে জানার, অচেনাকে চেনার, অদেখাকে দেখার এক দুর্নিবার স্পৃহা মানবজাতিকে অনুসন্ধিৎসার পথে চিরচঞ্চল করে রেখেছে। প্রত্যেক যুগে, প্রত্যেক দেশে, প্রত্যেক মানবগোষ্ঠীর মধ্যে কতিপয় সার্বজনীন জীবন-জিজ্ঞাসা বার বার আবর্তিত হয়েছে। আমি কে? কোথা হতে এসেছি? কোথায় যাব? এমন কোন স্থান আছে কি, যেখানে যাওয়ার পর আর কোথাও যেতে হবে না?

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও গ্রন্থকার আবদুল মতীন জালালাবাদী দীর্ঘদিন যাবৎ পড়াশোনা ও গবেষণা করে 'জীবন মৃত্যু পরকাল ও আত্মার হালচাল' সম্পর্কে সঠিক ধারণা দেবার চেষ্টা করেছেন। এ জন্য তিনি এতদ্‌সংক্রান্ত প্রচলিত ধর্মমতসমূহ এবং প্রখ্যাত দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের মতামতের সাথে কুরআন-হাদীসের আলোকে 'জীবন মৃত্যু পরকাল ও আত্মার হালচাল' সম্পর্কিত দর্শনও উপস্থাপিত করেছেন।

উল্লেখ্য যে, গ্রন্থকার 'আত্মার হালচাল' গ্রন্থটি প্রণয়নের ব্যাপারে ইমাম ইবনে কাইয়িম রচিত 'আর-রূহ' গ্রন্থ থেকে প্রত্যক্ষ সাহায্য নিয়েছেন, যাতে রূহ বা আত্মা সম্পর্কে বিশটি জিজ্ঞাসার জবাব রয়েছে। আশাকরি এগুলো সুধী পাঠকবৃন্দের, রূহ বা আত্মার হাকীকত ও হালচাল সম্পর্কে জানার যে স্বাভাবিক কৌতূহল আছে, তা কিছুটা হলেও নিবৃত্ত করতে সক্ষম হবে।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও গবেষকরা গ্রন্থটির দ্বারা উপকৃত হবেন বলে আমি মনে করি। আমি বইটির বহুল প্রচার কামনা করি।

[ডঃ আ. ফ. ম আবু বকর সিদ্দীক]
প্রফেসর ও চেয়ারম্যান
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ।

www.amarboi.org

www.amarboi.org

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মুখবন্ধ

প্রায় দু' যুগ আগে 'আত্মার ঠিকানা' শিরোনামে আমি একটি পুস্তক রচনায় হাত দিই। একদিন গল্পচ্ছলে একথাটি বাংলাদেশ ইসলাম প্রচার সমিতির চেয়ারম্যান এবং আমার তৎকালীন সহকর্মী মরহুম মাওলানা আবুল হোসেন ভট্টাচার্য সাহেবকে বলি। তিনি তখন আমাকে অনুরোধ করেন, যেন পুস্তকটির প্রথম দিকে, বিশ্বের প্রধান প্রধান ধর্মসমূহের আত্মা সম্পর্কিত চিন্তাধারার সাথে, ইসলামের চিন্তাধারার একটি তুলনামূলক আলোচনা থাকে, যাতে করে যে কোনো ধর্মের লোক—বিশেষ করে অন্যান্য ধর্ম থেকে আগত নওমুসলিমরা সহজেই ইসলামের চিন্তাধারা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হতে পারে।

আমি তাঁর অনুরোধ মতে সেভাবেই পুস্তকটি রচনা করে চলি। কিন্তু তুলনামূলক আলোচনার অধ্যায়টি শেষ করতে না করতেই আমি অতি জরুরী অন্য একটি কাজে জড়িয়ে পড়ি। যখন মাওলানা সাহেবকে আমার এ পরিস্থিতির কথা বলি তখন তিনি যা লেখা হয়েছে সেটাকেই একটি পৃথক পুস্তক আকারে প্রকাশ করার অনুরোধ জানান। আমি সে অনুযায়ী বিষয়বস্তুকে পুনরায় নতুনভাবে ঢেলে সাজিয়ে এবং তাতে প্রয়োজনীয় পরিবর্তন-পরিবর্ধন করে সেটাকেই একটি পৃথক পুস্তকরূপে দাঁড় করাই এবং উপস্থাপনার ধরন অনুযায়ী 'আত্মার ঠিকানা (প্রথম খণ্ড)' এর পরিবর্তে তার নাম দেই 'জীবন মৃত্যু পরকাল'।

আক্ষেপের বিষয়, পুস্তকটি প্রকাশের পূর্বেই মাওলানা আবুল হোসেন সাহেব ইনতিকাল করেন [আল্লাহ্ তাঁকে জান্নাতবাসী করুন]। পরে অবশ্য তাঁরই প্রতিষ্ঠিত 'বাংলাদেশ ইসলাম প্রচার সমিতি' ১৯৮৪ সালে পুস্তকটি প্রকাশ করে এবং ধর্ম-বর্ণনির্বিশেষে সকল পাঠকের কাছে তা এতই সমাদৃত হয় যে, প্রায় সাথে সাথে এর মুদ্রিত সবগুলো কপিই বিক্রি হয়ে যায়।

এর প্রায় এক যুগ পর আমি পুনরায় 'আত্মার ঠিকানা' তার পূর্ণ অবয়বে প্রণয়নের কাজে আত্মনিয়োগ করি এবং চার পাঁচ বছরের চেষ্টা-সাধনার পর আল্লাহ্‌র রহমতে সম্প্রতি তা শেষ করতে সক্ষম হয়েছি এবং শেষোক্ত অংশের নাম দিয়েছি 'আত্মার হালচাল'। কেননা যে পরিকল্পনা

www.amarboi.org

মাথায় রেখে আমি সম্পূর্ণ পুস্তকটির নাম 'আত্মার ঠিকানা' রেখেছিলাম, মাঝপথে এর প্রথম অংশ 'জীবন মৃত্যু পরকাল' শিরোনামে প্রকাশিত হওয়ায় আমার সে পরিকল্পনায় কিছুটা মৌলিক পরিবর্তন ঘটেছে এবং বিষয়বস্তুকেও নতুনভাবে ঢেলে সাজাতে হয়েছে। আর শেষ পর্যায়ের এ গ্রন্থনা ও উপস্থাপনার প্রেক্ষিতে প্রথম অংশের 'জীবন মৃত্যু পরকাল' নামই বহাল রেখে দিয়েছি এবং দ্বিতীয় অংশের নাম দিয়েছি 'আত্মার হালচাল'। তবে একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক হিসেবে প্রকাশিত হলেও 'জীবন মৃত্যু পরকাল' যে 'আত্মার ঠিকানা' তথা 'আত্মার হালচাল'-এর অনিবার্য প্রথম অংশ তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। তাই সম্পূর্ণ পুস্তকটির পরিপূর্ণতার দিক বিবেচনা করেই এর সাথে এর প্রথম অংশ 'জীবন মৃত্যু পরকাল'-ও জুড়ে দিয়েছি। তবে শিরোনাম, লেখকের কথা ও ভূমিকা পুস্তকের সূচনায় যেমনভাবে ছিল তেমনভাবেই রেখে দিয়েছি এবং সেই ধারায় কোনো ব্যতিক্রম না ঘটিয়ে 'আত্মার হালচাল'-এর শিরোনাম, লেখকের কথা এবং ভূমিকাও সংশ্লিষ্ট অংশের সূচনায় পৃথকভাবে সংযোজন করেছি। তবে পুস্তকের উভয় অংশের—অন্য কথায় উভয় পুস্তকের বিষয়সূচি যৌথভাবে গোটা পুস্তকের একেবারে শুরুতে দিয়েছি যাতে 'দুয়ে মিলে এক'-এর মধ্যে কি রয়েছে তা পাঠকবৃন্দ পুস্তকটি খুলেই অনায়াসে অনুমান করে নিতে পারেন।

'জীবন মৃত্যু পরকাল'-এর ভূমিকা লিখে দিয়েছিলেন প্রখ্যাত দার্শনিক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ। আর 'আত্মার হালচাল-এর ভূমিকা লিখে দিলেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আ. ন. ম. আবদুল মান্নান খান। আর গোটা পুস্তকের ভূমিকা লিখে দিলেন অধ্যাপক ড. আ. ফ. ম. আবু বকর সিদ্দীক। এজন্য আমি স্বনামখ্যাত ও আমার পরম শ্রদ্ধেয় এ তিন বিজ্ঞজনের কাছে চিরকৃতজ্ঞ হয়ে রইলাম।

আবদুল মতীন জালালাবাদী
গ্রাম ঃ উপর ঝিংগাবাড়ী
পোঃ মুখীগঞ্জ বাজার
থানা ঃ কানাইঘাট
জেলা ঃ সিলেট
তারিখ ০৭/০১/১৯৯৯ইং

www.amarboi.org

বিষয়-সূচী

প্রথম ভাগ
জীবন মৃত্যু পরকাল

১. জীবন ঃ ২৫-৩৩

জীবন কি ২৫ জীবন-রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা ২৫ মানুষের দেহে কেন বার্ধক্য আসে ২৭ বার্ধক্য প্রতিরোধ করা কি সম্ভব ২৯ বৃদ্ধদের প্রতি সান্ত্বনার বাণী ৩২ অমরত্ব লাভের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে ৩৩

২. মৃত্যু ঃ ৩৪-৩৮

মৃত্যু কি ৩৪ মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা ৩৪ প্লেটো ও এরিস্টটলের অভিমত ৩৫ মৃত্যু এক অনাবিল প্রশান্তি ঃ মৃতদের জবানবন্দী ৩৫ ডাঃ রসের পরীক্ষা-নিরীক্ষা ৩৬ কবিদের দৃষ্টিতে জীবন-মৃত্যু ৩৭

৩. মৃত্যুকে নিয়ে রসিকতা ঃ ৩৯-৪১

সাধারণ মানুষের জীবনদর্শন ৩৯ মৃত্যু উপভোগের বস্তু ৩৯ নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অভিমত ৩৯ উইলিয়াম হান্টারের অভিমত ৪০ স্যার টমাস মোরের ঘটনা ৪১

৪. মৃত্যু চিন্তা ঃ ৪২-৪৪

দার্শনিক মোরিস মেয়ারলেঙ্গ-এর উক্তি ৪২ ইল্‌মী বেরেলভীর ভাষ্য ৪২ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আক্ষেপ ৪৩ ওমর খৈয়ামের হাহুতাশ ৪৩ মৃত্যুর পরিণাম মানুষকে ভাবিয়ে তুলে ৪৩

৫. পরকাল ঃ ৪৫-৪৭

তিনটি মতবাদ ৪৫ জোসেফ লুইসের অভিমত ৪৫ ডার্উইনের অভিমত ৪৬ বার্ট্রাণ্ড রাসেলের অভিমত ৪৬ বার্মার একটি উপজাতীয় সম্প্রদায়ের অভিমত ৪৬ খাসিয়াদের অভিমত ৪৬ এডিসনের অভিমত ৪৭ কবি এ্যামিলির অভিমত ৪৭

৬. হিন্দুমত ঃ ৪৮-৫০

পুনর্জন্মবাদ ৪৮ বেদে পুনর্জন্মবাদের উল্লেখ নেই ৪৮ পূর্বজন্মে পাপীরা কি পুণ্যবান ছিল ? ৪৮ অক্ষমদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কি সমীচীন ? ৪৯ পূর্বজন্ম সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতে পেরেছে কি ? ৪৯ জাতিস্মর ৪৯ রিয়ালের আত্মস্মৃতি ৪৯ অধ্যাপক কোহেনের অভিমত ৫০

www.amarboi.org

৭. বৌদ্ধমত ঃ ৫১-৫২

জন্মান্তরবাদ ৫১ পুনর্জন্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের মধ্যে পার্থক্য ৫১ নির্বাণ লাভ ৫১ পিথাগোরাস ইউরোপে জন্মান্তরবাদ প্রচার করেন ৫২

৮. থিওসফিস্ট মত ঃ ৫৩-৬৬

মৃত্যু জীবন পথে একটি ঘটনামাত্র ৫৩ মৃত আত্মীয় আমার নিকটেই আছে ৫৩ মৃত্যু বর্তমান জীবনেরই প্রসারণ ৫৪ থিওসফিস্টগণ জন্মান্তরবাদের সমর্থক ৫৪ ভূতযোনিদের সাক্ষাত লাভ সম্ভব ৫৪ বাস্তবিকই ভূতের অস্তিত্ব আছে ৫৫ মৃত ব্যক্তি অন্য দেহ-পরিচ্ছদ পরিধান করে ৫৬ মৃত জননী সন্তানের অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে থাকেন ৫৬ একটি বিরাট কুসংস্কার ৫৭ পরাবিদ্যায় আত্মনিয়োগ করলে মৃতদের দেখা যায় ৫৭ ভূত দেখাটা প্রকৃতই সৌভাগ্য ৫৭ ভূতের কাণ্ড-কারখানা ৫৭ থিওসফিস্টদের দর্শন প্রেততত্ত্ব-ভিত্তিক ৫৮ রবীন্দ্রনাথের পরলোক চর্চা ৫৯ আব্রাহাম লিংকনও প্রেততত্ত্বের চর্চা করতেন ৫৯ আজ কোন প্রেতব্যবসায়ীর সন্ধান পাওয়া যায় না ৬০ ভূতের আলোক ৬০ মনের ভূত ৬০ অমিতাভ চৌধুরীর অভিজ্ঞতা ৬১ দিব্যদৃষ্টি লাভের উপায় ৬২ দিব্যদৃষ্টি লাভ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা ৬৪ আমাদের মন্তব্য ৬৬

৯. আদিবাসী মত ঃ ৬৭-৭৮

গুইয়াকি ৬৭ শেরপা ৬৭ দালালুয়া ও ভিটাইয়া ৬৯ আওরাত ৭০ ফ্যানটিস ৭০ ব্রিটন ৭১ পেরুর আদিম অধিবাসী ৭১ উগাণ্ডার অধিবাসী ৭২ আয়ার ল্যাণ্ডবাসী ৭৩ ভারতের আদিবাসী ৭৪ কুকি ৭৪ চাকমা ৭৫ লুসাই ৭৬ টিপরা ৭৭ সেন্দুজ ৭৭ গারো ৭৮ থিওসফিস্ট মত আদিবাসী মতের উন্নততর সংস্করণ ৭৮

১০. ইয়াহুদী মত ঃ ৭৯-৮০

মানুষ আল্লাহ্‌র সত্তার সাথে মিশে যায় ৭৯ প্লেটোর মতেও আত্মা চিরন্তন ৭৯ পরকালে যদি পাপপুণ্যের বিচার না হয় ৮০

১১. খ্রীস্ট মত ঃ ৮১-৮২

মানুষ পুনরায় জীবিত হবে ৮১ পুণ্যবান বেহেশতে ও পাপী দোযখে যাবে ৮২

১২. বাহাই মত ঃ ৮৩-৮৫

মৃত্যু নবজন্মেরই নামান্তর ৮৩ প্রেমেই আত্মার স্থিতি ৮৩ আত্মা উন্নতি করতে থাকে ৮৩ স্বর্গ ও নরক বলে কিছু নেই ৮৪ আমাদের মন্তব্য ৮৫

www.amarboi.org

১৩. ইসলাম ঃ ৮৬-১০২

জীবন ৮৬ মৃত্যু ৯৪ পরকাল ৯৬ মু'মিনের চোখে ইহকাল-পরকাল ১০২

১৪. পরকাল সম্পর্কে মনীষীদের অভিমত ঃ ১০৩-১১০

ড. আর্থার হোলি কোম্পটন ১০৩ মাওলানা আবুল কালাম আযাদ ১০৩ মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী ১০৩ গোলাম আহমদ পারভেজ ১০৪ হযরত জুনায়িদ বাগদাদী ১০৪ ডক্টর মার্টিনো ১০৪ মুহাম্মাদ বরকতুল্লাহ ১০৫ বিলি গ্রাহম ১০৬ কবি ব্রাউনিং ১০৬ এডউইন আর্নল্ড ১০৭

১৫. গ্রন্থপঞ্জী ঃ ১০৮-১১০

দ্বিতীয় ভাগ
আত্মার হালচাল

এক নযরে 'আত্মার হালচাল'

১. প্রথম জিজ্ঞাসা ঃ ১১৯-১৪৪

০ মৃতরা কি তাদের দর্শনার্থীকে চিনতে পারে ? এবং তার সালাম শুনে ১১৯

আত্মারা পরস্পরের সাথে মিলিত হয় ১২১ হাসান কাস্সারের বর্ণনা ১২১ ফযল তার পিতাকে যেভাবে স্বপ্নে দেখলেন ১২২ উসমান বিন সাওদাহ্ (র) যেভাবে তার মাকে স্বপ্নে দেখলেন ১২৩ বাশার বিন মানসূর (র) কর্তৃক বর্ণিত একটি ঘটনা ১২৩ সালীম বিন উমায়র (র)-এর একটি ঘটনা ১২৪ মৃতরা তাদের জীবিত আত্মীয়-স্বজনের কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত থাকে ১২৪ হাদীসে 'যা-ইর' শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য ১২৫ আরও কিছু স্বপ্ন-বৃত্তান্ত ১২৬ স্বপ্নের ঐকমত্যেরও গুরুত্ব আছে ১২৮ মৃত ব্যক্তি তার জানাযায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠে ১২৯ দাফনের পর পবিত্র কুরআন পাঠ ১৩০ কবরে মৃত ব্যক্তির তালকীন ১৩৬

২. দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা ঃ ১৪৫-১৫১

০ আত্মারা কি পরস্পরের সাথে দেখা সাক্ষাত ও আলাপ-আলোচনা করে ? ১৪৫

www.amarboi.org

৩. তৃতীয় জিজ্ঞাসা ঃ ১৫২-১৭০

০ জীবিত ও মৃতদের আত্মা কি পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করে ? ১৫২

আবদুল্লাহ বিন সালাম ও সালমান ফারসী (রা)-এর মধ্যে পরস্পর চুক্তি ১৫৩ গুযাইফ বিন হারিস (রা)-এর একটি আবেদন ১৫৪ উমর বিন আবদুল আযীয (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৫৪ যারারাহ বিন আওফা (রা)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৫৫ মুসলিম বিন ইয়াসার (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৫৫ মালিক বিন দীনার (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৫৬ রিযা হায়াত (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৫৬ মুআররিক আজালী (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৫৬ ইবনে সীরীন (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৫৭ সাওরী (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৫৭ যায়গাম বিন আবিদ (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৫৭ রাবিআ বসরী (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৫৭ আবদুল আযীয বিন সুলায়মান আবিদ (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৫৮ আতা সালামী (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৫৮ আসিম জাহদারী (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৫৯ ফুযায়ল বিন আয়ায (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৫৯ মুররাহ হামাদানী (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৫৯ উয়ায়স কারনী (রা)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৬০ মাসআর (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৬০ সালামাহ্ বিন কুহায়ল (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৬০ আবদুল্লাহ বিন হাবীবাহ্ (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৬০ ওয়াফা বিন বাশার (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৬১ একজন কূফী যুবককে স্বপ্নে দর্শন ১৬১ আমীর বিন আবদুল কায়স (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৬১ আবুল আ'লা আইয়ুব (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৬১ একটি শিশুকে স্বপ্নে দর্শন ১৬২ কয়েকজন মহিলাকে স্বপ্নে দর্শন ১৬২ উমর বিন আবদুল আযীয (র)-এর একটি স্বপ্ন ১৬২ মুআয বিন জাবাল (রা)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৬৪ সুফইয়ান সাওরী (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৬৫ সাওরী (র)-কে ইবনে উয়ায়না (র)-এর স্বপ্নে দর্শন ১৬৫ শু'বা বিন হাজ্জাজ এবং মাসআর (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৬৫ ইমাম আহমদ (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৬৬ বাশার হাফী ও মারুফ কারখী (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৬৭ শিবলী (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৬৮ মায়সারা বিন সালীম (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৬৮ ঈসা বিন যাযান (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৬৯ মুসলিম বিন খালিদ (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৬৯ হাম্মাদ বিন সালামাহ্ (র)-এর একটি স্বপ্ন ১৬৯ আলোচ্য বিষয়টিকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না ১৭০

৪. চতুর্থ জিজ্ঞাসা ঃ ১৭১-১৮০

০ স্বপ্ন কি একটি ধারণা মাত্র ? জীবিতদের আত্মারাও কি স্বপ্নের মধ্যে পরস্পরের সাথে মিলিত হয় ? ১৭১

www.amarboi.org

স্বপ্ন তিন ভাগে বিভক্ত ১৭১ স্বপ্ন হচ্ছে উপমাতুল্য ১৭৩ স্বপ্নের মধ্যে জীবিতদের আত্মারা কিভাবে পরস্পর মিলিত হয় ১৭৫ আত্মাদের মিলনের ব্যাপারে পূর্ববর্তী উলামা কেরামের অভিমত ১৭৬ কয়েকটি স্বপ্নের বিবরণ ১৭৭ আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ১৭৯

৫. পঞ্চম জিজ্ঞাসা ঃ ১৮১-১৮৩

০ শুধুমাত্র দেহ, নাকি আত্মারাও মৃত্যুবরণ করে ? ১৮১

৬. ষষ্ঠ জিজ্ঞাসা ঃ ১৮৪-১৯১

০ দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর আত্মাদেরকে কিভাবে চেনা যায় ? ১৮৪

৭. সপ্তম জিজ্ঞাসা ঃ ১৯২-২১২

০ কবরে জিজ্ঞাসাবাদকালে মৃতের আত্মাকে কি তার দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হয় ? ১৯২

ইবনে হাযামের অভিমত ১৯৫ ইবনে হাযামের অভিমতের পর্যালোচনা ১৯৯ ইবনে হাযামের দলীলের উত্তর ২০০ হাদীস সম্পর্কে ইবনে হাযামের উক্তি এবং তার উত্তর ২০০ আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র)-এর অভিমত ২০৫ কবরের শাস্তি ও মুনকার-নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ ২০৫ কবর মৃত ব্যক্তিকে চেপে ধরে ২০৯ দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক পাঁচ প্রকারের ২১১ কবরের আযাব দ্বারা কি বুঝায় ? ২১২

৮. অষ্টম জিজ্ঞাসা ঃ ২১৩-২২৭

০ মুলহিদ ও যিন্দীকদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও তার উত্তর ২১৩

কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা ২১৩ বারযাখের নমুনা ২১৭ উমর বিন আবদুল আযীয (র)-এর জীবনের সর্বশেষ ঘটনা ২১৯ মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি'-এর সাকরাতের ঘটনা ২২০ কবরের বিস্তৃতি বা সংকীর্ণতা ২২১ কবরের আগুন ও কবরের উদ্যান দুনিয়ার আগুন ও দুনিয়ার উদ্যানের মত নয় ২২২ আলমে বারযাখের ঘটনাবলীর চেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা এ দুনিয়ায়ও ঘটে ২২৩ বারযাখের ঘটনাবলীকে দুনিয়ার ঘটনাবলীর উপর অনুমান করা মূর্খতা ছাড়া কিছু নয় ২২৪ মুনকার-নাকীর মানুষের সামনেই মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে ২২৪ কবরের শাস্তি-পুরস্কারের অর্থ বারযাখের শাস্তি-পুরস্কার ২২৬ আখিরাতের প্রথম শাস্তি ও পুরস্কার ২২৬ অস্তিত্ব ও অনুভূতি দুটি পৃথক বস্তু ২২৭

www.amarboi.org

৯. নবম জিজ্ঞাসা ঃ ২২৮-২৩২

০ পবিত্র কুরআনে কবরের শাস্তির উল্লেখ নেই কেন ? ২২৮

১০. দশম জিজ্ঞাসা ঃ ২৩৩-২৩৭

০ কি কি কারণে কবরে শাস্তি দেয়া হয় ? ২৩৩

পরদোষ-চর্চা ও নামায পরিত্যাগ কবরের শাস্তির অন্যতম কারণ ২৩৩ বেশীর ভাগ লোকই কবরের শাস্তি ভোগ করবে ২৩৭

১১. একাদশ জিজ্ঞাসা ঃ ২৩৮-২৪৫

০ কি কি উপায় অবলম্বন করলে কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে ? ২৩৮

একটি সান্ত্বনাদায়ক হাদীস ২৪২

১২. দ্বাদশ জিজ্ঞাসা ঃ ২৪৬-২৫২

০ কবরের সওয়াল মুসলিম, মুনাফিক, কাফির—সবার জন্য, না শুধু মুসলিম ও মুনাফিকদের জন্য ? ২৪৬

১৩. ত্রয়োদশ জিজ্ঞাসা ঃ ২৩৫-২৫৬

০ মুনকির ও নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ কি এ উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট, নাকি সকল উম্মতের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য ?

১৪. চতুর্দশ জিজ্ঞাসা ঃ ২৫৭-২৫৯

০ শিশুদেরকে কি তাদের কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ? ২৫৭

১৫. পঞ্চদশ জিজ্ঞাসা ঃ ২৬০-২৬৪

০ 'আযাবে কবর' কি স্থায়ী, না সাময়িক ? ২৬০

আযাবে কবর সাময়িক ২৬১ সুপারিশকারী আল্লাহ্র অনুমতি নিয়েই সুপারিশ করে ২৬২ এক ব্যক্তি জনৈক মাদানীকে স্বপ্নে দেখলো ২৬৩ দু'আর প্রভাব ২৬৪ রাবিয়া বসরী (র)-কে স্বপ্নে দর্শন ২৬৪

১৬. ষষ্ঠদশ জিজ্ঞাসা ঃ ২৬৫-২৮৪

০ মৃত্যুর পর হতে কিয়ামত পর্যন্ত আত্মারা কোথায় অবস্থান করে ? ২৬৫

ইমাম ইবনে কাইয়িম (র)-এর অভিমত ২৬৬ উল্লেখিত উক্তিসমূহের পর্যালোচনা ২৬৬ মু'মিনের আত্মা জান্নাতে থাকে ২৬৯ একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর ২৭৪ মুজাহিদের একটি উক্তির পর্যালোচনা ২৭৫ একটি সাধারণ ভ্রান্তি এবং তার অপনোদন ২৭৫ কবরবাসীদেরকে সালাম করা দ্বারা এটা

www.amarboi.org

অপরিহার্য হয়ে উঠে না যে, তাদের আত্মা কবরে পড়ে রয়েছে ২৭৭ মু'মিনদের আত্মা আল্লাহ্র নিকটে রয়েছে-এ উক্তির পর্যালোচনা ২৭৮ মু'মিনদের আত্মা ইল্লীয়্যীনে ও কাফেরদের আত্মা সিজ্জীনে অবস্থান করে—এ উক্তির পর্যালোচনা ২৭৯ 'আত্মারা আদম (আ)-এর পার্শ্বে অবস্থান করে'—এ উক্তির পর্যালোচনা ২৮০ আত্মাদের ঠিকানার ব্যাপারে সর্বাধিক গ্রহণীয় উক্তি ২৮১ আত্মার চারটি ঘর ২৮৩

১৭. সপ্তদশ জিজ্ঞাসা ঃ ২৮৫-৩০৬

০ মৃতদের আত্মা কি জীবিতদের আমল (ক্রিয়াকর্ম) দ্বারা উপকৃত হয় ? ২৮৫

কোন কোন মুতাকাল্লিম বেদাতীর অভিমত ২৮৬ সাদকার সাওয়াবও মৃতদের কাছে পৌঁছে ২৯০ রোযার বিনিময়ে মিসকীন খাওয়ানোর সওয়াবও মৃতদের কাছে পৌঁছে ২৯১ হাজ্জের সাওয়াবও মৃতদের কাছে পৌঁছে ২৯১ মৃতদের পক্ষ থেকে ঋণও পরিশোধ করা যায় ২৯২ মৃত ব্যক্তির ঋণ মাফ করে দেয়া হলে সে তা পরিশোধের দায়িত্ব হতে মুক্তি পায় ২৯৩ জীবিতদের সওয়াব দান করা কি বৈধ ? ২৯৩ মৃতদের উদ্দেশ্যে সাওয়াব অর্পণের বৈধতা এবং তার নিয়্যাতের কার্যকারিতা ২৯৬ যারা অন্যের প্রতি ইহ্সান করে আল্লাহ্ তাদেরকে ভালবাসেন ২৯৭ সম্পূর্ণ পৃথক দুটি বস্তুকে একাকার করে ফেলা উচিত নয় ২৯৯ শুধু প্রতিনিধিত্বকারী ইবাদাতের সাওয়াব হাদিয়া করা যায়—একথা ঠিক নয় ৩০০ একটি হাদীসের বিরোধিতার জবাব ৩০১ সাওয়াব অর্পণকালে নিয়্যাতের শব্দাবলী উচ্চারণের প্রয়োজন আছে কি ? ৩০৩ মৃতের জন্য কোন্ হাদিয়াটি অপেক্ষাকৃত ভাল ? ৩০৩ কুরআন তেলাওয়াতের সাওয়াব কি মৃতদের কাছে পৌঁছে ? ৩০৪ রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি সাওয়াব অর্পণ প্রসঙ্গ ৩০৫

১৮. অষ্টাদশ জিজ্ঞাসা ঃ ৩০৭-৩১২

০ আত্মা কি কাদীম (শাশ্বত) ? না কি হাদিস (সৃষ্ট) ? ৩০৭

আত্মা হাদিস ও মাখলুক (সৃষ্ট) ৩০৭ একদল বাতিলপন্থীর মতে আত্মা কাদীম (শাশ্বত) ৩০৭ আত্মা মাখলুক হওয়ার দলীলসমূহ ৩০৯ বাতিলপন্থীদের দলীলের জবাব ৩১১

www.amarboi.org

১৯. ঊনবিংশ জিজ্ঞাসা ঃ ৩১৩-৩২২

০ আত্মাকে দেহের পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে, না দেহের পরে ? ৩১৩

যারা দেহের পূর্বে আত্মাকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে দাবী করেন তাদের যুক্তিসমূহ ৩১৩ যারা দেহের পরে আত্মাকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে দাবী করেন তাদের যুক্তিসমূহ ৩১৬ একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা ও ভিন্ন উক্তি ৩১৭ জুরজানীর ব্যাখ্যা ৩১৮

২০. বিংশ জিজ্ঞাসা ঃ ৩২৩-৩৪২

০ নাফ্স ও রূহ কি ? এ দুটি কি একই বস্তু, না পৃথক পৃথক দুটি বস্তু ? নাফ্স কি একটি, না তিনটি ? ৩২৩

মানুষের নাফ্স মূলত একটি ৩২৩ নাফসে মুতমায়িন্নাহ্ ৩২৪ সত্যিকার প্রশান্তির উৎস ৩২৪ ইয়াকীনের হাকীকত বা মর্মকথা ৩২৬ হযরত হারিসাহ্ (রা)-এর ঘটনা ৩২৬ প্রশান্তি দু প্রকারের ৩২৭ একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত ৩২৮ নাফসে লাওয়ামাহ্ ৩৩৩ লাওয়ামাহ্ দুভাগে বিভক্ত ৩৩৫ নাফসে আম্মারাহ ৩৩৫ নাফসে মুতমায়িন্নাহ ও নাফসে আম্মারাহ-এর মধ্যে সংঘর্ষ ৩৩৯ শয়তানের অপকারিতা থেকে আল্লাহ্র শরণ নেয়ার কারণ ৩৪১

www.amarboi.org

প্রথম ভাগ

জীবন মৃত্যু পরকাল

www.amarboi.org

www.amarboi.org

প্রসংগত

জীবন-মৃত্যু-পরকাল। এর কোনোটিই মানুষের উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়, এ সম্পর্কে নানা মুনি নানা মত পোষণ করেন। ফলে সাধারণ মানুষ এ ব্যাপারে প্রায়ই গোলকধাঁধায় পতিত হন।

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ও গ্রন্থকার আবদুল মতীন জালালাবাদী দীর্ঘদিন যাবত পড়াশুনা এবং চিন্তা-ভাবনা করে জীবন-মৃত্যু-পরকাল সম্পর্কে মানব সমাজকে সঠিক ধারণা দেবার চেষ্টা করেছেন। বিশেষ করে তিনি এতদ্‌সংক্রান্ত প্রচলিত ধর্মমতসমূহ ও প্রখ্যাত কবি, দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের মতামতের সাথে সাথে সুন্দর ও সুললিত ভাষায় কুরআন-হাদীসের জীবন-মৃত্যু-পরকাল সম্পর্কিত দর্শনও উপস্থাপিত করেছেন।

অনুসন্ধিৎসু পাঠক ও গবেষকরাও বইটি দ্বারা উপকৃত হবেন বলে আমরা আশা করি।

বইটির ভূমিকা লিখে জালালাবাদী সাহেবের প্রচেষ্টার শ্রীবৃদ্ধি করেছেন প্রখ্যাত দার্শনিক অধ্যক্ষ দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ।

আল্লাহ আমাদের সবাইকে প্রকৃত সত্য ও সুন্দরকে জানার ও বুঝার তাওফিক দান করুন। আমীন।

১২৯ মিরপুর রোড
কলাবাগান, ঢাকা-৫
২০ জানুয়ারী, ১৯৮৪ইং

ইসমাঈল হোসেন দিনাজী
প্রকাশনা পরিচালক
ইসলাম প্রচার সমিতি

www.amarboi.org

লেখকের কথা

জীবন-মৃত্যু-পরকাল সম্পর্কে মানুষ মাত্রেরই একটি মোটামুটি ধারণা থাকে। কিন্তু সে ধারণা বাস্তবভিত্তিক কি না তা খতিয়ে দেখার অবসর কেউই বড় একটা পায় না। মানুষ আবদ্ধ থাকে দুনিয়ার মোহজালে। যখন মোহমুক্তি ঘটে তখন সম্ভবত সে আর এ দুনিয়ায় থাকে না, চলে যায় অন্য কোথাও—অন্য কোনখানে। তাই জীবন-মৃত্যুর রহস্য তার কাছে প্রায় ক্ষেত্রেই অনুদ্‌ঘাটিত থেকে যায়।

আমিও একজন মানুষ। দুনিয়ার মোহজালে আমিও আবদ্ধ। তবে এ আবদ্ধতার মধ্যেও যে জীবন-মৃত্যু-পরকাল সম্পর্কে কিছুটা ঘাটাঘাটি করেছি, তার সাক্ষী এ নিবন্ধ। এ সম্পর্কে যে দীর্ঘ দিন পড়াশুনা করেছি, পরিশিষ্টে সংযোজিত পুস্তক-পুস্তিকা ও প্রবন্ধসমূহের তালিকা তার প্রমাণ। যখন যা পড়েছি তা ঠিকমত টুকে রাখলে এ তালিকা আরো দীর্ঘ হতো। অনেক সময় শুধু কথকের কথাই টুকে রেখেছি, সূত্র রাখিনি। কেননা এরও একদিন প্রয়োজন হবে সে কথা তখন ভাবিনি।

পঠন-পাঠন, শ্রবণ-দর্শন ও ধ্যান-ফিক্‌রের মাধ্যমে জীবন-মৃত্যু-পরকাল সম্পর্কে আমার যে ধারণা হয়েছে তা ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু আমি যা বুঝেছি তা যে হুবহু বলতে পারিনি, সে সাক্ষী আমি স্বয়ং। তবে এ থেকে পাঠক কিছুটা চিন্তার খোরাক যে পাবেন সে ভরসা আমার আছে।

ঝিংগাবাড়ী, চূড়খাই
সিলেট

আবদুল মতীন জালালাবাদী
২৫ জানুয়ারী, ১৯৮৪ইং

www.amarboi.org

ভূমিকা

এ পুস্তকের রচয়িতা আবদুল মতীন জালালাবাদী দীর্ঘকাল যাবত জীবন, মৃত্যু ও পরকাল সম্বন্ধে গবেষণা করেছেন। তারই ফলস্বরূপ এ পুস্তকখানা দেখা দিয়েছে। জীবনের সূচনা থেকে না হলেও, অতি শৈশব থেকে যেসব প্রশ্ন মানব-মানসকে আন্দোলিত করে, তার মধ্যে এ তিনটি বিষয়ের প্রশ্ন অনিবার্যভাবেই দেখা দেয়। আমরা কোথা থেকে এলাম, পুনরায় আমরা কোথায় যাবো, এ পৃথিবীর সাথে আমাদের সম্বন্ধ কি ? তা কি বাস্তবিকই বন্ধুত্বের, অথবা শত্রুতার ?—ইত্যাকার প্রশ্ন অতি শৈশবেই মানুষের মনে দেখা দেয়। কৈশোর ও যৌবনে গ্রাসাচ্ছাদনের চিন্তার উন্মেষের সাথে সাথে এসব প্রশ্ন আমাদের মানসের প্রেক্ষাপটে আশ্রয় গ্রহণ করলেও, আজীবন এসব চিন্তা আমাদের অচেতন মনে থাকে ক্রিয়াশীল। জীবন সায়াহ্নে একে একে জীবনের সাথীগণ যখন মানুষের কাছ থেকে চিরবিদায় গ্রহণ করে, তখন আবার এ সকল প্রশ্ন মানব মনে দেখা দিয়ে তাকে বিচলিত করে তোলে।

এ সকল প্রশ্নের কোনো যৌক্তিক মীমাংসা আজ পর্যন্ত হয়নি। মৃত্যুর কোলে যারা ঢলে পড়েছেন, তাদের কেউই আজ পর্যন্ত ফিরে আসেনি এবং তার সাক্ষাত-অভিজ্ঞতার ফল প্রকাশ করেনি। তা সত্ত্বেও ইহলৌকিক দপ্তির (Data) ভিত্তিতে মানুষ যুগে যুগে মৃত্যু ও পরকাল সম্বন্ধে নানা প্রকল্প বা Hypothesis গঠন করেছে। এগুলোর প্রায়োগিক (Pragmatic) মূল্যও মানুষ পরীক্ষা করে দেখেছে। তবে এগুলো সম্বন্ধে এখনও মানুষ নিসন্দেহ হতে পারেনি।

যুক্তি বা বিজ্ঞানের মাপকাঠিতে এসব প্রকল্প উৎরে না গেলেও, ধর্মের ক্ষেত্রে এসব প্রকল্পের বিশেষ স্থান রয়েছে। কারণ যুক্তি মানবজীবনের এক ক্ষুদ্র অংশকেই সন্তোষদানে সমর্থ। যুক্তিতে কেবলমাত্র বুদ্ধিরই সন্তোষলাভ হয়, সমগ্র জীবনের নানাবিধ সমস্যার সমাধান হয় না। এজন্য দর্শনের নানাবিধ সমাধানের দ্বারা যুগে যুগে মানব-মানসের সন্তোষ বিধানের চেষ্টা হলেও, সাময়িকভাবে সন্তোষ দেখা দিলেও তাতে জীবনের নানাবিধ প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়া যায় না। যুক্তির দিক থেকে ধর্মের এসব প্রকল্প সর্বতোভাবে নিখুঁত না হলেও, মানব জীবনের নানাদিকের সন্তোষ বিধানে

www.amarboi.org

সমর্থ বলে, সকল যুগেই ধর্মের এসব প্রকল্পগুলোকে মানুষ শ্রদ্ধা ও আদর করে আসছে।

আবদুল মতীন জালালাবাদী দীর্ঘকাল এ বিষয়ে গবেষণা করে যেসব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, তাতে বিজ্ঞান-দর্শন ও ধর্মের নানাবিধ প্রকল্পের তুলনামূলক আলোচনা হতে পারে। এজন্যই এ পুস্তকের একটা দাম রয়েছে। এরূপ পুস্তক সকল যুগে লিখা হয় না। দীর্ঘকাল পরে ছিটে-ফোটার মতো দু' একখানা পুস্তক দেখা দেয়। জীবন, মৃত্যু ও পরকাল সম্বন্ধে গবেষণা করতে উৎসুক সত্য-সন্ধানী লোকের নিকট এ পুস্তকখানা নানাবিধ দণ্ডির (Data) ভাণ্ডার বলেই গণ্য হবে। এরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার এবং জীবন, মৃত্যু ও পরকাল সম্বন্ধে আরও পুস্তকের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ
১লা জানুয়ারী, ১৯৮৪ইং

www.amarboi.org

بسم الله الرحمن الرحيم

জীবন

জীবন কি

জন্ম ও মৃত্যুর মধ্যবর্তী অবস্থার নাম জীবন। জীবন বহাল থাকলে তো মৃত্যুর প্রশ্নই উঠে না। তাই জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য মানুষ যুগ যুগ ধরে প্রচেষ্টা চালিয়ে আসছে। কিন্তু তাদের সে প্রচেষ্টা ফলবতী হয়নি। জীবনকে চিরদিন টিকিয়ে রাখার মত কোন অমোঘ পন্থা কোনো গবেষক বা চিন্তাবিদ বিশ্ববাসীকে এখনও বলে দিতে পারেননি।

জীবন-রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা

বিখ্যাত চিকিৎসক ও দেহতত্ত্ববিদ মি. বি. এ. হাভার্ড জীবন-রহস্য উদ্‌ঘাটনের মানসে একজন মানুষের দেহ গভীরভাবে অধ্যয়ন করার পর মত প্রকাশ করেন যে, এতে দশ গ্যালন পানি, সাবানের সাতটি গোল্লা তৈরি করা যেতে পারে সেই পরিমাণ চর্বি, নয় হাজার পেন্সিল তৈরি করা যেতে পারে সেই পরিমাণ কার্বন, দিয়াশলাইয়ের দু হাজার দু' শ'টি কাঠি তৈরি করা যেতে পারে সেই পরিমাণ লোহা, মুরগীর একটি ঘর লেপ দেয়া যেতে পারে সেই পরিমাণ চুন এবং সামান্য পরিমাণ গন্ধক ও ম্যাগনেশিয়া রয়েছে। এ সমস্ত উপাদান শেষ হয়ে গেলে মানুষের জীবন-প্রদীপ নিভে যায়।

কিন্তু উপরিউক্ত উপাদানগুলোকে অক্ষত রেখে কিভাবে মানবজীবন অনন্তকাল পর্যন্ত ধরে রাখা যায় সে সম্পর্কে মি. হাভার্ড কিছুই বলেননি।

আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী পূর্বে মার্কিন বিজ্ঞানী ডঃ কেরল (যিনি পরবর্তীকালে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন) একটি অভূতপূর্ব বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা বিজ্ঞানজগতে এক মহা আলোড়নের সৃষ্টি করেন। তিনি একটি সদ্য-প্রসূত জীবিত অথচ অসম্পূর্ণ দেহের অধিকারী মুরগী ছানার ধড়ফড়ে বুক হতে একটি শিরা বের করে তাকে একটি বিশেষ জৈবপদার্থের মধ্যে ছেড়ে দেন। শিরাটি অত্যন্ত দ্রুততার সাথে সম্প্রসারিত হতে থাকে। তার প্রত্যেকটি কোষ আকারে বর্ধিত হয়ে একটি নির্দিষ্ট সীমায় পৌছার পর ফেটে গিয়ে দ্বিখণ্ডিত হয়ে পড়ে। অতপর এ দুটি খণ্ড আবার পৃথকভাবে বর্ধিত হতে থাকে এবং একটি নির্দিষ্ট সীমায় পৌছার

www.amarboi.org

পর প্রত্যেকটি আবার দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। এ ধারাটি এভাবে অব্যাহত থাকে। অতপর কোনো বৈকল্য দেখা দেয়ার কারণে শিরাটির বর্ধনক্রিয়া হঠাৎ থেমে যায়। অনুমান করা গেছে যে, যদি ঐ শিরাটি স্বাভাবিক গতিতে বাড়তে থাকত তাহলে এক মাসের মধ্যে তার ওজন চার পাউণ্ড এবং তিন মাসের মধ্যে ছয় হাজার পাঁচ শ' কোটি পাউণ্ডে গিয়ে দাঁড়াত। ডঃ কেরলের এ পরীক্ষা ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত অনুকরণীয় থাকে, কিন্তু পরবর্তীকালে সম্পূর্ণ পরিত্যাজ্য বলে বিবেচিত হয়।

জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য অনেক গবেষক মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের কাছ থেকে জীবনের হাল-হাকীকত জানার চেষ্টা চালিয়েছেন। কিন্তু এ পথে তাদেরকে নিরাশ হতে হয়েছে। কেননা মুমূর্ষু মানুষ যে অবস্থার মধ্য দিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে সে অবস্থায় অন্যের নিকট জীবন বা মৃত্যুর রহস্য বর্ণনা করা তার পক্ষে সম্ভব হয়ে ওঠে না। প্রায় প্রত্যেক মুমূর্ষু ব্যক্তিই কিছু না কিছু কথা বলে থাকে, কিন্তু তাদের সকলেরই কথাগুলো হয় খাপছাড়া ও সামঞ্জস্যহীন।

এটা অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, জনৈক ফরাসী চিকিৎসক ডাঃ মায়ার মানুষের জীবন-প্রদীপ কিভাবে এবং কোন্ অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর ফুঁৎকারে শেষ পর্যন্ত নির্বাপিত হয় সেই রহস্য উঘাটনের জন্য এতই অধীর হয়ে পড়েন যে, তিনি একটি জীবন-সংহারক বিষ তৈরি করে নিজেই তা ভক্ষণ করেন। যখন তার জীবন পাখীটি দেহপিঞ্জরের মধ্যে ছুটাছুটি করতে আরম্ভ করে তখন তিনি তার অবস্থা সম্পর্কে নিজের অনুভূতি একটি কাগজের মধ্যে লিপিবদ্ধ করতে আরম্ভ করেন। সুদীর্ঘ ছয় ঘণ্টা পর্যন্ত ডাঃ মায়ার মৃত্যুর সাথে যুদ্ধ করে জীবনের রহস্য সম্পর্কে বেশ অনেক কথাই লিপিবদ্ধ করেছিলেন, কিন্তু এই সমস্ত কথার মধ্যে বিশেষ কোন নতুনত্ব ছিল না। কেননা জীবন সম্পর্কে সবচেয়ে মূল্যবান রহস্য লিপিবদ্ধ করার মত অবস্থায় পৌছার পর কিছু লেখা বা বলার সম্পূর্ণ যোগ্যতা তিনি হারিয়ে ফেলেন। ডঃ মায়ারের উপরিউক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা অত্যন্ত কৌতূহল-উদ্দীপক এবং অভূতপূর্ব বটে। কিন্তু হায়! এত ত্যাগ স্বীকার সত্ত্বেও তিনি তার পরীক্ষা-নিরীক্ষার কোন অবদান বিশ্ববাসীকে উপহার দিয়ে যেতে পারেননি।

বিজ্ঞানীদের মতে, সেই মৌলিক রাসায়নিক পদার্থ যা এক-কোষ বিশিষ্ট প্রাণী 'এমিবার' জীবন উপকরণ তাই মানবজীবন টিকিয়ে রাখার মূল উপাদান। একমাত্র এ উপাদানকে বশে আনতে পারলেই জীবনকে

www.amarboi.org

চিরস্থায়ী করা সম্ভব। কিন্তু হায়! এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীদের সাফল্য এখনও শূন্যের কোঠায় রয়ে গেছে।

বিখ্যাত চিন্তাবিদ উস্‌পনস্কির মতে, জীবনের রহস্য সম্পর্কে বিজ্ঞান পরিষ্কারভাবে কিছু বলতে সম্পূর্ণ অক্ষম। এ বিষয়টি চিরকালই রহস্যাবৃত থেকে যাবে। জীবন, মৃত্যু, স্থান, কাল, অনুভূতি প্রভৃতি এমনই বিষয় যে, বিজ্ঞান এগুলোর রহস্য উদ্‌ঘাটনের সফল কোন প্রচেষ্টা চালাতেই পারেনি।

জীবনের রহস্য উদ্‌ঘাটনে আধুনিক বিজ্ঞানীদের এখন আর ততটা কৌতূহলী দেখা যায় না। তবে যুগ যুগ ধরে তাদের এ উদ্‌ঘাটন-প্রচেষ্টার ফলে যেসব তথ্যাদি আবিষ্কৃত হয়েছে তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

মানুষের দেহে কেন বার্ধক্য আসে

মানুষের দেহে কেন বার্ধক্য দেখা দেয়, আর কি করে সেটাকে প্রতিরোধ করা যায় এ বিষয়ে নানা দেশের বিজ্ঞানীরা ইতিমধ্যে দু শ' থেকে আড়াই শ' তত্ত্ব দাঁড় করিয়েছেন।

তাঁদের মতে, মানব দেহের পেশীগুলো বিশ থেকে ত্রিশ বছর বয়সের মধ্যে সর্বোচ্চ কর্মক্ষমতা অর্জন করে। অতপর ক্রমে ক্রমে সেগুলোর কর্মক্ষমতায় ভাটা পড়ে। একজন মার্কিন বিজ্ঞানী হিসাব করে বলেছেন, ত্রিশ বছর বয়সের পর হতে প্রতি বছর দেহের কর্মক্ষমতা কমতে থাকে শতকরা ০.৮ ভাগ হারে। অবশ্য দেহের সব ধরনের কোষের ক্ষমতা যে একই হারে কমে তা নয়। ত্রিশ বছর বয়সের কর্মক্ষমতাকে পূর্ণমাত্রা (১০০) ধরলে মানুষের ফুসফুস ও বৃক্কের কর্মক্ষমতা ষাট বছর বয়সে কমে গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে শতকরা ৬০ ভাগ ও ৬৫ ভাগে। হৃৎপিণ্ড আর মস্তিষ্কের কর্মক্ষমতা কমে সে অনুসারে আরও কম—ষাট বছর বয়সে গিয়ে দাঁড়ায় যথাক্রমে শতকরা ৮০ ও ৮৫ ভাগে।

বার্ধক্যের প্রধান প্রধান অনেকগুলো কারণই রীতিমত দৃষ্টিগ্রাহ্য। কালো চুল শুভ্র ও হালকা হয়ে যায়, দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি ক্ষীণ হয়ে ওঠে, পেশী দুর্বল ও সংকুচিত এবং চামড়া শিথিল ও অস্থিসন্ধি অচল হয়ে পড়ে। দেহের চালচলনে তারুণ্যের সপ্রতিভতা থাকে না এবং হাড় ক্রমে ক্রমে ভঙ্গুর হয়ে পড়ে। রক্তবহ শিরার কাঠিন্য দেখা দেয়ার ফলে তার স্থিতিস্থাপকতা কমে যায়। ফুসফুস কম অক্সিজেন গ্রহণ করে, রক্ত শোধন কম করে এবং হৃৎপিণ্ড রক্ত কম সঞ্চালন করে। অর্থাৎ দেহের কোষে কোষে

www.amarboi.org

পুষ্টি আর অক্সিজেনের সরবরাহ কমে যায়। বিভিন্ন অন্তঃক্ষরা গ্রন্থিও তাদের হরমোন নিঃসরণ কমিয়ে দেয়। মোটকথা, দেহের সামগ্রিক কোষের বিপাক-ক্রিয়া এবং গুরুত্বপূর্ণ সমস্ত দেহযন্ত্রের কাজ মন্থর হয়ে আসে।

মানবদেহে নানা ধরনের পেশীর সংখ্যা মোটামুটি ছয় শ'। এসব পেশীর মোট ওজন সমস্ত দেহের ওজনের ৪৫ শতাংশ, অর্থাৎ অর্ধেকের কিছু কম। বার্ধক্যে অধিক দুর্বল ও সংকোচিত হওয়ার ফলে স্বভাবতই কায়িক শ্রমের ক্ষমতা ক্রমে ক্রমে কমে আসে। কিন্তু অন্যান্য দেহতন্ত্রের তুলনায় স্নায়ুতন্ত্রের জরা আসে অনেকটা ধীর গতিতে, তাই মানুষের মননশক্তি দীর্ঘকাল মোটামুটি অটুট থাকে। আর এজন্যই মাইকেল অ্যাঞ্জেলো, লিউ টলস্টয়, মাওলানা মওদূদী, বার্ণার্ড শ বা রবীন্দ্রনাথ অশীতিপর বয়সেও তাঁদের অনবদ্য সৃষ্টিকর্ম অব্যাহত রাখতে পেরেছিলেন।

মস্তিষ্কের জরা ধীরগতিতে সম্পন্ন হলেও কালের অমোঘ প্রভাব হতে মুক্ত নয়। সমগ্র দেহযন্ত্রের নিয়ন্ত্রক মস্তিষ্ক অর্থাৎ স্নায়ুতন্ত্রের মূল কেন্দ্র নিউরন কোষগুলো। মস্তিষ্কের নিউরন কোষের সংখ্যা মোটামুটি দেড় হাজার কোটি। ত্রিশ বছর বয়সের পর তার মধ্যে প্রতিদিন অব্যাহত ধারায় মৃত্যু ঘটতে থাকে প্রায় এক লক্ষ কোষের। এতবেশী সংখ্যায় কোষের ক্ষয় রীতিমত ভীতিজনক মনে হতে পারে—বিশেষ করে একথা মনে পড়লে যে, দেহের অন্যান্য অংগের কোষের মতো মস্তিষ্কের কোষের পুনর্জন্ম ঘটে না। কিন্তু সামান্য একটু হিসাব করলে বুঝা যাবে যে, এ হারে মস্তিষ্কের নিউরন-ভাণ্ডারের দশ শতাংশ নিঃশেষ হতে চল্লিশ বছরেরও বেশী সময়ের দরকার।

বার্ধক্যের এক পর্যায়ে মস্তিষ্কে রক্ত সঞ্চালন ব্যাহত হয়। তখন পরিমিত অক্সিজেন ও পুষ্টির ঘাটতি বেড়ে যাওয়ায় মস্তিষ্ক-কোষের ক্ষয় তরান্বিত হয়। স্মৃতিশক্তি ক্ষীণ হয়ে আসে। কারো কারো ক্ষেত্রে বার্ধক্যের অতিস্পর্শকাতরতা, আত্মকেন্দ্রিকতা, নিঃসঙ্গ-বিষন্নতা, স্থবিরতা, বাস্তব-বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি লক্ষণ দেখা দিতে পারে।

অবশ্য দেহের বিভিন্ন অংগের বার্ধক্যই যে শুধু বিভিন্ন তালে চলে তা-ই নয়, দেহের বার্ধক্য আর মনের বার্ধক্যই সবসময় এক তালে চলে না। বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যেও এসব পরিবর্তন দেখা দেয় বিভিন্ন বয়সে এবং বিভিন্নভাবে। কেউ কেউ অপেক্ষাকৃত কম বয়সেও বৃদ্ধ হয়ে যায়, আবার

www.amarboi.org

কোন কোন অতিবৃদ্ধ ব্যক্তিকেও সদাহাস্য, সজীব আর কর্মক্ষম দেখা যায়।

বার্ধক্য প্রতিরোধ করা কি সম্ভব

কিন্তু জরা আসে কেন ? এটাকে প্রতিরোধ করা কি সম্ভব ? ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যে, বিজ্ঞানীরা এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে এখনও একমত হতে পারেননি। তবে নানা পরীক্ষা, নানা মত ও নানা ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে তাঁরা এ গূঢ় চিরন্তন প্রশ্নের উত্তর খুঁজে চলেছেন। আর এ খোঁজাখুঁজির মধ্য দিয়েই তাঁরা আবিষ্কার করে চলেছেন জীবনের প্রক্রিয়া আর পরিণতি সম্বন্ধে নতুন নতুন তত্ত্বাদি।

এ ব্যাপারে সকল বিজ্ঞানী একমত যে, মানুষ এবং সব জীবদেহের জন্ম হয় একটি নিষিক্ত কোষ হতে, আর তার বৃদ্ধি ঘটে নিরন্তন কোষ বিভাজনের মধ্য দিয়ে। বিভিন্ন কোষকলার পরিণতি মোটামুটি পূর্ব-নির্দিষ্ট হয়ে থাকে কোষ কেন্দ্রের ক্রোমজোম আর তার অঙ্গীভূত অতি সূক্ষ্ম জীন বা বংশানুকণিকায়। ধান গাছের কোষে জীন-কণিকার রাসায়নিক ভাষায় যে কর্মতালিকা লেখা, তাতেই নির্দিষ্ট হয়ে আছে কখন কি হারে চলবে তার কোষ বিভাজন আর কখন বন্ধ করতে হবে এ প্রক্রিয়া। মানব দেহের কোষ কেন্দ্রেও এরূপ কর্মসূচির নির্দেশ রয়েছে।

বিজ্ঞানীরা সম্প্রতি মানব শিশুর ভ্রূণের কোষ কৃত্রিম খাদ্যরসে রেখে তার বৃদ্ধি পরীক্ষা করেছেন। দেখা গেছে যে, অনুকূল পরিবেশে কোষ বিভাজনের ফলে সপ্তাহখানেকের মধ্যে কোষের সংখ্যা দ্বিগুণে পরিণত হয়। অতপর একাধিক্রমে এ প্রক্রিয়া চলতে থাকে। তবে চিরকাল নয়, মোটামুটি ৫০ বার দ্বিগুণ হবার পর কোষ বিভাজন বন্ধ হয়ে যায়। এ পরীক্ষা বার বার করা হয়েছে। কিন্তু প্রতিবারই দেখা গেছে যে, মোটামুটি পঞ্চাশ বার দ্বিগুণ হবার পর কোষ-বিভাজন থেমে যায়।

অতপর বিজ্ঞানীরা নূতন আর একটি পরীক্ষা করলেন। কয়েকবার কোষ বিভাজনের পর তাঁরা কোষগুলোকে তরল নাইট্রোজেনের সাহায্যে প্রবল ঠাণ্ডায় জমিয়ে ফেললেন। কোষগুলোর জীবনের লক্ষণ স্তব্ধ হল। বেশ কিছুদিন পর কোষগুলোকে আবার স্বাভাবিক তাপমাত্রায় আনা হল এবং আশ্চর্যজনকভাবে সাথে সাথে সেগুলো সজীব হয়ে আবার কোষ বিভাজন শুরু করল। অতপর কিছুদিন পর যথানিয়মে এ প্রক্রিয়া থেমে গেল। জমিয়ে ফেলার পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সময়ে কতবার কোষ দ্বিগুণ

www.amarboi.org

হয়েছে তা হিসাব করে দেখা গেল যে, সংখ্যাটা হচ্ছে সেই আগের মতই, অর্থাৎ মোটামুটি ৫০ বার। এটা যেন এক আশ্চর্য দম-দেয়া ঘড়ি। নির্দিষ্ট সময় চলার জন্য তাতে দম দেয়া হয়েছে ; মাঝ পথে থেমে আবার চালিয়ে দিলেও, সে সেই নির্দিষ্ট পরিমাণ দম না ফুরানো পর্যন্তই চলবে। ভ্রূণকোষের বেলায়, এমনকি ঠাণ্ডায় জমিয়ে ফেলার তের বছর পর কোষের পুনর্জীবন ঘটিয়েও দেখা গেছে যে, জীন-কণিকার স্মৃতিশক্তি ঠিক ঠিকই মনে রাখতে পারে জমিয়ে ফেলার আগে কতবার তার কোষ বিভাজন হয়েছে আর কতবার কোষ বিভাজনের কাজ বাকি আছে।

বিজ্ঞানীরা জীন-কণিকার এ আশ্চর্য দম দেয়া ঘড়ি নিয়ে গত কয়েক বছরে নানা বিস্ময়কর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। তাঁরা জানতে পেরেছেন যে, ডি-এন-এ নামে এক জটিল রাসায়নিক অণুর গায়ে নানা মৌলের সমাবেশে বিচিত্র সংকেতের ভাষায় লেখা থাকে এ কর্মসূচী। কিন্তু ডি-এন-এর এ দম দেয়া ঘড়ির মত পূর্ব-নির্দিষ্ট জীবনকালই যদি সব জীবের নিয়তি হয়ে থাকে তাহলে তো জীবন শেষ হলে জীবনের আকস্মিক সমাপ্তিও ঘটতে পারতো। কি প্রয়োজন ছিল জরার লক্ষণসমূহ প্রকাশের ?

এ প্রশ্নের উত্তরে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, কোষ বিভাজনের প্রক্রিয়া নিরবচ্ছিন্ন বা ত্রুটিহীনভাবে চলে না, নানা কারণে এ বিভাজনে ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে থাকে। এসব কারণের মধ্যে যেমন রয়েছে পিতৃপুরুষের বংশগতির ছাপ তেমনি রয়েছে পরিবেশের প্রভাব। চারপাশের পরিবেশে ক্রমাগত সৃষ্টি হচ্ছে নানা তাড়না ; বৈদ্যুতিক ও চৌম্বক তরঙ্গ, পরিবেশের তেজস্ক্রিয়া, নানা ধরনের রাসায়নিক দূষণ, কাঁপুনি, শব্দ, মাদকদ্রব্য, অতি উত্তেজনা—সবই চারপাশ হতে আমাদের দেহকে আক্রমণ করছে এবং কোষ বিভাজনের প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু ত্রুটি ঘটাচ্ছে। এমনই ধরনের খানিকটা বৈকল্য অতিক্রম করার মতো রক্ষাব্যবস্থা জীনের কর্মসূচীতে লেখা থাকে। কিন্তু চারপাশের আক্রমণ যখন তীব্র হতে তীব্রতর হয় তখন এ রক্ষা ব্যবস্থার ব্যূহ ক্রমে ক্রমে ভেঙে পড়ে। আর কোষ বিভাজনের ত্রুটিও তাই পুঞ্জীভূত হতে থাকে। অবশেষে এমনি পুঞ্জীভূত বৈকল্য সমগ্র যন্ত্রটিকেই বিকল করে তুলে।

বিজ্ঞানীরা এটাও লক্ষ্য করেছেন যে, মানুষের দেহে সব ধরনের কোষকলার বিভাজন একই গতিতে হয় না। কতকগুলো কোষকলার বিভাজন হয় দ্রুতগতিতে এবং সেগুলোর মধ্যে রয়েছে রক্তকলা, চামড়া ও

www.amarboi.org

পাকস্থলীর ঝিল্লীর কোষ। রক্তকোষের লোহিত কণিকার আয়ু বড়জোর চার মাস। দেহে প্রতিদিন প্রায় ত্রিশ হাজার হতে চল্লিশ হাজার কোটি রক্তকোষ নবায়িত হচ্ছে। এভাবে প্রতি চার মাসে দেহের সব রক্তকোষ পাল্টে যায়। পেশীকোষ ও অন্যান্য বিশেষ ধরনের কোষ নবায়িত হতে বেশী সময় লাগে ; কিন্তু তিন হতে চার বছরের মধ্যে মস্তিষ্ক ছাড়া প্রায় সমগ্র দেহেরই কোষ নবায়িত হয়। দুই বছর বয়সের পর মস্তিষ্ককোষ বা স্নায়ুকোষ আর নবায়িত হয় না।

জরা বিজ্ঞানের চর্চার মধ্য দিয়ে মানুষ যে শুধু জরা আর বার্ধক্যের কারণ সন্ধান করছে তাই নয়, এর সাথে তারা জানতে চাচ্ছে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন ধরনের কোষকলার বিকাশ ও পরিণতির নিয়ম-কানুন। সাথে সাথে এর মাধ্যমে চালান হচ্ছে বয়োবৃদ্ধির ফলে দেহকোষের বিপাক ও স্বতোনিয়ন্ত্রণে কি ধরনের পরিবর্তন দেখা দেয় সে সম্পর্কেও। এসব নিয়ম-কানুন জানতে পারলে হয়ত মানুষ তাকে নিজের সুবিধা মত প্রভাবিত করার পন্থাও উদ্ভাবন করতে পারবে।

বর্তমানকালের সবচেয়ে দুরারোগ্য ব্যাধিগুলোর মধ্যে ক্যান্সার অন্যতম। এ গবেষণার মধ্য দিয়ে হয়ত ক্যান্সার প্রতিরোধের পদ্ধতিও উদ্ভাবিত হতে পারে।

বাইরের কোন বস্তু এসে দেহের ভারসাম্যে বিঘ্ন ঘটালে তার হাত হতে দেহকে রক্ষা করার জন্য দেহের নিজস্ব অনাক্রমণ ব্যবস্থা বা প্রতিরোধ শক্তি কার্যকর হয়। যেমন দেহে কোন দুর্বল রোগজীবাণু প্রবেশ করলে এ অনাক্রমণ ব্যবস্থা নিজস্ব প্রতিরোধ গড়ে তুলে দেহের ভারসাম্য ফিরিয়ে আনে। এ পদ্ধতিরই একটি সাধারণ প্রয়োগ হচ্ছে সংক্রমণ প্রতিরোধের জন্য টিকাদান ব্যবস্থা।

ক্যান্সার জাতীয় কোষের আক্রমণ হতে দেহকে রক্ষার জন্যও অনাক্রমণ ব্যবস্থা কার্যকর হতে পারে। প্রতিদিনই প্রায় দশ হাজার ক্যান্সার জাতীয় কোষ আমাদের দেহে হানা দিচ্ছে। আর দেহের অনাক্রমণ ব্যবস্থা, প্রতিরোধের মাধ্যমে সেগুলোকে নিষ্ক্রিয় করে দিচ্ছে। বয়োবৃদ্ধি বা অন্য কোনো কারণে যখন এ প্রতিরোধ ক্ষমতা স্তিমিত হয়ে আসে তখনই দেহে ঘটে ক্যান্সারের আক্রমণ। তাই সাধারণত অধিক বয়সেই এ রোগের প্রকোপ দেখা যায় বেশী। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে ক্যান্সার প্রতিরোধের জন্য টিকা ব্যবহার করে ফল পাওয়া গেছে।

www.amarboi.org

তাহলে বার্ধক্য প্রতিরোধের পন্থা সম্বন্ধে বিজ্ঞানীদের অভিমত কি ? তারা বলছেন সালসা, বটিকা, প্রসাধনী বা মাদুলী নয়, অকাল বার্ধক্য রোধের শ্রেষ্ঠ উপায় হল স্বাস্থ্যকর জীবন-পদ্ধতি, ফলপ্রসু নিয়মিত শ্রম, অর্থপূর্ণ আনন্দময় কর্মধারা, আর জীবন সম্পর্কে আশাব্যঞ্জক দৃষ্টিভঙ্গি।

পরিবেশের প্রভাবের কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে। আধুনিক জীবনে জটিলতা যেমন বাড়ছে তেমনই বাড়ছে দেহের উপর বাইরের পরিবেশের নানা ধরনের চাপ। তাই জরার প্রভাবকে প্রতিহত করতে হলে বাইরের পরিবেশকে উন্নত করার কথাও ভাবতে হবে। সোভিয়েত আজারবাইজানে মোট ষাট লক্ষ অধিবাসীর মধ্যে শতায়ুর সংখ্যা প্রায় এক হাজার। তাদের এ দীর্ঘ জীবনের রহস্য সন্ধান করতে গিয়ে লক্ষ্য করা গেছে যে, শহরবাসী শতায়ুর চেয়ে গ্রামবাসী শতায়ুর সংখ্যা অন্ততঃ পঞ্চাশ গুণ বেশী। তাছাড়া শতায়ুদের শতকরা ৭০জনই উঁচু পাহাড়ী অঞ্চলের বাসিন্দা। ঐসব পাহাড়ী এলাকার বিশুদ্ধ-মুক্ত আবহাওয়া স্বভাবতই স্বাস্থ্যময় দীর্ঘ জীবনের উপযোগী। এছাড়া আজীবন কায়িকশ্রম, নিয়মিত জীবনের ছন্দ, পরিমিত সুষম, প্রথা সিদ্ধ খাদ্য, প্রশান্ত ও প্রফুল্ল জীবন এসবই শতায়ু হবার অনুকূল।

উপরিউক্ত বর্ণনা হতে যে বিষয়টি পরিষ্কার লক্ষ্য করা গেছে তাহলো, আধুনিক বিজ্ঞানীরাও মানুষের চিরঞ্জীব হওয়ার কোনো পথ বলে দিতে পারেননি, তবে মানুষ বৃদ্ধ ও জরাগ্রস্ত হওয়া সত্ত্বেও কিভাবে জীবনকে মোটামুটি শান্তিতে কাটিয়ে দিতে পারে সে সম্পর্কে তারা অনেক মূল্যবান কথা বলেছেন। তাদের অভিমত হলো, বার্ধক্যকে প্রতিরোধ করা যাবে না, তবে বার্ধক্য যে সমস্ত রোগের প্রাদুর্ভাব ঘটাতে পারে, যেমন উচ্চ রক্তচাপ, শিরাসংকোচ, হরমোন নিঃসরণের ক্ষীণতা—সেগুলোর প্রয়োজন মত চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে হবে। কিন্তু তার চেয়েও বড় কথা, স্বাস্থ্যসম্মত জীবন-পদ্ধতির মাধ্যমে অকাল-বার্ধক্যের সম্ভাবনা রোধ করার চেষ্টা করা, আর অবধারিত যে বার্ধক্য আয়ত্বের অতীত তার জন্য পূর্ব হতেই প্রস্তুতি নেয়া। বিজ্ঞানীদের মতে বার্ধক্য মানে নিঃসঙ্গ আর নিরানন্দ জীবনের অভিশাপ নয় ; কেননা সক্রিয় সুস্থ জীবনের মধ্য দিয়ে বার্ধক্যের জীবনও যথেষ্ট অর্থবহ হয়ে উঠতে পারে।

বৃদ্ধদের প্রতি সান্ত্বনার বাণী

বিজ্ঞানীরা শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধদের প্রতি যে সান্ত্বনার বাণী উচ্চারণ করেছেন তাহলো ঃ বার্ধক্য মানুষকে দেয় জীবন ব্যাপী অভিজ্ঞতার

www.amarboi.org

ঘণীভূত সমাবেশ। তাই জীবনের শেষপাদে পৌঁছেও শ্রম ও জ্ঞানের চর্চা করতে বা নবীন সমাজকে সেই জীবন ব্যাপী অভিজ্ঞতার অংশীদার করতে কোন বাধা নেই।

অতপর বিজ্ঞানীরা নবীনদের প্রতি যে উপদেশ বাণী উচ্চারণ করছেন তাহলো, সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতাসমৃদ্ধ প্রবীন ব্যক্তিদের জন্য সমাজের অনেক দায়িত্ব রয়েছে, প্রয়োজন রয়েছে তাদের যথাযথ যত্নের এবং শ্রদ্ধা ও সম্মানের মধ্য দিয়ে তাদের জীবন ব্যাপী অভিজ্ঞতা ও শ্রমের মূল্য দেয়ার।

অমরত্ব লাভের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে

মোটকথা, অমরত্ব লাভ করতে গিয়ে মানুষ ইতিমধ্যে কৃত্রিম রক্ত, কৃত্রিম চামড়া, কৃত্রিম বৃক্ক এবং মানবদেহের আরও অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ইতিমধ্যে সৃষ্টি করেছে। ভবিষ্যতে হয়ত তারা কৃত্রিম হৃৎপিণ্ড, এমন কি কৃত্রিম মস্তিষ্কও সৃষ্টি করতে সক্ষম হবে। কিন্তু মানুষের অমরত্ব লাভের স্বপ্ন যে স্বপ্নই থেকে যাবে তা এখন আর কাউকে বুঝিয়ে বলার দরকার নেই।

এক কথায় বলতে গেলে, বিজ্ঞান আমাদের জীবনযন্ত্রের কোন ক্রিয়ারই কারণগত ব্যাখ্যা (Why) দিতে পারেনি, শুধু অবস্থাগত ব্যাখ্যা (How) দিয়ে থাকে মাত্র। জীবনযন্ত্রের সকল ক্রিয়াই ঘোর রহস্যজালে আবৃত। অথচ প্রত্যক্ষ অনুভব করছি বলে এই সকল অনুভূতি আমরা কখনই অসত্য বলে উপেক্ষা করি না বা উড়িয়ে দেই না।

www.amarboi.org

মৃত্যু

মৃত্যু কি

"মরিতে চাহি না আমি এ সুন্দর ভুবনে। মানবের মাঝে আমি বাঁচিবারে চাই।"—মানুষ মরতে চায় না। এ সুন্দর দুনিয়াটি চিরদিনের জন্য ছেড়ে যাবে—এমন চিন্তা করতেও মানুষের কষ্ট হয়। জীবন যতই দীর্ঘ হোক না কেন, কেউই নিজেকে মৃত্যুর হাতে সমর্পণ করতে চায় না। মৃত্যু অনিবার্য—একথা সকলেই জানে, তবু কেন যেন মনে করে যে, তারা চিরকাল বেঁচে থাকবে।

মহাভারতের কাহিনীতে আছে, ধর্ম যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আশ্চর্য কি?' যুধিষ্ঠির উত্তরে বলেছিলেন, 'মানুষ নিয়তই মারা যাচ্ছে, তবু যারা বেঁচে থাকে তারা চিরকাল বেঁচে থাকবে বলে মনে করে।'

মৃত্যু প্রত্যেকটি মানুষের জন্য এমন একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা যাকে সে বুঝার চেষ্টা করে খুবই কম, কিন্তু ভয় করে সবচেয়ে বেশী। এতদ্‌সত্ত্বেও মানুষসহ প্রত্যেক প্রাণীকেই মৃত্যুর স্বাদ একদিন না একদিন ভোগ করতে হবে।

মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটনের চেষ্টা

সৃষ্টির সেই আদিকাল হতে মৃত্যু মানুষের কাছে অনুদ্‌ঘাটিত রহস্য হয়ে রয়েছে। কেননা মানুষের অভিজ্ঞতার রাজ্যে মৃত্যুই একমাত্র ঘটনা যাতে একজন অন্যজনের সাথে শরীক হয় না, হতে পারে না। আজ পর্যন্ত কোনো মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি তার পশ্চাদ্‌গামীদের এসে বলে যায়নি যে, সে মৃত্যুর পর কোথায় গিয়েছে এবং সেখানে তার উপর কি ঘটছে।

মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য মানুষ নিজেদের বুদ্ধি-বিবেচনা অনুযায়ী চিন্তা করেছে, গবেষণা করেছে। অসংখ্য দার্শনিক, চিন্তাবিদ, বৈজ্ঞানিক বিশ্বের সবচেয়ে কৌতূহলোদ্দীপক এ বস্তু বা অবস্থার রহস্য উদ্‌ঘাটনের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। কিন্তু হায়! সাধারণভাবে তারা কোনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত না হয়ে বরং আরও বেশী গোলকধাঁধায় পতিত হয়েছেন।

www.amarboi.org

খুব সম্ভব গ্রীক দার্শনিকগণই মৃত্যু এবং মৃত্যুর রহস্য সম্পর্কে সর্বপ্রথম চিন্তা-গবেষণা আরম্ভ করেন। অবশ্য তাদের পূর্বে মিসরের পণ্ডিতগণ মৃত্যু সম্পর্কিত অনেক চিত্তাকর্ষক ধ্যান-ধারণার অধিকারী ছিলেন। এরাই ছিলেন সেই সমস্ত ব্যক্তি যারা মৃত্যু প্রতিরোধের 'নুস্‌খা' আবিষ্কার করতে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মৃতদেহকে পচন হতে রক্ষার উপায় অর্থাৎ মমী তৈরির পদ্ধতি উদ্ভাবন করতে সক্ষম হন।

প্লেটো ও এরিস্টটলের অভিমত

গ্রীক দার্শনিক প্লেটো এবং এরিস্টটলের মতে, মৃত্যু হচ্ছে দেহের অভ্যন্তরস্থ এমন একটি প্রাকৃতিক ও রাসায়নিক বিরূপ প্রতিক্রিয়া যার ফলে মানুষের কর্মশক্তি বা আত্মা দেহ হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

জনৈক পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ মনুষ্যদেহের মৃত্যুকালীন অবস্থার যে বর্ণনা দিয়েছেন তা নিম্নরূপ ঃ

মরণাপন্ন ব্যক্তির হৃদ-স্পন্দন বন্ধ হওয়ার সাথে সাথে তার দেহ নতুন রক্তের সহায়ক শক্তি হতে বঞ্চিত হয়। তার জীবন প্রদীপের অবস্থা হয় নিভু নিভু। যাতনার ঘনঘটা ধীরে ধীরে বিলীন হতে থাকে। অক্সিজেনের ঘাটতি মস্তিষ্কের উপর হামলা চালায় এবং সে তার মনের মণিকোঠায় একটি অজানা ঘণ্টাধ্বনি শুনতে পায়। তার চোখের সামনে রং-বেরংয়ের আলোর বন্যা বইতে থাকে। সে কিঞ্চিৎ অস্বস্তি অনুভব করে, অতপর ধীরে ধীরে আঁধার সমুদ্রে ডুবতে থাকে। কোন আনন্দ, কোন দুঃখ, কোন অনুভূতি তখন তার রাস্তায় প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে না। অতপর সে নিজেকে ঘনকৃষ্ণ অন্ধকারের মধ্যে পরিবেষ্টিত দেখতে পায়। অন্ধকার তার চেতনা-শক্তিকে কাবু করে ফেলে এবং সে অনুভব করে নিদ্রাদেবী যেন তার সুশীতল কোমল হাত বুলিয়ে তাকে ঘুম পাড়াচ্ছেন।

মৃত্যু এক অনাবিল প্রশান্তি ঃ মৃতদের জবানবন্দী

মৃত্যু কেমন লাগে—এ সম্পর্কে চিকাগোর মনস্তত্ত্ববিদ ও মুমূর্ষু অবস্থার সমস্যাদি সংক্রান্ত বিশেষজ্ঞ ডাঃ এলিজাবেথ কুয়েবলার রস ১৯৭৫ সালের ৬ মার্চ এ তথ্য প্রকাশ করেন যে, মৃত বলে ঘোষণার পর যে সকল রোগীকে অতি সম্প্রতি প্রাপ্তব্য চিকিৎসা-পদ্ধতির সাহায্যে পুনরুজ্জীবিত করা হয়েছে তাদের মতে মৃত্যু 'এক অনাবিল প্রশান্তি'। তিনি বলেন, মরণের পার হতে ফিরে আসা এ মানুষগুলোর একজনও পুনর্বার মরতে (?) আর ভয় পায় না।

www.amarboi.org

ডাঃ রসের পরীক্ষা-নিরীক্ষা

ডাঃ রস জানান যে, তিনি এ ধরনের কয়েক শত রোগীর প্রতিক্রিয়া পরীক্ষা করে দেখেছেন। এক সাক্ষাতকারে তিনি বলেন, আমরা বিস্ময়কর তথ্য পেয়েছি।

ডাঃ রস আরও বলেন, এই ধরনের রোগীরা তাদের অভিজ্ঞতার সূক্ষ্ম বিবরণ দিতে পারে। দেহ থেকে আত্মার মুক্তিতে তারা গভীর প্রশান্তি অনুভব করে। এ পুনরুজ্জীবনের প্রয়াস বন্ধ করে দেয়ার একটি তীব্র অনুভূতি জাগে তাদের মনে। তাদের মনে হয় ঃ আমি এখানেই ভাল আছি। ডাঃ রস বলেন, মরণের পর হতে ফিরে আসা এই মানুষের অনেকেই পুনরুজ্জীবন প্রচেষ্টার প্রতি তীব্র অসন্তোষ প্রকাশ করেন।

ডাঃ রসের উপরিউক্ত তথ্য উদ্‌ঘাটন অতি সাম্প্রতিক কালের ঘটনা বিধায় এটা বিশেষভাবে আলোচনা-পর্যালোচনার দাবী রাখে। তবে একথা ভুলে গেলে চলবে না যে, এটা মৃত্যু সম্পর্কে প্রকৃত মৃত ব্যক্তিদের জবানবন্দী নয়, বরং মুমূর্ষু বা মৃতপ্রায় ব্যক্তিদের অনুভূতির বর্ণনামাত্র।

পাশ্চাত্য চিকিৎসাবিদ ডাঃ মুইর এবং তাঁর আরও কয়েকজন সহকর্মীর মতে, মৃত্যুর হাতে আত্মসমর্পণের পূর্ব-মুহূর্তে মানুষের স্মৃতিশক্তি অত্যন্ত প্রখর হয়ে ওঠে। অধিকাংশ লোক মৃত্যুর নিকটবর্তী হওয়া মাত্র ঐ সমস্ত ব্যক্তিকেই ডাকতে থাকে—খুব সম্ভব বাল্যকালে যাদের সাথে তারা অবাধে মেলামেশা ও ওঠাবসা করত। মহিলারা মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে নিজেদের সর্বকনিষ্ঠ সন্তান সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে থাকে। তাদের এ মুহূর্তের প্রায় সকল বাক্যালাপই তাদের সন্তান-সন্ততি সম্পর্কিত হয়ে থাকে। ধার্মিক এবং আল্লাহভীরু লোকেরা মৃত্যুকালে আল্লাহ্ এবং পরকালের চিন্তায় মগ্ন থাকে এবং তারা মনে-প্রাণে সেই কামনাই করে যে, তাদের পালনকর্তা প্রভু যেন তাদের প্রতি প্রসন্ন থাকেন।

প্রেমিক-মনা লোকেরা মৃত্যুকালে তাদের প্রথমবারের প্রেম সম্পর্কে ভাবতে শুরু করে। তখন তাদের অনুজ্জ্বল মৃয়মান আঁখিযুগল তাদের সেই হারান প্রেয়সীকেই খুঁজতে থাকে।

পাঠক হয়ত লক্ষ্য করে থাকবেন যে, আমরা এ পরিচ্ছেদে মৃত্যুর রহস্য উদ্‌ঘাটনে প্রয়াসী হয়েছিলাম, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ববর্তী অবস্থার গণ্ডীতেই শেষ পর্যন্ত আমাদের আলোচনার ইতি টানতে হচ্ছে। কেননা আমরা মানুষ হিসেবে যতটুকু কল্পনা শক্তির অধিকারী তাতে আমাদের দৌড় এখনও এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ রয়েছে।

www.amarboi.org

কবিদের দৃষ্টিতে জীবন-মৃত্যু

প্রায় প্রত্যেক কবিই মানুষের জীবনমৃত্যু সম্পর্কে কিছু না কিছু কবিতা রচনা করেছেন। নিম্নে বিভিন্ন ভাষা ও বিভিন্ন দেশের কয়েকজন প্রতিনিধিত্বশীল কবির কিছুসংখ্যক কবিতার উদ্ধৃতি পেশ করা হলো।

পণ্ডিত চাকবস্তু লাখনভী বলেন ঃ

যিন্দেগী কেয়া হ্যায় ? আনাসির কা যুহুরে তরতীব,
মাওত কেয়া হ্যায় ? উনহী আজ্যা কা পরীশান হোনা।
অর্থাৎ—
জীবন কি ?—উপাদানরাজির একত্র সমাবেশ
মৃত্যু কি ?—উপাদানরাজির মিলন নিঃশেষ।

প্রসিদ্ধ কবি আগা হাশর কাশ্মিরী বলেন ঃ

হামারী যিন্দেগানী হাশর, মেট্টিকা খেলোনা হ্যায়,
ফানা কি ঠোকর সে যো চাকনাচোর হোতা হ্যায়।
অর্থাৎ—
এই যে হাশর, মোদের জীবন মাটির খেলনা হায়,
ধ্বংসের ঠেলায় শেষমেষ তা ভাংগিয়া চুরিয়া যায়।

দার্শনিক কবি আল্লামা ইকবাল বলেন ঃ

মাওত কো সমঝে হ্যায় গাফেল ইখতেতামে যিন্দেগী,
হ্যায় ইয়ে শামে যিন্দেগী সুবহে দাওয়ামে যিন্দেগী।
অর্থাৎ—
নির্বোধ বুঝে নিছে মৃত্যুকেই ইতি যিন্দেগীর
(কিন্তু) জীবনের সায়াহ্ন এটা, উষাকাল স্থায়ী যিন্দেগীর।

কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন ঃ

মরণ রে তুঁহু মম শ্যাম সমান।

কবি ওমর খৈয়াম বলেন ঃ

কেনই বা মোর জন্ম নেওয়া এই যে বিপুল বিশ্বমাঝ ?
জন্মকালে ইচ্ছাটা মোর কেউ তো কভু শুধায় নাই।

কবি কায়কোবাদ বলেন ঃ

কে বলে তাহারে মৃত্যু ?—সে তো আমার বিয়া
যার প্রেমে মত্ত ছিনু দিবস শর্বরী।

www.amarboi.org

নীরবে ঘুমিয়ে র'ব তাকে বুকে নিয়া
নিভৃতে নির্জন গৃহে আপনা পাশরি।
নিশ্চিন্ত হৃদয়ে তথা র'ব ঘুমাইয়া,
সংসারের কোনো ব্যথা লাগিবে না প্রাণে।
সে আমারে দেবে সদা ফুল বিছাইয়া
কত সুখে র'ব দোহে ফুলের বিছানে।
এ জীবনে ভাঙ্গিবে না আমার সে ঘুম
দুজনে রহিব সদা গলায় গলায়
সমস্ত পৃথিবী হবে নীরব নিঝুম,
আত্মপর ভেদাভেদ না রহিবে হায়।
কোনো দূর ভবিষ্যতে—নাহি জানি কবে,
কার ডাকে সকলেই উঠিবে জাগিয়া।
সে আমার হাত ধরে জাগাইয়া দিবে
প্রেমের মদিরা মোরে দিবে সে আনিয়া।
তারে লয়ে মহাসুখে থাকিব সেখানে
বিভোর রহিব মোরা প্রেমসুধা পানে।

মরমী কবি হাসান রাজা বলেন :

পালিতে পালিলাম ময়না
দুধ কলা দিয়া
যাইবার কাল নিষ্ঠুর ময়না
না চায় ফিরিয়া।
হাসান রাজা বলে
ময়না আয়রে আয়
এমন নিষ্ঠুর ময়না
আর কি ফিরিয়া চায়।।

মরমী কবি ওয়াজিদউল্লাহ বলেন :

৩৬০ নালা[১] তোর
বন্ধ হইব লেজাভর[২]
কোঠায় কোঠায় তালা মারি
সোনার পুরী অন্ধকার
পলকে[৩] ভাঙ্গিব রে বাজার।

---

১. শিরা-উপশিরা, ২. মুহূর্তের মধ্যে, ৩. মুহূর্তে।

www.amarboi.org

মৃত্যুকে নিয়ে রসিকতা

সাধারণ মানুষের জীবনদর্শন

মানুষ মাত্রেই জানে, মৃত্যুর হাত থেকে তার নিস্তার নেই, কিন্তু মৃত্যুর চিন্তা করতে সে একেবারে নারাজ। Eat, drink and be merry–'খাও, দাও, স্ফূর্তি কর। মৃত্যু যখন আসবে তখন দেখা যাবে, আগে ভাগে এ সম্পর্কে চিন্তা করে কোনো লাভ তো নেই-ই বরং উল্টো সমস্ত আমোদ-স্ফূর্তিকে মাটি করা।'—এ হলো যেন সাধারণ মানুষের জীবন দর্শন।

এ ক্ষেত্রে বিখ্যাত গ্রীক দার্শনিক এপিকিউরাস (যিনি নাকি আণবিক রহস্যের একটি বিশেষ সূত্রের আবিষ্কারক)–এর মন্তব্যটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি মৃত্যু সম্পর্কে বলেছেন, 'যতক্ষণ আমি আছি ততক্ষণ মৃত্যু নেই, আর যখন মৃত্যু আসবে তখন আমি থাকবো না। এভাবে আমার এবং মৃত্যুর পরস্পর সাক্ষাত কখনো ঘটবে না। অতএব আমি কেন আমার সুন্দর জীবনকে মৃত্যুর ভয়ে মাটি করে দেব?'

খুব সম্ভব দুনিয়াকে মন ভরে উপভোগ করার উদ্দেশ্যে বিশ্বের অনেক বড় বড় বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক এবং রাজা-মহারাজা মৃত্যুকে নিয়ে রসিকতা করার ক্ষেত্রে এপিকিউরাসকেও ছাড়িয়ে গেছেন।

মৃত্যু উপভোগের বস্তু

তাদের মতে, মৃত্যুর সাক্ষাতপ্রাপ্তি ভয়ের তো কোনো বিষয়ই নয় বরং তা দস্তুরমত উপভোগের বস্তু। এ সমস্ত দার্শনিকের মতে, মানুষ এবং মৃত্যুর অবস্থা ঠিক ঐ রোগীর মতো যে সম্ভবত কোন সাংঘাতিক যন্ত্রণায় আক্রান্ত। কিন্তু যখনই তার সুদিন আসলো, তার মন-মস্তিষ্ক হতে সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার চিহ্ন মুছে গেল। মৃত্যু ঠিক তদ্রূপ। অর্থাৎ মৃত্যু মুমূর্ষু ব্যক্তির মৃত্যুকালীন সমস্ত দুঃখযন্ত্রণা চিরদিনের জন্য দূর করে দেয়।

নেপোলিয়ন বোনাপার্টের অভিমত

নেপোলিয়ন বোনাপার্ট বলেন, প্রাচীনকাল হতেই চিকিৎসক এবং ধর্মীয় নেতারা মৃত্যুকে একটি যন্ত্রণাদায়ক বস্তু বলে আখ্যায়িত করে

www.amarboi.org

আসছেন, অথচ মৃত্যু হচ্ছে নিদ্রার চেয়েও অধিক মিষ্টি এবং সুস্বাদু। মৃত্যু এমন এক ধরনের নিদ্রা যার মধ্যে মানুষের দেহে বোধশক্তি বা অনুভূতি মোটেই বাকি থাকে না। মৃত ব্যক্তির দেহকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছাই করে দিলেও সে তিল পরিমাণ যন্ত্রণা অনুভব করে না।

উইলিয়াম হান্টারের অভিমত

মৃত্যু সম্পর্কে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত চিকিৎসক উইলিয়াম হান্টারের অভিমত শুনুন। তিনি তাঁর মৃত্যুকালীন সময়ে বলেছিলেন, "যদি এ সময় আমার হাতে এ পরিমাণ শক্তি থাকতো যে, আমি কোন মতে কলম ধরতে পারতাম তাহলে মৃত্যু যে কি পরিমাণ সহজ এবং আরামদায়ক তাহা লিপিবদ্ধ করে যেতাম।"

কিন্তু এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, মৃত্যু হান্টারের উপর প্রত্যক্ষ আঘাত হানার পূর্বেই তিনি উপরিউক্ত কথা বলেছেন। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যু সহজ এবং আরামদায়ক হলে তার অবস্থা লিপিবদ্ধ করতে তিনি নিশ্চয় সক্ষম হতেন।

মোটকথা, সাধারণ মানুষ নিজেদেরকে মৃত্যুচিন্তায় নিমজ্জিত করে জীবনের আমোদ-স্ফূর্তিকে মাটি করতে রাজী নয়। খুব সম্ভব এ উদ্দেশ্যে তারা মৃত্যু সম্পর্কে নানা ধরনের কল্পনাশ্রয়ী ধ্যান-ধারণারও জন্ম দিয়েছে। তাদের মতে, মৃত্যু তো কোন ভয়ংকর বস্তু নয়ই, বরং এটা মানুষের জন্য অনাবিল শান্তির সওগাত বহন করে আনে। মৃত্যুর কোমল হাত অত্যন্ত সোহাগভরে মানুষকে তার আরামদায়ক কোলে টেনে নেয়। রোগী যত সাংঘাতিক ব্যথা-বেদনা এবং দুঃখ-যন্ত্রণায় ছটফট করুক না কেন, মৃত্যু তার সমস্ত দুঃখ-যন্ত্রণার উপর প্রশান্তির প্রলেপ বুলিয়ে দেয়। অতএব মৃত্যুর কষ্ট স্রেফ একটি কল্পনা ছাড়া কিছু নয়।

মৃত্যু-পথযাত্রী মানুষের দেহ কেন কুচকে যায়? কেনই বা অনেকের চেহারা বিগড়ে গিয়ে ভয়ংকর রূপ ধারণ করে?—এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরে উপরিউক্ত মতধারীরা অত্যন্ত নির্লিপ্ততার সাথে বলে থাকেন যে, এটাও একটা বাহ্যিক দৃশ্য ছাড়া কিছু নয়। প্রকৃতপক্ষে মৃত্যুর স্পর্শে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ পরিপূর্ণ শান্তিলাভ করে। মৃত্যুকে আলিঙ্গনকারী ব্যক্তি সেই ধরনের কোনো কষ্ট-যন্ত্রণায়ই আক্রান্ত হয় না, যার চিহ্নসমূহ বাহ্যিকভাবে তার চেহারায় পরিদৃষ্ট হয়ে থাকে।

উপরিউক্ত মতবাদ যে কল্পনাপ্রসূত নয় বরং বাস্তব অভিজ্ঞতারই ফল —এমন দাবীও উপরিউক্ত মতাবলম্বীরা জোরগলায় প্রচার করে থাকেন।

www.amarboi.org

তাদের একটি যুক্তি এই যে, অতিশয় বার্ধক্য-প্রপীড়িত এবং অসহ্যকর রোগ-ব্যাধিতে আক্রান্ত মানুষ মৃত্যুকে একটি আশীর্বাদ বলেই মনে করে। আর সত্যিকারভাবে এটা তাদের জন্য আশীর্বাদই বটে।

উপরিউক্ত মতাবলম্বীরা নাকি এমন অনেক ঘটনা প্রত্যক্ষ করেছেন যেখানে এমন সব লোককে হাসিমুখে মৃত্যুর কোলে ঝাপিয়ে পড়তে দেখা গেছে যারা ইতিপূর্বে মৃত্যুকে অত্যন্ত ভয়ংকর বস্তু বলে মনে করতেন।

স্যার টমাস মোরের ঘটনা

তারা এক্ষেত্রে স্যার টমাস মোরের ঐতিহাসিক ঘটনাটির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করে থাকেন। স্যার টমাস মোরকে অষ্টম হেনরী ব্যক্তিগত মতবিরোধের দরুন মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। দণ্ড কার্যকরী করার সময় টমাস মোর নাকি অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে মুচকি হেসে জল্লাদকে বলেছিলেন, 'মিয়া, ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখ, আমি ফাঁসিকাষ্ঠে বহাল তবিয়তে পৌঁছেছি কি না। এখন তো শুধু ঠিকমত ঝুলে পড়ার ব্যাপার— আর এটা যাতে সুচারুরূপে সম্পন্ন হয় সে ব্যবস্থা আমি নিজেই করে নেব।'

টমাস মোরের অনুরূপ আরও কিছু ঘটনার কথা আমাদের প্রায় সকলেরই জানা আছে। যারা এ ধরনের ঘটনার শিকার হয়ে থাকেন তাদের মনের অবস্থা তখন কোন্ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে তা যেমন ভেবে দেখার মতো, তেমনি তাদের ঐসব দুঃসাহসিক কাণ্ড-কারখানা সাধারণ মানুষের মন হতে মৃত্যুর ভয়াবহতা দূর করার পক্ষে আদৌ সহায়ক হয়েছে কি না তাও তলিয়ে দেখার মতো।

❑

www.amarboi.org

মৃত্যু চিন্তা

দার্শনিক মোরিস মেয়ারলেঙ্গ-এর উক্তি

মৃত্যু সম্পর্কে অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত দার্শনিক মোরিস মেয়ারলেঙ্গ বলেন, 'জীবনে শুধু মৃত্যু এমন একটি বস্তু যার উপর প্রসন্নচিত্তে হেলান দেয়া যেতে পারে। মৃত্যু আমার জীবনের পরিসমাপ্তি। কিন্তু হায়! মৃত্যুর পর কোথায় যাবো তা আমি এখনও জানি না। আমার চিন্তা-গবেষণা এবং ভাষণ বিবৃতির উপর ভিত্তি করে মানুষ আমাকে 'গুরু' উপাধিতে ভূষিত করেছে, অথচ মৃত্যুর সামনে আমি অত্যন্ত দুর্বল এবং অসহায় একটি শিশু ছাড়া কিছু নই।'

মিঃ মোরিসের উক্তিতে মৃত্যুচিন্তার যে দার্শনিক তত্ত্বটি ফুটে উঠেছে তা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ইলমী বেরেলভীর ভাষ্য

এ প্রসংগে কবি হাসান ইলমী বেরেলভী বলেন ঃ

এক সাআ'ত ভী না ঠেরা জিন কা ওয়াদা আগিয়া
জী কে জী মে রহে আরমান সারে চল বসে।
হায় কোই ভী না পাল্টা আওর না আয়ী কুছ খবর,
চুপকে হো কর শহরে খামুশাঁ মেঁ আয়সে চল বসে।
চল বসেঙ্গে একদিন হামভী ইস্ সোরাত সে আহ্,
জিস তরহে যেরে যমীন ইয়ে লোগ আগলে চল বসে।
জায়সে চলবস্না বয়ান আওরুঁ কা হাম করতে হ্যাঁয় আহ্,
দোস্ত কাল হামকো কাহেঙ্গে আজ উহ্ ভী চল বসে।
খানা-ই-আসলী মেঁ যানে কী যরা তো ফিক্র কর,
খোল আঁখেঁ দেখ্ ইলমী ইয়ার কায়সে চল বসে।।

অর্থাৎ—

ক্ষণিকের তরে দাঁড়ায় না হায়, যার পালা এসে যায়,
মনেই থাকে বাসনা মনের, সব ফেলে চলে যায়।
কেউ তো এলো না ফিরে সে লোকের, খবর দিল না কিছু,
শুধু নীরবে চলিয়া গেল, আযরাঈলের পিছু পিছু।
সবাই চলিয়া যাবে, চলে যেতে হবে এই বেশ নিয়ে হায় !

www.amarboi.org

যেমন চলিয়া গেছে, অতীত যুগের লোকেরা হায় !
অপরের মৃত্যু কথা যেমন আমরা সবারে বলি,
তেমন (আমাকে) বলিবে সবে, সেও আজ গেছে চলি।
আসল সে বাড়ীর কথা ইল্‌মী কিছুটা ভেবে নাও
কি ঘটিয়াছে, ঘটিতেছে দেখ, নয়ন মেলিয়া চাও।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আক্ষেপ

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেন ঃ

এ অনন্ত চরাচরে স্বর্গ মর্ত ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন যেতে নাহি দিব হায়
তবু যেতে দিতে হয় তবু চলে যায়।

ওমর খৈয়ামের হাহুতাশ

পারস্য কবি ওমর খৈয়াম বলেন ঃ

অর্থ বিভব যায় উড়ে সব
রিক্ত করে মোদের কর,
হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে মোদের
মৃত্যুর নিষ্ঠুর নখর।
মৃত্যুলোকের চোখ এড়িয়ে
ফেরত কেউ আসল না
সেসব পথিক গেল কোথায়
নিয়ে তাদের খোশ খবর।।-[অনুবাদ]

ইতিপূর্বের আলোচনা হতে একটি কথা চূড়ান্তভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষ মাত্রেই মৃত্যুকে একটি অবশ্যম্ভাবী ঘটনা বলে মনে করে, কিন্তু মৃত্যুর সংজ্ঞা, মৃত্যুর অবস্থা ও রহস্য এবং পরিণতি সম্পর্কে তাদের মধ্যে বিরাট মতপার্থক্য বিদ্যমান।

মৃত্যুর পরিণাম মানুষকে ভাবিয়ে তুলে

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, যদিও বেশীর ভাগ লোক একথা বলতে স্বস্তিবোধ করেন যে, মৃত্যু মানুষের যাবতীয় অনুভূতি ও চিন্তা-ভাবনার পরিসমাপ্তি ঘটিয়ে দেয় এবং এরপর আর কোন জীবন থাকে না, যদিও মানুষ পার্থিব সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও আনন্দ-স্ফূর্তির নেশায় বুঁদ

www.amarboi.org

হয়ে থাকে, জীবনের চাওয়া-পাওয়ার গোলক-ধাঁধায় পড়ে যদিও সে চিন্তা করার অবসর পায় না যে, কিভাবে তার জীবনের সূচনা হলো, সে কোথা থেকে এলো, কিভাবে এলো, যে আত্মার বলে বলীয়ান হয়ে সে তার অস্তিত্বকে জাহির করছে, তার মৃত্যুর সাথে সাথে সেটারও কি চির অবসান ঘটবে, তাকে কি কোনোরূপ পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে না—কিন্তু যখন সে মৃত্যুর হৃদয়বিদারক আচার-আচরণ অহরহ প্রত্যক্ষ করে তখন ক্ষণকালের জন্য হলেও একবার না একবার তার অন্তরে মৃত্যুচিন্তা এসে উপস্থিত হয় এবং মৃত্যুর পরিণামও তাকে ভাবিয়ে তুলে। তার মনে উপরিউক্ত প্রশ্নগুলো একের পর এক এসে ভীড় জমায়। এ জীবনের পরে আর কোন জীবন আছে কিনা, সে প্রশ্নেরও একটি মোটামুটি সমাধানে সে পৌঁছার চেষ্টা করে।

ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে, মৃত্যু মানুষের জীবনে এমন একটি হৃদয়-বিদারক ঘটনা যাতে একের সাথে অন্যের অংশীদার হওয়ার কোন সুযোগ নেই। তাছাড়া আজ পর্যন্ত কোন মৃত ব্যক্তি পৃথিবীতে এসে বলেও যায়নি, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সে কিভাবে অতিবাহিত করছে বা তার উপর কি ঘটছে।

অতএব মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে মানুষ নিজের বুদ্ধি-বিবেচনা খাটিয়ে একটি স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারবে এমনটি আশাও করা যায় না।

তাই দেখা যায়, শুধু সাধারণ মানুষই নয়, বরং বিশ্বের বড় বড় বিজ্ঞ ব্যক্তিরাও মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে একবার যে মত পোষণ করছেন অন্যবার পোষণ করছেন ঠিক তার বিপরীত মত।

মৃত্যুর পরবর্তী জীবন সম্পর্কে দুনিয়ার মানুষ যুগে যুগে যেসব মত পোষণ করে আসছে সেগুলো সংখ্যার দিক দিয়ে যেমন বিরাট তেমনি আদর্শের দিক দিয়েও শতধা-বিচ্ছিন্ন।

❑

www.amarboi.org

পরকাল

তিনটি মতবাদ

পরকাল বা মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে মানব সমাজে প্রধানত যতগুলো মতবাদ প্রচলিত রয়েছে সেগুলোকে মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায় ঃ

প্রথম মতবাদ এই যে, মৃত্যুর সাথে সাথে সবকিছুর চির-বিলুপ্তি ঘটে। মৃত্যুর পর আর কোনো জীবন নেই।

দ্বিতীয় মতবাদ এই যে, মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের অস্তিত্বের বিলুপ্তি ঘটে না বরং এটি এমন একটি নতুন রূপ ধারণ করে যা বর্তমান রূপ হতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

তৃতীয় মতবাদ এই যে, মৃত্যুর সাথে সাথে মানুষের দেহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় বটে, কিন্তু তার আত্মা জীবিত থাকে এবং সে আর একটি নতুন জগতে বিচরণ করতে থাকে।

বিশ্বের অনেক লোকই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে প্রথম মতবাদের সমর্থক। তাদের মতে, মানুষের দেহ পঁচে গলে নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পর আবার নবজীবন লাভ করবে এমন কথা বিশ্বাস করার মূলে কোন যুক্তি নেই।

জ্ঞান ও সভ্যতার আলো হতে বঞ্চিত কোন কোন মানবগোষ্ঠী যেমন উক্ত মতবাদের অনুসারী তেমনই আধুনিক যুগের কোন কোন বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকও এর জোর সমর্থক।

জোসেফ লুইসের অভিমত

আমেরিকার মুক্ত চিন্তা সংগঠনের সভাপতি মিঃ জোসেফ লুইস মৃত্যুর পর আর কোন জীবন আছে বলে বিশ্বাস করেন না। তিনি বলেন, "মৃত্যু-রহস্য সম্পর্কে নানা ধরনের মনগড়া কেচ্ছা-কাহিনী তৈরি করা হয়েছে, কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, যখন অলংঘনীয় মৃত্যু আমাদের দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ায় তখন বাধ্য হয়ে আমরা তাকে বরণ্ করে নেই এবং এই সাথে মানবজীবনের সব ল্যাটা চুকে যায়।"

www.amarboi.org

"আমার বিশ্বাস এই যে, মৃত্যুর পর আর কোনো জীবন নেই। কেননা আমরা যখন মৃত্যুবরণ করি তখন আমাদের চোখ বন্ধ, ঠোঁট ও জিহ্বা নিস্পন্দ, কান বধির এবং দেহ অসাড় হয়ে যায়। অতপর এ ব্যাপারে অন্য কোনো দলিল-প্রমাণের আবশ্যক আছে বলে আমি মনে করি না।"

ডারউইনের অভিমত

বিবর্তনবাদের প্রবক্তা ডারউইনের মতে, বিভিন্ন উপাদানের মাধ্যমে একটি অকিঞ্চিৎকর অবস্থা হতে জীবনের সূচনা হয়েছে এবং ক্রমোন্নতির বিভিন্ন পর্যায় অতিক্রম করার পর এটা মানুষের বর্তমান উন্নত অবয়বে রূপান্তরিত হয়েছে। আর এ বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এটাও একদিন বিলুপ্ত হয়ে যাবে।

বার্ট্রাণ্ড রাসেলের অভিমত

বিশ্ব বিখ্যাত দার্শনিক বার্ট্রাণ্ড রাসেলও মৃত্যুর পরবর্তী জীবন স্বীকার করেন না। তার মতে, সৌর মণ্ডলীয় ধ্বংসাবশেষই হচ্ছে সমগ্র ইতিহাস ও সভ্যতাসহ মানব জীবনের শেষ পরিণতি।

এ মতবাদের গোড়া সমর্থক অথচ জ্ঞান ও সভ্যতার আলো হতে বঞ্চিত দু একটি মানব গোষ্ঠী সম্পর্কে এবার কিছুটা আলোচনা করা যাক।

বার্মার একটি উপজাতীয় সম্প্রদায়ের অভিমত

বার্মায় একটি উপজাতীয় সম্প্রদায় আছে, যারা শুধু মৃত্যুর পরবর্তী জীবনেই অবিশ্বাসী নয় বরং মৃতদেহকে একটি পবিত্র আহার্য বস্তু বলেও মনে করে। তাদের সম্প্রদায়ের কোন ব্যক্তি মৃত্যুমুখে পতিত হলে তারা সেই ব্যক্তির লাশ ফুটন্ত তেলের একটি বৃহৎ কড়াইয়ের মধ্যে ফেলে দেয়। অনেকক্ষণ জ্বাল দেয়ার পর যখন ফুটন্ত তেলের সাথে লাশের চর্বি গলে একাকার হয়ে যায় তখন তারা এ তরল বস্তুটিকে কফির সাথে মিশিয়ে 'তাবারুক' (প্রসাদ) হিসেবে উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে পরিবেশন করে এবং প্রত্যেকেই অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে তা পালন করে।

খাসিয়াদের অভিমত

আসামের মৌলবাদী খাসিয়াদের মতেও পরজন্ম বা পরকাল বলে কিছু নেই। তাই 'খাও, দাও স্ফূর্তি কর'—এটাই হলো তাদের জীবনধারার প্রধান বৈশিষ্ট্য।

www.amarboi.org

এডিসনের অভিমত

পরকাল সম্পর্কিত দ্বিতীয় মতবাদের সমর্থকদের মধ্যে এডিসনের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাঁর মতে, কোন কিছুরই চিরবিলুপ্তি ঘটে না। আমাদের দেহের একটি অণুপরমাণুও বিলুপ্ত হয় না বরং তা ক্রমান্বয়ে বিভিন্ন রূপ ধারণ করে।

কবি এ্যামিলির অভিমত

বৃটেনের বিখ্যাত কবি এ্যামিলি বলেন, এ বিশ্বে কোনো কিছুরই লয় নেই। যদিও প্রত্যেকটি প্রাণী অসাড় ও নিস্পন্দ দেহে রূপান্তরিত হয়, কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত যে, সে এ রূপেই তার জীবনকে বহাল রাখে।

বিশ্বের বেশীর ভাগ লোকই পরকাল সম্পর্কিত তৃতীয় মতবাদে বিশ্বাসী। তবে এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, তারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে বিশ্বাসী হলেও সেই জীবনের অবস্থা সম্পর্কে তাদের মধ্যে যথেষ্ট মতপার্থক্য বিদ্যমান।

মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের উপর বিশ্বাসস্থাপনকারীদের মধ্যে যাদের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য তারা হচ্ছেন হিন্দু, বৌদ্ধ, থিওসফিস্ট, ইহুদী, খৃস্টান, বাহাই এবং মুসলিম সম্প্রদায়। অবশ্য এ সমস্ত সম্প্রদায়-বহির্ভূত এমন অনেক বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিকও রয়েছেন যারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবন তথা পরকালে বিশ্বাস করেন।

❑

www.amarboi.org

হিন্দুমত

পুনর্জন্মবাদ

বর্তমান হিন্দু সম্প্রদায় সাধারণভাবে পুনর্জন্মবাদে বিশ্বাসী। তাদের মতে, মানুষকে তার কর্মফল ভোগ করার জন্য বার বার এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। প্রথম জন্মের কর্মের মান অনুযায়ী মানুষের পরজন্মের স্থান ও অবস্থা নির্দিষ্ট হয়। কর্মের তারতম্য অনুযায়ী পরজন্মে সে কীট-পতঙ্গ, পশুপাখী অথবা মানবদেহ ধারণ করতে পারে। বহু জন্মের পর যখন সে প্রায় পাপমুক্ত হয়ে যায় তখন স্বর্গে তার প্রবেশাধিকার মিলে। কিন্তু কিছুকাল স্বর্গভোগ করার পর যখন তার পুণ্যের ফল শেষ হয়ে যায় তখন তাকে পূর্বের স্বল্পাবশিষ্ট পাপের জন্য আবার নূতন করে কোন না কোন রূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। খুব সম্ভব এর কারণ এই যে, আত্মা অনাদি এবং তাদের সংখ্যা নির্দিষ্ট। সুতরাং তাদেরকে সম্পূর্ণভাবে পাপমুক্ত করে চিরকালের জন্য স্বর্গে থাকতে দিলে পৃথিবী একেবারে জনমানবশূন্য হয়ে যাবে।

বেদে পুনর্জন্মবাদের উল্লেখ নেই

হিন্দুদের মূল ধর্মগ্রন্থ বেদে পুনর্জন্মবাদের কোনো উল্লেখ আছে বলে আমাদের জানা নেই। খুব সম্ভব পরবর্তী যুগে উপরোল্লিখিত মতবাদের সৃষ্টি হয়ে থাকবে। কেননা মানুষ কর্মদোষে গরু, ভেড়া, ছাগল, কীটপতঙ্গ ইত্যাদি রূপে জন্মগ্রহণ করলে পরোক্ষভাবে ভগবানেরই দুর্বলতা প্রকাশ পায়। কেননা মানুষ ও অন্যান্য পশুপাখী তাদের দৈনিক আহার্যের জন্য এসব প্রাণীকে বধ করে সৃষ্টিকর্তার নির্ধারিত কর্মফল ভোগের ব্যবস্থাকে অহরহ বানচাল করে দিচ্ছে।

পূর্বজন্মে পাপীরা কি পুণ্যবান ছিল ?

উপরন্তু আমরা দেখতে পাই যে, মুণিঋষি, অবতার তথা মানব সমাজের সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা বেশী দুঃখ-কষ্ট ভোগ করে থাকেন, অপরদিকে পাপীরা পার্থিব সুখ-সম্ভোগে বিভোর থাকে। তাহলে কি মনে করতে হবে যে, উপরিউক্ত পুণ্যাত্মাগণ পূর্বজন্মে মহাপাপী এবং পাপীরা পূর্বজন্মে মহাপুণ্যবান ছিল ?

www.amarboi.org

অক্ষমের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন কি সমীচীন ?

এখানে একটি মানবীয় দিকও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। মানুষ যদি কর্মদোষে অন্ধ, আতুর, খঞ্জ ইত্যাদি রূপে জন্মগ্রহণ করে এবং এ কর্মদোষেই যদি তারা রুগ্ন অথবা বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়ে, তাহলে তাদের প্রতি কৃপা ও সহানুভূতি প্রদর্শন কি সমীচীন হবে ? কেননা যারা ভগবান কর্তৃক তাদের কর্মফলের শাস্তি ভোগ করছে তাদের প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শন ভগবান-প্রদত্ত বিধানকে বানচাল করারই নামান্তর নয় কি ?

পূর্বজন্ম সম্বন্ধে কেউ কিছু জানতে পেরেছে কি ?

আর একটি বিষয় এখানে লক্ষণীয় যে, কর্মদোষেই যদি মানুষের পুনর্জন্ম হয় তাহলে পূর্বজন্মে সে কি পাপ করেছিল এবং তার জন্ম কোথায় কিভাবে হয়েছিল অন্ততঃ ন্যায়বিচারের খাতিরে সে সম্পর্কে তাকে অবহিত রাখা উচিত। মানব সমাজেও এ প্রথা চালু আছে যে, অপরাধীর অপরাধ সাব্যস্ত করে তাকে সে সম্পর্কে অবহিত করার পরই শাস্তি প্রদান করা হয়। অতএব মহা ন্যায়বিচারক ভগবানের বেলায় কিভাবে এ নীতির ব্যতিক্রম হতে পারে ? কিন্তু আজ পর্যন্ত কোন মানুষ তার পূর্বজন্ম সম্বন্ধে কিছু জানতে পেরেছে কি ?

জাতিস্মর

অবশ্য মাঝেমধ্যে জাতিস্মর সম্পর্কিত কিছু কিছু খবরাদি দেশ-বিদেশের পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হতে দেখা যায়। যাদের পূর্বজন্মের কথা স্মরণ থাকে তাদেরকে বলা হয় জাতিস্মর। সম্প্রতি এডওয়ার্ড রিয়াল নামীয় বৃটেনের জনৈক বৃদ্ধ ভদ্রলোক 'সেকেণ্ড টাইম রাউণ্ড' (প্রকাশক ঃ নেভিল স্পিয়ার ম্যান, লণ্ডন) নামক একটি আত্মস্মৃতি লিখেছেন। তিনি দাবী করেছেন যে, এটা তার পূর্বজন্মের অর্থাৎ তিন শত বছর পূর্বেকার আত্মস্মৃতি।

রিয়ালের আত্মস্মৃতি

রিয়াল উক্ত আত্মস্মৃতিতে উল্লেখ করেছেন যে, তিনি সপ্তদশ শতাব্দীতে 'সামারসেটে' চাষাবাদ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তখন তার নাম ছিল জন ফ্লেচার। তার পরিষ্কার মনে আছে যে, তিনি বিবাহিত ছিলেন এবং তার স্ত্রীর নাম ছিল সিসিলি। মন মাউথের ডিউকের সেনাবাহিনীর

www.amarboi.org

পথপ্রদর্শক হিসেবে কাজ করার জন্য একদিন তিনি তার স্ত্রীর নিকট হতে বিদায় নিয়ে বের হন এবং সেই যুদ্ধেই প্রাণত্যাগ করেন।

অধ্যাপক কোহেনের অভিমত

মিঃ রিয়ালের পুস্তককে কেন্দ্র করে সম্প্রতি বৃটেনে নাকি জাতিস্মর সম্পর্কে দস্তুরমত বৈজ্ঞানিক গবেষণা শুরু হয়ে গেছে। বৃটেনের প্রসিদ্ধ অধ্যাপক কোহেন অবশ্য ইতিমধ্যেই মত প্রকাশ করেছেন যে, এ আত্মস্মৃতি রিয়ালের একটি ধাপ্পাবাজি ছাড়া কিছু নয়। খুব সম্ভব এটাও হতে পারে যে, রিয়াল নিজের অজান্তেই বহু বছর গবেষণায় অতিবাহিত করার পর নিজের সম্পর্কে একটি ধারণা করে বসেছেন এবং সেই ধারণাকে অত্যন্ত চাতুর্যের সাথে কথিত আত্মস্মৃতিতে ফুটিয়ে তুলেছেন। তাছাড়া উক্ত আত্মস্মৃতিতে যেভাবে 'ভার্বেটিম' (Verbatim) ফর্মে স্মৃতি বর্ণনা করা হয়েছে তাতেও রিয়ালের ধাপ্পাবাজি ধরা পড়ে যায়। কেননা এভাবে কারোও স্মৃতি জাগরূক থাকে না—থাকা সম্ভবও নয়।

❑

www.amarboi.org

বৌদ্ধমত

জন্মান্তরবাদ

বৌদ্ধগণ জন্মান্তরবাদে বিশ্বাসী। তাদের মতে মানুষের আত্মার মধ্যে যতদিন পর্যন্ত ইচ্ছা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, কামনা-বাসনা ও আসক্তি বর্তমান থাকবে ততদিন পর্যন্ত তার মুক্তি নেই। মরণকালে যার মনে কিছুমাত্র বাসনা থেকে যায়, তাকে পুনরায় এ পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করতে হয়। এভাবে জন্মচক্র চলার পর যখন মানুষের আত্মা বাসনামুক্ত হয়ে উঠবে তখনই সে জন্মচক্র হতে মুক্তি পাবে এবং বৌদ্ধদের ধর্মীয় ভাষায় এটাকেই বলা হয় নির্বাণ লাভ।

পুনর্জন্মবাদ ও জন্মান্তরবাদের মধ্যে পার্থক্য

পুনর্জন্মবাদ এবং জন্মান্তরবাদের মধ্যে পার্থক্য এই যে, পুনর্জন্মবাদে মানুষকে তার কর্মদোষে কীট-পতঙ্গ, পশুপাখী ইত্যাদি রূপেও জন্মগ্রহণ করতে হয়, আর জন্মান্তরবাদে মানুষকে বাসনামুক্ত না হওয়া পর্যন্ত শুধু মানুষরূপেই বার বার জন্মগ্রহণ করতে হয়।

নির্বাণ লাভ

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, বৌদ্ধদের মধ্যে নির্বাণ লাভের পর আত্মাকে আর জন্মচক্রে পড়তে হয় না। তার চিরমুক্তি লাভ ঘটে। কিন্তু নির্বাণ লাভের অবস্থার স্বরূপ কি এবং তারপর আত্মার কি হয়, এ সম্বন্ধে বৌদ্ধদের কোন পরিষ্কার ধারণা আছে বলে মনে হয় না।

এখানে আর একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, বাসনার জের যদি জন্মান্তরের কারণ হয়ে থাকে তাহলে সাধু-অসাধু নির্বিশেষে সকল ব্যক্তিকেই জন্মান্তরের চক্রে চিরকাল ঘূর্ণায়মান থাকতে হবে। কেননা সাধুরা যেখানে নিশ্চিত অমর জীবনের আশা নিয়ে প্রাণত্যাগ করেন, সাধারণ ব্যক্তিরা সেখানে মরণকে এড়িয়ে চিরকাল বেঁচে থাকার ইচ্ছা নিয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। যখন প্রত্যেক আশা বা ইচ্ছাই পাপ এবং তার ফল জন্মান্তর তখন তো সাধু-অসাধু কারোই নির্বাণ লাভের উপায় থাকে না।

www.amarboi.org

পিথাগোরাস ইউরোপে জন্মান্তরবাদ প্রচার করেন

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, সক্রেটিসের অগ্রসূরী গ্রীক পণ্ডিত পিথাগোরাস যিনি নিজেকে দেবসন্তান বলে দাবী করতেন—ইউরোপে সর্বপ্রথম জন্মান্তরবাদ প্রচার করেন। তিনি বলতেন, "জীব মাত্রই পুনঃ পুনঃ জগতে জন্মগ্রহণ করছে। তবে আমি ছাড়া অন্য কেউই তার পূর্বজন্মের স্মৃতি জাগিয়ে রাখতে পারেনি এবং পারবেও না। কেননা তারা সাধারণ প্রাণী। আমি যেহেতু পূর্বজন্মে দেবতা ছিলাম তাই সমস্ত পূর্বস্মৃতি আমার মনে জাগ্রত আছে।"

শুধুমাত্র পিথাগোরাস দেবসন্তান ছিলেন কিনা এবং বাকি সবাই সাধারণ প্রাণী কিনা সে সম্পর্কে মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। তবে তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে বুঝা যায় যে, বৌদ্ধদের জন্মান্তরবাদ এবং পিথাগোরাসের জন্মান্তরবাদের মধ্যে বেশ কিছুটা মৌলিক পার্থক্য রয়েছে।

❑

www.amarboi.org

থিওসফিস্ট মত

পরকাল সম্পর্কে থিওসফিস্ট (পরাবিদ্যাবিদ) সম্প্রদায় যে মত পোষণ করেন তা অনেকটা অস্পষ্ট এবং ঘোরালো। এর প্রধান কারণ হয়ত এই যে, তারা বেদ এবং উপনিষদকে তাদের এ বিশ্বাসের ভিত্তিমূল বলে দাবী করলেও এর সাথে নিজেদের বিবেকবুদ্ধি-প্রসূত অনেক কথাই ঢুকিয়ে দিয়েছেন।

মৃত্যু জীবন পথে একটি ঘটনামাত্র

থিওসফিস্টগণ মৃত্যুকে জীবনের একটি ঘটনামাত্র মনে করেন। তাদের মতে ইহজীবন যাপন যেরূপ ভয়ের বিষয় নয়, পারলৌকিক জীবনও সেরূপ আশংকার বিষয় হতে পারে না। মৃত্যুর ব্যাপারটি অমর জীবনপথে একটি ঘটনামাত্র। এ ঘটনার জন্য কিছুমাত্র বিলাপ বা ভয় করার প্রয়োজন নেই। পরন্তু এটাকে উচ্চতর ও শ্রেষ্ঠতর অবস্থায় উপনীত হবার একটি সোপান বলে বিবেচনা করা কর্তব্য।

মৃত আত্মীয় আমার নিকটেই আছে

থিওসফিস্ট সম্প্রদায়ের মতে, "আমরা যদি বুঝে রাখতে পারি যে, মৃত্যু ব্যাপারটি অধিকতর প্রশস্ত ও পুনর্জীবনে প্রবেশ করার দ্বারস্বরূপ তাহলে আত্মীয়স্বজনের মরণ আমাদের কাছে স্বতন্ত্র মূর্তিতে এসে দাঁড়াবে। ফলে তার বিরহ-যাতনা আমাদের কাছে ততবেশী অনুভূত হবে না। কেননা মৃত আত্মীয়ের নিকট হতে আমরা কখনই বিচ্ছিন্ন নই। আমরা পৃথিবীতে বেঁচে রয়েছি, আমাদের আত্মীয় মরে গেছে। মনে হচ্ছে, আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছি। কিন্তু আসলে তা নয়, সে সর্বদাই আমাদের কাছে আছে। সে যে খুব দূরে, নক্ষত্র-নিকরেরও ও-পিঠে স্বর্গ নামক একটা অজানা অনিশ্চিতস্থানে রয়েছে তা নয় ; সে এ পৃথিবীতেই আমাদের নিকটে আছে। আমরা যে ভাবনা ভাবছি, তা সে সুস্পষ্টরূপে দেখতে পাচ্ছে। আমাদের মনে যে সকল চঞ্চল আবেগরাশি উদ্ভূত হচ্ছে, অনেক সময় সে তা জানতে পারছে। আমরা প্রতি রাতেই নিদ্রাকালে তার সাথে মিলিত হচ্ছি। যদি তার মৃত্যুর অল্পদিন পরেই আমাদের মরণ হয়, তবে অনতিবিলম্বেই আমরা তাকে ভুবর্লোকে দেখতে পাই। তার মৃত্যুর পরেই যদি আমরা অনেকদিন বেঁচে থাকি তবে মরণান্তে স্বর্লোকে তাকে দেখতে

www.amarboi.org

পাবো। যদি স্নেহ-ভালবাসার বন্ধন থাকে, তবে ভুবর্লোকেই হোক, আর স্বর্লোকেই হোক, এক স্থানে না এক স্থানে সাক্ষাত নিশ্চয়ই ঘটবে। কেননা ভালবাসাই জাগতিক শক্তিপুঞ্জের মধ্যে সর্বাপেক্ষা প্রবল শক্তি। জীবনে মরণে তার প্রভাব অপ্রতিহত।"

মৃত্যু বর্তমান জীবনেরই প্রসারণ

"মৃত্যুর পরবর্তী জীবন অদ্ভূত অভিনব ব্যাপার নয়। তা বর্তমান জীবনেরই প্রসারণ। মৃত আত্মীয়বর্গ সর্বদাই আমাদের চারপাশে অবস্থান করছে। আমাদের জ্ঞান সংরুদ্ধ হয়েছে বলে আমরা মনে করি যে, আমরা তাদেরকে হারিয়েছি। প্রকৃতপক্ষে আমরা তাদেরকে হারাইনি, হারিয়েছি শুধু তাদেরকে দেখার শক্তি। আমাদের জ্ঞানের প্রসারণ করে নিতে পারলে, আমরা তাদেরকে দেখতে, এমনকি পূর্বের মতো তাদের সাথে কথাবার্তা বলতে সমর্থ হই।"

থিওসফিস্টগণ জন্মান্তরবাদের সমর্থক

থিওসফিস্টগণ জন্মান্তরবাদের সমর্থক। কেননা তাদের মতে, "জন্মান্তর যদি প্রচলিত ধর্মমতের (প্রচলিত ধর্মমত দ্বারা তারা খুব সম্ভব ইসলাম ও খৃস্টধর্মের দিকে ইঙ্গিত করছেন-লেখক) বিরোধী না হত তাহলে মৃত্যুর বিষয়ে সাধারণের ধারণা স্বভাবতঃ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র আকার ধারণ করত। যিনি প্রণিধান করেন যে, ইতিপূর্বে তিনি অনেক বার মরেছেন, তিনি মৃত্যুর ব্যাপারে অধিকতর প্রশান্তভাব ধারণ করতে সমর্থ। যার ধারণা এই যে, মৃত্যু একটি সম্পূর্ণ নতুন ব্যাপার, একটি অনিশ্চিত ও সম্ভাবনা-সংকুল বিষয়, মৃত্যুর ব্যাপার স্মরণ হলে তার ততটা প্রশান্তভাব থাকে না। জন্মান্তরবাদের দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করলে একথাটি সত্য হয়ে দাঁড়ায় যে, সকল পথিকই সেই অজানা দেশের পথ থেকে ফিরে আসে। কিন্তু তাদের মধ্যে যারা অধিকতর উন্নত, তারা সচরাচর দেড় হাজার বছর পরে জন্মগ্রহণ করে। পথিকগণ আবার অন্য প্রকারেও জন্মগ্রহণ করে। এরূপ ক্ষেত্রে তারা অতি অল্পদিন পরেই নানা কারণে নিরন্তর ফিরে আসে। তখন তাদেরকে ভূতযোনি বলা হয়।"

ভূতযোনিদের সাক্ষাত লাভ সম্ভব

থিওসফিস্টগণ দাবী করেন যে, ভূতযোনিদের সাক্ষাতলাভ সম্পূর্ণরূপে সম্ভব। এরা অতীতে যেমন মানুষের দৃষ্টিগোচর হত, এখনও তদ্রূপ হয়ে থাকে। তারা বলেন- —

www.amarboi.org

"ভূতযোনি বিষয়ে অনুসন্ধান পরিচালনার পর একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর যাবতীয় দেশেই মৃত ব্যক্তির সময় সময় পুনরাগমন ঘটে থাকে। ঐ প্রেতযোনিরা যে লোকে বাস করে থাকে তদ্‌সম্বন্ধে পর্যাপ্ত সংবাদ তাদের নিকট হতে আমরা পাই না। কিন্তু বিবিধ বিবরণসমূহের তুলনা ও ঐক্যকরণ দ্বারা আমরা সূক্ষ্মজগতের বিস্তর ব্যাপার অনুমান করে নিতে পারি।"

বাস্তবিকই ভূতের অস্তিত্ব আছে

যারা ভূত বলে কোন জীবের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না থিওসফিস্টগণ তাদেরকে অর্ধশিক্ষিত এবং যারা ভূতের অস্তিত্ব স্বীকার করেন তাদেরকে ধর্ম, কাব্য ও বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞ বলে আখ্যায়িত করে থাকেন। তারা বলেন, "অর্ধশিক্ষিত ব্যক্তিবর্গের একটি ইতর কুসংস্কার এই যে, ভূত বলে কোন কিছুই নেই। তাদের এ সংস্কারটি কিছুতেই দূর হতে চায় না। ধর্ম, কাব্য ও বিজ্ঞান-বিশেষজ্ঞগণ, অন্যান্য ব্যক্তিবর্গ ও যারা এ বিষয়ে একটু মনোযোগ দিয়েছেন, তারা সকলেই অবগত হয়েছেন যে, বাস্তবিকই ভূতযোনি বিদ্যমান আছে। ভূতযোনি কিরূপ এ সম্বন্ধে অসংখ্য প্রকার মত প্রচলিত রয়েছে। কিন্তু সেগুলো যে প্রকারেই হোক, তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সত্যসন্ধ অনুসন্ধানকারীদের মধ্যে গুরুত্বর বাকবিতণ্ডা আর নেই। এ বিষয়ে যদি কারো সন্দেহ জন্মে, সে নিজে অনুসন্ধান করে দেখুক। ছয় মাসে, সম্ভবত ছয় সপ্তাহে অথবা ছয় দিনেই সে বুঝতে পারবে যে, ভৌতিক ব্যাপারের অস্তিত্ব সত্য, তা অস্বীকার করা অসম্ভব। ঐ ব্যক্তি ভূতযোনির উৎপত্তি ও প্রকৃতি সম্বন্ধে শত শত সুপ্রয়োগসম্পন্ন ব্যাখ্যার অবতারণা করতে পারে, কিন্তু তার বিদ্যমানতা সম্বন্ধে তার আর সংশয় থাকতেই পারে না। মানুষ মরে প্রথমেই ভুবর্লোকে যেয়ে উঠে এবং চতুর্দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করতে থাকে। ক্রমান্বয়ে সে বুঝতে পারে যে, তার সকল প্রকার যাতনা ও ক্লান্তি তিরোহিত হয়েছে। সে মৃত্যুর পরও দর্শন, শ্রবণ, চিন্তা, অনুভব সবই পূর্ববৎ করে থাকে। তাই সে যে মরেছে একথাটি বুঝে ওঠাও তার পক্ষে অনেক সময় কঠিন হয়ে ওঠে। পরে সে যখন দেখতে পায় যে, তার আশেপাশেই তার বন্ধু-বান্ধব রয়েছে অথচ তাদের সাথে কথাবার্তা বললে তারা এমনভাবে থাকে যে, যেন তারা তার কথা শুনতেই পাচ্ছে না—তখন মৃত ব্যক্তি মনে করে যে, হয়ত সে স্বপ্ন দেখছে। জাগরিত হলেই এ ভাব কেটে যাবে। কিন্তু ধীরে ধীরে সে বুঝতে পারে যে, মোটের উপর তার মৃত্যুই হয়েছে। তখন সাধারণত তার চিত্ত-

www.amarboi.org

চাঞ্চল্য ঘটে থাকে। পার্থিব জীবনে সুশিক্ষার অভাবই এ চাঞ্চল্যের হেতু। কারণ চলিত মতাবলম্বী হওয়ার দরুন মৃত্যুর পরে যে অবস্থাটি হবে বলে সে আশা করেছিল এখন সে তা হতে একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র অবস্থার সম্মুখীন হয়েছে।"

মৃত ব্যক্তি অন্য দেহ-পরিচ্ছদ পরিধান করে

"আমরা দেহ বলতে যা বুঝি, মৃত ব্যক্তিদের তা থাকে না ; তবে তারা আমাদের অতি নিকটেই বাস করে থাকে। আমাদের দেহ হতে উপরের জামাটি উন্মোচন করলে যেমন আমাদের ব্যক্তিত্ব নষ্ট হয় না, তেমনই স্থূলদেহ পরিত্যক্ত হওয়ায় মৃত ব্যক্তিদেরও কোনোরূপ পরিবর্তন ঘটে না। ভারমুক্ত হলে আমরা যেমন অনেকটা সুস্থবোধ করি তেমনি দেহমুক্ত হওয়ায় মৃত ব্যক্তিরাও আনন্দবোধ করে। মৃত্যু হওয়ায় মানুষের চিত্তবৃত্তি, স্নেহ, অনুরাগ, উদ্বেগ, আকাঙ্ক্ষা, জ্ঞানবুদ্ধি কিছুই পরিবর্তিত হয় না। কেননা ঐগুলো পরিত্যক্ত পার্থিব দেহের সাথে সম্পৃক্ত নয়। অতএব মৃত ব্যক্তি এ দেহরূপ পরিচ্ছদটি পরিত্যাগ করে অন্য একটি পরিধান করে, কিন্তু তা হলেও সে পূর্ববৎ চিন্তা ও অনুভব করতে সমর্থ।"

মৃত জননী সন্তানের অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে থাকেন

"মৃত ব্যক্তিরা জীবিতদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে মিলেমিশে থাকে। তারা রাতে রাজপথে ও নির্জন গলিপথে ভ্রমণ করে থাকে। তারা শস্যক্ষেত্র ও ময়দানে বিচরণ করে বেড়ায়। তাদের সংখ্যা কম নয়। তারা মাঠের তৃণপত্রের মত ও সমুদ্রকূলের বালুকার ন্যায় অগণিত, অসংখ্য। যে ঘরে তারা স্থূল নশ্বরদেহধারী হয়ে বাস করত, পরলোকের সংবাদ নিয়ে তারা সেখানে উপস্থিত হয়। নিশীথ সময়ে তারা পরলোকের প্রায়শ্চিত্ত-যাতনার বা সুখভোগের সংবাদ নিয়ে নীরব বাসভবনের মধ্যে ধীরপদ সঞ্চারে বিচরণ করে। কখনও কখনও তাদেরকে মশারিযুক্ত পালংকের বহির্দেশে অস্পষ্ট ছায়ামূর্তিতে দেখা যায়। কখনও কখনও উনুনের নির্বাণোন্মুখ অগ্নিপাশে তাদেরকে নীরবে অবস্থান করতেও দেখা যায়। পার্থিব আত্মীয়গণ যখন কোন বিপদে বা জীবন-সংকটে পড়ে, তখন তারা রক্ষকরূপে এসে তাদেরকে পাহারা দেয়। মৃত জননী এসে নিদ্রিত অবস্থায় সন্তানকে আদর সোহাগ করেন, তাদেরকে বিপদ হতে রক্ষা করেন, তাদেরকে আদর করে দুলিয়ে থাকেন। নিদ্রিতাবস্থায় তিনি সন্তানের অশ্রু মুছিয়ে দিয়ে থাকেন। .... এরূপ ব্যাপার সর্বদা না হলেও কখনও

www.amarboi.org

কখনও ঘটে থাকে। পুরাতন অভ্যস্ত কাজের বলবতী বাসনাই মৃত ব্যক্তিকে সূক্ষ্মদেহীদের নীরব রাজ্য হতে আকর্ষণ করে আনে। তবে মনে রাখতে হবে যে, সকল প্রেতাত্মাই দয়ার্দ্র নয়। অনেকে জীবিত মানুষের উপর বরং নির্দয় ব্যবহার করে থাকে। এরূপ প্রেতের নিকটে না যাওয়াই মঙ্গল। এই স্থূল জড়জগতের কোলাহল ও সঞ্চালনবশতই অধিকাংশ ব্যক্তি মৃত ব্যক্তিদের মৃদুস্বর শুনতে পায় না।”

একটি বিরাট কুসংস্কার

থিওসফিস্টগণের মতে “এটি একটি বিরাট কুসংস্কার যে, কোন ব্যক্তি তার মৃত্যুর সময়ে ঈশ্বরের করুণা বা রহমত প্রাপ্ত হলে আনন্দধামে যাবার টিকেট পেয়ে বসে, আর মৃত্যুকালে ঐরূপ ত্রাণপ্রাপ্ত না হলে সে শাস্তির সম্মুখীন হয়। তাদের মতে, পারলৌকিক জীবন পার্থিব জীবনেরই ফল, এছাড়া আর কিছুই নয়—এমনটি ভাবাও একটি মহাভ্রম।”

পরাবিদ্যায় আত্মনিয়োগ করলে মৃতদের দেখা যায়

সংক্ষেপে বলতে গেলে থিওসফিস্টদের মতবাদ অনুযায়ী পরলোক সম্বন্ধে সঠিক ধারণা লাভ করতে হলে ভূতে বিশ্বাস করতে হবে এবং প্রেততত্ত্বের অনুসন্ধানে আত্মনিয়োগ করতে হবে। তাদের মতে মৃত ব্যক্তিরা আমাদের আশেপাশে রয়েছে, কিন্তু স্থূল জড়জগতের কোলাহলের দরুন অধিকাংশ ব্যক্তি তাদের মৃদুস্বর শুনতে পায় না। ভূতে বিশ্বাসস্থাপন করতঃ পরাবিদ্যায় আত্মনিয়োগ করলে মৃত ব্যক্তিদের চাক্ষুষ দেখা যায়।

ভূত দেখাটা প্রকৃতই সৌভাগ্য

থিওসফিস্টদের মতে, ভূত দেখাটা দুর্ভাগ্য নয়। ওটা প্রকৃতই সৌভাগ্য। কেননা যারা ভূত দেখতে পায়, পরলোক সম্বন্ধে, সূক্ষ্মজগত সম্বন্ধে তাদের আর কোনরূপ সন্দেহ থাকে না। ভূত নিশ্চয়ই আছে। ভূতের কথাটা বিকৃত মস্তিষ্কের প্রলাপ নয়, পাগলের কথা নয়। খাঁটি সত্য।

ভূতের কাণ্ড-কারখানা

থিওসফিস্টদের মতে, বৈঠক ডেকেও ভূত আনা সম্ভব। তবে বৈঠকি ভূতের কাণ্ডগুলোকে তারা মোট পাঁচটি শ্রেণীতে ভাগ করে থাকেন। যেমন ঃ

www.amarboi.org

১. "কোন কোন ভূত কারো ঘাড়ে চেপে আসে। তার মুখ দিয়ে কথা বলে। তার হাত দিয়ে লেখে বা আঁকে। তার মুখেই বলে, 'আমি অমুক'। কখনো কখনো এ শ্রেণীর ভূতেরাই 'প্লানচেট' নামক যন্ত্রের মধ্যেও আসে।"

২. "কখনো কখনো এক শ্রেণীর ভূত কারো ঘাড়ে চেপে, তার সূক্ষ্মদৃষ্টি ফুটিয়ে দেয়। তখন সে ব্যক্তি কোন পুস্তকের কোন লেখা না দেখেই পড়ে বসে বা কোন বাক্সের মধ্যে কারো আটকানো পত্রের লেখা বাইরে থেকে পড়ে দেয় বা কারো মনের কথা বলে বসে বা কোন লোক কিংবা জিনিস খুঁজে পাওয়া না গেলে বলে দেয় যে, অমুক স্থানে সে বা তা আছে।"

৩. কোন কোন ভূত খানিকটা স্থূল হয়, কিন্তু দেখা দেবার মত অতটা স্থূল হতে পারে না। এরাও টক্ টক্ করে শব্দ করে, টেবিল ওলটপালট করে রেখে দেয়, কোন জিনিস শূন্য দিয়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় বা একস্থান হতে অন্যস্থানে সরিয়ে রাখে, শ্লেটের উপর হয়তো কিছু লিখে বা এঁকে বসে। সে লেখাটা কোন জীবিত মানুষের হাত দিয়ে লেখে না, সে নিজেই লেখে। এরা কখনো কখনো স্থূল হাতে হয়ত কারো দেহ দিয়ে ছুইয়ে বসে, কিংবা হয়তো একটা গলার স্বর শুনিয়ে দেয়। ভূতের বৈঠকে যে সকল ছোট কাণ্ড ঘটে, তার অধিকাংশই এ শ্রেণীর ভূতের দ্বারা ঘটে। এরাই গান-বাজনার যন্ত্র বাজিয়ে থাকে। বাদ্যযন্ত্রে চাবি দেয়া, যন্ত্রটিকে শূন্যে নিয়ে বেড়ানো প্রভৃতি কাণ্ড এরাই করে। বৈঠকে কখনো একটা ঠাণ্ডা হাওয়া গায়ে লাগে, সেটাও এদের কাণ্ড। বোর্ডে নাম লিখে দেয়া, প্লানচেটে এসে কিছু লিখিয়ে বসা প্রভৃতি ব্যাপার এরাই করে।"

৪. "আর একটি শ্রেণীর ভূতেরা কিছু উন্নত। খুব দ্রুত কিছু একটা লেখা বা কিছু একটা আঁকা এদেরই কাণ্ড। এরা ইচ্ছা করে কখনো কখনো অনেক রকম আলোকের সৃষ্টি করে, কখনো বা অনেকগুলো এক রকম জিনিস তৈরি করে সামনে হাযির করে। দূরের জিনিস, এমনকি আটকানো বাক্সের জিনিস বাইরে নিয়ে আসে, কখনো বা আগুনের সৃষ্টি করে—এরূপ অদ্ভুত অদ্ভুত কাণ্ড এরা করে থাকে। সূক্ষ্ম জগতের বিধি-ব্যবস্থা এরা বেশ একটু ভালরূপেই জানে।"

৫. "কোন কোন ভূত স্থূল শরীর ধারণ করে দেখা পর্যন্ত দেয়।"

থিওসফিস্টদের দর্শন প্রেততত্ত্বভিত্তিক

পাঠকবৃন্দ নিশ্চয়ই লক্ষ্য করে থাকবেন যে, আমরা ইতিপূর্বে থিওসফিস্টদের বিভিন্ন গ্রন্থাদি হতে তাদের যে পরকাল-দর্শন বর্ণনা

www.amarboi.org

করলাম তা মানুষের মৃত্যু সম্পর্কিত চিন্তা এবং উৎকণ্ঠা দূর করতে অনেকখানি সমর্থ। কিন্তু একটি বিষয় এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, পরাবিদ্যা সম্পর্কিত তাদের চেষ্টার গোটা দর্শনটাই ভৌতিক বা প্রেততাত্ত্বিক। আর জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে প্রেততত্ত্ব যে আজ রূপকথার বিষয়ে পরিণত হয়েছে তা বোধ করি কাউকেও বুঝিয়ে বলার দরকার নেই।

রবীন্দ্রনাথের পরলোক চর্চা

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথও এক সময়ে প্রেততত্ত্বভিত্তিক পরলোক-চর্চা করতেন বলে জানা যায়। তিনি প্লানচেট (ছোট তক্তা দ্বারা প্রস্তুত এক ধরনের যন্ত্র) অথবা মিডিয়াম প্রক্রিয়ার (রবীন্দ্রনাথের মিডিয়াম ছিলেন শ্রী শিশির কুমার গুপ্তের স্ত্রী শ্রীমতি উমা গুপ্তা) মাধ্যমে প্রেতাত্মাদের অনেক সংলাপ সংগ্রহ করে তা একটি খাতায় লিপিবদ্ধ করেন। কিন্তু শেষ জীবনে এসব বিষয়ের প্রতি তিনি আর আগ্রহী ছিলেন না।

রবীন্দ্রনাথের প্রেততত্ত্বভিত্তিক পরলোক-চর্চা সম্বন্ধে তাঁর তৎকালীন (১৯২৯) একান্ত সচিব ও পরলোক-চর্চার অন্যতম লিপিকর ডঃ অমিয় চন্দ্র চক্রবর্তী যে মন্তব্য করেছেন তা এখানে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন—

"মানুষের মননজাত নিছক কল্পনাকে ছলনা না বলে মায়া রচনা বলাই ভাল—স্মৃতিবিস্মৃতিকে নিয়ে খেলা—তার সাথে ধ্রুব সত্যের যোগ নেই। রবীন্দ্রনাথের পক্ষে এটা মহা পৌরুষের ছেলে-মানুষী, অস্বীকৃতিকেই অন্যভাবে প্রকাশ করার চেষ্টা, তিনি নিজেই যা গ্রহণ করেননি, তা যেন অতিশয়োক্তি দ্বারা ভুল বুঝতে চেয়েছেন।"

রবীন্দ্রনাথের পরলোক-চর্চা সম্বন্ধে অমিতাভ চৌধুরী বলেছেন, "১৯২৯ সালেই রবীন্দ্রনাথের এ মিডিয়াম-কাহিনীর সমাপ্তি। তারপর পৌষ উৎসব। উৎসবের শেষে বক্তৃতা দিতে বরোদা যাত্রা এবং ১৯৩০ সালের মার্চ মাসে নিজের আঁকা ছবি নিয়ে সদলবলে ইউরোপ পাড়ি। আত্মা এনে কথা বলা রবীন্দ্রনাথকে নেশার মত ধরেছিল। বিলেতে নানা কর্মব্যস্ততায় সেই নেশা ঘুচল।"

আব্রাহাম লিংকনও প্রেততত্ত্বের চর্চা করতেন

শুধু রবীন্দ্রনাথই নন, পাশ্চাত্যের স্যার অলিভার লজ, ইয়েট্‌স, ইমানুয়েল কান্ট, কোনান ডায়েল, ব্রাউনিং, রিলকে, প্রেসিডেন্ট আব্রাহাম

www.amarboi.org

লিংকন প্রমুখ বৈজ্ঞানিক, দার্শনিক, চিন্তাবিদ ও কবি-সাহিত্যিকগণও প্রেততত্ত্বের চর্চা করতেন বলে জানা যায়। কিন্তু তাদের কেউই জগত-বাসীকে এ সম্পর্কে কোন পরিষ্কার ধারণা দিয়ে যেতে পারেননি।

আজ কোন প্রেতব্যবসায়ীর সন্ধান পাওয়া যায় না

এই কিছুদিন পূর্বেও আমাদের দেশে অনেক প্রেতব্যবসায়ীর সাক্ষাত পাওয়া যেতো। তারা প্লানচেট অথবা মিডিয়ামের মাধ্যমে ভূত ডেকে আনতে পারেন বলে দাবী করতেন। তারা নানা কারচুপির মাধ্যমে সরল জনসাধারণকে বোকা বানিয়ে নিজেদের বুযুরগী যাহির করতে সক্ষমও হতেন। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে তাদের সব বুযুরগী খতম হয়ে গেছে। আর একমাত্র এ কারণেই আজ আর কোন প্রেতব্যবসায়ীর সন্ধান পাওয়া যায় না।

ভূতের আলোক

রাতের বেলা সমাধিভূমিতে অথবা প্রশস্ত জলাভূমিতে যে আলোক দৃষ্টিগোচর হয় থিওসফিস্টগণ তাকে এক শ্রেণীর ভূতের আলোক বলে বিশ্বাস করলেও আজ বিজ্ঞানের একজন মামুলী ছাত্রও বলে দিতে পারে যে ঐ আলোক, পচা ও গলিত পদার্থ হতে উত্থিত মিথেন গ্যাস ছাড়া আর কিছুই নয়। আর একমাত্র এ কারণেই সমাধিভূমি, শ্মশানঘাট এবং জলাডোবা অঞ্চলে অন্ধকার রাতে প্রায়শঃ উক্ত আলোক সর্বসাধারণের নজরে পড়ে।

মনের ভূত

থিওসফিস্টদের অভিমত এই যে, বিশ্বাসস্থাপন করলে পর মৃত ব্যক্তিদের প্রেতাত্মা দেখা যায়, অন্যথায় নয়। তাদের এ অভিমতের মধ্যে বেশ কিছুটা যুক্তি রয়েছে বলে আমরা মনে করি। কেননা মনেপ্রাণে ভূতে বিশ্বাসস্থাপন করলে সত্যিকার ভূত দেখা না গেলেও মনের ভূত যে কল্পিত রূপ নিয়ে সামনে এসে দাঁড়াবে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। প্রকৃতপক্ষে এ মনের ভূতই প্রাগৈতিহাসিক যুগ হতে মানবজাতিকে ভীত-সন্ত্রস্থ করে রেখেছে এবং এর উপর ভিত্তি করেই অসহায় মানুষ এই নিকট অতীতেও প্রেততত্ত্বে আস্থাশীল ছিল। কিন্তু জ্ঞান-বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে ভূত-প্রেতেরা সভ্য মানবগোষ্ঠীর সংস্রব চিরদিনের মতো পরিত্যাগ

www.amarboi.org

করে পাহাড়-পর্বত এবং বন-বাদাড়ের অশিক্ষিত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জনবসতিতে আস্তানা গেড়েছে এবং জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রসারের সাথে সাথে কখন আবার সেই আস্তানাও পরিত্যাগ করতে হয় সেজন্য যারপর নেই শংকাবোধ করছে।

মনের তথা কল্পনার ভূত বা প্রেতাত্মা এ আধুনিক যুগের একজন অতি শিক্ষিত মানুষের সামনেও যে সশরীরে এসে দাঁড়াতে পারে—'রবীন্দ্রনাথের পরলোক চর্চা' গ্রন্থের লেখক অমিতাভ চৌধুরীর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হতে তার স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করেছি যে, বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও প্লানচেট অথবা মিডিয়াম প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রেততত্ত্বের চর্চা করতেন। কবি-গুরু এ চর্চার মাধ্যমে পরলোকগত শমী, কাদম্বরী দেবী, মাধুরীলতা প্রমুখের প্রেতাত্মার নিকট হতে প্রচুর সংলাপ সংগ্রহ করে সেগুলো একটি খাতায় লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। অমিভাত চৌধুরী সেই খাতার উপর ভিত্তি করে 'রবীন্দ্রনাথের পরলোক চর্চা' গ্রন্থ রচনা করেছেন। শ্রী চৌধুরী ঐ খাতার অনুসন্ধানে যখন শান্তি নিকেতনে যান তখন কাল্পনিক প্রেতাত্মারা কিভাবে সশরীরে তার সামনে এসে হাজির হয়েছিল তা তার নিজের ভাষায়ই শুনুন।

অমিতাভ চৌধুরীর অভিজ্ঞতা

"১৯৭৩ সালের জুন মাসে আমি শান্তি নিকেতনে গিয়েছিলাম খাতার খোঁজে। তখন গরমের ছুটি। রাস্তাঘাটে লোকজন কম। গেস্ট হাউস একদম ফাঁকা। বিরাট বাড়ীতে একমাত্র অতিথি আমি। সকাল বিকাল দুইবেলা একা গেস্ট হাউসে শুতে যেতাম, সেই আচ্ছন্ন ভাবের ঘোর কাটত না। মনে হতো বিনা আহ্বানেই ওরা ঘরে এসে গেছেন। জানালার গরাদে গালে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন শমী, ভিতরে চেয়ারে এসে বসেছেন কাদম্বরী দেবী, কিছু যেন বলতে চান মাধুরীলতা। আমার সারা গায়ে শিরশিরানি দেখা দিত। বিছানা থেকে হাত বাড়িয়ে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিতাম। বাকি রাত কাটত অনিদ্রায়। কিন্তু সকাল বেলা হত সুখের একটা অনুভূতি। যাঁদের কখনো দেখিনি, অথচ জানি নিবিড়ভাবে—রবীন্দ্রনাথের লেখায় ও চিঠিপত্রে—তাঁদের সংগ পেতাম প্রতি রাতে, হঠাৎ অলৌকিক হয়ে যাওয়া পূর্বপল্লী গেস্ট হাউসে আমার ছোট ঘরটিতে। ইহলোক আর পরলোক কিছুদিনের জন্য আমার কাছে একাকার হয়ে গিয়েছিল।"

www.amarboi.org

অমিতাভ চৌধুরীর উপরিউক্ত বক্তব্য হতে থিওসফিস্টদের নিম্নোক্ত দাবীর যথার্থতা প্রমাণিত হয় কিনা তা শ্রদ্ধেয় পাঠকবর্গ বিবেচনা করে দেখতে পারেন। তাঁদের দাবী হল, "বাস্তবিকই ভূতযোনি বিদ্যমান আছে। এ বিষয়ে যদি কারো সন্দেহ জন্মে, সে নিজে অনুসন্ধান করে দেখুক। ছয় মাসে, সম্ভবত ছয় সপ্তাহে অথবা ছয় দিনেই সে বুঝতে পারবে যে, ভৌতিক ব্যাপারের অস্তিত্ব সত্য, তা অস্বীকার করা অসম্ভব।"

অমিতাভ চৌধুরীকে ভাগ্যবানই বলতে হবে। কেননা ভৌতিক ব্যাপারের অস্তিত্ব যে সত্য তা হৃদয়ঙ্গম করতে তার ছয়দিন সময়ও লাগেনি।

থিওসফিস্টদের মতে, দিব্যদৃষ্টি তথা অতীন্দ্রিয়শক্তি লাভ করতে পারলে পরলোকের অনেক কাণ্ড-কারখানাই চোখের সামনে ভেসে ওঠে। তারা দিব্যদৃষ্টি লাভের যে সমস্ত উপায় বর্ণনা করে থাকেন সেগুলো হলো—

দিব্যদৃষ্টি লাভের উপায়

১. ভাঙ্গ, গাঁজা, চরস প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করা। তাদের মতে, "কোনো কোনো ঔষধে যেমন দেহকে অসাড় করে ফেলে, সেরূপ ভাঙ্গ প্রভৃতিতেও স্থূলদেহ সংজ্ঞাহীন হয়ে ওঠে। তখন লিঙ্গ-শরীরটা স্বাধীনভাবে ভুবর্লোকে বিচরণ করতে থাকে। আমরা যখন ঘুমিয়ে পড়ি তখনও আমাদের লিঙ্গ-শরীর ঐরূপভাবে ভুবর্লোক ঘুরে বেড়ায়। .... লিঙ্গ-শরীরে সূক্ষ্মজগতে বেড়াব, বেড়িয়ে অতীন্দ্রিয় শক্তিবলে অনেক অনেক বিষয় জানব, এটা মনে করেই একজন যদি নেশা করে, তবে নেশা হওয়ায় লিঙ্গ-শরীর মুক্ত হওয়া মাত্র সে সূক্ষ্মশক্তির ব্যবহার করতে আরম্ভ করে। এরূপ করতে করতে সূক্ষ্মদৃষ্টি লাভে কতকটা সমর্থও হয়। নেশা ছুটে গেলে সে সূক্ষ্মজগতের কথাগুলো স্মরণ করতে চেষ্টা করে। সূক্ষ্মজগতের সেই অতীন্দ্রিয় শক্তি তখনও কিছু কিছু তার মধ্যে থাকে। ঐ শক্তি বলে সে অনেকের অনেক কথা বলে দেয়। তখন দিব্যদৃষ্টিসম্পন্ন বলে তার যশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। নেশার প্রভাবে সংজ্ঞাহীন হলে তার ঘাড়ে কখনো কখনো ভূত এসে চেপে বসে, আর কথাবার্তা বলতে থাকে। মিডিয়ামের ঘাড়ে যেমন চাপে, তাদের ঘাড়েও তেমনিই চাপে।"

২. এক প্রকার সংজ্ঞানাশক ধূয়া নিশ্বাস পথে গ্রহণ করা। তাদের মতে, "কোন কোন গাছের ধূয়া নাকে টানলে মানুষ অজ্ঞান হয়ে পড়ে

www.amarboi.org

সত্য, তবে কিছুটা অতীন্দ্রিয় জ্ঞান লাভ করতে সক্ষম হয়।" থিওসফিস্টদের ধারণা, পুরাকালীন যাদুকরদের যে অতীন্দ্রিয় জ্ঞানের কথা শুনা যায়, তা সম্ভবত এ উপায়ে লাভ করা হত।

৩. উন্মত্তভাবে নৃত্য করা। থিওসফিস্টগণ বলেন, "এক শ্রেণীর সন্ন্যাসী বা দরবেশগণ উন্মত্তভাবে এক অদ্ভূত রকমের নৃত্য করে থাকে। ঐরূপ নৃত্য তাদের ধর্মের অঙ্গবিশেষ। তা পাগলের মত একটা বিকট ভঙ্গির নৃত্য। নাচতে নাচতে মাথা বিশ্রীভাবে ঘুরে উঠে। তখন তারা অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যায়। ধর্মভাব প্রাণে নিয়ে নেচেছিল বলে এ অজ্ঞান অবস্থায় তারা অলৌকিক ব্যাপার দেখতে থাকে। এ প্রণালীতে তারা ভুবর্লোকের নিম্নস্তরের অনেক কাণ্ড জানতে পারে। তারপর সজ্ঞান অবস্থায় কিছু কিছু ঘটনা স্মরণ করে অন্যের কাছে বলে থাকে।"

৪. একটা উজ্জ্বল পদার্থের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকা। থিওসফিস্টদের মতে, "একটা উজ্জ্বল পদার্থের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকলে মস্তিষ্কের কোন কোন অংশ অসাড় হয়ে উঠে। যার মস্তিষ্ক ঐরূপভাবে, ঐরূপ প্রণালীতে অসাড় হয় সে একেবারে জড়বৎ হয়ে পড়ে। তখন তার লিঙ্গদেহ ভুবর্লোকের নিম্নস্তরে বিচরণ করে কতকটা অতীন্দ্রিয় ব্যাপার দেখতে থাকে।"

৫. ধ্যান। থিওসফিস্টদের মতে দিব্যদৃষ্টিলাভের সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হলো ধ্যান। তারা বলেন, "তুমি যদি ধ্যান-সাধনায় প্রবৃত্ত হতে ইচ্ছা কর ধ্যানের একটা সময় ঠিক করে নেবে। এ সময় যেন প্রত্যেহ একই হয়। আর প্রত্যেহই যেন কাজটা করা হয়। ধ্যান করার সময় প্রশান্ত মনে বেশ আরামের সাথে একটি স্থানে বসবে। বসে কোন একটা উচ্চ, উদার ও আবশ্যকীয় বিষয়ের প্রতি একাগ্রতার সাথে তোমার মনটিকে নিবিষ্ট করবে। ইচ্ছা করলে তুমি একটি গুণের বিষয় চিন্তা করতে পার। শুধু গুণের চিন্তা করে ওঠা একটু কঠিন। তাই ঐ গুণমণ্ডিত কোন মহাত্মার চিন্তা করলে ধ্যানের প্রণালীটা সহজতর হয়ে আসে। এরূপ করে একটু বেশী শক্তিলাভ করলে তুমি খাঁটি গুণের ধ্যান করতে পার। এভাবে ধ্যান করার প্রণালীটা যখন তোমার অভ্যাসে পরিণত হবে তখন তুমি খাঁটি গুণের ধ্যান করতে পার। যখন কিছুতেই ঐ অভ্যাসের ব্যতিক্রম ঘটবে না তখন তুমি নিদিধ্যাসনের চেষ্টা করতে পার।"

"নিদিধ্যাসনের সাধনায় প্রবৃত্ত হলে কোন গুণের চিন্তা করার পরিবর্তে তুমি কোন মহাত্মাকে আদর্শ রূপে ভাবতে থাকবে। আদর্শ যিনিই হোন বা তাঁর নাম যাই হোক, তাতে কিছু যায় আসে না।"

www.amarboi.org

"প্রত্যহ এরূপ করতে করতে এমন একদিন আসবে–যেদিন হঠাৎ তোমার চোখ খুলে যাবে। তখন তুমি দেখবে যে, ঐ আদর্শের সাথে তুমি অভিন্ন। তখন আগেকার জীবনটা তোমার কাছে অন্ধকার ও মৃত্যুর মত অনুভূত হবে এবং স্বর্গের অনুপম শান্তোজ্জ্বল মূর্তি অনুক্ষণই তোমার সামনে প্রকট থাকবে।"

"নিদিধ্যাসন করতে করতে যখন ঐরূপ জ্ঞান ফুটে উঠে তখন যদি তুমি চারদিকে চেয়ে দেখ তাহলে বিস্তর অলৌকিক ব্যাপার তোমার চোখে পড়বে। এরূপে উন্নত হতে হতে তুমি ভগবানের কাছে গিয়ে উঠবে।"

অতপর থিওসফিস্টগণ বলছেন, "সাধক, তুমি এতদিনে সাধনমার্গে সফল মনোরথ হবে, আমি এমন কোন অঙ্গীকার করতে পারি না। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে, তোমার পূর্বেও অনেকে সাধনমার্গে এসেছিলেন এবং তারা সিদ্ধিলাভ করে গেছেন।"

থিওসফিস্টদের মতে, "সাধনমার্গে যাবার প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হয়। যিনি সাধনমার্গে প্রবৃত্ত হয়ে নিজের অন্তর্নিহিত সুপ্তশক্তির উদ্বোধন করতে চান, সর্বপ্রথমে তাকে নিজের হৃদয়ের পবিত্রতা সাধন করতে হবে। আর পবিত্রতা সাধন করতে হলে সাধককে স্থূলদেহ, লিঙ্গদেহ তথা বাসনাদেহ এবং মানসদেহ—এ তিনটিকেই পবিত্র করে তুলতে হবে। .... সংসারের তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মনে অশান্তি ঘটাতে নেই। ...... কার্যের মধ্যে স্বার্থের চিন্তা আনতে নেই। কার্যের চিন্তা ভগবানের উপর ন্যস্ত করতে হয়। সাধক যদি এরূপভাবে চলেন তবে তার চারপাশে পবিত্রচেতা সহায়ক দেবযোনিরা এসে সমবেত হবেন। এ প্রকার সাধকের দেহ হতে একটা স্বর্গীয় জ্যোতি বের হতে থাকবে। তার সাহচর্যে শোকী, তাপী সকলেই শান্তি পাবে।"

থিওসফিস্টগণ দিব্যদৃষ্টি লাভের যে পাঁচটি উপায় বর্ণনা করেছেন সেগুলোর গুণাগুণ সম্পর্কে আমরা কিঞ্চিৎ আলোচনা করছি।

দিব্যদৃষ্টি লাভ সম্পর্কে কিঞ্চিৎ আলোচনা

কোন কোন লোক ভাঙ্গ, গাঁজা, চরস প্রভৃতি মাদক দ্রব্য সেবন করলে তার লিঙ্গ শরীর স্বাধীনভাবে ভুবর্লোকে বিচরণ করে বলে থিওসফিস্টগণ যে মত প্রকাশ করেছেন, আধুনিক বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে তা মনগড়া এবং ভিত্তিহীন। আধুনিক বিজ্ঞানীদের মতে, "মাদকদ্রব্য সেবন করলে মানুষের দেহে এবং মনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কোন কোন সময়ে সে

www.amarboi.org

কাল্পনিক ভয়ভীতির শিকারে পরিণত হয়। এ ভয়ভীতি শ্রবণ, দর্শন উভয় প্রকারেরই হতে পারে। বিশ্বজগতের সবকিছুই তার কাছে ঝাপসা ঝাপসা লাগে। গাছের ছায়া এবং বিভিন্ন জিনিসের প্রতিবিম্ব তার চোখে জীবন্ত হয়ে ওঠে। সে তার মন-মস্তিষ্কের ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে। বাস্তব জগতের সাথে তার দূর-দূরান্তের সম্পর্কও থাকে না। উঠতে বসতে কখনো কখনো সে বিভিন্ন গায়েবী শব্দও শুনতে পায়।

অতএব একথা নিসন্দেহে বলা যায় যে, মাদকদ্রব্য সেবন করে কেউ ভুবর্লোকে বিচরণ করতে পারে না—বরং জ্ঞান-বুদ্ধি হারিয়ে, অপ্রকৃতিস্থ হয়ে সে নিরেট অমানুষে পরিণত হয় এবং সে অবস্থায় সে যা দেখে এবং যা শুনে তার সাথে বাস্তবতার কোন সম্পর্ক থাকতে পারে না এবং তা হতে মানুষের ইহ বা পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা যেতে পারে না।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, জীবিত ব্যক্তি কখনও কখনও এ স্থূল জগতে মৃত ব্যক্তিদের মৃদু স্বর শুনতে পায় এবং কখনও কখনও মশারিযুক্ত পালংকের বহির্দেশে তাদের অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি দেখতে পায় বলে থিওসফিস্টগণ যে অভিমত প্রকাশ করে থাকেন আশা করি তার গূঢ় রহস্য সুধী পাঠকবৃন্দ এতক্ষণে উপলব্ধি করতে পেরেছেন। একজন নেশাগ্রস্ত অপ্রকৃতিস্থ মানুষের চোখে এই সমস্ত জিনিস ভেসে ওঠা যে অসম্ভব কিছু নয় তা তো বৈজ্ঞানিকদের উক্তি হতে পরিষ্কার বুঝা গেল।

সংজ্ঞানাশক ধূয়াগ্রহণ, উন্মত্ত নৃত্য এবং উজ্জ্বল পদার্থের দিকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকার মাধ্যমে দিব্যদৃষ্টি লাভ, মাদকদ্রব্য সেবনের মাধ্যমে দিব্যদৃষ্টি লাভেরই নামান্তর। কেননা এগুলোর মাধ্যমেও মানুষ তার বাস্তব চেতনা হারিয়ে ফেলে। তখন সে যা কিছু শুনে তার সাথেও বাস্তবতার কোনো সম্পর্ক থাকে না।

ধ্যানের মাধ্যমে দিব্যদৃষ্টি যে লাভ করা যায় সে সম্পর্কে বিশ্বের সকল ধর্মপ্রবর্তকই একমত। তবে ধ্যান করতে হবে সেই মহান সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে যিনি মানুষকে শুধু প্রাণই দেননি, সে প্রাণ দ্বারা ধ্যান করার ক্ষমতাও দিয়েছেন। থিওসফিস্টগণ ধ্যানের যে ধরন বর্ণনা করেছেন তাতে যে সিদ্ধিলাভ করা যায় না তা তাদের উক্তি হতেই পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে। যেমন—"সাধক, তুমি এতদিনে (ধ্যানমগ্ন থাকার পর) সাধনমার্গে সফল-মনোরথ হবে, আমি এমন কোন অঙ্গীকার করতে পারি না। আমি শুধু এটুকু বলতে পারি যে, তোমার পূর্বেও অনেকে সাধনমার্গে এসেছিলেন এবং তারা সিদ্ধিলাভ করে গেছেন।"

www.amarboi.org

অর্থাৎ ধ্যানের মাধ্যমে যে সিদ্ধিলাভ করা যায় তা থিওসফিস্টগণ বিশ্বাস করেন, তবে সে সম্পর্কে তারা নিশ্চিত নন।

তবে একটি ব্যাপারে তারা নিশ্চিত যে, 'তাদের বর্ণিত পদ্ধতিতে সাধনা করলে সাধকের চারপাশে পবিত্রচেতা সহায়ক দেবযোনিরা এসে সমবেত হন।' অর্থাৎ থিওসফিস্টগণ সৃষ্টিকর্তাকে ছেড়ে যে ধরনের ধ্যানের কথা বলছেন তা দ্বারা অবশ্য অবশ্যই দেবযোনি তথা ভূতের সাক্ষাত মিলবে, কিন্তু সত্যিকার দিব্যজ্ঞান লাভ হবে কিনা সে সম্পর্কে নিশ্চয় করে কিছু বলা যাচ্ছে না।

আমাদের মন্তব্য

অবশেষে আমাদের মন্তব্য এই যে, থিওসফিস্টদের পরলোক-দর্শনের মধ্যে অনেক আশার কথা আছে, ঈশ্বরের করুণা বা রহমত লাভ না করেও পরকালে পরিত্রাণ লাভের প্রতিশ্রুতি আছে, কিন্তু গোটা দর্শনের মধ্যে যে জিনিসটি নেই তাহলো বাস্তবতা। থিওসফিস্টগণ ভূত বা প্রেততত্ত্বের উপর তাদের পরলোক-দর্শনের ভিত্তি রচনা করেছেন। অতএব তাদের দর্শন বুঝতে হলে স্রষ্টার আনুগত্য বা সেরা সৃষ্টি মানুষের সেবা নয় বরং অদৃশ্য ভূতপ্রেতের সাথে যোগসৃষ্টির সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে হবে। আর এটা যে মানুষকে মানব জীবনের উদ্দেশ্য, লক্ষ্য এবং সর্বোপরি বাস্তবতা হতে দূরে ঠেলে দেয়ারই নামান্তর তা বোধ করি কাউকেও বুঝিয়ে বলার দরকার নেই।

থিওসফিস্টদের মতবাদ যে হাজার হাজার বছর পূর্বেকার সভ্যতাবিবর্জিত মানুষের কল্পনাপ্রসূত মতবাদের একটি আধুনিক সংস্করণ তার একটি প্রমাণ হলো, এখনও বিশ্বের আদিম অসভ্য মানুষেরা পরকাল সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ করে তার সাথে থিওসফিস্টদের ধারণার অদ্ভুত মিল পাওয়া যায়।

❑

www.amarboi.org

আদিবাসী মত

গুইয়াকি

লাতিন আমেরিকায় 'গুইয়াকি' নামক কিছু উপজাতীয় লোক বাস করে। এ উপজাতীয়দের 'আচ্ছে গাইয়ূ' এবং 'আজকূইরা' নামক দুটি গোত্র বিশ্বাস করে যে, স্বর্গ-নরক বলতে কোনো জিনিসের অস্তিত্ব নেই ; তবে মানুষের আত্মা কখনও ধ্বংস হয় না। মৃত্যুকালে তা ব্যক্তির দেহকে পরিত্যাগ করলেও তার সম্প্রদায় এবং আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে যেতে চায় না বরং সর্বদা অদৃশ্যভাবে তাদের দেহের সাথে ঝুলে থেকে তাদেরকে নানা ধরনের বিপদ-আপদ এবং দুঃখ-যন্ত্রণা পৌঁছাবার প্রচেষ্টা চালায়।

প্রেতাত্মার উপদ্রব হতে বেঁচে থাকার উদ্দেশ্যে উপরিউক্ত গোত্রগুলো তাদের ধর্মীয় বিশ্বাসের অঙ্গ হিসেবে অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এমন কিছু নিয়ম-কানুন এবং বিধি-বিধান পালন করে থাকে যা আজকাল সভ্য সমাজের কাছে হাস্যকর, এমনকি অমানুষিক বলেও মনে হতে পারে।

উক্ত দুটি গোত্রের মধ্যে 'আচ্ছে গাইয়ূরা' যেহেতু মানুষ-খেকো, তাই তারা মৃত্যুর সাথে সাথে নিজেদের আত্মীয়স্বজনের মৃতদেহ হতে মাংস কেটে নিয়ে যথারীতি হাড়ীতে সিদ্ধ করে অত্যন্ত ধুমধামের সাথে ভক্ষণ করে থাকে। অতপর মৃতদেহের পড়ে থাকা হাড়গুলোকে ধনুর মধ্যে রেখে দূরে ছুড়ে মারে যাতে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মাও দূরে চলে যায় এবং তার আত্মীয়-স্বজনের ধারে কাছে আর ঘেঁষতে না পারে। অতপর নিক্ষিপ্ত হাড়গুলোকে একত্রিত করে পুড়িয়ে ফেলা হয় এবং তার ভস্ম অত্যন্ত যত্ন সহকারে সংরক্ষণ করা হয় যাতে প্রেতাত্মা আবার ফিরে এসে কাউকে কোনরূপ কষ্ট দিতে না পারে।

'আজকূইরা' গোত্রের লোকেরা যেহেতু মানুষ-খেকো নয়, তাই কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথে তারা তাদের আত্মীয়স্বজনদের মাথায় আঘাত করতে থাকে যাতে মৃত ব্যক্তির প্রেতাত্মা তাদের ছেড়ে দূরে চলে যায়।

শেরপা

নেপাল, তিব্বত, ভূটান এবং সিকিম অঞ্চলে বিভিন্ন শেরপা গোত্রের লোক বাস করে থাকে। এরা অত্যন্ত পরিশ্রমী এবং কষ্টসহিষ্ণু। শেরপারা

www.amarboi.org

বিশ্বাস করে যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা ৪৯ দিন পর্যন্ত পথভ্রষ্ট অবস্থায় অনবরত চক্কর কাটতে থাকে। যদি এ সময়কালের মধ্যে সমস্ত ধর্মীয় নিয়ম-বিধি পালন করা হয় তাহলে সে এ চক্কর কাটা হতে পরিত্রাণ লাভ করে।

শেরপাদের মধ্যে কোন লোক মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ার সাথে সাথে তার মৃতদেহকে একটি সাদা কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়া হয় এবং একে ততক্ষণ পর্যন্ত স্পর্শ করা হয় না যতক্ষণ না তাদের ধর্মীয় নেতা 'লামা' এসে উপস্থিত হন। লামা এসে সর্বপ্রথম মৃতদেহের মাথার কিছু চুল গোড়াসহ উপড়িয়ে ফেলেন যাতে মৃত ব্যক্তির আত্মা মাথার রাস্তা দিয়ে বহির্গত হয়। অতপর আত্মার শান্তির জন্য অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানাদি পালন করা হয়। যখন লামা লাশ তৈরি করার নির্দেশ দেন তখন এক ব্যক্তি রশির সাহায্যে লাশটিকে বসিয়ে দেয়। এটা সাদা কাপড়ে ঢাকা থাকে এবং এর সন্নিকটে যাদুটোনার নিদর্শনাদি ঝুলিয়ে দেয়া হয় যাতে প্রেতাত্মারা এ লাশের নিকটে আসতে না পারে। লাশের পিছনে একটি উৎসর্গস্থল তৈরি করা হয় এবং তাতে দুটি সিড়ি থাকে। প্রথম সিঁড়িতে 'তোরমা' নামক একটি বিশেষ ধরনের তূলা এবং পবিত্র পানি নিক্ষেপণের একটি পাত্র রাখা হয়। নীচের সিঁড়িতে পিতলের কয়েকটি পেয়ালা রাখা হয়। পেয়ালাগুলোর কোনটিতে ভূট্টো, কোনটিতে পানি আর কোনটিতে মৃত ব্যক্তির পরিবারের সদস্যদের খাওয়ার জন্য রুটি এবং অন্যান্য খাদ্যবস্তু থাকে যা শেষ পর্যন্ত প্রেতাত্মাদের উদ্দেশ্যে নৈবেদ্যরূপে সাজিয়ে রাখা হয়। লাশের সামনে একটি টেবিলের উপর মাখন দ্বারা প্রজ্জ্বলিত বাতি এবং পানাহার-সামগ্রী থাকে। টেবিলের সাথে দুটি ঝুড়িতে রুটি এবং তাজা মাখন থাকে যা এ ব্রতে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে বণ্টন করা হয়।

মৃত্যুর তিন দিন এবং তিন রাত পর লাশ পুড়িয়ে ফেলা হয়। কখনও কখনও এ সময়কালকে সংক্ষিপ্ত করা হয়ে থাকে। কিন্তু লাশ সৎকারে যতবেশী বিলম্ব ঘটে, মৃত ব্যক্তির আত্মার জন্য তা ততই মংগলজনক বলে মনে করা হয়।

লাশ সৎকারের এক একটি বিশেষ লগ্ন থাকে। আর এ লগ্নের অপেক্ষা করতে গিয়ে কোন কোন লাশ ঘরে পড়ে থাকে। যতদিন পর্যন্ত লাশ ঘরে পড়ে থাকে ততদিন পর্যন্ত লামাগণ ঢোল পিটান, বাঁশী বাজান এবং বিভিন্ন ধরনের মন্ত্র পাঠ করে থাকেন।

www.amarboi.org

এছাড়াও মাতমের বিভিন্ন আনুষ্ঠানিকতা ৪৯ দিন পর্যন্ত জারী থাকে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো 'গে-ভা'। গে-ভা অনুষ্ঠান পালনে দেদার অর্থ খরচ করা হয়। এ উপলক্ষে ধনী ব্যক্তিরা চাউল, মাখন এবং নগদ অর্থ আর সাধারণ লোকেরা শুধু চাউল এবং লবণ বন্টন করে থাকে।

দালালুয়া ও ভিটাইয়া

নিউগিনিতে 'দালালুয়া' ও 'ভিটাইয়া' নামক দুটি উপজাতীয় গোত্র আছে। পরলোক সম্পর্কে তাদের ধারণা এই যে, স্বর্গ-নরক বলে কোন জিনিসের অস্তিত্ব নেই। তবে মৃত ব্যক্তির আত্মা চিরঞ্জীব। মৃত্যু হওয়ার সাথে সাথে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে একটি বিশেষ অনুষ্ঠান পালনের মাধ্যমে মুক্ত করে না দিলে সে অনন্তকাল ধরে আবদ্ধ অবস্থায় দারুণ অশান্তির মধ্যে দিন কাটায়।

'দালালুয়া' এবং 'ভিটাইয়া' গোত্র একে অন্যের আজন্ম শত্রু। তারা সর্বদা পরস্পরের মধ্যে লড়াই-ঝগড়া করে থাকে। এক গোত্র যখন অন্য গোত্রের কোনো ব্যক্তিকে হত্যা করে তখন হত্যাকারী গোত্র অত্যন্ত জাকজমকের সাথে উৎসব পালনে মগ্ন হয়, আর অন্য গোত্র এ হত্যার যথাযথ প্রতিশোধ নেয়ার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে।

হত্যাকারী গোত্র শত্রুকে হত্যা করার পরবর্তী ভোর হতে উৎসব পালন শুরু করে এবং সারাদিন এ উৎসব চলতে থাকে। নৃত্যই এ উৎসবের প্রধান বিষয়। পুরুষেরা পরিধান করে পাখীর পালকে সজ্জিত টুপি। শিশু-কিশোররা তাদের টুপিতে লাগায় পাখীর পালক ছাড়াও গাছের সবুজ পাতা এবং ডালপালা। স্ত্রীলোকেরা দেহে হলুদ রংয়ের মাটি মাখে আর মাথার চুলে লাগায় নানা জাতের বনফুল। নৃত্যের তাল যখন উচ্চগ্রামে গিয়ে পৌঁছে তখন একটি বিশেষ গান গীত হয়—যাতে, আপন গোত্রের নিহত ব্যক্তিদের আত্মাকে সম্বোধন করে বলা হয়, যেন তারা এখানে এসে হত্যাকারী শত্রুদের কি পরিণতি ঘটেছে তা স্বচক্ষে দেখে যায়।

এ সমস্ত গোত্রে কারো স্বাভাবিক মৃত্যু হলে মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে দূর-দূরান্ত হতে লোক এসে সমবেত হয় এবং সার্বজনীন মাতমের মাধ্যমে শোক পালন করে। পুরুষ এবং স্ত্রীলোকেরা মৃত ব্যক্তির জন্য অনেক উপহার-উপঢৌকন সাথে নিয়ে আসে। তাদের আনীত ঐ সমস্ত উপঢৌকন মৃতদেহের সাথেই বেঁধে দেয়া হয়। মৃতদেহকে একটি কাঠের চৌকিতে শুইয়ে গ্রামের কেন্দ্রস্থলে রাখা হয়। যখন সকল আত্মীয়-স্বজন একত্রিত

www.amarboi.org

হয়ে যায় তখন লাশ পুড়াবার জন্য কাঠ সংগ্রহ করা হয়। লাশ উঠিয়ে নেয়ার পূর্বে উপস্থিত লোকদের মধ্যে সিদ্ধ মিষ্টি আলু বিতরণ করা হয়। মৃত ব্যক্তির নিকটাত্মীয়রা লাশ উঠিয়ে চিতায় নিয়ে তুলে। অতপর ঘাসের ক্ষুদ্র একটি আটি তীর ধনুকের সাহায্যে শূন্যে নিক্ষেপ করা হয় এবং তখন মনে করা হয় যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা এখন এ নিক্ষিপ্ত ঘাসের ন্যায় সব রকম বন্ধন হতে মুক্তিলাভ করল। অতপর লাশে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়।

আওরাত

উত্তর বোর্নিও-এর 'আওরাত' নামক উপজাতীয়রা আত্মা চিরঞ্জীব বলে বিশ্বাস করে। তাই তারা অত্যন্ত ভক্তি সহকারে জন্তু-জানোয়ার, গাছ-বৃক্ষ এবং সমুদ্র-জলাশয়সহ আত্মারও পূজা করে থাকে। আওরাতরা মৃত্যুদেবীকে অত্যন্ত সমীহ করে চলে। তাদের প্রত্যেকটি গ্রামেই একটি মৃত্যুঘর থাকে এবং এ মৃত্যুঘরেই মৃত্যুদেবী অবস্থান করেন বলে তারা বিশ্বাস করে। মৃত্যুঘরকে নানা ধরনের ভয়ংকর চিত্রকর্ম দ্বারা সজ্জিত করা হয় এবং এর ছাদের উপর একটি পতাকা উড়তে থাকে। আর এ পতাকায় অংকিত থাকে ভয়ানক আকারের মৃত্যুদেবীর ছবি।

কোরিয়ায় একটি সম্প্রদায় আছে যারা বিশ্বাস করে যে, মহামারী অথবা দুর্ঘটনায় নিহত স্ত্রীলোকের আত্মা সর্বদা গাছ-বৃক্ষেই অবস্থান করে। তাই তারা এ সমস্ত আত্মাদের নৈবেদ্যরূপে পিঠা, মদ এবং শূকর-মাংস গাছ-বৃক্ষের নীচে স্তুপীকৃত করে সাজিয়ে রাখে। সুমাত্রা দ্বীপের একটি উপজাতীয় সম্প্রদায় আছে যারা বিশ্বাস করে যে, কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথে তার আত্মা মহাশূন্যে পাড়ি জমায় ; তবে মৃত স্বামীর আত্মা জীবিতা স্ত্রীর সাথে একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবস্থান করে। অতএব যখন কোনো স্ত্রীলোকের স্বামী মারা যায় তখন সে তার ঘরের সামনে একটি বাঁশ পুঁতে তাতে একটি পতাকা বেঁধে রাখে। যখন এ পতাকা রোদ-বৃষ্টি-ঝড়ে পঁচে ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় তখন মনে করা হয় যে, মৃত স্বামীর আত্মা স্ত্রীকে ছেড়ে চলে গেছে। অতএব পতাকা ছিন্নভিন্ন না হওয়া পর্যন্ত ঐ সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোকেরা দ্বিতীয় বিবাহ করার কথা চিন্তাও করে না।

ফ্যানটিস

আফ্রিকার 'ফ্যানটিস' সম্প্রদায়ের লোক বিশ্বাস করে যে, কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথে খুব হৈ চৈ করলে তার প্রেতাত্মা দূরে চলে

www.amarboi.org

যায়। অন্যথায় সে এ এলাকায় অবস্থান করে জীবিত লোকের নানা ধরনের ক্ষতি সাধন করে থাকে। তাই এ সম্প্রদায়ের কোনো ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথে গোটা সম্প্রদায়ের সব লোক তার গৃহের সামনে একত্রিত হয়ে হৈ চৈ শুরু করে এবং উচ্চস্বরে গান গাইতে থাকে। ঐদিন বেহিসাব মদ পান করা হয়। শেষ পর্যন্ত মৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজনেরা একটি ভেড়া এবং একটি কুকুর 'জবাই করে' সেগুলোর মাংস মাতমীদের আহার্য হিসেবে পরিবেশন করে।

ব্রিটন

বিখ্যাত পরাবিদ্যাবিদ মসার. এল. ম্যারিলার তার গ্রন্থের (Le Bray's La Legende de La Morten Bretagone) উপক্রমণিকায় ব্রিট্যানি নামক স্থানের কৃষককূলের পারলৌকিক অবস্থা সংক্রান্ত বিশ্বাস ও মনোভাবের একটি বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেন–

"ব্রিটন্‌দের ধারণা এই যে, জীবিত ও গতায়ূ সকল ব্যক্তিই তূল্যভাবে এ পৃথিবীতে বাস করছে। তারা পরস্পর দুশ্ছেদ্য সম্পর্কে সম্পর্কিত। তারা বলে, মৃত ব্যক্তিদের একটা বিপুল সংঘ আছে। সে সংঘের নাম 'L' Anoon'। ঝড় বা বাত্যাবর্তের ন্যায় এ সংঘকে ভয় করা যেতে পারে। পথিপার্শ্বস্থ কন্টকাকীর্ণ গুল্মনিচয় যদি সূক্ষ্মশরীরী প্রেতগণ কর্তৃক কিছুটা বিশৃঙ্খলই হয়ে পড়ে, তাতে বিস্ময়ের কিছুই নেই। ব্রিটনরা বলে, গুল্মময় ক্ষেত্রবৃত্তি যেমন 'হনিসক্‌ল' নামক সুরভি পুষ্পে গ্রথিত, তদ্রূপ স্থূলজগতের সাথে সূক্ষ্মজগতও বিজড়িত। ব্রিটনরা মৃত ব্যক্তির প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন করে। উপরিউক্ত সংঘ 'L' Anoon' তাদের খুব গভীর বিশ্বাসের বিষয়। ঐ সংঘের নামে তাদের হৃদয়ে যুগপৎ ভয় ও সুকোমল সমবেদনার উদ্রেক হয়ে থাকে।

পেরুর আদিম অধিবাসী

পেরু অঞ্চলের আদিম অধিবাসীরা মনে করে যে, মানুষের প্রেতাত্মাকে সন্তুষ্ট রাখতে না পারলে তারা জীবিতদের উপর নানা ধরনের উৎপাত করে থাকে।

মেঘের গর্জন এবং বিদ্যুৎ-ঝলকানি প্রেতাত্মাদের অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ বলে তারা মনে করে। তাদের সাধারণ বিশ্বাস এই যে, বিশেষত শিশুদের আত্মাই মেঘপুঞ্জের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গর্জন, বিদ্যুৎ-

www.amarboi.org

ঝলকানি এবং বিকট আওয়াজের সৃষ্টি করে থাকে। তাই কোন পরিবারে শিশুর মৃত্যু হলে সে পরিবারের লোক মৃত্যুর তিন মাসের মধ্যে সমাধিতে গিয়ে চক্রাকারে নর্তনকুর্দন করতে থাকে। এতে মৃত শিশুর আত্মা সন্তুষ্ট হয়ে মেঘপুঞ্জ হতে মুক্তিলাভ করে বলে তারা বিশ্বাস করে।

তারা এটাও বিশ্বাস করে যে, কিছু লোককে একত্রিত দেখলে প্রেতাত্মারা অসন্তুষ্ট হয়। তাই তাদের ধর্মগুরু, প্রেতাত্মাদের অসন্তুষ্টি হতে রক্ষা পাওয়ার জন্য গোত্রের লোককে পৃথক পৃথকভাবে বসবাস করার উপদেশ দিয়ে থাকেন।

নেপালের আদিম অধিবাসীরাও সাধারণভাবে বিশ্বাস করে যে, বিপদাপদ ও রোগব্যাধি দেখা দিলে গোত্রের সকল লোককে পরস্পর হতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া উচিত।

বাংলাদেশের অন্তর্গত পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মগ প্রভৃতি উপজাতি উপরিউক্ত কারণেই বিচ্ছিন্নভাবে বসবাস করে বলে জানা যায়।

উগাণ্ডার অধিবাসী

উগাণ্ডার কোনো ব্যক্তি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মারা গেলে ধরে নেয়া হত যে, পাপের কারণে প্রেতাত্মা অসন্তুষ্ট হয়ে এ মৃত্যু ঘটিয়েছে। তাই প্রেতাত্মার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য বিভিন্ন পশুপাখী বলি দেয়া হত। বর্তমানেও এ আচার-অনুষ্ঠান বিভিন্ন ধর্মাবলম্বী এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে।

উগাণ্ডায় এখনও একটি বিশ্বাস সাধারণভাবে প্রচলিত যে, পরলোকগত পূর্বপুরুষদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন না করলে জীবিতরা বিভিন্ন ধরনের রোগব্যাধি এবং বিপদাপদে আক্রান্ত হয়। অবশ্য বলিদান ও প্রার্থনা দ্বারা এর প্রতিকার করা যায়। ফ্লোরিডার উপজাতীয় লোকেরা তখনই 'বদ্যি' ডাকে যখন অনুমিত হয় যে, যন্ত্রণাদানকারী আত্মা তাদের আপন সম্প্রদায় হতে নয় বরং শত্রু-সম্প্রদায় হতে আবির্ভূত হয়েছে। তাদের 'বদ্যি' হচ্ছেন সেই অসাধারণ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তি যিনি প্রচলিত প্রার্থনা এবং বলিদান ব্যর্থ হলে শয়তানী আত্মাসমূহের সাহায্যে রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা করে থাকেন। তাদের বিশ্বাস এই যে, যথারীতি পূর্ব-পুরুষদের পূজা করলে সম্প্রদায়ের সকল লোকই সুখ-সম্পদ এবং প্রাচুর্যের মধ্যে থাকে এবং তাদেরকে অবমাননা করলে অবশ্যই দুর্ঘটনায় পড়তে হয়। তারা আরও বিশ্বাস করে যে, সেই প্রেতাত্মাই সবচেয়ে ভয়ংকর যে প্রেতাত্মা-জগতে উপযুক্ত স্থান পায়নি। এমন প্রেতাত্মা সমাধির আশেপাশে

www.amarboi.org

উন্মাদের মতো চক্কর কাটতে থাকে এবং জীবিত আত্মীয়-স্বজনের নিকট হতে পূজা পাওয়ার বাসনা করে। আর দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণকারীর প্রেতাত্মা অবশ্য অবশ্যই এ দুনিয়ায় ফিরে আসে এবং তার অপূর্ণ কামনা-বাসনা পূরণের জন্য নবজীবন লাভ করে।

আয়ারল্যাণ্ডবাসী

আয়ারল্যাণ্ডবাসীরা নিকট-অতীতেও এ বিশ্বাস পোষণ করত যে, সমাধিভূমিতে যতক্ষণ পর্যন্ত নতুন মৃতের আগমন না ঘটবে ততক্ষণ পর্যন্ত পূর্ববর্তী মৃত পরিত্রাণ পাবে না। তাই সেখানে প্রতিটি মৃতের কবর প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী ততক্ষণ পর্যন্ত অত্যন্ত যত্নসহকারে দেখাশুনা করা হয় যতক্ষণ না সমাধি ভূমিতে নূতন মৃতের আগমন ঘটে। ফলে দেখা যায় যে, যেখানে নতুন মৃতের ঘরে কান্নার রোল পড়ে সেখানে পূর্ববর্তী মৃতের আত্মীয়-স্বজনেরা আনন্দ-উল্লাসে মেতে ওঠে এই ভেবে যে, তাদের মৃতের আত্মা এবার মুক্তি লাভ করে প্রেতাত্মাজগতে ঠাঁই পেল।

চীনাদের অনেকেই এখনও এ মত পোষণ করে যে, নিহত ব্যক্তির আত্মা ততক্ষণ পর্যন্ত নিম্নজগতে অত্যন্ত ক্লান্তিকর অবস্থায় থাকে যতক্ষণ না দুর্ঘটনায় মৃত্যুবরণকারী কোন আত্মা তার স্থলাভিষিক্ত হয়।

দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলে এ বিশ্বাস এখনো বদ্ধমূল যে, কোনো ব্যক্তি অসুস্থ হওয়া মাত্র তার শিয়রে শত্রু-আত্মা ও মিত্র-আত্মার মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয় এবং বাহ্যিক দৃষ্টির অন্তরালে সংঘটিত এ সংঘর্ষের কারণেই কারো কারো স্বাস্থ্যের দ্রুত অবনতি, এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। অর্থাৎ মিত্র-আত্মা যদি সংঘর্ষে জয়ী হয় তাহলে রোগী সুস্থ হয়ে ওঠে, আর শত্রু-আত্মা যদি জয়ী হয় তাহলে সে মৃত্যুবরণ করে। অসুখের মেয়াদ দীর্ঘ বা সংক্ষিপ্ত হওয়ার মূলেও এ সংঘর্ষের প্রভাব বিদ্যমান।

দক্ষিণ ভারতের কোথাও কোথাও এ প্রথা এখনো প্রচলিত যে, মন্দিরের পূজারী পানির গ্লাসে একটি একটি করে চাউলের দানা ফেলতে থাকেন এবং সেই দানা কিভাবে ভাসে এবং কিভাবে ডুবে তা গভীরভাবে নিরীক্ষণ করেন। সাথে সাথে তিনি নবজাত শিশুর নড়াচড়াও লক্ষ্য করেন। এভাবে দানা ফেলতে ফেলতে একটি বিশেষ অবস্থায় পৌঁছে তিনি বুঝে নিতে সক্ষম হন, কোন্ মৃত পূর্বপুরুষের আত্মা এ নবজাত শিশুর মধ্যে জন্মলাভ করেছে।

www.amarboi.org

প্রাচীন যুগে পাপ-পুণ্য শুধু সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিষয়ই ছিল না, বরং বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে আত্মিক বিষয়ও ছিল। তখন বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে আত্মাদের কাছে শুধু মঙ্গলামঙ্গলই কামনা করা হত না বরং মানুষের অসৎকাজের পিছনে প্রেতাত্মাদের এবং সৎকাজের পিছনে মহাত্মাদের প্রভাব রয়েছে বলে মনে করা হত। এভাবে বংশগত সাফল্যকে পূর্বপুরুষের আত্মার সবলতা এবং বংশগত অসাফল্যকে পূর্বপুরুষের আত্মার দুর্বলতা কিংবা প্রেতাত্মার কুপ্রভাবের পরিণাম বলে মনে করা হত।

ভারতের আদিবাসী

ভারতের বেশীর ভাগ আদিবাসী বিশ্বাস করে যে, মানুষের আত্মা অমর। তবে সে নূতন দেহ ধারণ করে আবার মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হয়।

ঐ আদিবাসীদের মধ্যে ভূঁয়া গোষ্ঠীর ধারণা হলো, নবজাত শিশুরা তাদের মৃত আত্মীয়দেরই নতুন দেহ। লুসাইরা বিশ্বাস করে যে, মৃত ব্যক্তি ভীমরুলের দেহ ধারণ করে তাদের চতুর্দিকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কুনবিগন্দ গোষ্ঠীর লোকেরা তাদের কোন ব্যক্তির মৃত্যুর অল্পক্ষণ পরই স্রোতের ধারে মাছ এবং পোকা অন্বেষণ করে। তাদের ধারণা, মৃত ব্যক্তির আত্মা এ মাছ অথবা পোকার দেহে আশ্রয় গ্রহণ করেছে।

কুকি

পার্বত্য চট্টগ্রামের কুকিরা মৃতদেহকে সমাধিস্থ করার পর তার কবরের উপর একটি গৃহ নির্মাণ করে। এ গৃহ-নির্মাণ আসামের খাসিয়া ও নাগাল্যাণ্ডের নাগাদের 'প্রস্তর উত্তোলন'-প্রথারই নামান্তর। এ ঘরে একদিন 'খাহ্রিং' দেবতার উদ্দেশ্যে ভাত, মাংস ও মদ উৎসর্গ করা হয়। তাছাড়া এখানে বন্দুকও ছোড়া হয়ে থাকে। তিন দিন পর এ ঘরের পাশে একটি গয়াল হত্যা করে উৎসবের আয়োজন করা হয়। মৃত ব্যক্তির আত্মা যাতে জীবিত ব্যক্তিদেরকে কোনো উপদ্রব না করে সেজন্যই এ উৎসবের আয়োজন। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, কুকিদের মধ্যেও মৃতদেহের সামনে বিভিন্ন উপচার উৎসর্গের রীতি প্রচলিত আছে। কুকিদের (মতান্তরে নাগা উপজাতিদের) একটি অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার গানে এসব উপচারের উল্লেখ পাওয়া যায় (Linguistic Survey of India : Vol-III, Part II. P 479)

কুল্ কুল গা উমলে পিয়ু কানুরান গ্রাই ?
থিহান রান্গ্রি পাসান্গো ছাম্লে নুন্গসাম হে

www.amarboi.org

পুনরুইখা রুন্‌গতিমা রুইখ্‌লা।
কৈ প্লুই নাংগ লাইনাংগ নাই মাচাত্‌ থাংগাই
তওবাই কা নাংকোয়াই।
আচিনাংগ কৈপ্লুই নাংগ হিবোরাবাই
কা নুংগাইমাকা প্লুইয়ু, থারাই
নাংগ্‌ চনপিযানাংগ হানাই
মবি লানাংগ্‌ কান নুং গ্রাই হাওহো,
হল খ্লে ক্লে কি খে খ্ল ক্লে চাক খে খ্লা ক্লাই।
বা খে খ্লা ক্লে তুল খে ম্লা ক্লাই।
আ আলাম্‌ চাবাঈ
নুংগ ওয়াই নে নাংগ লাওলাওলাই।

[অনুবাদ ঃ একদিন তুমি জীবিত ছিলে। আজ তুমি আর নাই। কি এর কারণ ? এটা কি শয়তানের কাজ ? না ঈশ্বর এসব ঘটিয়েছে ? হে বন্ধু, আজ তোমার দেহ পবিত্র কাপড়ে আবৃত করেছি। আজ তুমি অন্য জগতে চলেছ। হে বন্ধু, তুমি যখন জীবিত ছিলে তোমার ব্যবহার কত ভাল ছিল। আমরা তখন খুব খুশী ছিলাম। এখন তুমি আর জীবিত নেই। হে বন্ধু, ঈশ্বর যদি অনুগ্রহ করে তোমাকে আবার আমাদের মধ্যে পাঠিয়ে দেন, তাহলে আমরা খুব আনন্দিত হব। তোমার বিয়োগে আমরা সত্যিকারভাবে মূর্ছিত। এখন তুমি আর জীবিত নেই। তোমার জন্য গরু দিয়েছি। আমাদের আর কি দিবার আছে ? আমাদের এ উপচার তুমি গ্রহণ করে সুখে-শান্তিতে থাক।]

কুকি সমাজে কোন যোদ্ধা মারা গেলে কোন নিকটাত্মীয় বা পরিবারের মুরব্বি তার কপালে বর্শা দিয়ে একটি ক্ষতচিহ্ন করে দেয়। তাদের বিশ্বাস এই যে, সে পরজগতে যোদ্ধা বলে পরিচিত হবে এবং সকলে তাকে সম্মান করবে। অবশ্য সাধারণ লোকের মৃত্যুতে এরূপ রীতির প্রচলন নেই। তবে মৃতদেহের সাথে তার ব্যবহৃত সকল অস্ত্রশস্ত্র বা দা-কুঠার দিয়ে দেয়া হয়।

চাকমা

পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমারা মৃতদেহকে স্নান করাবার পর নতুন কাপড়ে আচ্ছাদিত করে সিঙ্গাপা বা বাঁশের চাঙ্গারির উপর স্থাপন করে। অতপর মৃতদেহের মাথা ও পায়ের কাছে ভাতের পাত্র এবং বুকের ঠিক মধ্যস্থলে একটি রূপার টাকা রাখা হয়। এ সময়ে সাধারণ লোকের জন্য

www.amarboi.org

পুরোহিতগণ 'মালেম তারা' এবং রাজ-রাজড়াদের জন্য 'আরেন তামা তারা' নামক ধর্মগ্রন্থ পাঠ করে থাকেন। শবদাহের পূর্ব পর্যন্ত সামাজিক নিয়ম অনুসারে ঢোল বাজান হয়। বুধবার কিংবা শুক্রবার মৃতদেহ দাহ করা নিষিদ্ধ। নির্দিষ্ট দিনে শবদাহের সমস্ত আয়োজন শেষ হলে, ইতিপূর্বে স্থাপিত দুটি ভাতের পাত্র হতে ভাত উঠিয়ে সাতবার মৃত ব্যক্তির মুখে ছোঁয়ানো হয়। অতপর সাত স্তবক করে লম্বা সূতার এক মাথা মৃত ব্যক্তির পায়ের কনিষ্ঠ অঙ্গুলিতে এবং অপর মাথা একটি মুরগীর পায়ে বেঁধে দেয়া হয়। এ সূতা বাঁধার উদ্দেশ্য মৃত ও জীবিতের মধ্যে শেষবারের মত সংযোগ সাধন। অতপর দলের প্রধান ব্যক্তি তাগল (দা)-হাতে উঠে দাঁড়িয়ে ঘোষণা করে, 'এখন কি মৃত ও জীবিতের সম্বন্ধ ছিন্ন করা যায় ?' এক বাক্যে সকলে উত্তর দেয় 'হ্যাঁ, যায়, যায়, যায়।' তখন সেই প্রধান ব্যক্তি এক কোপে সূতা কেটে ফেলে। অতপর মৃতদেহ দাহ করার জন্য শ্মশানঘাটে নিয়ে যাওয়া হয়। শবদাহের সময় বাজী পোড়ানো হয় এবং ঢোলও বাজানো হয়।

অন্যান্য উপজাতিদের মত চাকমারাও শবদাহের পর হাড় কুড়িয়ে নিয়ে নদীগর্ভে কিংবা কোন হাড়িতে করে গভীর অরণ্যে পুঁতে রাখে।

শবদাহের সাতদিন পর সাধারণত শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। শ্মশানঘাটেই এ কাজ সম্পাদন করা হয়। তখন মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন উপচারও উৎসর্গ করা হয়। তাছাড়া, মৃত ব্যক্তির পরিবারভুক্ত সকলের প্রতি শ্মশানঘাটে পানি ঢালার নির্দেশ আছে। সম্ভবত আত্মাকে শান্তিদানের উদ্দেশ্যে অনুরূপ করা হয়ে থাকে। যদি কোন মহিলা শ্মশানঘাটে যেতে অপারগ হয় তাহলে শ্মশানঘাটে একটি ভরা কলসী স্থাপন করে তার গলায় একটি লম্বা সূতা বেঁধে সেই সূতার অপর প্রান্ত বাড়ীতে অবস্থানকারী মহিলার হাতে ধরিয়ে দেয়া হয় এবং সে সূতাটি ধরে থাকা অবস্থায় পরিবারের অন্য ব্যক্তি কলসী থেকে যথাস্থানে পানি ঢেলে দেয়। এতে মহিলাটিরও পানি ঢালার কাজ সম্পন্ন হয়ে যায়।

কোন কোন গোষ্ঠীতে বার্ষিক শ্রাদ্ধ প্রতিপালনেরও নিয়ম আছে। শ্রাদ্ধ ছাড়া চাকমা সমাজে পিণ্ডদান অনুষ্ঠানও পালন করা হয়। পিণ্ডদানের মাধ্যমে তারা মৃত ব্যক্তির আত্মার শান্তি কামনা করে থাকে।

লুসাই

লুসাইরা বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পরেও আরেকটি জগত আছে। মৃত ব্যক্তিদের আত্মা সেখানে 'মিথি-খো-আ' নামে একটি গ্রামে অবস্থান করে।

www.amarboi.org

কাজেই লুসাইরা গহীন অরণ্যের কোন স্থানকে 'মিথি-খো-আ' কল্পনা করে মৃত ব্যক্তিদের উদ্দেশ্যে পূজা দিয়ে থাকে।

মৃত্যুর পর মৃতদেহকে তৎক্ষণাৎ উঠানে নিয়ে স্নান করিয়ে উত্তম পোশাকে সজ্জিত করে বাঁশের খাঁচায় উপবিষ্ট অবস্থায় রাখা হয়। উল্লেখযোগ্য যে, এ সময়ে মৃত ব্যক্তির (পুরুষ হোক অথবা মহিলা) জীবিতকালীন ব্যবহার্য সকল অস্ত্রশস্ত্র ও গহনাপত্র সাথে দিয়ে দেয়া হয়। অতপর শূকর, কুকুর, ছাগল ইত্যাদি হত্যা করে ভোজের আয়োজন চলে। এ সময়ে নৃত্যগীতেরও ব্যবস্থা করা হয়। এ উৎসবকে 'রা-আল' বলা হয়ে থাকে।

টিপরা

টিপরা ও খুমি উপজাতির কেউ মারা গেলে তৎক্ষণাৎ মৃতদেহ ঘর থেকে বের করে উঠানে রাখা হয় এবং একটি মোরগ হত্যা করে কিছু ভাত সহ তা মৃত ব্যক্তির পাশে স্থাপন করা হয়। তাদের বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির আত্মা সেই ভাত ও মোরগ ভক্ষণ করবে। মৃতদেহকে নদীর ধারে দাহ করা হয়। যেখানে প্রথম মৃতদেহ স্থাপন করা হয়েছিল সেখানে অনবরত সাত দিন পর্যন্ত মোরগ বধ করা হয়ে থাকে এবং সেই সাথে মৃত ব্যক্তির আত্মার উদ্দেশ্যে কিছু ভাতও রাখা হয়।

মৃত্যুর এক মাস পর শ্রাদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এ সময়ে পাহাড়ের উচ্চস্থানে একটি ঘর নির্মাণ করা হয় এবং সেখানে মৃত ব্যক্তির দহনকৃত ছাই এবং হাড় একত্রিত করে রাখা হয়। টিপরাদের কাছে এ রীতি খুবই পবিত্র। শুধুমাত্র ছাই এবং হাড় রেখেই তারা নিরস্ত হয় না, সেই ঘরে মৃত ব্যক্তির জীবিতকালীন ব্যবহৃত সকল অস্ত্রশস্ত্র এবং গয়নাপত্রও সংরক্ষণ করে। তাদের বিশ্বাস, মৃত ব্যক্তির আত্মা এগুলো ব্যবহার করবে। এ ঘরটিকে তারা খুবই পবিত্র জ্ঞান করে এবং বছর শেষে এখানে একবার পূজা অনুষ্ঠিত হয়।

সেন্দুজ

পার্বত্য চট্টগ্রামের সেন্দুজরা উঁচু পাহাড়শীর্ষে মৃতদেহকে সমাধিস্থ করে। রাজা বা প্রধান ব্যক্তিকে উপবিষ্ট অবস্থায় সমাধিস্থ করা হয়। এরাও মৃত ব্যক্তির কবরে তার জীবিতকালীন ব্যবহৃত সকল আসবাব-সামগ্রী রেখে দেয়। মৃত ব্যক্তির আত্মা যাতে কোনোরূপ অভাববোধ না করে সেজন্য জীবজন্তু হত্যা করে সেগুলো তার সাথে দিয়ে দেয়া হয়।

www.amarboi.org

মৃত ব্যক্তির কবরের পাশে সাত দিন পর্যন্ত জীবহত্যা ও নৃত্যগীতের মাধ্যমে আনন্দ উৎসব চলে।

গারো

অন্যান্য পাহাড়ী জাতির মত ময়মনসিংহের গারোরাও মৃতদেহের সামনে বিভিন্ন খাদ্যদ্রব্য উৎসর্গ করে থাকে। এ প্রক্রিয়ায় আসামের খাসিয়াদের সাথে তাদের পুরোপুরি মিল পরিলক্ষিত হয়। গারোরা বিশ্বাস করে যে, মৃত্যুর পর আত্মা 'মংগ্রো সংগ্রাম' (আত্মার বাসস্থান) নামক স্থানে আশ্রয় গ্রহণ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের কুকি সমাজও একই মত পোষণ করে এবং তাদের ভাষায় একে বলা হয় মিসিখা। যা হোক, আত্মা একস্থানে অবস্থান করে না বরং নোপাক নামক স্থান প্রদক্ষিণ করে অবশেষে 'মিসাং মিসাল চারাম' নামক স্থানে এসে বিশ্রাম গ্রহণ করে। তাদের বিশ্বাস, উপরে বর্ণিত উৎসর্গীকৃত খাদ্যদ্রব্য এ স্থানে জমা থাকে এবং আত্মা এখানে এসে তা গ্রহণ করে। অতপর তার পাপপুণ্যের বিচার হয়। অসৎকর্ম করলে তাকে মানুষরূপে নয় বরং পশুপাখী কিংবা জীব-জন্তুরূপে জন্মগ্রহণ করতে হয়।

গারোদের শবদেহ সাধারণত মৃত্যুর পরের দিন রাতে দাহ করা হয়। শবদাহের সময় ইংরেজী ওয়াই (y) -এর মতো যুপকাষ্ঠে একটি পাঁঠা—মতান্তরে একটি ষাঁড় হত্যা করা হয়। তাদের বিশ্বাস, পশুটির আত্মা মৃত ব্যক্তির আত্মাকে পরবর্তী জীবনে সকল ব্যাপারে সাহায্য করবে। পুরাকালে পাঁঠা বা ষাঁড়ের পরিবর্তে মানবহত্যার প্রচলন ছিল। বর্তমানে এ প্রথা লোপ পেয়েছে।

থিওসফিস্ট মত আদিবাসী মতের উন্নততর সংস্করণ

পরকাল সম্পর্কে থিওসফিস্ট মত আলোচনার পর আমরা আদিবাসী মত সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করলাম। আদিবাসী মতের সাথে উপরিউক্ত মতের কি চমৎকার সামঞ্জস্য রয়েছে বিজ্ঞ পাঠক তা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করেছেন। এমতবস্থায় আমরা যদি থিওসফিস্ট মতকে আদিবাসী মতের উন্নততর সংস্করণ বলি তাহলে বোধ করি অন্যায় কিছু হবে না :

❑

www.amarboi.org

ইয়াহূদী মত

ইয়াহূদীদের সাধারণ অভিমত এই যে, মানুষের আত্মা চিরন্তন। এর ক্ষয় ও লয় নেই। মৃত্যুর পর মানুষের আত্মা—চাই সে পাপী হোক অথবা পুণ্যবান হোক—পরমাত্মা তথা আল্লাহর সত্তার সাথে মিশে যায়। তাদের মতে, বেহেশত-দোযখ বলে কোনো জিনিসের অস্তিত্ব নেই। অতএব পাপপুণ্যের কারণে মানুষ দোযখ অথবা বেহেশতে প্রবেশ করবে তেমন কথার মূলে কোনো সত্যতা নেই।

মানুষ আল্লাহর সত্তার সাথে মিশে যায়

বিশিষ্ট ইয়াহূদী চিন্তাবিদ ডঃ লুইস ফিংকল স্টেন বলেন, "অনেক ইয়াহূদী বিজ্ঞজন এ মত পোষণ করেন যে, মানুষের চিরবিলুপ্তি ঘটে না, বরং তারা আল্লাহর সত্তার সাথে মিশে যায়। 'আল্লাহর সাথে একাত্ম হয়ে যাওয়া' এমন একটি পুরস্কার যা না পাওয়ার চেয়ে কঠিন শাস্তি মানুষের জন্য আর কিছুই হতে পারে না। তবে কিছুসংখ্যক ইয়াহূদী বিজ্ঞজন এ মত পোষণ করেন যে, কিছু পাপী লোকও এ পুরস্কার লাভ করবে, তবে মৃত্যুর পর কিছুদিন তাদেরকে শাস্তিভোগ করতে হবে।"

ইয়াহূদীদের পরকাল সম্পর্কিত এ মত তাদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতের দর্শনের চেয়ে গ্রীক দর্শনের সাথে অধিক সামঞ্জস্যশীল বলে মনে হয়।

প্লেটোর মতেও আত্মা চিরন্তন

গ্রীক দার্শনিক প্লেটোর মতেও আত্মা চিরন্তন। তিনি বলেন, "বস্তুজগতে যেমন ক্রম-বিভেদ আছে, আত্মাসমূহের মধ্যেও তেমনি বিকাশের পর্যায় অনুযায়ী উচ্চ-অনুচ্চ ক্রম আছে। কিন্তু সকল আত্মাই চিরন্তন ও ধ্রুব। এদের সর্বপ্রধান হচ্ছে বিরাট বিশ্ব-আত্মা (পরমাত্মা)। বিশ্ব-আত্মার প্রভাবেই অন্য সকল আত্মা সঞ্জীবিত রয়েছে এবং তারই নিত্যতায় সমৃদ্ধ হয়ে অপর সকল আত্মা অবিনশ্বর হয়েছে।"

পবিত্র কুরআন এবং বাইবেলে পরকাল সম্পর্কিত তাওরাতের যে দর্শন বর্ণনা করা হয়েছে তার সাথে ইয়াহূদীদের বর্তমান পরকাল-দর্শনের বিশেষ কোন মিল খুঁজে পাওয়া যায় না।

www.amarboi.org

পরকালে যদি পাপপুণ্যের বিচার না হয়

'মানুষের আত্মা অবিনশ্বর'—একথা পরকালে বিশ্বাসী সকলেই স্বীকার করে। তবে পরকালে যদি দুনিয়ার পাপপুণ্যের বিচার না হয়, বেহেশত দোযখ বলে কোনো জিনিসের অস্তিত্ব যদি না থাকে তাহলে মানুষ ব্যক্তি, সমাজ ও গোষ্ঠী জীবনে হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে শুধু পাপাচার তথা যুলুম-অত্যাচারেই যে লিপ্ত থাকবে তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। অতএব ইয়াহুদীদের বর্তমান পরকাল-দর্শন ঐশীগ্রন্থ তাওরাতের পরকাল-দর্শনের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে, তেমন কথা আমরা নিশ্চয় করে বলতে পারি না।

❑

www.amarboi.org

খ্রীস্ট মত

বিখ্যাত খ্রীস্টান চিন্তাবিদ প্রফেসর বেরী উলানফ-এর উক্তি হতে পরকাল সম্পর্কিত খ্রীস্টমতের একটি পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায়। তিনি বলেন, "খ্রীস্টানরা যুগ যুগ ধরে চারটি বিষয়ের উপর বিশ্বাসস্থাপন করে আসছে। আর তাহলো—মৃত্যু, প্রতিদান, বেহেশত এবং দোযখ। একটি প্রতিদান তো মৃত্যুর সাথে সাথেই পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রকৃত প্রতিদান পাওয়া যাবে পুনরুত্থান দিবসে, যখন মানুষ পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে। বেহেশত ও দোযখ সম্পর্কে আমাদের বিশ্বাস হলো, এগুলো যেমন এক একটি স্থান তেমনি এক একটি আত্মিক অবস্থাও।"

মানুষ পুনরায় জীবিত হবে

অতএব খ্রীস্টানদের অভিমত এই যে, মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবে। বাইবেল বলে—

"নীকদীম তাঁহাকে কহিলেন, মনুষ্য বৃদ্ধ হইলে কেমন করিয়া তাহার জন্ম হইতে পারে ? সে কি দ্বিতীয় বার মাতা গর্ভে প্রবেশ করিয়া জন্মিতে পারে ? যীশু উত্তর করিলেন, সত্য সত্য, আমি তোমাকে বলিতেছি, যদি কেহ জল এবং আত্মা হইতে না জন্মে, তবে সে ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। মাংস হইতে যাহা জাত, তাহা মাংসই, আত্মা হইতে যাহা জাত, তাহা আত্মাই। আমি যে তোমাকে বলিলাম, তোমাদের নূতন জন্ম হওয়া আবশ্যক, ইহাতে আশ্চর্য জ্ঞান করিও না। বায়ু যে দিকে ইচ্ছা করে, সেই দিকে বহে এবং তুমি তাহার শব্দ শুনিতে পাও, কিন্তু কোথা হইতে আইসে, আর কোথায় চলিয়া যায়, তাহা জান না ; আত্মা হইতে জাত প্রত্যেক জন সেইরূপ।"-যোহন ঃ ৩ ঃ ৪-৮

"কিন্তু কেহ বলিবে, মৃতেরা কি প্রকারে উত্থাপিত হয় ? কি প্রকার দেহেই না আইসে ? হে নির্বোধ, তুমি আপনি যাহা বুন, তাহা না মরিলে জীবিত করা যায় না। আর যাহা বুন, যে দেহ উৎপন্ন হইবে, তুমি তাহা বুন না, বরং গমের হউক, কি অন্য কোন কিছুরই হউক, বীজমাত্র বুনিতেছ ; আর ঈশ্বর তাহাকে যে দেহ দিতে ইচ্ছা করিলেন, তাহাই দেন, আর তিনি প্রত্যেক বীজকে তাহার নিজের দেহ দেন। সকল মাংস এক প্রকার মাংস নয়, কিন্তু মনুষ্যের এক প্রকার, পশুর মাংস অন্য প্রকার,

www.amarboi.org

পক্ষীর মাংস অন্য প্রকার ও মৎস্যের অন্য প্রকার। আর স্বর্গীয় দেহ আছে, ও পার্থিব দেহ আছে ; কিন্তু স্বর্গীয় দেহগুলির এক প্রকার তেজ, ও পার্থিব দেহগুলির অন্য প্রকার। সূর্যের এক প্রকার তেজ, চন্দ্রের আর এক প্রকার তেজ ও নক্ষত্রগণের এক প্রকার তেজ ; কারণ তেজ সম্বন্ধে একটি নক্ষত্র হইতে অন্য নক্ষত্র ভিন্ন। মৃতগণের পুনরুত্থানও তদ্রূপ। ক্ষয়ে বপন করা যায়, অক্ষয়তায় উত্থাপন করা হয়। অনাদরে বপন করা যায়, গৌরবে উত্থাপন করা হয়, দুর্বলতায় বপন করা যায়, শক্তিতে উত্থাপন করা হয়, প্রাণিক দেহ বপন করা যায়, আত্মিক দেহ উত্থাপন করা হয়। যখন প্রাণিক দেহ আছে, তখন আত্মিক দেহও আছে।"–১ করিন্থীয় ঃ ১৫ ঃ ৩৫-৪৪

পুণ্যবান বেহেশতে ও পাপী দোযখে যাবে

বাইবেলের উক্তি অনুযায়ী মৃত্যুর পর মানুষ পুনরায় জীবিত হবে। অতপর শেষ বিচারের দিন মনুষ্যপুত্র (যীশু) প্রবল প্রতাপে আগমন করবেন এবং পাপপুণ্যের বিচার করে পুণ্যবানদেরকে বেহেশতে এবং পাপীগণকে দোযখে প্রবেশের হুকুম দিবেন। বাইবেল বলে—

"আর যখন মনুষ্যপুত্র সমুদয় দূত সংগে করিয়া আপন প্রতাপে আসিবেন, তখন তিনি নিজ প্রতাপের সিংহাসনে বসিবেন। আর সমুদয় জাতি তাহার সম্মুখে একত্রীকৃত হইবে, পরে তিনি তাহাদের একজন হইতে অন্যজনকে পৃথক করিবেন, যেমন পালরক্ষক ছাগ হইতে মেষ পৃথক করে, আর তিনি মেষদিগকে আপনার দক্ষিণ দিকে ও ছাগদিগকে বামদিকে রাখিবেন। তখন রাজা আপনার দক্ষিণ দিকে স্থিত লোকদিগকে বলিবেন, আইস, আমার পিতার আশীর্বাদ-পাত্রেরা, জগতের পত্তনাবধি যে রাজ্য তোমাদের জন্য প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার অধিকারী হও। .... পরে তিনি বামদিকে স্থিত লোকদিগকেও বলিবেন, ওহে শাপগ্রস্ত সকল, আমার নিকট হইতে দূর হও, দিয়াবলের ও তাহার দূতগণের জন্য যে অনন্ত অগ্নি প্রস্তুত করা গিয়াছে, তাহার মধ্যে যাও।"–মথি ঃ ২৫ ঃ ৩১-৪১

মানুষ মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হবে এবং শেষ বিচারের পর বেহেশত অথবা দোযখে প্রবেশ করবে, কিন্তু মৃত্যুর পর হতে শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত সে কোথায় এবং কি অবস্থার থাকবে তার কোন বিবরণ আমরা বাইবেলে পাইনি। তবে প্রফেসর বেরী উলানফের উক্তি হতে বুঝা যাচ্ছে যে, মৃত্যুর সাথে সাথেই পুণ্যবান এবং পাপী কোন না কোন রূপে যথাক্রমে বেহেশ্ত ও দোযখের স্বাদ গ্রহণ করে থাকে এবং শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত তারা এ অবস্থায়ই থাকে।

www.amarboi.org

বাহাই মত

মৃত্যু নবজন্মেরই নামান্তর

পরকাল সম্পর্কিত বাহাই মত ইয়াহুদী ও থিওসফিস্ট মতের মধ্যবর্তী একটি যোগসূত্র ছাড়া কিছু নয়। ইয়াহুদীদের আশ্রিত এবং ব্রিটিশ ও অন্যান্য পাশ্চাত্য রাষ্ট্রের আশীর্বাদপুষ্ট বাহাইদের বিশ্বাস এই যে, "মৃত্যু নবজন্মেরই নামান্তর। অর্থাৎ আত্মা দেহ-কারাগার হতে মুক্ত হয়ে বৃহত্তম জীবনে অতিক্রান্ত হয় এবং মৃত্যুর পরে জীবনের উন্নতি অসীম ও অনন্ত।"

প্রেমেই আত্মার স্থিতি

"মৃত্যুর পর আত্মার অবস্থা জ্ঞান এবং প্রেমে অনন্তকাল ব্যাপী ক্রম-বিবর্তনশীল। তাদের জাগতিক প্রেম থেকে যায়—তাদের প্রায় সমস্ত প্রেম, যা সর্বোচ্চ, যা অর্চনা, আরাধনাদিতে পর্যবসিত, তা সমস্তই থেকে যায়। পাপকে তাঁরা এত ভয়াবহ মনে করে না, যতদূর দাসোচিত মনোভাবকে মনে করে থাকে, তারা এটাকে কোন পরাক্রমশালী শক্তিধরের অবয়ব-বিশিষ্ট মনে করে না, বরং এক বিকারগ্রস্ত আত্মার উন্মাদনা মনে করে, যেই অবস্থা হতে উচ্চতর স্তরে অবস্থিত আত্মাগণ এ অস্থির বা বিকৃত আত্মার উদ্ধারের জন্য সতত চেষ্টারত থাকে। সেখানে অগ্নি সংযোগে শাস্তি বিধানের প্রয়োজন নেই ; স্বজ্ঞানই মানুষের শাস্তি বা পুরস্কার। স্বজ্ঞান এবং আপন প্রিয় আত্মাগণের নৈকট্য বা বিচ্ছেদই সেই জগতে অত্যন্ত সুখ বা অত্যন্ত দুঃখ। কেননা সেখানে প্রেমেই আত্মার স্থিতি। সিদ্ধ পুরুষগণের পরস্পর মিলন কেবল যে চিরস্থায়ী জীবনের শোভা বর্ধন করে তা নয়, বরং এটাই চিরস্থায়ী জীবন। আমরা এ জগতে এ সময়েও আত্মাগণের প্রভাবে প্রভাবান্বিত হচ্ছি। এখনও পরলোকগত আত্মার প্রেম আমাদের প্রার্থনায় সাড়া দেয়। এখনও আমরা যদি সেই দেহমুক্ত আত্মাগণের প্রতি প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে স্মরণযুক্ত হই, তাদের জন্য প্রার্থনা করি—প্রেম স্বয়ংই প্রার্থনা—তারা তাদের প্রগতিপথে শক্তি ও সহায়তা লাভ করে।"

আত্মা উন্নতি করতে থাকে

"দেহ হতে আত্মা প্রস্থান করার পর উন্নতি করতে থাকে, যে পর্যন্ত না এটা আল্লাহর সান্নিধ্যে প্রবেশ করে—এমন এক অবয়ব ধারণ করে যা ঐশী রাজত্ব, একাধিপত্য ; শক্তি ও ক্ষমতার ন্যায় চিরস্থায়ীভাবে বিদ্যমান

www.amarboi.org

থাকবে এবং এটা হতে ঐশী নিদর্শন, বিশেষণ, প্রসাদ, উপহার ইত্যাদি প্রকাশিত হবে। তখন পরম করুণাময়ের হাত এটাকে এমন এক উচ্চস্তরে নিয়ে যাবে, যা বর্ণনার অতীত, যা জগতের প্রাণীকুলের দ্বারা বিবৃত হতে পারে না। এ আত্মাই পরম ভাগ্যবান যা জাতিগণের কুসংস্কার ও সংশয়বাদ হতে মুক্ত হয়ে দেহ হতে প্রস্থান করে।" "এটাও সম্ভব যে, আল্লাহর প্রতি অবিশ্বাস ও পাপাচারে যাদের মৃত্যু হয়েছে, তাদের অবস্থাও পরিবর্তিত হতে পারে। অর্থাৎ আল্লাহর ঔদার্যের মাঝ দিয়ে তারাও মোক্ষলাভ করতে পারে।"

স্বর্গ ও নরক বলে কিছু নেই

বাহাইদের বিশ্বাস, "স্বর্গ ও নরক বলে কোন জিনিসের অস্তিত্ব নেই। তাদের মতানুসারে, পূর্ণতালাভের অবস্থাই স্বর্গ আর অপূর্ণতার অবস্থাই নরক। আল্লাহর অভিপ্রায় এবং তার ভৃত্যগণের সাথে সঙ্গতি ও সামঞ্জস্যই স্বর্গ, অসঙ্গতি ও অসামঞ্জস্যই নরক। স্বর্গ আধ্যাত্মিক জীবনের নামান্তর মাত্র, যেমন নরক আধ্যাত্মিক মৃত্যুর নামান্তর। দেহ ধারণ করে পৃথিবীতে বাস করার অবস্থাতেও মানুষ স্বর্গে বা নরকে থাকতে পারে। আধ্যাত্মিক আনন্দই স্বর্গসুখ এবং এ আনন্দ হতে বঞ্চিত থাকার নামই নরক-যন্ত্রণা।"

"এ ভৌতিক দেহ ত্যাগ করার পূর্বে ও পরে উভয়কালে মানবের উন্নতি পূর্ণতার মধ্যে হয়ে থাকে, কিন্তু নির্দিষ্ট স্তর বা পদ অতিক্রম করে নয় ; কেননা পূর্ণ মানবের স্তর হতে উচ্চতর এমন কোন স্তর বা পদ নেই যাতে সে উন্নীত হতে পারে। সে কেবল মানবস্তরেই উন্নতি করে ; কেননা মানবীয় পূর্ণতা অসীম ও অনন্ত। এই হেতু, এক ব্যক্তি যতই শ্রেষ্ঠ পণ্ডিত হোক না কেন, আমরা তা হতে শ্রেষ্ঠতর পণ্ডিত কল্পনা করতে পারি। সুতরাং যখন মানবীয় পূর্ণতা অসীম ও অনন্ত, মানব এ জগত পরিত্যাগ করার পরেও পূর্ণতার মধ্যে উন্নতি করতে পারে।"

"বর্তমানে যে সমস্ত মানব পৃথিবীতে বেঁচে আছে তারা এবং লোকান্তরগত যে সমস্ত মানব আধ্যাত্মিক জগতে অবস্থান করছে, উভয়ে একই যান্ত্রিক গঠনের বিভিন্ন অংশের ন্যায় পরস্পর পরস্পরের উপর একান্তভাবে নির্ভরশীল। তাদের পরস্পরের মধ্যে আধ্যাত্মিক মিলন বা ভাব-বিনিময় অসম্ভব কিংবা অস্বাভাবিক নয়, বরং তা অনিবার্যরূপে অহরহ চলছে। যাদের আধ্যাত্মিক শক্তি অদ্যাপি অপরিণত, তারা এ উভয়

www.amarboi.org

জগতের মধ্যে যৌগিক সম্বন্ধ উপলব্ধি করতে পারে না। কিন্তু যখন তাদের আধ্যাত্মিক শক্তি বর্ধিত হয়, তখন মৃত্যুর যবনিকান্তরালে অবস্থিত আত্মাদের সাথে তাদের অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ স্পষ্ট হতে স্পষ্টতর হয়ে উঠে।"

আমাদের মন্তব্য

প্রিয় পাঠক, আমরা ইতিপূর্বে থিওসফিস্ট মতবাদ সম্পর্কে যে আলোচনা করেছি তার সাথে বাহাই মতবাদ সম্পর্কিত এ আলোচনা তুলনামূলকভাবে অধ্যয়ন করলে পরিষ্কার প্রতীয়মান হবে যে, থিওসফিস্ট ও ইয়াহুদীদের মত বাহাইরাও মৃত্যুর ব্যাপারটিকে অমর জীবনপথে একটি ঘটনামাত্র মনে করেন। ইহকালে মানুষ তার সমাজ ও গোষ্ঠীজীবনে ন্যায় অন্যায় যাই করুক না কেন, ইহকাল হতে আরম্ভ করে পরকাল পর্যন্ত তার ক্রমাগত উন্নতি হতে থাকবে এবং এভাবে উন্নতি করতে করতে সে আল্লাহর সান্নিধ্যে প্রবেশ করবে। তখন পরম করুণাময়ের হাত তাকে এমন এক উচ্চস্তরে নিয়ে যাবে, যা বর্ণনার অতীত এবং যা মহাজগতের প্রাণীকুলের দ্বারা ব্যাখ্যাত হতে পারে না।

থিওসফিস্টদের ন্যায় বাহাইরাও বেহেশ্‌ত-দোযখ তথা স্বর্গ-নরককে প্রচলিত ধর্মমত (খ্রীস্টমত ও ইসলামের) সৃষ্ট কুসংস্কার আখ্যা দিয়ে এবং পুণ্যার্জন না করা সত্ত্বেও 'মুক্তি' নামক লোভনীয় বস্তুর আশ্বাস প্রদান করে মানুষকে সাময়িকভাবে অবশ্যই দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করতে পারবেন এবং এজন্য তাদের বাহ্‌বা কুড়াতেও সক্ষম হবেন, কিন্তু এর ফলে ন্যায়-অন্যায়ের ভেদাভেদ-জ্ঞান হারিয়ে সমাজ জীবনে এক একটি মানুষ যে এক একটি হিংস্র পশুতে পরিণত হবে না তার কি কোন গ্যারান্টি তারা দিতে পারবেন ?

www.amarboi.org

ইসলাম

জীবন, মৃত্যু ও পরকাল সম্পর্কে ইসলাম যে ধারণা দিয়েছে তা খুবই স্পষ্ট এবং বাস্তবভিত্তিক।

জীবন

ইসলামের মতে মানুষের জীবন অনর্থক বা লক্ষ্যহীন নয়, বরং একটি বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে তারা পৃথিবীতে এসেছে—

মানুষ জ্ঞান ও ক্ষমতার প্রয়োগে এবং সৃষ্টিকে প্রতিপালনের ক্ষেত্রে পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি। কুরআন বলে—

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ط قَالُوْٓا اَتَجْعَلُ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ ج وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ط قَالَ اِنِّيْٓ اَعْلَمُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ ○ - البقرة : ٣٠

"স্মরণ কর, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদের বললেন, 'আমি পৃথিবীতে প্রতিনিধি সৃষ্টি করছি।' তারা বলল, আপনি কি সেখানে এমন কাউকে সৃষ্টি করবেন, যে অশান্তি ঘটাবে ও রক্তপাত করবে? আমরাই তো আপনার সপ্রশংস স্তুতিগান ও পবিত্রতা ঘোষণা করি।' তিনি (আল্লাহ) বললেন, 'আমি জানি যা তোমরা জান না।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ৩০

وَهُوَ الَّذِيْ جَعَلَكُمْ خَلٰٓئِفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيَبْلُوَكُمْ فِيْ مَآ اٰتٰكُمْ ط اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ ز وَاِنَّهٗ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ○

"তিনিই (আল্লাহ) তোমাদেরকে দুনিয়ায় প্রতিনিধি করেছেন এবং যা তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন সে সম্বন্ধে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তোমাদের কতককে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। তোমার প্রতিপালক শাস্তিদানে তৎপর এবং তিনি ক্ষমাশীল, দয়াময়।"

–সূরা আল আনআম ঃ ১৬৫

www.amarboi.org

اَمَّنْ يُّجِيْبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوْءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْاَرْضِ ط
ءَ اِلٰهٌ مَّعَ اللّٰهِ ط قَلِيْلاً مَّا تَذَكَّرُوْنَ ٥ - النمل : ٦٢

"যিনি (আল্লাহ্) আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন। আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ্ আছে কি ? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাকে।"

–সূরা আন নামল ঃ ৬২

উপরিউক্ত কারণেই মানুষ সৃষ্টির সেরা। আর সৃষ্টির সেরা বলেই আল্লাহ্ তাআলা তাদের জন্য পৃথিবীতে জীবনযাপনের সর্বাধিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান করেছেন। কুরআনের ভাষায় পৃথিবীর সবকিছুই একমাত্র মানুষের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। তারা যাতে সুষ্ঠুভাবে খেলাফত তথা প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালন করে যেতে পারে সেজন্যই এ বিরাট সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা। কুরআন বলে—

هُوَ الَّذِىْ خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا ق ثُمَّ اسْتَوٰى اِلَى السَّمَاءِ
فَسَوّٰهُنَّ سَبْعَ سَمٰوٰتٍ ط وَهُوَ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ٥- البقرة : ٢٩

"তিনি পৃথিবীর সবকিছু তোমাদের (মানুষের) জন্য সৃষ্টি করেছেন, তৎপর তিনি আকাশের দিকে মনসংযোগ করেন এবং তাকে সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন ; তিনি সর্ববিষয়ে সবিশেষ অবহিত।"

–সূরা আল বাকারা ঃ ২৯

وَسَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْهُ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ
لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ٥ - الجاثية : ١٣

"তিনি তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সমস্ত কিছু নিজ অনুগ্রহে, চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য তো এতে রয়েছে নিদর্শন।"–সূরা আল জাসিয়া ঃ ১৩

আর আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব করতে হলে সর্বাগ্রে তার উপর বিশ্বাসস্থাপন করতে হবে, তাকে নিজের চালক ও পালক বলে স্বীকার করতে হবে। আল্লাহর প্রতি এই যে আনুগত্য, এই যে আত্মসমর্পণ এটাই

www.amarboi.org

মানবজীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর প্রকৃতপক্ষে এ গুণটি আল্লাহ্ তাআলা মানুষের প্রকৃতির সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন। ফলে দেখা যায়, আল্লাহকে চরম অস্বীকারকারী ব্যক্তি অসতর্ক মুহূর্তে হলেও কোনো না কোনো সময়ে আল্লাহ্তে বিশ্বাসস্থাপন করে বসে। মানুষের স্বভাব-প্রকৃতিতে আল্লাহ তাআলা যে এ গুণ নিহিত রেখেছেন, একটি অভিনব ধারায় অতি সুন্দরভাবে কুরআনে তার বর্ণনা দেয়া হয়েছে। যেমন ঃ

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِىْ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ ج اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط قَالُوْا بَلٰى ج شَهِدْنَا ج اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ○ - الاعراف : ١٧٢-١٧٤

"স্মরণ কর, তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানদের পৃষ্ঠদেশ হতে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই ? তারা বলে, 'নিশ্চয়ই আমরা সাক্ষী রইলাম।' এ স্বীকৃতি গ্রহণ এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বল, 'আমাদের পূর্বপুরুষগণই তো আমাদের পূর্বে শিরক করে, আর আমরা তো তাদের পরবর্তী বংশধর। তবে কি মিথ্যাশ্রয়ীদের কৃতকর্মের জন্য তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে ? এভাবে (আমি) নিদর্শন বিষদভাবে বিবৃত করি যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৭২-১৭৪

আল্লাহকে বিশ্বাস করা এবং তাঁর আদেশ-নির্দেশ মেনে চলার মধ্যেই মানব জীবনের সার্থকতা নিহিত। প্রকৃতপক্ষে মানব জীবন ক্ষণস্থায়ী। যারা তাদের সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক আল্লাহর সাথে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা না করে এবং তার আদেশ-নির্দেশ না মেনে হেলায় খেলায় জীবনটি কাটিয়ে দেয় তাদের মত হতভাগা আর নেই।

ইসলামের দৃষ্টিতে পৃথিবী মানুষের জন্য একটি পরীক্ষাস্থল। কে উত্তম কাজ করে আর কে মন্দ কাজ করে তা দেখার জন্যই আল্লাহ তাআলা মানুষকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। কুরআন বলে—

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلاً ط وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْغَفُوْرُ ○ - الملك : ٢

www.amarboi.org

"যিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য — কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম ? তিনি পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল।"–সূরা আল মুল্ক ঃ ২

আল্লাহ্ তাআলা যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে মানুষের এ জীবনকে সুন্দর ও কর্মক্ষম করে দিয়েছেন সত্য, কিন্তু আসলে এ জীবন বড়ই ক্ষণস্থায়ী। কুরআন উপমার সাহায্যে অতি সুন্দরভাবে মানুষের সামনে পার্থিব জীবনের ছবি তুলে ধরেছে।

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَّثَلَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الاَرْضِ فَاَصْبَحَ هَشِيْمًا تَذْرُوْهُ الرِّيٰحُ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ مُّقْتَدِرًا ○

"তাদের নিকট পেশ কর উপমা পার্থিব জীবনের। এটা পানির ন্যায় যা আমি বর্ষণ করি আকাশ হতে, যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হয়, অতপর তা বিশুষ্ক হয়ে এমন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয় যে, বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে যায়। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।" –সূরা আল কাহ্ফ ঃ ৪৫

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنٰهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالاَنْعَامُ ط حَتّٰى اِذَا اَخَذَتِ الاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَا لا اَتٰهَا اَمْرُنَا لَيْلاً اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالاَمْسِ ط كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ - يونس : ٢٤

"পার্থিব জীবনের দৃষ্টান্ত বৃষ্টির ন্যায় যা আমি আকাশ হতে বর্ষণ করি এবং যা দ্বারা ভূমিজ উদ্ভিদ ঘন সন্নিবিষ্ট হয়ে উদ্গত হয়, যা হতে মানুষ ও জীবজন্তু আহার করে থাকে। অতপর যখন ভূমি তার শোভা ধারণ করে ও নয়নাভিরাম হয় এবং তার অধিকারীগণ মনে করে তা তাদের আয়ত্তাধীন, তখন দিবস অথবা রজনীতে আমার নির্দেশ এসে পড়ে ও আমি তা এমনভাবে নির্মূল করে দেই, যেন ইতিপূর্বে তার অস্তিত্বই ছিল না। এভাবে আমি নিদর্শনাবলী বিশদ-ভাবে বিবৃত করি চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।"–সূরা ইউনুস ঃ ২৪

ক্ষণস্থায়ী পার্থিব জীবনে আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে যে ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি দান করেন তাতে মানুষ উল্লসিত ও আশান্বিত হয় বটে,

www.amarboi.org

কিন্তু একদিন না একদিন এগুলো পরিত্যাগ করে তাকে পৃথিবী থেকে চির বিদায় নিতে হয়। তখন শুধুমাত্র সৎকাজ ও পুণ্যফলই তার কাজে আসে। কুরআন বলে—

وَفَرِحُوْا فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ط وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا فِى الْاٰخِرَةِ اِلَّا مَتَاعٌ ○

"মানুষ পার্থিব জীবনে উল্লসিত অথচ ইহজীবন তো পরজীবনের তুলনায় ক্ষণস্থায়ী।"–সূরা আর রাদ ঃ ২৬

اَلْمَالُ وَالْبَنُوْنَ زِيْنَةُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ج وَالْبٰقِيٰتُ الصّٰلِحٰتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ

ثَوَابًا وَّخَيْرٌ اَمَلًا ○ - الكهف : ٤٦

"ধনৈশ্বর্য ও সন্তান-সন্ততি পার্থিব জীবনের শোভা এবং সৎকাজ যার ফল স্থায়ী, তা তোমার প্রতিপালকের নিকট পুরস্কার-প্রাপ্তির জন্য শ্রেষ্ঠ এবং বাঞ্ছালাভের ব্যাপারেও উৎকৃষ্ট।"–সূরা আল কাহফ ঃ ৪৬

দুনিয়ায় মানুষের মত প্রবল পরাক্রমশালী প্রাণী আর দ্বিতীয়টি নেই। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে সুন্দর আকৃতি, সুঠাম দেহ ও উন্নততর বুদ্ধিবৃত্তি দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। তাদের বুদ্ধিবৃত্তি এতই প্রখর এবং সুসংগঠিত যে, তারা নিজেদের চেয়ে শত-সহস্র গুণ বেশী শক্তিশালী প্রাণীকেও নিজেদের বশে আনতে পারে। তারা মাছের মত সাঁতার কাটতে পারে, পাখীর মত উড়তে পারে। কিন্তু হায় ! তাদের এ ক্ষমতা, বুদ্ধিবৃত্তি এবং জীবনীশক্তির কোনই স্থায়িত্ব নেই। যে কোন মুহূর্তে তা লোপ পেতে পারে। নিজেদের জীবনকে চিরদিন টিকিয়ে রাখার মত কোন কৌশলই তাদের জানা নেই। অতএব দেখা যাচ্ছে যে, পরম পরাক্রমশালী মানুষও আসলে দুর্বল। একদিকে তাদের সবই আছে, অন্যদিকে আবার কিছুই নেই। কিন্তু ইসলামের মতে, এ শোচনীয় পরিস্থিতির জন্য মানুষের নৈরাশ্যবাদী হওয়ার কোনো কারণ নেই। কেননা যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং সৎকর্ম করে, চিরস্থায়ী চিরঞ্জীব আল্লাহ তাআলার সাথে তাদের এক মধুর সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আল্লাহ তাআলা তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোকে নিয়ে যান। অতপর তাদের জীবনে নৈরাশ্য, দুশ্চিন্তা, হীনতা এবং দীনতা বলে কিছু থাকে না। তারা যৌবনকালে ও সবল সুস্থ অবস্থায় যেমন খুশী থাকে তেমনি খুশী থাকে বৃদ্ধকালে এবং দুর্বল ও অসুস্থ অবস্থায়ও। কিন্তু যারা জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে না, যারা সৃষ্টিকর্তা ও প্রতিপালক আল্লাহর সাথে সম্পর্ক সৃষ্টির চেষ্টা করে না বরং বিভ্রান্তিকর পার্থিব উপায়-উপকরণের উপর ভরসা করে

www.amarboi.org

বসে থাকে তারা এক চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে জীবন কাটায়। যতদিন শক্তি ও ঐশ্বর্য থাকে ততদিন তারা ধরাকে সরা জ্ঞান করে, আর যখন শক্তি ও ঐশ্বর্য থাকে না তখন তাদের চোখে সর্ষে ফুল ফুটে ; তারা নিমজ্জিত হয় ঘোর অন্ধকারে। মানুষের এ জীবন দর্শনকে কুরআন অতি সুন্দর ভঙ্গিতে বর্ণনা করেছে।

لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِىْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ○ ثُمَّ رَدَدْنٰهُ اَسْفَلَ سٰفِلِيْنَ ○ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُوْنٍ ○ - التين : ٤-٥

“আমি তো সৃষ্টি করেছি মানুষকে শ্রেষ্ঠতম অবয়বে, অতপর আমি একে হীনতাগ্রস্তদের হীনতমে পরিণত করি—কিন্তু তাদেরকে নয়, যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ ; এদের জন্য তো আছে নিরবচ্ছিন্ন পুরস্কার।”–সূরা আত ত্বীন ঃ ৪-৫

وَالْعَصْرِ ○ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ ○ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۙ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ○ - العصر : ١ - ٣

“মহাকালের শপথ ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু তারা নয় যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্মপরায়ণ এবং পরস্পর সত্য ও ধৈর্যের উপদেশ দেয়।”–সূরা আল আসর ঃ ১-৩

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالاً ○ اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا ○ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاٰيٰتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهٖ فَحَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ فَلاَ نُقِيْمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَزْنًا ○

“বল, আমি কি তোমাদেরকে সংবাদ দিব তাদের, যারা কর্মে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ? ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পণ্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎকর্ম করছে। ওরাই তারা, যারা অস্বীকার করে তাদের প্রতিপালকের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে ওদের সাক্ষাতের বিষয়। ফলে ওদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায়, সুতরাং কিয়ামতের দিন ওদের কোন গুরুত্ব রাখব না।”

–সূরা আল কাহ্‌ফ ঃ ১০২-১০৫

فَمَنْ يَّكْفُرْ بِالطَّاغُوْتِ وَيُؤْمِنْ بِاللّٰهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقٰى ق

www.amarboi.org

لَاانْفِصَامَ لَهَا ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○ اَللّٰهُ وَلِىُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لا يُخْرِجُهُمْ مِّنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ ط وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْلِيٰٓـئُهُمُ الطَّاغُوْتُ لا يُخْرِجُوْنَهُمْ مِّنَ النُّوْرِ اِلَى الظُّلُمٰتِ ط اُولٰٓئِكَ اَصْحٰبُ النَّارِ ج هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ○

"যে 'তাগুত' (বিভ্রান্তিকর পার্থিব উপায়-উপকরণ)-কে অস্বীকার করবে ও আল্লাহকে বিশ্বাস করবে সে এমন এক মজবুত হাতল ধরবে যা কখনও ভাংবে না। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা প্রজ্ঞাময়। যারা বিশ্বাস করে আল্লাহ তাদের অভিভাবক, তিনি তাদেরকে অন্ধকার হতে বের করে আলোকে নিয়ে যান। আর যারা সত্য প্রত্যাখ্যান করে 'তাগুত' তাদের অভিভাবক, এরা তাদেরকে আলোক হতে অন্ধকারে নিয়ে যায়। তারাই অগ্নি-অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে।"

—সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৬-২৫৭

যারা আপন বিবেককে সজাগ রাখে, যারা আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি-কৌশল সম্পর্কে চিন্তা করে, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে—তাকে স্মরণ করে এবং যথাযথভাবে তার আদেশ-নির্দেশ মেনে চলে তারা অনায়াসে বুঝে নিতে পারে যে, এ আকাশ, এ বাতাস, এ সাগর, এ ভূমণ্ডল, এ ফল, এ জল, এ সূর্য, এ চন্দ্র, এ গ্রহ, এ নক্ষত্র—বিশ্ব চরাচরের এসব কিছু আল্লাহ্ তাআলা অযথা সৃষ্টি করেননি। প্রকৃতপক্ষে সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন মানুষের খেদমতের জন্য। কুরআন বলে—

اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيٰتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ ○ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ج رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلًا ج سُبْحٰنَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ○ - ال عمران : ١٩٠-١٩١

"আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, দিবস ও রাতের পরিবর্তনে নিদর্শনাবলী রয়েছে বোধশক্তিসম্পন্ন লোকের জন্য—যারা দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্বন্ধে চিন্তা করে (তারা বলে,) হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি এটা নিরর্থক সৃষ্টি করোনি। তুমি পবিত্র, তুমি আমাদেরকে অগ্নি-শাস্তি হতে রক্ষা কর।"—সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০-১৯১

www.amarboi.org

অতএব আল্লাহতে বিশ্বাসস্থাপন করা এবং তাঁর আদেশ-নির্দেশ মেনে চলার মধ্যেই মানব জীবনের শ্রেষ্ঠত্ব নিহিত। কুরআনে বলে—

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ اُولٰٓئِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ○ - البينة : ٧

"যারা বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে তারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।"
–সূরা আল বাইয়্যেনা ঃ ৭

আর যারা বিবেকবুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও আল্লাহকে বুঝে না, বুঝার চেষ্টা করে না বরং অন্যান্য বিবেকহীন পশুপাখীর ন্যায় খাওয়া-দাওয়া আমোদ-স্ফূর্তির মধ্যেই মগ্ন থাকে তারা মনুষ্যপদবাচ্য হওয়ার যোগ্য নয়। কুরআন বলে—

لَهُمْ قُلُوْبٌ لَّا يَفْقَهُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُوْنَ بِهَا ز وَلَهُمْ اٰذَانٌ لَّا يَسْمَعُوْنَ بِهَا ط اُولٰٓئِكَ كَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَضَلُّ ط - الاعراف : ١٧٩

"তাদের হৃদয় আছে কিন্তু তাদ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, তাদের চক্ষু আছে, তাদ্বারা দেখে না এবং তাদের কর্ণ আছে তাদ্বারা শ্রবণ করে না, এরা পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক মূঢ়। তারাই উদাসীন।"
–সূরা আল আরাফ ঃ ১৭৯

ক্ষণস্থায়ী ইহজীবন যে চিরস্থায়ী পরজীবনের একটি পরীক্ষাক্ষেত্র ছাড়া কিছু নয় তা অত্যন্ত সুন্দরভাবে ও সবিস্তারে কুরআন-হাদীসে বর্ণনা করা হয়েছে। যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করবে এবং সৎকর্ম করবে তারা আল্লাহর বন্ধুতে পরিণত হয়। আর যারা আল্লাহর বন্ধুতে পরিণত হয় তাদের জীবনে কোনো ভয় বা দুঃখ থাকে না। তারা আল্লাহর নিকট হতে শান্তির সুসংবাদ লাভ করে। কুরআন বলে—

اَلَآ اِنَّ اَوْلِيَآءَ اللّٰهِ لَاخَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَكَانُوْا يَتَّقُوْنَ ○ لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ط لَاتَبْدِيْلَ لِكَلِمٰتِ اللّٰهِ ط ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ ○ - يونس : ٦٢-٦٤

"জেনে রাখ, আল্লাহর বন্ধুদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। যারা বিশ্বাস করে ও তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য আছে সুসংবাদ পার্থিব জীবনে ও পারলৌকিক জীবনে। আল্লাহর বাণীর কোন পরিবর্তন নেই, এটাই মহাসাফল্য।"–সূরা ইউনুস ঃ ৬২-৬৪

www.amarboi.org

অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, ইহজীবনই মানুষের সবকিছু নয়, বরং এটা হচ্ছে তাদের পরকাল তথা সেই অনন্ত জীবনের দ্বারস্বরূপ যেখানে তাদেরকে এ জীবনের যাবতীয় কর্মকাণ্ডের জবাবদিহি করতে হবে।

মৃত্যু

ইসলামের দৃষ্টিতে মৃত্যু এমন একটি ব্যাধি যা থেকে নিরাময় লাভের কোন উপায় নেই। প্রাণী মাত্রকেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। কুরআন বলে—

كُلُّ نَفْسٍ ذَآئِقَةُ الْمَوْتِ قف ثُمَّ اِلَيْنَا تُرْجَعُوْنَ ○ - العنكبوت : ٥٧

"জীব মাত্রই মরণশীল। অতপর তোমরা আমারই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে।"–সূরা আল আনকাবূত ঃ ৫৭

اَيْنَ مَا تَكُوْنُوْا يُدْرِكْكُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِىْ بُرُوْجٍ مُّشَيَّدَةٍ ط

"তোমরা যেখানেই থাক না কেন, মৃত্যু তোমাদের নাগাল পাবেই, এমন কি সুউচ্চ সুদৃঢ় দুর্গে অবস্থান করলেও।"-সূরা আন নিসা ঃ ৭৮

قُلْ اِنَّ الْمَوْتَ الَّذِىْ تَفِرُّوْنَ مِنْهُ فَاِنَّهٗ مُلٰقِيْكُمْ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ الْغَيْبِ

وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ○ الجمعة : ٨

"বল, তোমরা যে মৃত্যু হতে পলায়ন করতে চাও তোমাদেরকে সেই মৃত্যুর সম্মুখীন হতেই হবে। তোমরা প্রত্যানীত হবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং তোমাদেরকে জানিয়ে দেয়া হবে যা তোমরা করতে।"–সূরা আল জুমআ ঃ ৮

মৃত্যু একটি যন্ত্রণাদায়ক ঘটনা। তবে তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক নয় যারা ইহজীবনে আল্লাহতে বিশ্বাস করেছে, তার আদেশ-নিষেধ মেনে চলেছে এবং তার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেছে। প্রাণ হরণ করার জন্য মৃত্যুপথযাত্রী মুমিনের সামনে যখন আজরাঈল (যম) এসে উপস্থিত হয় তখন অসংখ্য মঙ্গলের (রহমতের) ফিরিশতাও তার চতুর্দিকে এসে ভীড় জমায় এবং তাকে অভয় দান করতঃ জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করে। কুরআন বলে—

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلَّا تَخَافُوْا وَلَا

تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ○ نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ

www.amarboi.org

الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ج وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ○ نُزُلًا مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ○ - حم السجدة : ٣٠-٣٢

"যারা বলে 'আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ্' অতপর অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফিরিশতা এবং বলে, 'তোমরা ভীত হয়ো না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। ইহ্কাল ও পরকালে আমরা তোমাদের বন্ধু, সেখানে তোমাদের জন্য রয়ে গেছে সমস্ত কিছু—যা তোমাদের মন চায়, যা তোমরা আকাঙ্ক্ষা কর। এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ হতে আপ্যায়ন।"

–সূরা হা-মীম আস সাজ্দাহ ঃ ৩০-৩২

এ কারণেই হযরত মুহাম্মাদ (স) বলেছেন, "মৃত্যু মুমিনের জন্য একটি উপঢৌকন বা তোহ্ফা।"–আহমাদ

আর এ কারণেই মৃত্যু উপস্থিত হলে মুমিনরা মোটেই বিচলিত হয় না। তারা পরম প্রশান্তির সাথে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। তাদের ঠোঁটে তৃপ্তির হাসি ফুটে ওঠে। হযরত মুহাম্মাদ (স) বলেছেন, "মানুষের মৃত্যুবরণ করাটা ঠিক সেরূপ, যেরূপ শিশু মাতৃগর্ভ (সংকীর্ণতা ও অন্ধকার) হতে ভূমিষ্ঠ হয়ে উন্মুক্ত দুনিয়ার আয়েশ-আরামের মধ্যে পতিত হয়।"–হাকিম, তিরমিযী

মুমিনের মৃত্যুকালীন দৃশ্য দার্শনিক-কবি আল্লামা ইকবালের ভাষায় কী সুন্দরভাবেই না ফুটে উঠেছে।

নিশানে মরদে মুমিন বা-তো গুইয়েম,
চো মরগ্ আইয়েদ তাবাস্সুম বর লবে উ।

অর্থাৎ

প্রকৃত মুমিন কেবা শুন তার পরিচয়
মরণ আসিলে যার অধরেতে হাসি বয়।

আর যারা ইহজীবনে আল্লাহে বিশ্বাস করেনি, তার আদেশ-নির্দেশ মেনে চলেনি এবং তার সাথে যোগসূত্র স্থাপন করেনি তারা যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হবে এবং তাদের সামনে উদ্ঘাটিত হয়ে পড়বে জীবনের যাবতীয় রহস্য তখন তারা পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসার কামনা করবে, কিন্তু তাদের সে কামনা কামনাই থেকে যাবে। কুরআন বলে—

www.amarboi.org

حَتّٰى اِذَا جَآءَ اَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُوْنِ ○ لَعَلِّىْٓ اَعْمَلُ صَالِحًا فِيْمَا
تَرَكْتُ كَلَّا ط اِنَّهَا كَلِمَةٌ هُوَ قَآئِلُهَا ط وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ○

"যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, 'হে আমার প্রতিপালক! আমাকে পুনরায় পৃথিবীতে প্রেরণ করো, যাতে আমি সৎকাজ করতে পারি যা আমি পূর্বে করিনি।' না, এটা হবার নয়। এ তো তার একটি উক্তি মাত্র। তাদের সামনে যবনিকা থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।"–সূরা আল মুমিনুন ঃ ৯৯-১০০

পরকাল

ইসলামের মতে, মৃত্যুর সাথে সাথে মানবজীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে না, বরং সে অন্য আর একটি জগতে পদার্পণ করে। এর একটি বড় প্রমাণ হলো তার দৈনন্দিন নিদ্রা। মানুষ নিদ্রিত অবস্থায় যখন তার চেতনা হারিয়ে ফেলে তখন পার্থিব জগতের সাথে তার কোন সম্পর্ক থাকে না। সে চলে যায় আর এক জগতে এবং সেটাকেই আসল জগত বলে ভাবতে থাকে। কিন্তু যখন সে নিদ্রা হতে চেতনা ফিরে পায় তখন আবার পার্থিব জগতে ফিরে আসে এবং অন্য জগতের কথা ধীরে ধীরে বিস্মৃত হয়ে যায়। কিন্তু যখন সে নিদ্রিত অথবা অন্য কোন অবস্থায় চিরতরে তার চেতনা হারিয়ে ফেলে অর্থাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হয় এবং পুনরায় চেতনা ফিরে পায় না অর্থাৎ পৃথিবীতে পুনরায় ফিরে আসে না তখন ঐ দ্বিতীয় জগতের সাথে সে পুরোপুরি সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে এবং তার কাছে তখন পার্থিব জগতের কোন গুরুত্বই আর বাকি থাকে না। যারা চিন্তাশীল তারা মানুষের ইহজীবনের নিদ্রা হতে অনায়াসে পারলৌকিক জীবন সম্পর্কে একটি মোটামুটি ধারণা করে নিতে পারে।

কুরআন বলে—

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ج فَيُمْسِكُ الَّتِىْ
قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ
لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ - الزمر : ٤٢

"আল্লাহ প্রাণ হরণ করেন মৃত্যুকালে এবং যারা জীবিত তাদেরও প্রাণ (চেতনা) হরণ করেন তারা যখন নিদ্রিত থাকে। অতপর যার

www.amarboi.org

জন্য মৃত্যু অবধারিত করেছেন তিনি তার প্রাণ রেখে দেন এবং অন্যান্যদের প্রাণ (চেতনা) ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য বহু নিদর্শন রয়েছে।"

—সূরা আয যুমার ঃ ৪২

যারা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনকে অস্বীকার করে এবং পুনর্জীবন লাভকে অসম্ভব এবং অবিশ্বাস্য ব্যাপার বলে মনে করে তাদের উদ্দেশ্যে কুরআনের উক্তি হলো—

اَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبْدِئُ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ ط اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ ۝ قُلْ سِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَانْظُرُوْا كَيْفَ بَدَاَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْاَةَ الْاٰخِرَةَ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۝- العنكبوت : ١٩-٢٠

"তারা কি লক্ষ্য করে না কিভাবে আল্লাহ তাআলা সৃষ্টিকে অস্তিত্ব দান করেন, অতপর তা পুনরায় সৃষ্টি করবেন ? এতো আল্লাহর জন্য সহজ। বল, পৃথিবীতে পরিভ্রমণ কর এবং অনুধাবন কর কিভাবে তিনি সৃষ্টি আরম্ভ করেছেন ? অতপর আল্লাহ পুনর্বার সৃষ্টি করবেন। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"—সূরা আল আনকাবূত ঃ ১৯-২০

وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ط وَكَذٰلِكَ تُخْرَجُوْنَ ۝

"তিনিই মৃত হতে জীবন্তের আবির্ভাব ঘটান এবং ভূমির মৃত্যুর পর তাকে পুনর্জীবিত করেন। এভাবেই তোমরা উত্থিত হবে।"

—সূরা আর রূম ঃ ১৯

وَقَالُوْٓا ءَاِذَا كُنَّا عِظَامًا وَّرُفَاتًا ءَاِنَّا لَمَبْعُوْثُوْنَ خَلْقًا جَدِيْدًا ۝ قُلْ كُوْنُوْا حِجَارَةً اَوْ حَدِيْدًا ۝ اَوْ خَلْقًا مِّمَّا يَكْبُرُ فِىْ صُدُوْرِكُمْ ج فَسَيَقُوْلُوْنَ مَنْ يُّعِيْدُنَا ط قُلِ الَّذِىْ فَطَرَكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ج فَسَيُنْغِضُوْنَ اِلَيْكَ رُءُوْسَهُمْ وَيَقُوْلُوْنَ مَتٰى هُوَ ط قُلْ عَسٰٓى اَنْ يَّكُوْنَ قَرِيْبًا ۝ يَوْمَ يَدْعُوْكُمْ فَتَسْتَجِيْبُوْنَ بِحَمْدِهٖ وَتَظُنُّوْنَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلَّا قَلِيْلًا ۝- بنى اسرائيل : ٤٩-٥٢

"তারা বলে, 'আমরা অস্থিতে পরিণত ও চূর্ণবিচূর্ণ হলেও কি নতুন সৃষ্টিরূপে পুনরুত্থিত হবো ?' বল, 'তোমরা হয়ে যাও পাথর অথবা

www.amarboi.org

লোহা, অথবা এমন কিছু যা তোমাদের ধারণায় খুবই কঠিন।' তারা বলবে, কে আমাদেরকে পুনরুত্থিত করবে ?' বল, 'তিনিই, যিনি তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন ?' অতপর তারা তোমার সামনে মাথা নাড়বে ও বলবে, 'তা কবে ?' বল, হবে সম্ভবত শীঘ্রই, যেদিন তিনি তোমাদেরকে আহ্বান করবেন এবং তোমরা প্রশংসার সাথে তার আহ্বানে সাড়া দিবে এবং তোমরা মনে করবে, তোমরা অল্পকাল অবস্থান করেছিলে ?"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৯-৫২

اَوَ لَيْسَ الَّذِىْ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ بِقٰدِرٍ عَلٰٓى اَنْ يَّخْلُقَ مِثْلَهُمْ ط بَلٰى ق وَهُوَ الْخَلّٰقُ الْعَلِيْمُ ○ اِنَّمَآ اَمْرُهٗٓ اِذَآ اَرَادَ شَيْئًا اَنْ يَّقُوْلَ لَهٗ كُنْ فَيَكُوْنُ ○ فَسُبْحٰنَ الَّذِىْ بِيَدِهٖ مَلَكُوْتُ كُلِّ شَىْءٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ○- يس : ٨١-٨٣

"যিনি নিজ ক্ষমতাবলে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন তিনি কি ওদের অনুরূপ সৃষ্টি করতে সমর্থ নন ? হাঁ, নিশ্চয় তিনি মহাস্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। তিনি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করেন তিনি কেবল বলেন, 'হও', ফলে তা হয়ে যায়। অতএব পবিত্র ও মহান তিনি যিনি প্রত্যেক বিষয়ের সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী এবং তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৮১-৮৩

وَقَالُوْا مَا هِىَ اِلاَّ حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوْتُ وَنَحْيَا وَمَا يُهْلِكُنَآ اِلاَّ الدَّهْرُ ج وَمَا لَهُمْ بِذٰلِكَ مِنْ عِلْمٍ ج اِنْ هُمْ اِلاَّ يَظُنُّوْنَ ○ وَاِذَا تُتْلٰى عَلَيْهِمْ اٰيٰتُنَا بَيِّنٰتٍ مَّا كَانَ حُجَّتَهُمْ اِلاَّ اَنْ قَالُوا ائْتُوْا بِاٰبَآئِنَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ لاَرَيْبَ فِيْهِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لاَيَعْلَمُوْنَ ○- الجاثية : ٢٤-٢٦

"তারা বলে, 'একমাত্র পার্থিব জীবনই আমাদের জীবন, আমরা মরি ও বাঁচি এখানেই, কালই আমাদেরকে ধ্বংস করে।' বস্তুত এ ব্যাপারে তাদের কোনো জ্ঞান নেই, তারা তো কেবল মনগড়া কথা বলে। তাদের নিকট যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত আবৃত্তি করা হয় তখন তাদের কোনো যুক্তি থাকে না কেবল এ উক্তি ছাড়া যে, 'তোমরা সত্যবাদী হলে আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে উপস্থিত কর। বল, আল্লাহই

www.amarboi.org

তোমাদেরকে জীবন দান করেন ও তোমাদের মৃত্যু ঘটান। অতপর তিনি তোমাদেরকে কিয়ামত দিবসে একত্রিত করবেন যাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।"

–সূরা আল জাসিয়া ঃ ২৪-২৬

পারলৌকিক জীবনই মানুষের প্রকৃত জীবন। স্থায়ীত্ব ও দীর্ঘতার দিক দিয়ে পারলৌকিক জীবনের অনুপাতে পার্থিব জীবন একটি ক্রীড়া-কৌতুক-কাল ছাড়া কিছু নয়। মানুষকে যখন পুনর্জীবিত করা হবে এবং তাদের সামনে পার্থিব জীবন এবং ইহলোকিক জীবনের রহস্য প্রকাশিত হয়ে পড়বে তখন তারা পার্থিব জীবনকে একদিন অথবা একদিনের কিছু অংশ বলে মনে করবে। কুরআন বলে—

وَمَا الْحَيٰوةُ الدُّنْيَآ اِلاَّ لَعِبٌ وَّلَهْوٌ ط وَلَلدَّارُ الْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِيْنَ يَتَّقُوْنَ ط اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ ـ الانعام : ٣٢

"পার্থিব জীবন তো ক্রীড়া-কৌতুক বৈ আর কিছু নয় এবং যারা তাকওয়া অবলম্বন করে তাদের জন্য পরকালের আবাসই শ্রেয়। তোমরা কি অনুধাবন কর না?"–সূরা আল আনআম ঃ ৩২

قٰلَ كَمْ لَبِثْتُمْ فِى الْاَرْضِ عَدَدَ سِنِيْنَ ○ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ فَسْئَلِ الْعَآدِّيْنَ ○ قٰلَ اِنْ لَّبِثْتُمْ اِلاَّ قَلِيْلاً لَّوْ اَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ ○ اَفَحَسِبْتُمْ اَنَّمَا خَلَقْنٰكُمْ عَبَثًا وَّاَنَّكُمْ اِلَيْنَا لاَتُرْجَعُوْنَ ○ ـ المؤمنون : ١١٢ـ١١٥

"আল্লাহ বলবেন, 'তোমরা পৃথিবীতে কত বছর অবস্থান করেছিলে?' তারা বলবে, 'আমরা অবস্থান করেছিলাম একদিন অথবা দিনের কিছু অংশ, আপনি না হয় গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞেস করুন।' তিনি বলবেন, 'তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে, যদি তোমরা জানতে। তোমরা কি মনে করেছিলে যে, আমি তোমাদের অনর্থক সৃষ্টি করেছি এবং তোমরা আমার কাছে প্রত্যাবর্তিত হবে না।"

–সূরা আল মুমিনূন ঃ ১১২-১১৫

ইসলামের দৃষ্টিতে আখিরাত বা পরকাল দুভাগে বিভক্ত। যথা ঃ (১) বারযাখ ও (২) কিয়ামত। মানুষ যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন থেকেই তার বারযাখ বা কবর জীবনের সূচনা এবং কিয়ামত বা বিচার দিনে তার সমাপ্তি।

www.amarboi.org

কবর জীবন বলতে একটি আত্মিক বা রূহানী জগত বুঝায় যেখানে মৃতদের আত্মা অবস্থান করবে। যাদেরকে কবরস্থ করা হয়েছে বা যাদেরকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে বা যাদেরকে পানিতে ভাসিয়ে দেয়া হয়েছে তাদের সকলেরই আত্মা বারযাখে অবস্থান করবে। সেখান থেকে তারা কোনমতেই দুনিয়ায় ফিরে আসতে পারবে না। কুরআন বলে—

وَحَرَمٌ عَلٰى قَرْيَةٍ اَهْلَكْنٰهَا اَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ○- الانبياء : ٩٥

"সম্ভব নয় যে, যে জনপদকে আমি ধ্বংস করেছি তার অধিবাসীবৃন্দ (দুনিয়ায়) ফিরে আসবে।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৯৫

اَلَمْ يَرَوْا كَمْ اَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنَ الْقُرُوْنِ اَنَّهُمْ اِلَيْهِمْ لَا يَرْجِعُوْنَ ○

"তারা কি লক্ষ্য করে না, তাদের পূর্বে কত মানব গোষ্ঠীকে আমি ধ্বংস করেছি যারা তাদের মধ্যে ফিরে আসবে না।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৩১

বারযাখ জীবনেও মানুষ তার পার্থিব জীবনের পাপপুণ্যের ফলাফল ভোগ করবে। তবে তা অনেকটা প্রাথমিক পর্যায়ের। কিয়ামত বা বিচার-দিবসের পরই সে প্রকাশ্যে এবং চূড়ান্তভাবে তার পাপপুণ্যের ফলাফল ভোগ করবে।

একটি বিকট আওয়াজের মাধ্যমে কিয়ামতের সূচনা হবে। সেদিন পর্বতসমূহকে উন্মুলিত করা হবে এবং পৃথিবী একটি শূন্য প্রান্তরে পরিণত হবে। মানুষ বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের ন্যায় ছুটে আসবে এবং সারিবদ্ধভাবে আল্লাহ্ তাআলার সামনে হাযির হবে। তখন প্রত্যেকের সামনে তুলে ধরা হবে তার ইহজীবনের কর্মতালিকা (আমলনামা)। তখন যার পুণ্যের পাল্লা ভারী হবে সে লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন এবং যার পাপের পাল্লা ভারী হবে সে প্রবেশ করবে উত্তপ্ত অগ্নিকুণ্ডে। কুরআন বলে—

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ○ قَالُوْا

يٰوَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا سكة هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ

الْمُرْسَلُوْنَ ○ اِنْ كَانَتْ اِلَّا صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَاِذَا هُمْ جَمِيْعٌ لَّدَيْنَا مُحْضَرُوْنَ ○

"যখন শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে তখনই মানুষ কবর (বারযাখ) হতে ছুটে আসবে তাদের প্রতিপালকের দিকে। তারা বলবে, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের ! কে আমাদেরকে সুপ্তোত্থিত করলো ? দয়াময় আল্লাহ তো এরই কথা বলেছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই

www.amarboi.org

বলেছিলেন।' এটা হবে এক মহানাদ। তখনই তাদের সকলকে উপস্থিত করা হবে আমার সামনে এবং বলা হবে, 'আজ কারোও প্রতি কোন জুলুম করা হবে না এবং তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল দেয়া হবে।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৫১-৫৪

وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْاَرْضَ بَارِزَةً لا وَّحَشَرْنٰهُمْ فَلَمْ نُغَادِرْ مِنْهُمْ اَحَدًا ۝ وَعُرِضُوْا عَلٰى رَبِّكَ صَفًّا ط لَقَدْ جِئْتُمُوْنَا كَمَا خَلَقْنٰكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ ز بَلْ زَعَمْتُمْ اَلَّنْ نَّجْعَلَ لَكُمْ مَّوْعِدًا ۝ وَوُضِعَ الْكِتٰبُ فَتَرَى الْمُجْرِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمَّا فِيْهِ وَيَقُوْلُوْنَ يٰوَيْلَتَنَا مَالِ هٰذَا الْكِتٰبِ لَايُغَادِرُ صَغِيْرَةً وَّلَا كَبِيْرَةً اِلَّاۤ اَحْصٰهَا ج وَوَجَدُوْا مَا عَمِلُوْا حَاضِرًا ط وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ اَحَدًا ۝ -

"স্মরণ কর, যেদিন আমি পর্বতকে করবো সঞ্চালিত এবং তুমি পৃথিবীকে দেখবে একটি উন্মুক্ত প্রান্তর ; সেদিন মানুষকে আমি একত্রিত করবো এবং তাদের কাউকেও অব্যাহতি দিব না। আর তাদেরকে তোমার প্রতিপালকের নিকট উপস্থিত করা হবে সারিবদ্ধ ভাবে এবং বলা হবে, তোমাদেরকে প্রথমবার যেভাবে সৃষ্টি করেছিলাম সেভাবেই তোমরা আমার নিকট উপস্থিত হয়েছ, অথচ তোমরা মনে করতে যে, তোমাদের জন্য প্রতিশ্রুত ক্ষণ আমি উপস্থিত করবো না। আর সেই দিন উপস্থিত করা হবে আমলনামা এবং তাতে যা লিপিবদ্ধ আছে তার কারণে তুমি অপরাধীদেরকে দেখবে আতংকগ্রস্ত এবং তারা বলবে, 'হায়, দুর্ভোগ আমাদের! এটা কেমন গ্রন্থ। ওটা তো ছোট বড় কিছুই বাদ দেয়নি বরং সমস্ত হিসাব রেখেছে।' ওরা তাদের কৃতকর্ম সামনে উপস্থিত পাবে ; তোমার প্রতিপালক কারোও প্রতি যুলুম করেন না।"–সূরা আল কাহ্ফ ঃ ৪৭-৪৯

فَاِذَانُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَّلَا يَتَسَاءَلُوْنَ ۝ فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ۝ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهُ فَاُولٰئِكَ الَّذِيْنَ خَسِرُوْا اَنْفُسَهُمْ فِىْ جَهَنَّمَ خٰلِدُوْنَ ۝ - المؤمنون : ١٠١-١٠٣

"এবং যেদিন শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে সেদিন পরস্পরের মধ্যে আত্মীয়তার বন্ধন থাকবে না এবং একে অপরের খোঁজখবর নিবে না

www.amarboi.org

এবং যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে ; তারা জাহান্নামে স্থায়ী হবে।"–সূরা আল মুমিনূন ঃ ১০১-১০৩

اَلْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَآ اَدْرٰكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝ يَوْمَ يَكُوْنُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوْثِ ۝ وَتَكُوْنُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوْشِ ۝ فَاَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝ فَهُوَ فِىْ عِيْشَةٍ رَّاضِيَةٍ ۝ وَاَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِيْنُهٗ ۝ فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ وَمَا اَدْرٰكَ مَا هِيَهْ ۝ نَارٌ حَامِيَةٌ ۝ ـ القارعة : ١ـ١١

"মহাপ্রলয়, মহাপ্রলয় কি ? মহাপ্রলয় সম্বন্ধে তুমি কি জান ? সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতংগের মত এবং পর্বতসমূহ হবে ধুনিত রঙিন পশমের মত। তখন যার পাল্লা ভারী হবে সে তো লাভ করবে সন্তোষজনক জীবন, কিন্তু যার পাল্লা হাল্কা হবে তার স্থান হবে 'হাবিয়া'। ওটা কি, তা তুমি কী জান ? ওটা অতি উত্তপ্ত অগ্নি।"

মুমিনের চোখে ইহকাল-পরকাল

যারা আল্লাহে বিশ্বাসী, যারা পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করে, তাদের চোখে মানবজীবনের দুটি স্তর অর্থাৎ ইহকাল ও পরকাল যেন একই মুদ্রার এপিঠ আর ওপিঠ। দুনিয়ার দুঃখ-ব্যথা যেমন তাদেরকে বিচলিত করতে পারে না তেমনি পরকাল সম্পর্কেও তারা চিন্তান্বিত হয় না। তারা ইহকালে যেমন আল্লাহর নৈকট্য অনুভব করে তেমনি পরকালেও লাভ করে তার মধুর সান্নিধ্য। তারা আল্লাহর বন্ধু ইহকাল ও পরকালে। আর আল্লাহর বন্ধুদের কোন ভয় নেই, কোন দুঃখও নেই।

لَهُمُ الْبُشْرٰى فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ط ـ يونس : ٦٤

"তাদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে পার্থিব, পারলৌকিক উভয় জীবনে।"
–সূরা ইউনুস ঃ ৬৪

তারা ইহকালেও আল্লাহর করুণারাশি নিরীক্ষণ করে এবং পরকালেও লাভ করে তাঁর অবারিত করুণা—অসীম রহমত। তারা সফল মানব-জীবনের অধিকারী। আল্লাহ আমাদের সকলকে এমন জীবনেরই অধিকারী করুন। আমীন।

www.amarboi.org

পরকাল সম্পর্কে মনীষীদের অভিমত

১. ডঃ আর্থার হোলি কোম্পটন

নোবেল পুরস্কার বিজয়ী বিশিষ্ট বিজ্ঞানী ডঃ আর্থার হোলি কোম্পটন বলেন, "আমি এ ধারণা পোষণ করি যে, মানুষ মৃত্যুর পরও তার স্রষ্টার কাছে জীবিত থাকে। আমি কখনও একথা মেনে নিতে পারি না যে, ইহজীবনের যাবতীয় অভিজ্ঞতা, যাবতীয় কর্মকাণ্ড মৃত্যুর সাথে সাথেই চিরদিনের জন্য বিলীন হয়ে যায়।"

২. মাওলানা আবুল কালাম আযাদ

মাওলানা আবুল কালাম আযাদ বলেন, "তুমি গম বপণ কর এবং তোমার মনে কখনও এ আশংকা হয় না যে, গম জন্মাবে না। যদি কেউ তোমাকে বলে, এ গমের স্থলে ভুট্টা জন্মাবার সম্ভাবনা রয়েছে তাহলে তুমি তাকে পাগল আখ্যা দিবে। এর কারণ কি ? কারণ এই যে, প্রকৃতির চিরাচরিত আইনের প্রতি তোমার আস্থা এতই প্রবল যে, প্রকৃতি যে গমের পরিবর্তে ভুট্টা জন্মিয়ে দেবে এ আশংকা এখন তোমার কল্পনা-জগতেও উদিত হয় না। শুধু এ পর্যন্তই নয়—বরং তুমি এটাও আজ মেনে নিতে নারাজ যে, স্রষ্টা উন্নত জাতের গমের স্থলে নিম্নজাতের গম জন্মিয়ে দেবেন। তুমি জান যে, প্রতিদান দেয়ার ক্ষেত্রে সে এতই অটল এবং আন্তরিক যে, এ ব্যাপারে সন্দেহ করার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। অতএব এখন বল, যে স্রষ্টা গমের বদলে গম এবং ভুট্টার বদলে ভুট্টা প্রদান করছে তার পক্ষে এটা কি করে সম্ভব যে, সে পুণ্যের বদলে পুরস্কার এবং পাপের বদলে শাস্তি প্রদান করবে না।"

৩. মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী বলেন, "ইসলামের মতে, যেমন ইতিপূর্বে ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে, এ সমস্ত মৌলিক ও স্বভাবজাত জিজ্ঞাসাসমূহের উত্তর হলো ঃ

ক. একদিন আল্লাহ তাআলা সমগ্র বিশ্ব এবং এর সৃষ্টিসমূহকে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন। এ বিশ্বের জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং ধ্বংসশীল।

www.amarboi.org

খ. অতপর তিনি সকলকে একটি দ্বিতীয় জীবন দান করবেন এবং সকলেই আল্লাহর সামনে হাযির হবে।

গ. সকল লোক তাদের পার্থিব জীবনে যা কিছু করেছে তার পরিপূর্ণ কর্ম-তালিকা আল্লাহর সামনে পেশ করা হবে।

ঘ. আল্লাহ তাআলা প্রতিটি লোকের পাপকাজ ও পুণ্য কাজের পরিমাপ করবেন। যার পুণ্য কাজের পাল্লা অপেক্ষাকৃত ভারী হবে আল্লাহ তাআলা তাকে ক্ষমা করে দিবেন, আর যার পাপকাজের পাল্লা অপেক্ষাকৃত ভারী হবে তাকে শাস্তি প্রদান করবেন।"

৪. গোলাম আহমদ পারভেজ

গোলাম আহমদ পারভেজ বলেন, "মৃত্যুর আঘাত যে একটি ভয়ানক আঘাত তাতে কোনো সন্দেহ নেই। এর দ্বারা মানুষের জাগতিক জীবন ধারার চিরবিলুপ্তি ঘটে (কেননা এ জগতে তারা পুনরায় আসবে না।); কিন্তু যার ব্যক্তিসত্তার ক্ষমতাসমূহ জাগরিত হয়ে গেছে, উপরিউক্ত আঘাত তার কোন ক্ষতি করতে পারবে না।" .... "এ সাংঘাতিক ঘটনা তাকে হতভম্ব বা পরিশ্রান্ত করতে পারবে না।"–২১ ঃ ১০৩

৫. হযরত জুনায়িদ বাগদাদী

হযরত জুনায়িদ বাগদাদী বলেন, "যার জীবন শ্বাসের উপর নির্ভর করে, তার শ্বাস বা প্রাণবায়ু বের হয়ে গেলেই মৃত্যু। আর যার জীবন আল্লাহ তাআলায় আবদ্ধ তার মৃত্যু হলো স্বাভাবিক জীবন হতে প্রকৃত জীবনের দিকে ফিরে যাওয়া এবং এটাই আসল হায়াত বা অনন্ত জীবন।"

৬.ডক্টর মার্টিনো

অধ্যাপক ডক্টর মার্টিনো বলেন, "মহাবিশ্বের বিকাশ ধারায় কোন এক পর্যায়ে বিশ্ব-আত্মা (পরমাত্মা) যদি তারই মতো চেতনা-সম্পন্ন ও ইচ্ছাশক্তি-বিশিষ্ট কোন সত্তার প্রতিষ্ঠা করে থাকে এবং তাকে কিছুটা সৃজনীশক্তিও অর্পণ করে থাকে, তবে তার চিরস্থায়িত্বে বিশ্বাস না করার এবং তাকে ক্ষণিক দান মাত্র মনে করার সাপেক্ষে এমন কি হেতু থাকতে পারে? তাছাড়া, যার সৃষ্টি আছে তার বিনাশ থাকবেই এমন কথাও কোন অকাট্য যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত বলে মনে হয় না।

www.amarboi.org

জড় থেকে পৃথকভাবে, অথচ জড়দেহের অধিবাসীরূপে, আত্মাকে যিনি সৃষ্টি করেছেন, তিনি যদি গোড়ায় কোন উদ্দেশ্য নিয়ে এটা করে থাকেন, তবে তার সেই উদ্দেশ্যের পূর্ণতা সাধনের জন্য পুনরায় তিনি তাকে দেহনিবাসী করতে পারেন। সুখ-দুঃখের ভোক্তারূপে তখন আবার তা অনুভূতির গ্রহীতা হতে এবং নিজের ব্যক্তিসত্তা উপলব্ধি করতে পারে। তদ্রূপ না করাই বরং অস্বাভাবিক বলে মনে হয়।'

৭. মুহাম্মাদ বরকতুল্লাহ

বিশিষ্ট চিন্তাবিদ মুহাম্মদ বরকতুল্লাহ বলেন, "শক্তিমান যালিম কর্তৃক দুর্বলের নিপীড়ন আবহমান কাল থেকে চলে আসছে। এসবের প্রতিকার সমস্তই এ জগতে নিষ্পন্ন হয় না। মযলুমের মর্মভেদী হাহাকার এ পৃথিবীতে অনেক সময় বিচারকের দৃষ্টি আকর্ষণ নাও করতে পারে। কিন্তু তাই বলে কি ক্রন্দন নিষ্ফল যাবে ? মৃত্যু যদি তার এ জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটায় তাহলে বুঝতে হবে, স্রষ্টার রাজ্যে ন্যায়-নীতির কোন স্থান নেই। কিন্তু বিধাতার সৃষ্টি তো নিয়মের অধীন। অন্যথায় এ মহাবিশ্ব বিশৃঙ্খলার দরুন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যেত। অন্যায়ও এক অর্থে শৃঙ্খলার ব্যতিক্রম। এ ব্যতিক্রমের সমাধান (Adjustment) মানুষের এ জীবনে না হলে আর এক জীবনে হবে, এটা স্বাভাবিক। অন্যথায় বিধাতাকে মানুষের মতই ক্ষমতার দিকে অপূর্ণ (Imperfect) মনে করতে হবে। বিতর্কের এ পরিস্থিতি এ ইঙ্গিতই বহন করে যে, এ জীবনের পর আর এক জীবন আছে যেখানে মানুষের আত্মা তার ইহজীবনের কর্মফলকে প্রত্যক্ষ করবে।

দুনিয়ার কিছুই হয়ত লোপ পায় না, শুধু অবস্থান্তর প্রাপ্ত হয় মাত্র। মানুষের কত অশ্রুত কণ্ঠস্বর মহাশূন্যে ভেসে বেড়ায়, রেডিওর সাহায্যে আমরা তা জানতে পারি। একই সাথে ভাসমান বহু দেশের বহু লোকের বিভিন্ন কণ্ঠস্বর যখন আকাশ পথে শোভাযাত্রা করে চলে, তখন তাদের মধ্য হতে যে কোন মানুষের সঙ্গীত বা বক্তৃতা আমরা কুড়িয়ে নিতে পারি। আমার নিজের গৃহাঙ্গনেই এমন কত অশ্রুত দূরাগত কণ্ঠস্বর আমার অজ্ঞাতসারে আনাগোনা করছে। এই যে সুরের বলাকা মহাশূন্যে ডানা মেলেছে এদের এ মহাযাত্রার শেষ কোথায় কে জানে। হয়তবা শেষ নেই।

মানুষের কণ্ঠ নিঃসৃত সুরলহরী যদি অবিকৃতভাবে আকাশ পথে ভূগোলকের এক পৃষ্ঠা হতে অন্য পৃষ্ঠা পর্যন্ত ভেসে বেড়াতে পারে তবে অশরীরি আত্মাইবা দেহত্যাগের পর অবিকৃত অবস্থায় অর্থাৎ নিজের

www.amarboi.org

ব্যক্তিত্ব, স্মৃতি এবং অনুভূতি অটুট রেখে, বিশ্বের কোন নিভৃত নিকেতনে স্থান গ্রহণ করতে পারবে না কেন ?"

৮. বিলি গ্রাহম

পাদ্রী বিলি গ্রাহম বলেন, "অনেক লোক জিজ্ঞেস করে, 'তুমি কি বেহেশতকে একটি বাস্তব জিনিস মনে কর ?' আমি বলি, বেহেশত কোথায় আছে তা আমাদের বলে দেয়া না হলেও তাতে কিছু যায় আসে না। কেননা বেহেশত সেখানেই আছে যেখানে যীশু আছেন। কিছু লোক জিজ্ঞেস করে, এটা কি সম্ভব যে, গলিত নিশ্চিহ্ন দেহ পুনরায় জীবিত হয়ে উঠবে ?' আমি বলি, সেই খোদা যিনি প্রথমবার আমাদের দেহ সৃষ্টি করেছেন তিনি নিশ্চয়ই পুনর্বার তা সৃষ্টি করার ক্ষমতা রাখেন।"

৯. কবি ব্রাউনিং

কবি ব্রাউনিং বলেন–

শুভ কার্য আর শুভ চিন্তা রাশি
বিনষ্ট হবে না কভু ; থাকিবে নিশ্চয়
অশুভ অসৎ, নশ্বর এসব
শব্দ নীরবে যথা, পাইবে বিলয়।।
শুভ আনে শুভ, পরিণামে বৃদ্ধি
অপূর্ণ হেথায় বটে, পূর্ণাঙ্গ তথায়
আশা, ইচ্ছা, স্বপ্ন শুভময় যদি
দেখা দিলে মূর্তি ধরি বিধাতৃ-কৃপায়।
লাবণ্য, শকতি, যাহা কিছু শুভ,
শৌর্য-বীর্য, উদারতা, মধুর সংগীত
কিছু নহে নষ্ট, সকলই সজীব,
পরিস্ফুটভাবে পরে হবে প্রকাশিত।।
প্রেমিকের প্রেম গাঁথা কল্পনা কবির,
খাঁটি যদি হয় তাহা চিরস্থির।।

(ভাবানুবাদ)

www.amarboi.org

১০. এডউইন আর্নল্ড

স্যার এড্‌উইন আর্নল্ড বলেন–

ভাঙ্গা গড়া যত যা দেখিছ ভবে
সকলি তাহার নিয়মের ফল
উন্নতির তরে ভাঙ্গা হয় শুধু
প্রতি কার্যে তাঁর সুন্দর কৌশল।।
ন্যায়বান তিনি ন্যায়ের মূরতি
ন্যায়ের স্ফুরণ তাহার বিধান
প্রেম শান্তি ঝরে জগতের তরে
পালহ্‌ আদেশ কর অবধান।।

(ভাবানুবাদ)

১ম ভাগ শেষ

www.amarboi.org

গ্রন্থপঞ্জী

এ পুস্তক লেখার সময় নিম্নলিখিত বই-পুস্তক ও পত্র-পত্রিকা হতে প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ সাহায্য নেয়া হয়েছে।

ক. পুস্তক-পুস্তিকা

১. কুরআন মজীদ
২. হাদীসে রাসূল (স)
৩. বাইবেল (নতুন নিয়ম)
৪. ত্রিপিটক
৫. শ্রী মদ্ভগবদ্গীতা ঃ শ্রী সুবোধচন্দ্র মজুমদার সম্পাদিত
৬. তরজমানুল কুরআন ঃ আবুল কালাম আযাদ
৭. ইসলামী নায্রিয়াতে হায়াত ঃ সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
৮. ইসলাম কিয়া হ্যায় ঃ গোলাম আহমদ পারভেজ
৯. ফাতহুল গাইব ঃ সৈয়দ আবদুল কাদির জিলানী
১০. তাযকিরাতুল আউলিয়া ঃ শেখ ফরীদুদ্দীন আত্তার
১১. দি ওয়ার্লড্ রিলিজিয়নস্ ঃ জে. এ. ডি. এণ্ডারসন (সম্পাদিত)
১২. হিসট্রি অব স্পিরিচুয়ালিজম ঃ স্যার আর্থার কোনান ডয়েল
১৩. ট্রু এক্সপেরিয়ান্স ইন কমিউনিকেটিং উইথ দি ডেড ঃ সুসী স্মিথ
১৪. ভয়েসেস ফ্রম বিয়ন্ড ঃ ব্রাড স্টাইগার
১৫. দি মিস্টরিয়াস ইউনিভার্স ঃ স্যার জেমস্ জীন্স
১৬. বাহাউল্লাহ্ এন্ড নিউ এরা ঃ জে. ই. ইসলেমন্ট
১৭. রিপোর্ট অন দি খাসিয়া এন্ড জৈন্তিয়া হিল টেরিটরী ঃ ডব্লিউ, জে. এলেন
১৮. দি নাগা ট্রাইব্স অব মনিপুর ঃ টি. সি. হোড্সন
১৯. প্রিমিটিভ মেন এজ ফিলোসফার্স ঃ পল র্যাডিন
২০. রিলিজিয়ন ইন প্রিমিটিভ কালচার ঃ ই. বি. টেইলর
২১. লেংগুইসটিক সার্ভে অব ইন্ডিয়া ঃ দ্বিতীয় খন্ড
২২. সেকেন্ড টাইম রাউণ্ড ঃ এডওয়ার্ড রিয়াল
২৩. মানুষের ধর্ম ঃ মোহাম্মাদ বরকতুল্লাহ
২৪. শ্রী শ্রী রাজনামা বা চাকমা জাতির ইতিহাস ঃ মাধব চন্দ্র চাকমা কর্মী

www.amarboi.org

২৫. মানব ব্যক্তিত্ব (অনুবাদ) ঃ এফ. ডব্লউ. এইচ. মায়ারস
২৬. পুনর্জন্ম ও জন্মান্তরবাদ ঃ মৌলভী মোহাম্মদ
২৭. পরলোক ঃ অজ্ঞাত ঃ বসুমতী সাহিত্য মন্দির (কলিকাতা) কর্তৃক প্রকাশিত
২৮. ভারতের আদিবাসী ঃ সুবোধ ঘোষ
২৯. কবরের জীবন (বঙ্গানুবাদ) ঃ মাওলানা আশেক এলাহী
৩০. কুরআনে বিজ্ঞান ঃ ডাঃ গোলাম মুয়ায্যম
৩১. ডাকযোগে কুরআন অধ্যয়ন (নবম পাঠ) ঃ আবদুল মতীন জালালাবাদী
৩২. মরণের পরে ঃ স্বামী অভদানন্দ
৩৩. রবীন্দ্রনাথের পরলোক চর্চা ঃ অমিতাভ চৌধুরী
৩৪. আরণ্য জনপদে ঃ আবদুস সাত্তার

খ. প্রবন্ধ-পত্র-পত্রিকা

১. মাওতকে ওয়াক্ত কিয়া গুযারতি হ্যায় ঃ সাইয়েদ মুহাম্মাদ মূসা ঃ সূত্র–আলমী ডাইজেস্ট (করাচী, পাকিস্তান) ইনশা নম্বর ঃ ১৯৬৪ইং সংখ্যা।
২. মাওতকে বাদ হাম কাঁহা জায়েঙ্গে ঃ সিরাজ নিযামী ঃ সূত্র–সাইয়ারা ডাইজেস্ট (লাহোর, পাকিস্তান), মে, ১৯৬৫ইং সংখ্যা।
৩. যুলুম ঢাহায়ে শরাব নে কিয়া কিয়া ঃ আফতাফ আহমদ ঃ সূত্র–সাইয়ারা ডাইজেস্ট (লাহোর, পাকিস্তান), অক্টোবর, ১৯৬৮ইং সংখ্যা।
৪. মাওত কী রসমেঁ ঃ নাসির যায়দী ঃ সূত্র–সাইয়ারা ডাইজেস্ট (লাহোর, পাকিস্তান) মার্চ, ১৯৬৬ইং সংখ্যা।
৫. রূহ–বা'য আ'জীব আকীদে ঃ ইবনে নযর ঃ সূত্র–আলমী ডাইজেস্ট (করাচী, পাকিস্তান) নভেম্বর, ১৯৬৬ইং সংখ্যা।
৬. মাওত কে দরওয়াযে পর ঃ আনওয়ার মাহমুদ খালিদ সূত্র–সাইয়ারা ডাইজেস্ট (লাহোর, পাকিস্তান) সেপ্টেম্বর, ১৯৬৪ইং সংখ্যা
৭. দি রিডার্স ডাইজেস্ট ঃ সেপ্টেম্বর, ১৯৮১ইং এবং মার্চ, ১৯৭৭ইং সংখ্যা
৮. লাইফ আফটার ডেথ ঃ এন. এ. ফারূকী
সূত্র–দি লাইট (লোহার, পাকিস্তান), ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৮১ইং সংখ্যা।

www.amarboi.org

৯. জাতিস্মর প্রসঙ্গে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ঃ আমীনুল ইসলাম সূত্র–দৈনিক বাংলা (ঢাকা, বাংলাদেশ), ২৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৬ইং সংখ্যা

১০. যেহেতু সুতরাং ঃ আখতার-উল-আলম ঃ সূত্র–সচিত্র স্বদেশ (ঢাকা, বাংলাদেশ), ১৭ ডিসেম্বর, ১৯৮১ইং সংখ্যা

১১. আর কতদিন বাঁচবো ঃ আবদুল্লাহ্ আল মুতী ঃ সূত্র–ইত্তেফাক (ঢাকা, বাংলাদেশ) ২৬ মার্চ, ১৯৮০ইং সংখ্যা।

www.amarboi.org

দ্বিতীয় ভাগ

আত্মার হালচাল

www.amarboi.org

www.amarboi.org

আ. ন. ম. আব্দুল মান্নান খান
এম. এম. (ঢাকা); বি.এ. অনার্স, ডবল স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত;
এম.এ.(ঢাকা); আধুনিক আরবী বিশেষজ্ঞ (খার্তুম);
আধুনিক বর্ষী ডিপ্লোমা

অধ্যাপক ও প্রাক্তন চেয়ারম্যান
আরবী বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ابونعمان محمد عبد المنان خان
الأستاذ و الرئيس السابق
القسم العربي ، جامعة داكا

A.N.M. Abdul Mannan Khan
M.M. (Dhaka); B.A. Hons in Arabic (Double Gold Medalist);
M.A. (Dhaka); Specialist Diploma in Teaching Arabic, (Khartoum)

Professor & Ex. Chairman
Department of Arabic, University of Dhaka,
Bangladesh.
Phone : Off. 9661920-59, Ext. 4294
Res. 8618712
Fax : 880-2-861553

Ref : ....   Date : ....

মৃত্যু ও মৃত্যু-পরবর্তীকালীন আত্মার হালচাল জানার আগ্রহ মানুষের চিরদিনের। এ নিয়ে আদিকাল থেকে চিন্তা-গবেষণা চলে আসছে। পবিত্র কুরআন-হাদীসেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে। মুসলিম মনীষীগণও এর উপর অনেক বই-পুস্তক রচনা করেছেন। তাদের মধ্যে ইমাম ইবনে কাইয়িমের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রূহ সম্পর্কে লিখিত তার পুস্তকাদির মধ্যে 'কিতাবুর রূহ' বা 'আর রূহ' গ্রন্থটি সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। রূহ বা আত্মার হালচাল সম্পর্কে পৃথিবীতে যত মতবাদ প্রচলিত আছে তিনি উক্ত পুস্তকে একে একে তার প্রায় প্রত্যেকটিরই উল্লেখ করেছেন। অত:পর আলোচনা-পর্যালোচনা ও বিচার-বিশ্লেষণের পর কোন্ মতবাদটি অধিকতর প্রামাণিক ও যুক্তিনির্ভর তা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন। কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি এবং সেই সাথে বিভিন্ন যুক্তিপ্রমাণ সবিস্তারে উপস্থাপনের মাধ্যমে তিনি তার পুস্তকে রূহ সম্পর্কে যে স্পষ্ট ধারণা দিয়েছেন তা শুধু আকর্ষণীয় নয়, শিক্ষণীয়ও বটে।

জনাব আবদুল মতীন জালালাবাদী এ সম্পর্কিত অনেক বই পুস্তক , বিশেষ করে ইমাম ইবনে কাইয়িমের 'আর রূহ' অবলম্বনে 'আত্মার হালচাল' পুস্তকটি রচনা করেছেন। তার উপস্থাপনা সংক্ষিপ্ত, কিন্তু অত্যন্ত আকর্ষণীয় ও সহজবোধ্য। 'আর রূহ' গ্রন্থের মধ্যে যে সমস্ত কথা রয়েছে তার অনেকগুলোই এতে বাদ পড়েছে। তবে মৌলিক ও প্রয়োজনীয় কোন কথাই বাদ পড়েনি। আর যে সব নতুন কথা সংযোজিত হয়েছে তাতে মূল বিষয়টি আরো সুন্দর, আরো খোলাসা হয়েছে।

জনাব জালালাবাদী তাঁর পুস্তকের সূচনায় 'এক নযরে আত্মার হালচাল' শিরোনামে আত্মার গতিবিধি সম্পর্কে যে সংক্ষিপ্ত দিক-নির্দেশনা দিয়েছেন তা থেকে যে কোন পাঠক মোটামুটিভাবে হলেও আত্মার হালচাল সম্পর্কে একটি সঠিক ও স্পষ্ট ধারণা পাবেন। অত:পর কোন প্রশ্নের উদ্ভব হলে তার সদুত্তর পাওয়া যাবে কুড়িটি জিজ্ঞাসার জবাবের মধ্যে, যা এই গ্রন্থে বিস্তারিতভাবে বর্ণিত হয়েছে। কেননা ঐ কুড়িটি জবাবের মধ্যে মোটামুটিভাবে আত্মা সম্পর্কিত সম্ভাব্য সকল জিজ্ঞাসারই উত্তর রয়েছে।

এ সুন্দর ও অতি জরুরী পুস্তকটি রচনা করার জন্য আমরা জনাব জালালাবাদীকে ধন্যবাদ জানাই এবং এর বহুল প্রচার কামনা করি।

ড.ম: মান্নান খান ২৮/৯/২০০০
(অধ্যাপক আ.ন.ম. আবদুল মান্নান খান)

www.amarboi.org

www.amarboi.org

লেখকের কথা

শুধু মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে নয়, বরং পূর্ববর্তী তথা ইহজীবনেও প্রকৃত তৃপ্তি ও প্রশান্তির অধিকারী হতে হলে আত্মার হাকীকত কি, সে কোথায় অবস্থান করে, তার হালচাল কি ইত্যাদি বিষয় অবশ্যই জানতে হবে। কেননা এগুলো সম্পর্কে একটা স্পষ্ট ধারণা না হওয়া পর্যন্ত মানুষ কখনো শংকামুক্ত জীবনযাপন করতে পারে না ; বরং বাড়ী, গাড়ী, ক্ষমতা, ঐশ্বর্য-সবকিছু পাওয়া সত্ত্বেও সে না-পাওয়ার এক বিরামহীন যন্ত্রণায় ভোগে। তাই বলতে গেলে, বাধ্য হয়েই আরো অনেকের মত আমিও এসব বিষয়ের উপর দীর্ঘদিন পড়াশুনা করেছি, ধ্যান-ফিক্‌র করেছি, চিন্তা-গবেষণা করেছি এবং যথাসম্ভব প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মনীষীর সাথে ঘন ঘন উঠাবসাও করেছি। আর যেখানেই এবং যার কাছেই এ সম্পর্কিত কিছু তত্ত্ব বা তথ্য পেয়েছি সেটাকে গনীমত জ্ঞান করে আমার সঞ্চয়ের ডালিতে সাজিয়ে রেখেছি।

আমার সৌভাগ্যই বলতে হবে যে, সত্তর দশকের প্রথমদিকে আমি মুজাদ্দিদে যামানা হযরত মাওলানা আযান গাছী সূফী মুফতী সাহেব (র) প্রবর্তিত একটি অযীফার কার্ড পাই। তাতে তিনি সবাইকে আশান্বিত করেছেন এই বলে যে, এ কার্ডের নির্দেশ অনুযায়ী আমল করলে আত্মিক (রূহানী) তরক্কী এবং দ্বীন দুনিয়ার শান্তি ও মঙ্গল লাভ করা যায়। বিষয়টি আমাকে খুবই কৌতুহলী করে তুলে এবং আমি হযরত মাওলানা আযান গাছীর শিক্ষা সম্পর্কে আরো বেশী অবহিত হওয়ার জন্য তাঁরই প্রতিষ্ঠিত হাক্কানী আনজুমানের সদস্য-তালিকাভুক্ত হই এবং কয়েক বছরের চেষ্টা-সাধনার পর আত্মার তরক্কী কিভাবে হয় সে সম্পর্কে কিছু কিছু তত্ত্ব ও তথ্য জানতে পারি। আর এ ব্যাপারে মোটামুটি তৃপ্তি লাভ করি তখনি, যখন মাওলানা আযান গাছী (রহ)-এর সুযোগ্য শিষ্য ও খলীফা মরহুম সূফী খান বাহাদুর আবু নসর মুহাম্মদ আলী সাহেবের হস্তলিখিত মাওয়ায়িয তথ্য আরবী-ফার্সী-উর্দু-ইংরেজী ভাষার কয়েকটি সংকেতধর্মী নোট আমার হস্তগত হয়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে হযরত মাওলানা আযান গাছী (র)-এর পবিত্র যবান-নিঃসৃত কুরআনের তাফসীর, কুরআন-হাদীস অবলম্বনে প্রদত্ত ওয়ায ও হিকমতপূর্ণ বাণীসমূহ, যা মরহুম খান বাহাদুর সাহেব সরাসরি তার মুরশিদের কাছ থেকে শুনে সাথে সাথে তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। আমি ঐ নোটগুলোর মাধ্যমেই ইমাম ইবনে কাইয়িম প্রণীত 'মারিফাতুর রূহ্ ওয়ান্ নাফ্স' এবং 'আর

www.amarboi.org

রূহ', আবু মুহাম্মাদ বিন হাযাম প্রণীত 'কিতাবুল মিলাল ওয়ান্ নিহাল', আবু মূসা মাদানী প্রণীত 'আত তারগীব ওয়াত তারহীব', আবু আমর বিন আবদুল বার নিবেদিত 'কিতাবুত তাম্হীদ' ইত্যাদি গ্রন্থের সন্ধান পাই এবং এগুলোর যেটি যেটি সংগ্রহ করতে সক্ষম হই তা রাতারাতি পড়ে ফেলি। এগুলো পড়তে গিয়ে ইমাম ফখরুদ্দীন রাযী প্রণীত 'দাকায়িকুল হাকায়িক', ইমাম আবুল লায়ছ সমরকন্দী প্রণীত 'তাম্বীহুল গাফিলীন', মাওলানা আশরাফ আলী থানভী প্রণীত 'শাওকে ওয়াতান' প্রভৃতি গ্রন্থও আমার নযরে আসে। কিন্তু আমি লক্ষ্য করি যে, ইমাম ইবনে কাইয়িম প্রণীত 'আর রূহ'ই হচ্ছে এ বিষয়ে সর্বাধিক তত্ত্ব ও তথ্য সমৃদ্ধ গ্রন্থ। তাই আমি আমার এ পুস্তক প্রণয়নে 'আর রূহ' থেকে প্রত্যক্ষ সাহায্য নিয়েছি—এমনকি আমি আমার গ্রন্থনা-কাঠামোটিও মোটামুটি-ভাবে গ্রহণ করেছি 'আর রূহ' থেকেই।

এ পুস্তকে রূহ বা আত্মা সম্পর্কিত মোট কুড়িটি জিজ্ঞাসার জবাব রয়েছে। আশা করি এগুলো পাঠকবৃন্দের রূহ বা আত্মার হাকীকত ও হালচাল সম্পর্কে জানার যে স্বাভাবিক কৌতুহল রয়েছে তা মোটামুটিভাবে নিবৃত্ত করতে সক্ষম হবে।

এ পুস্তক প্রণয়নকালে নবীন-প্রবীন, অল্প শিক্ষিত, অধিক শিক্ষিত, নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকল পাঠকের কথাই আমার মনে ছিল ; তাই বিষয়বস্তু উপস্থাপনে, আমি যথাসম্ভব অতি সহজবোধ্য ভাষা ব্যবহার করেছি।

এ পুস্তকটির ভূমিকা লিখে দিয়েছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ অধ্যাপক আ. ন. ম. আবদুল মান্নান খান এবং এটি প্রণয়নে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করেছেন আমার স্ত্রী ও কন্যাত্রয় এবং মুদ্রণ ও প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করেছেন আধুনিক প্রকাশনীর সুযোগ্য কর্মকর্তা ও কর্মীবৃন্দ। আমি এদের সকলের কাছে চিরঋণী হয়ে রইলাম।

এ পুস্তকটি এদের সকলের এবং সেই সাথে আমারও আত্মার প্রশান্তি লাভের মাধ্যম হোক—মনে প্রাণে এ কামনাই করি।

আবদুল মতীন জালালাবাদী
গ্রাম ঃ উপর ঝিংগাবাড়ী
পোঃ মুখীগঞ্জ বাজার
থানা ঃ কানাইঘাট
জেলা ঃ সিলেট
তা ০১/০৩/২০০২ইং

www.amarboi.org

এক নযরে আত্মার হালচাল

- পার্থিব দেহ ত্যাগের পর আত্মা অবস্থান করে ইল্লীয়ীনে অথবা সিজ্জীনে।

- আত্মার অস্তিত্ব বহাল থাকে। কিন্তু দেহ পচে গলে মাটিতে মিশে যায়। তবে আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর দেহ এবং ঐ সমস্ত দেহ যেগুলোকে আল্লাহ তাআলা অক্ষত রাখতে চান সেগুলো মাটিতে মিশে যায় না, বরং অক্ষতই থাকে।

- আপন দেহের অণু-পরমাণু এবং কবরের সাথেও কোন না কোনভাবে আত্মার একটা সম্পর্ক বহাল থাকে।

- আত্মা প্রত্যক্ষভাবে কবরের শাস্তি ভোগ অথবা পুরস্কার লাভ করে, আর দেহ করে পরোক্ষভাবে, আত্মার মাধ্যমে।

- কবর বলতে বারযাখ জগতকেই বুঝায়।

- সদ্যমৃত ব্যক্তি ততক্ষণ সবকিছু শুনতে পায় যতক্ষণ 'সাওয়াল জবাব' উপলক্ষে আত্মা তার ধারেকাছে বিরাজ করে। অতপর সে আর কিছুই শুনতে পায় না।

- মৃতদের দেহ নয়, বরং আত্মা শুনে, জানে, উপলব্ধি করে এবং জীবিতদের সালামেরও জবাব দেয়। আর দেহ ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

- ফিরিশতা এবং সদ্য মৃত্যুবরণকারীদের আত্মার মাধ্যমে, ইতিপূর্বে মৃত্যুবরণকারী ও বারযাখে অবস্থানকারী আত্মারা দুনিয়ার খবরাখবর জানতে পারে।

- বারযাখ জীবন তথা আখিরাতের জীবন এবং সেই জীবনের আনুষঙ্গিক বিষয়াদির সাথে দুনিয়ার জীবন এবং এ জীবনের আনুষঙ্গিক বিষয়াদির তুলনা করা অবান্তর। কেননা এ দুই জীবনের মধ্যে আদৌ কোন সামঞ্জস্য নেই।

www.amarboi.org

০ আত্মারা অত্যন্ত দ্রুতিগতিসম্পন্ন।

০ বারযাখ হচ্ছে আখিরাত জীবনের প্রথম সোপান।

০ নবী ও শহীদগণেরও ইহকালীন জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। যদি আল্লাহ তাদের কাউকেও বারযাখ জীবনে জীবিত রাখেন তাহলে তা হচ্ছে ঐ ব্যক্তির এমন এক বারযাখী জীবন, যার প্রকৃত অবস্থা আমাদের জানা নেই। আর পার্থিব জীবনের উপর অনুমান করে ঐ জীবন সম্পর্কে কিছু বলা যেমন সম্ভব নয় তেমনই সঙ্গতও নয়।

০ বারযাখ জীবনে প্রত্যেক আত্মার ঠিকানা তার মর্যাদা অনুসারে নির্দিষ্ট হয়ে থাকে।

০ স্বপ্নে জীবিত ও মৃতদের আত্মা পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করে। কেননা আত্মারা স্বপ্নের মধ্যে এমন এক অলৌকিক শক্তির অধিকারী হয়, যার মাধ্যমে তারা উর্ধ্বজগতে উড়ে বেড়ায় এবং বিভিন্ন শ্রেণীর আত্মার সাথে অবাধে মেলামেশা করে।

০ আত্মা বা রূহ শাশ্বত নয়, বরং সৃষ্ট।
০ নাফস (প্রাণ) ও রূহ (আত্মা) একই বস্তু।

www.amarboi.org

প্রথম জিজ্ঞাসা

মৃতরা কি তাদের দর্শনার্থীকে চিনতে পারে এবং তার সালামও শুনে ?

ইবনু আবদিল বার্ (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন,

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُرُّ عَلٰى قَبْرِ اَخِيْهِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِى الدُّنْيَا فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ الاَّ رَدَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ رُوْحَهُ حَتّٰى يَرُدُّ عَلَيْهِ السَّلَامَ - الروح لابن قيم

"যখন কোন মুসলমান তার সেই মৃত ভাইয়ের কবরের নিকট দিয়ে যায় যাকে দুনিয়ায় (জীবিত থাকাকালে সে চিনতো) এবং তাকে সালাম দেয় তখন আল্লাহ্ তাআলা তার ঐ মৃত ভাইয়ের দেহে আত্মাকে ফিরিয়ে দেন এবং সে ঐ সালামের জবাব দেয়।"

এর দ্বারা জানা গেল যে, মৃত ব্যক্তির আত্মা তার দর্শনার্থীকে হুবহু চিনতে পারে এবং তার সালামের জবাবও দেয়।

বুখারী ও মুসলিমে বিভিন্ন সনদের মাধ্যমে নবী (স) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি (স) বদর যুদ্ধে নিহত কাফিরদের লাশ একটি গর্তে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। অতপর তিনি ঐ গর্তের কাছে এসে দাঁড়ান এবং নাম ধরে ধরে গর্তে নিক্ষিপ্ত ব্যক্তিদেরকে সম্বোধন করে বলতে থাকেন—

يَا فَلَانَ ابْنِ فَلَانٍ وَيَا فَلَانِ ابْنِ فَلَانٍ هَلْ وَجَدَ تُمَّ مَا وَعَدَكُمْ رَبُّكُمْ حَقًّا ؟ فَانِّي وَجَدتُّ مَا وَعَدَنِي رَبِّيْ حَقًّا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا تُخَاطِبُ مِنْ اَقْوَامٍ حَتّٰى جَيَّفُوْا فَقَالَ وَالَّذِىْ بَعَثَنِىْ بِالْحَقِّ مَا اَنْتُمْ بِاَسْمَعَ لِمَا اَقُوْلُ مِنْهُمْ وَلَكِنَّهُمْ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ جَوَابًا - بخارى و مسلم

"হে অমুকের পুত্র অমুক ! হে অমুকের পুত্র অমুক ! তোমরা কি তোমাদের প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সঠিক পেয়েছ ? আমি তো আমার প্রতিপালকের প্রতিশ্রুতি সঠিক পেয়েছি। তখন উমর (রা) বলেন, হে

www.amarboi.org

আল্লাহর রাসূল, আপনি কি এমন লোকদের সম্বোধন করে কথা বলেননি, যারা লাশে পরিণত হয়েছে ? নবী (স) উত্তরে বলেন, শপথ সেই সত্তার, যিনি আমাকে সত্য নবী করে পাঠিয়েছেন, আমার কথাগুলো তোমরাও তাদের চেয়ে বেশী শুন না ; কিন্তু তারা তার জবাব দিতে পারে না।"–বুখারী ও মুসলিম

নবী (স) হতে এটাও প্রমাণিত আছে যে,

اَنَّ الْمَيِّتَ يَسْمَعُ قَرْعَ نِعَالِ الْمُشَيِّعِيْنَ اِذَا انْصَرَفُوْا عَنْهُ ـ بخارى

"কোন মৃতকে দাফন করার পর লোকেরা যখন ফিরে যেতে থাকে, তখন সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়।"–বুখারী

এছাড়াও নবী (স) তাঁর উম্মতকে এ শিক্ষা দিয়েছেন যে, যখন তারা কবরবাসীদেরকে সালাম করে তখন যেন এভাবে সম্বোধন করে সালাম করে ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِيْنَ ـ مسلم، ابن ماقه، نسائ وابن حنبل

"তারা যেন বলে, 'আস্‌সালামু আলাইকুম দারা কাওমিম্‌ মুমিনীন্‌' (হে কবরবাসী মুমিনগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক)।"

আর এ ধরনের সম্বোধন তাদেরকেই করা হয়ে থাকে যারা শুনে ও বুঝে। অন্যথায় এ সম্বোধন তো অস্তিত্বহীন বস্তু ও জড়পদার্থকে সম্বোধন করারই মতো।

এর উপর পূর্ববর্তী বিজ্ঞজনেরাও একমত। তাদের দ্বারা পরম্পরাগত-ভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তি তার দর্শনার্থীদেরকে চিনতে পারে এবং তাদের দেখে উল্লসিত হয়ে উঠে।

হযরত আয়েশা (রা) হতে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَزُوْرُ قَبْرَ اَخِيْهِ وَيَجْلِسُ عِنْدَهُ اِلاَّ اسْتَأْنَسَ بِهٖ وَرَدَّ عَلَيْهِ حَتّٰى يَقُوْمُ ـ الروح لابن قيم

"যখন কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের কবরের কাছে গিয়ে দাঁড়ায় এবং সেখানে উপবেশন করে তখন সে (মৃত ব্যক্তি) তাকে চিনতে পারে এবং তার সালামের উত্তর দেয় যতক্ষণ না সে (জীবিত ব্যক্তি) সেখান হতে গাত্রোত্থান করে।"

www.amarboi.org

আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِذَا مَرَّ الرَّجُلُ بِقَبْرِ اَخِيْهِ يَعْرِفُهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَعَرَفَهُ وَاِذَا مَرَّ بِقَبْرٍ لاَيَعْرِفُهُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ـ الروح لابن قيم

"যখন কোন ব্যক্তি তার এমন ভাইয়ের কবরের নিকট দিয়ে যায় (যাকে সে দুনিয়ায় চিনত) এবং তাকে সালাম দেয়—তখন সে (মৃত ব্যক্তি) তার সালামের জবাব দেয় এবং তাকে চিনে ফেলে। ['আর যখন সে এমন কোন ব্যক্তির কবরের নিকট দিয়ে যায়, (যাকে সে দুনিয়ায় চিনত না) এবং তাকে সালাম দেয়—তখন সেও তার সালামের জবাব দেয়।-ইবনে আবিদ্ দুনিয়া]

আত্মারা পরস্পরের সাথে মিলিত হয়

আসিম আল জাহ্দরীর স্বগোত্রীয় জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, আমি আসিম আল জাহ্দরীকে তাঁর মৃত্যুর দুই বছর পর স্বপ্নে দেখলাম। আমি তখন বললাম, আপনি কি দুনিয়া থেকে চলে যাননি ? তিনি উত্তর দিলেন, হাঁ, আলবৎ। আমি বললাম, এখন আপনি কোথায় আছেন ? তিনি উত্তর দিলেন, জান্নাতের একটি বাগানে আছি। আমি এবং আমার কয়েকজন সাথী প্রত্যেক জুমআর রাতে এবং জুমআর সকালে বকর বিন আবদুল্লাহ্ মুযনী (র)-এর নিকট যাই এবং তোমাদের অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত হই। আমি তখন জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি সশরীরে সেখানে যান, না শুধু আপনাদের আত্মা যায় ? তিনি উত্তর দিলেন, আমাদের দেহ তো বিলুপ্ত হয়ে গেছে, অতএব আত্মারাই সেখানে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমরা যে আপনাদেরকে যিয়ারত করতে যাই তা কি আপনারা অনুভব করতে পারেন ? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ, জুমুআর সমস্ত দিন এবং সূর্য উদিত হওয়া পর্যন্ত শনিবার দিন আমরা তা অনুভব করতে পারি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, অন্যান্য দিন ছাড়া শুধু এ দু'দিনে কেন ? তিনি উত্তর দিলেন, জুমুআর দিনের প্রকৃষ্টতা ও মাহাত্ম্যের কারণে।-ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

হাসান কাস্সারের বর্ণনা

হাসান আল কাস্সার (র) বলেন, আমি প্রত্যেক শনিবার দিন ভোরে মুহাম্মাদ বিন ওয়াসে (র)-এর সাথে কবরস্থানে যেতাম। আমরা কবরের

www.amarboi.org

পাশে দাঁড়িয়ে কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে সালাম ও দুআ করতাম। অতপর সেখান থেকে ফিরে আসতাম। আমি একদিন মুহাম্মাদকে বললাম, আপনি যদি শনিবারের পরিবর্তে সোমবার দিন এ কাজের জন্য ধার্য করতেন (তাহলে ভালো হতো)! তিনি তখন বললেন, আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, শুক্রবার দিন, তার পূর্ববর্তী দিন এবং তার পরবর্তী দিন মৃতরা তাদের দর্শনার্থীদের সম্পর্কে অবহিত থাকে।

–ইবন কাইয়িম ঃ আর রূহ

যাহ্হাক (র) বলেন, যদি কোন ব্যক্তি শনিবার দিন সূর্য উদিত হওয়ার পূর্বে কারো কবর যিয়ারত করে তাহলে মৃত ব্যক্তি তার যিয়ারত সম্পর্কে জানতে পারে। তাকে জিজ্ঞেস করা হলো, কেন এরূপ হয় ? উত্তর দিলেন, জুমুআর মর্যাদার কারণে (যেহেতু এই মাত্র জুমুআ অতিবাহিত হয়েছে)।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

ফযল তার পিতাকে যেভাবে স্বপ্নে দেখলেন

সুফ্ইয়ান বিন উআইনাহ্ (রা)-এর মামাত ভাই আল ফযল (রা) বলেন, যখন আমার পিতার মৃত্যু হয় তখন আমি অত্যন্ত শোকাচ্ছন্ন হয়ে পড়ি। আমি প্রতিদিন তার কবর যিয়ারত করতাম। অতপর আমি কিছুদিন তা হতে বিরত থাকি। পুনরায় একদিন তার কবরের কাছে যাই। আমি সেখানে বসে আছি এমন সময় দুই চোখে তন্দ্রা নেমে আসে এবং আমি ঘুমিয়ে পড়ি। তখন স্বপ্নে দেখি, আমার পিতার কবর বিদীর্ণ হয়ে গেছে এবং তিনি আপন দেহে কাফন জড়িয়ে সেখানে বসে আছেন। তার আকৃতি ও বর্ণ মৃতদেরই অনুরূপ। তিনি বলেন, আমি এ দৃশ্য দেখে কাঁদতে লাগলাম। আমার পিতা তখন বলে উঠলেন, হে বৎস, কি কারণে তুমি আমার কাছে আসতে এত দেরী করলে ? আমি উত্তর দিলাম, আপনি কি আমার আগমনের খবর রাখেন ? তিনি বললেন, তুমি আমার কাছে যখনই এসেছ আমি তা জানতে পেরেছি। তুমি যখনই এসেছ তখনই আমি তোমাকে চিনতে পেরেছি এবং আনন্দিত হয়েছি। আমার আশেপাশে যারা রয়েছেন তারাও তোমার দুআ পেয়ে আনন্দ লাভ করে থাকেন। বর্ণনাকারী বলেন, এ স্বপ্ন দেখার পর আমি প্রতিনিয়ত তার কবর যিয়ারতে যেতাম।–আত্ তারগীব ওয়াত তারহীব ঃ আবু মূসা মাদীনী

www.amarboi.org

উসমান বিন সাওদাহ (র) যেভাবে তার মাকে স্বপ্নে দেখলেন

উসমান বিন সাওদাহ্ আত্ তাফাভী (র) বলেন, আমার মা ছিলেন রাতদিন ইবাদাতকারিণীদের অন্যতম। এ কারণে লোকেরা তাকে রাহিবাহ্ বা সংসারত্যাগিণী উপাধি দিয়েছিল। তিনি (উসমান) বলেন, যখন তার সাক্‌রাত (মৃত্যুর মুহূর্ত) উপস্থিত হলো, তখন তিনি আকাশের দিকে মাথা উঠিয়ে বললেন, 'হে ঐ সত্তা ! যার উপর জীবিতকালে আমার ভরসা ছিল এবং মৃত্যুর পরও রয়েছে, মৃত্যুর সময় তুমি আমাকে লাঞ্ছিত করো না এবং কবরের ভয়াবহ অবস্থা হতে আমাকে রক্ষা কর। তিনি (উসমান) বলেন, অতপর আমার মা মৃত্যু মুখে পতিত হন। আমি প্রত্যেক শুক্রবার তাঁর কবরের কাছে গিয়ে তার জন্য এবং অন্যান্য কবরবাসীদের জন্য দুআ করতাম। একদা আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম এবং বললাম, মা, আপনি কেমন আছেন ? তিনি উত্তরে বললেন, হে বৎস, মৃত্যু একটি সাংঘাতিক ঘটনা, তবে সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র যে, আমি একটি প্রশংসনীয় বারযাখে রয়েছি। আমি এখানে ফুলশয্যা রচনা করি এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল রেশমের গালিচায় শয়ন করি। আর আমি কিয়ামত পর্যন্ত এ অবস্থায় থাকব। আমি বললাম, আপনার কাছে আমার কি কোন প্রয়োজন আছে ? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তা কি ? তিনি বললেন, তুমি আমাদেরকে যিয়ারত করতে এবং আমাদের জন্য দুআ করতে ভুলবে না। জুমুআর দিন যখন তুমি তোমার পরিবার-পরিজন ছেড়ে এদিকে আসতে থাক তখন আমাকে এ মর্মে সংবাদ দেয়া হয়, "হে সংসারত্যাগিণী, তোমার পুত্র এসেছে।' এর দ্বারা শুধু আমি নই, আমার আশেপাশে যেসব মৃত ব্যক্তি রয়েছে তারাও আনন্দিত হয়।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

বাশার বিন মানসূর (র) কর্তৃক বর্ণিত একটি ঘটনা

বাশার বিন মানসূর (র) বলেন, ত্বয়াউন (মহামারী)-এর সময় জনৈক ব্যক্তি কবরস্থানে যাতায়াত করতেন। তিনি সেখানে আনীত প্রত্যেকটি জানাযার নামাযে শরীক হতেন এবং সন্ধ্যার সময় কবরস্থানের দরজায় দাঁড়িয়ে কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে বলতেন, 'আল্লাহ তাআলা তোমাদের ভয়-ভীতি দূর করুন, তোমাদের অসহায়ত্বের উপর কৃপা করুন, তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন এবং তোমাদের পুণ্যকর্ম কবুল করুন। তিনি এর অধিক আর কিছু বলতেন না। তিনি বলেছেন, এক রাতে আমি আমার পরিবার-পরিজনের কাছে চলে এলাম এবং কবরস্থানে গেলাম না, অন্যান্য

www.amarboi.org

দিন যে দুআ করতাম তাও করলাম না। রাতে স্বপ্নে দেখলাম, আমার সামনে শুধু মানুষ আর মানুষ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা কে ?' তারা বললো, 'আমরা কবরবাসী।' আমি বললাম, আমার কাছে তোমাদের কি প্রয়োজন ? তারা উত্তর দিল, তুমি একটি পুরস্কার দানে আমাদেরকে অভ্যস্থ করে ফেলেছ, অথচ আজ সেই পুরস্কার না দিয়েই আপন পরিবার-পরিজনের কাছে চলে এসেছ। আমি বললাম, তা কি ? তারা উত্তর দিল, তা হচ্ছে ঐ সমস্ত দুআ, যা তুমি আমাদের জন্য করতে। আমি বললাম, তাহলে আমি সবসময় তোমাদের জন্য দুআ করতে থাকব। তিনি বলেছেন, অতপর আমি এ দুআ আর কখনও ছাড়িনি।

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ।

সালীম বিন উমায়র (র)-এর একটি ঘটনা

একদা সালীম বিন উমায়র (র) একটি কবরস্থানের নিকট দিয়ে যাচ্ছিলেন। তখন তার পেশাবের খুব বেগ পায়, কিন্তু অনুকূল জায়গার অভাবে তিনি তা রুখে রাখছিলেন। তার জনৈক বন্ধু বললেন, তুমি বরং কোন একটি কবরের গর্তে পেশাব করে নাও। একথা শুনে তিনি কেঁদে ফেললেন। অতপর বললেন, 'আল্লাহ তাআলা পবিত্র ও মহিমাময়, আমি সেই আল্লাহর কসম করে বলছি, আমি নিশ্চয়ই জীবিতদের ন্যায় মৃতদের সামনেও লজ্জাবোধ করি।' যদি মৃতদের এ সম্পর্কে অনুভূতি না থাকত তাহলে তিনি (সালীম বিন উমায়র) নিশ্চয়ই তাদের সামনে পেশাব করতে লজ্জাবোধ করতেন না।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ।

এর দ্বারা বুঝা গেল যে, মৃত ব্যক্তিরা তাদের জীবিত নিকটাত্মীয় এবং ভাই-বন্ধুদের কাজকর্মের খবরও রাখে।

মৃতরা তাদের জীবিত আত্মীয়-স্বজনের কাজকর্ম সম্পর্কে অবহিত থাকে

আবু আইয়ুব (র) বলেন, জীবিতদের কর্মসমূহ মৃতদের সামনে পেশ করা হয়। যদি তা পুণ্যকর্ম হয় তাহলে তারা উল্লসিত হয়, এমনকি উল্লাসে ফেটে পড়ে। আর যদি তা পাপকর্ম হয় তাহলে তারা বলে, 'হে আল্লাহ ! তাদেরকে এগুলো থেকে রক্ষা করো।'–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

মুহাম্মাদ (র) বলেন, উব্বাদ বিন উব্বাদ, ইবরাহীম বিন সালেহের কাছে যান। তখন তিনি ফিলিস্তিনে ছিলেন। তিনি ইবরাহীমকে বলেন,

www.amarboi.org

আমাকে কিছু সদুপদেশ দিন। তিনি বলেন, 'আমি তোমাকে কি সদুপদেশ দেব, দুআ করি আল্লাহ তোমাকে পুণ্যবান করুন—আমার কাছে এ তথ্য পৌঁছেছে যে, জীবিতদের কর্মসমূহ তাদের মৃত নিকটাত্মীয়দের সামনে পেশ করা হয়। অতএব তোমার কর্ম যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনেও পেশ করা হয় সে সম্পর্কে তুমি একটু চিন্তা করবে। অতপর ইবরাহীম এতবেশী ক্রন্দন করেন যে, তার দাঁড়ি অশ্রুসিক্ত হয়ে ওঠে।

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

সাদাকাহ বিন সুলায়মান আল জাফরী (র) বলেন, আমি এক নষ্টা নারীকে আমার সংগিনী করে নিয়েছিলাম। ইতিমধ্যে আমার পিতা মারা যান। আমি তার কবরের কাছে যাই, আপন কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত ও অনুতপ্ত হই এবং আল্লাহ তাআলার দরবারে তাওবা করি। (তিনি বলেন,) অতপর পুনরায় আমার পদস্খলন ঘটে। তখন আমি আমার পিতাকে স্বপ্নে দেখি এ অবস্থায় যে, তিনি বলছেন, বৎস! আমি তোমার উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলাম ; তোমার কর্মসমূহ আমাদের সামনে পেশ করা হত এবং সেগুলোকে আমরা পুণ্যবান লোকের কর্মরূপেই দেখতে পেতাম। কিন্তু তোমার ঐ নারী-ঘটিত ব্যাপারটি পুনরায় ঘটার কারণে আমি যারপরনেই লজ্জা পেয়েছি। আমার আশেপাশে যেসব মৃত ব্যক্তিরা রয়েছে তাদের কাছে তুমি আমাকে আর লজ্জিত করো না। খালিদ (বর্ণনাকারী) বলেন, অতপর আমি তাঁকে (সাদাকাহ্‌কে, যিনি কুফায় আমার প্রতিবেশী ছিলেন) শেষ রাতে এ দুআ করতে শুনতাম, হে পুণ্যবানদের সৎপথে আনয়নকারী! হে পথভ্রষ্টদের পথ প্রদর্শনকারী ! হে সর্বশ্রেষ্ঠ করুণাময় আল্লাহ ! আমি তোমার কাছে সে তাওবারই তাওফীক (শক্তি) চাই, যা হতে আর ফেরা যাবে না এবং যা কখনো ভঙ্গ হবে না।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

এ বিষয়ের উপর সাহাবীদের অনেক বর্ণনা রয়েছে। আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহা (রা)-এর কোন কোন আনসারী বন্ধু এ দুআ করতেন, 'হে আল্লাহ! আমি এমন সব কাজ হতে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি যেগুলোর কারণে আবদুল্লাহকে লজ্জিত হতে হয় এবং যার ফলে আমি তাঁর শুভ দৃষ্টি হতে বঞ্চিত হয়ে পড়ি।' আবদুল্লাহ বিন রাওয়াহার মৃত্যুর পর তিনি এ দুআ করতেন।

হাদীসে 'যা-ইর' শব্দ ব্যবহারের তাৎপর্য

হাদীসে 'যা-ইর' (দর্শনার্থী) শব্দের ব্যবহার দ্বারাও পরিষ্কার বুঝা যায় যে, মৃত ব্যক্তিরা 'যা-ইর' বা দর্শনার্থীর আগমন সম্পর্কে অবহিত হন।

www.amarboi.org

যদি না হতেন তাহলে এ ক্ষেত্রে 'যা-ইর' (দর্শনার্থী) শব্দের প্রয়োগ হতো না ; কেননা যাকে দর্শন করা হয় সে যদি দর্শনকারী সম্পর্কে অবহিত না হয় তাহলে একথা বলা মোটেই ঠিক হবে না যে, অমুক অমুককে দর্শন (যিয়ারত) করেছে। এটাই সমগ্র মানুষের কাছে 'যিয়ারত বা দর্শন'-এর যুক্তিগ্রাহ্য অর্থ। একথা তাদেরকে (মৃতদেরকে) সালাম করা থেকেও প্রমাণিত হয়। কেননা সালামকারীদের সম্পর্কে যাদের কোন জ্ঞান বা অনুভূতি নেই, তাদেরকে সালাম করা নিরর্থক।

অথচ নবী (স) মুসলমানদেরকে কবর যিয়ারতকালে এরূপ দুআ করতে শিক্ষা দিতেন ঃ

سَلَامٌ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنْ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ يَرْحَمَ اللّٰهُ الْمُسْتَقْدِمِيْنَ مِنَّا وَمِنْكُمْ وَالْمُسْتَاْخِرِيْنَ نَسْاَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ - مسلم، نسائى، ابن ماجه، مسند احمد

"হে এই সকল ঘরের মুমিন ও মুসলিম অধিবাসীগণ ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ্ চাহে তো আমরাও তোমাদের সাথে মিলিত হচ্ছি। আল্লাহ্ আমাদের ও তোমাদের অগ্রবর্তী ও পশ্চাৎবর্তীদের উপর দয়া করুন। আমরা আমাদের ও তোমাদের জন্য আল্লাহর কাছে মার্জনা ভিক্ষা করছি।"

–মুসলিম, নাসায়ী, ইবনে মাজা, মুসনাদে আহমাদ

এ সালাম, এ সম্বোধন এবং এ আহ্বান শুধু এমন সত্তার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য, যে শুনে, সম্বোধিত হয়, বুঝে এবং উত্তর দেয়—যদিও সালামকারী তার উত্তর শুনতে পায় না। যদি কেউ মৃতদের সন্নিকটে নামায পড়ে তাহলে মৃতরা তা দেখতে পায়, সে সম্পর্কে অবহিত হয় এবং ঐ নামাযের কারণে মুসল্লীর উপর তাদের ঈর্ষাও জাগে।

আরও কিছু স্বপ্ন-বৃত্তান্ত

আবু কালাবা (র) বলেন, আমি সিরিয়া হতে বসরায় এলাম এবং এক জায়গায় অবতরণ করলাম। অতপর আমি রাতের বেলা অযু করে দু রাকআত নামায পড়লাম এবং একটি কবরের উপর সিথান দিয়ে ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম, ঐ কবরবাসী আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ উত্থান করে বলছেন, আজ রাতে তুমি আমাকে কষ্ট দিয়েছ। অতপর তিনি

www.amarboi.org

বললেন, তোমরা কাজ কর, কিন্তু অবস্থা সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখ না। আর আমরা অবস্থা সম্পর্কে বিস্তর জ্ঞান রাখি, কিন্তু কোন কাজ করতে পারি না। অতপর তিনি বললেন, তুমি যে দু রাকআত নামায পড়েছিলে তা আমার কাছে দুনিয়া ও দুনিয়ায় যাকিছু আছে তার চেয়েও শ্রেষ্ঠতর। অতপর তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা দুনিয়াবাসীকে উত্তম প্রতিদান দিন। তুমি আমাদের পক্ষ থেকে তাদেরকে সালাম বলবে। তাদের দুআর কারণে পর্বতরাজির ন্যায় নূর (জ্যোতি) আমাদের কাছে এসে পৌছে।

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

যায়দ বিন ওহাব (র) বলেন, আমি কবরস্থানের দিকে গেলাম এবং সেখানে বসে পড়লাম। সেই সময় জনৈক ব্যক্তি একটি ধসে যাওয়া কবরের কাছে এসে সেটাকে সমান করে দিলো। অতপর আমার কাছে এসে বসলো। [যায়দ বিন ওহাব (র) বলেন] আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, এটা কার কবর ? সে উত্তর দিল, আমার ভাইয়ের। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তোমার সহোদর ভাইয়ের ? সে উত্তর দিল আমার ধর্ম-ভাইয়ের। আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম এবং বললাম, আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামীন (সমস্ত প্রশংসা বিশ্বজগতের প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য) আপনি তো দেখছি জীবিতই আছেন। তিনি বললেন, তুমি এইমাত্র যে আয়াত পাঠ করলে তা পাঠ করতে যদি সক্ষম হতাম তাহলে তা হত আমার জন্য দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও অধিক মূল্যবান। অতপর তিনি বললেন, তুমি কি এ খবর রাখ যে, মুসলমানরা যে জায়গায় আমাকে দাফন করেছিল সে জায়গায় অমুক ব্যক্তি এসে যে দু রাকআত নামায পড়েছিল, আমি যদি তা পড়তে সক্ষম হতাম তাহলে তা হত আমার জন্য দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যাকিছু আছে তার চেয়েও প্রিয়তর।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

মাতরাফ (র) বলেন, একদা বসন্ত ঋতুতে আমরা ভ্রমণে বের হলাম। আমাদের পথে একটি কবরস্থান পড়ত। আমরা বললাম, শুক্রবার দিন আমরা সেখানে যাব। অতপর আমরা সেখানে গেলাম এবং কবরস্থানে একটি জানাযা দেখতে পেলাম এবং তার নামাযে শরীক হলাম। অতপর কবরের নিকটবর্তী একটি খালি জায়গায় বসে পড়লাম এবং হালকাভাবে দু রাকআত নামায পড়লাম। কিন্তু আমার অন্তর বলছিল যে, এ দু রাকআত নামায আমি যথাযথভাবে পড়িনি। এ অবস্থায় আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। স্বপ্নে দেখলাম, ঐ কবরবাসী আমার সাথে কথা বলছে। সে বলল, তুমি কি দু রাকআত নামায আদায় করনি এমতাবস্থায় যে, তোমার

www.amarboi.org

ধারণা হচ্ছিল, তুমি তা যথাযথভাবে আদায় করনি ? আমি বললাম, হ্যাঁ ঠিকই বলেছ। সে বলল, তোমরা কাজ করতে পার, কিন্তু পরিস্থিতি সম্পর্কে কোন জ্ঞান রাখ না। আর আমরা কাজ করতে পারি না (তবে পরিস্থিতি সম্পর্কে জ্ঞান রাখি) আমি যদি তোমার এ দু রাকআত নামায আদায় করার ক্ষমতা রাখতাম তাহলে তা আমার কাছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমগ্র ধন-দৌলতের চেয়েও প্রিয়তর হত। আমি বললাম, এখানে কারা আছেন ? সে উত্তর দিল (যারা আছেন তারা), সকলেই মুসলিম এবং সকলেই পুণ্যবান। আমি বললাম, এখানে কে সর্বশ্রেষ্ঠ ? তিনি তখন একটি কবরের দিকে ইঙ্গিত করলেন। তখন আমি মনে মনে দুআ করলাম, 'হে প্রভু, তাকে তুমি আমার কাছে পাঠিয়ে দাও, যাতে আমি তার সাথে কথা বলতে পারি।' তখন ঐ কবর হতে একটি যুবক বের হল। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি এখানে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ ? সে উত্তর দিল, লোকেরা তো তাই বলে। আমি প্রশ্ন করলাম, আপনি কী কাজ করে এ মর্যাদার অধিকারী হলেন ? আল্লাহর কসম, আপনার তো সে রকম বয়স হয়নি যে, আমি বলবো, বহু হাজ্জ-উমরা, আল্লাহর পথে বহুবার জিহাদ এবং বহু আমলের মাধ্যমে আপনি এর অধিকারী হয়েছেন। সে বললো, আমি দুনিয়ায় বহু বিপদে পতিত হয়েছি এবং সেগুলোতে ধৈর্যধারণ করেছি। আর সে কারণেই আজ আমি এ মর্যাদার অধিকারী হয়েছি।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

শুধুমাত্র উপরোক্ত স্বপ্নগুলোই নয়, বরং এ বিষয়ের উপর পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গের এতো বেশী স্বপ্ন রয়েছে, যার সংখ্যা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই ভাল জানেন।

স্বপ্নের ঐকমত্যেরও গুরুত্ব আছে

নবী করীম (স) বলেছেন ঃ

أُرَى رُؤْيَاكُمْ قَدْ تَوَاطَتْ عَلَى أَنَّهَا فِي الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ - بخارى، مسلم

"আমার মতে, তোমাদের স্বপ্নগুলো এ ব্যাপারে একমত যে, রমযান মাসের শেষ দশদিনের কোন না কোন রাতে শবে কদর-এর আবির্ভাব হয়।"–বুখারী, মুসলিম

এর দ্বারা বুঝা যায় যে, কোন একটি বিষয়ের উপর মুমিনদের স্বপ্নের ঐকমত্য, ঐ বিষয়ের সঠিক হওয়ার ক্ষেত্রে যেন তাদের মৌখিক বর্ণনা ও অভিমতের ঐকমত্যের মতই সমান গুরুত্বপূর্ণ।

www.amarboi.org

মুমিনরা যে বস্তুকে সুন্দর দেখে তা আল্লাহর কাছেও সুন্দর, আর মুমিনরা যে বস্তুকে খারাপ দেখে তা আল্লাহর কাছেও খারাপ। তা ছাড়া আমরা এ বিষয়টিকে শুধু স্বপ্নের মাধ্যমে নয়, বরং কুরআন-হাদীস দ্বারাও প্রমাণ করতে পারি। এমতাবস্থায় উপরে যে সমস্ত স্বপ্নের উল্লেখ করা হলো সেগুলোকে কুরআন-হাদীসের প্রমাণাদির সাক্ষী স্বরূপ বিবেচনা করা যেতে পারে।

মৃত ব্যক্তি তার জানাযায় অংশগ্রহণকারীদের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠে

সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার পর, তার জানাযায় যারা অংশগ্রহণ করে সে তাদের সাথে পরিচিত হয়ে ওঠে।

যেমন আবদুর রহমান বিন শামাসাহ আল মাহরী থেকে মুসলিম তাঁর সহীহে একটি ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন। আবদুর রহমান (রা) বলেন, আমর বিন আস (রা) যখন মুমূর্ষ অবস্থায় ছিলেন তখন আমি তাঁকে দেখতে যাই। তিনি দেয়ালের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে অনেকক্ষণ কাঁদলেন। তাঁর পুত্র বললেন, আপনি কি জন্য কাঁদছেন, রাসূলুল্লাহ (স) কি আপনাকে অমুক অমুক সুসংবাদ দেননি ? তখন তিনি তার পুত্রের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন, 'আল্লাহ ছাড়া কোনো উপাস্য নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল'–এ সাক্ষ্য প্রদানকে আমি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ মনে করতাম। আমার জীবন তিনটি বিভিন্ন অবস্থার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়েছে। এক যুগে তো রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি আমার চেয়ে অধিক বিদ্বেষপোষণকারী আর কেউ ছিল না। তখন আমার কাছে একথা সর্বাধিক প্রিয় ছিল যে, আমি যেন তাকে হত্যা করতে সক্ষম হই। ঐ অবস্থায় যদি আমি মৃত্যুবরণ করতাম তাহলে আমি নির্ঘাত জাহান্নামী হতাম। অতপর যখন আল্লাহ তাআলা আমার অন্তরে ইসলামের প্রতি আকর্ষণ সৃষ্টি করলেন তখন আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে সাক্ষাত করলাম এবং তাকে বললাম, অনুগ্রহপূর্বক আপনার হাত বাড়িয়ে দিন যাতে আমি বাইআত করতে পারি। তখন তিনি তাঁর ডান হাত বাড়িয়ে দিলেন, কিন্তু আমি তৎক্ষণাত আমার হাত গুটিয়ে নিলাম। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমর ! তোমার কি হলো ? আমি উত্তর দিলাম, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি একটি শর্ত আরোপ করতে চাই। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, কী শর্ত ? আমি বললাম, শর্ত হলো এই যে, আমাকে যেন

www.amarboi.org

ক্ষমা করে দেয়া হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি কি জান না যে, ইসলাম, হিজরত এবং হাজ্জ-পূর্ববর্তী সমস্ত গুনাহকে একেবারে মুছে ফেলে। তখন আমার অন্তরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর চেয়ে অধিক প্রিয় এবং আমার চোখে তাঁর চেয়ে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন আর কেউই ছিল না। তাঁর মর্যাদা ও প্রতাপের কারণে আমি জীবনে কখনও চোখ ভরে তার প্রতি তাকাতে পারতাম না। যদি কেউ আমাকে তার গঠনাকৃতি বর্ণনা করতে বলত তাহলে আমি তা করতে সক্ষম হতাম না। কেননা তাঁর অত্যধিক ব্যক্তিত্বের কারণে আমি কখনো চোখ ভরে তাঁর দিকে তাকাতে পারতাম না। যদি আমি ঐ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতাম তাহলে আশা করতে পারতাম যে, আমি জান্নাতী হব। অতপর আমি এমন সব পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছি, যেগুলোর কারণে আমার পরিণাম কি হবে তা আমি জানি না। আমি যখন ইন্তেকাল করব তখন আমার জানাযার সাথে যেন কোন ক্রন্দনকারী বা আগুন না থাকে। যখন তোমরা আমাকে দাফন করে আমার কবরের উপরের মাটি ভালভাবে সমান করে দিবে তখন আমার কবরের চারপাশে ততক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকবে যতক্ষণ একটি উটনী যবাহ্ করে তার গোশত বন্টন করে দেয়া সম্ভব, যাতে আমি তোমাদের সাথে পরিচিত হয়ে উঠতে পারি এবং একথা জেনে নিতে পারি যে, আমার প্রভুর সংবাদবাহীরা কি নিয়ে আমার নিকট হতে প্রত্যাবর্তন করছে।–মুসলিম

এর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা গেল যে, মৃতরা তাদের কবরে যারা হাজির হয়, তাদের পরিচয় জানতে পারে এবং তাতে আনন্দিত হয়।

দাফনের পর পবিত্র কুরআন পাঠ

কথিত আছে যে, পূর্ববর্তী বুযুর্গদের একটি দল এই মর্মে অসিয়াত করে যান যে, দাফনের সময় তাদের কবরের পাশে যেন কুরআন পাঠ করা হয়। আবদুল হক বলেন, আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, তিনি তাঁর কবরের পাশে সূরা আল বাকারা পাঠ করার জন্য আদেশ প্রদান করেছিলেন। মুআল্লাহ বিন আবদুর রহমানের অভিমতও তাই। ইমাম আহমাদ (র) প্রথম প্রথম এটা অস্বীকার করতেন ; কেননা এই হাদীস তার কাছে তখনো পৌছেনি। পরবর্তী সময়ে অবশ্য তিনি তার এ মত প্রত্যাহার করে নেন।

আ'লা বিন লাজ লাজ (র) বলেন, আমার পিতা বলেছেন, যখন আমি মৃত্যুবরণ করবো তখন তোমরা আমাকে কবরে দাফন করবে এবং (তাতে আমার দেহ রাখার সময়) বলবে, 'বিস্‌মিল্লাহি ওয়া আ'লা সুন্নাতি

www.amarboi.org

রাসূলিল্লাহি' [অর্থাৎ আল্লাহর নামে এবং আল্লাহর রাসূলের সুন্নাত অনুসারে আমরা এ কাজ (দাফন) করছি] অতপর আমার কবরের উপর মাটি সমান করে দিবে এবং আমার শিয়রে দাঁড়িয়ে সূরা আল বাকারার প্রথমাংশের আয়াতগুলো পাঠ করবে। আমি আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা)-কে এরূপ বলতে শুনেছি।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

আব্বাস আদ্দূরী (র) বলেন, আমি ইমাম আহমাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম, কবরে দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠ করা সম্পর্কে কোন সংরক্ষিত বর্ণনা আছে কি ? তিনি উত্তরে বললেন, 'না'। আর আমি যখন ইয়াহ্ইয়া বিন মুয়ীনকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করি তখন তিনি এ হাদীস বর্ণনা করেন।

আলী বিন মূসা আল হাদ্দাদ (র) বলেন, আমি আহমাদ বিন হাম্বল এবং মুহাম্মাদ বিন কুদামার সাথে একটি জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। মৃতকে দাফন করার পর একজন অন্ধ লোক কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠ করতে লাগলো। ইমাম আহমাদ তখন বললেন, 'এই যে শুনো, কবরের পাশে কুরআন পাঠ করা বিদআত।' অতপর আমরা যখন কবরস্থান থেকে বের হয়ে এলাম তখন মুহাম্মাদ বিন কুদামাহ ইমাম আহমাদ (র)-কে জিজ্ঞেস করলেন, মুবাশ্বির হালাবী সম্পর্কে আপনার অভিমত কি ? তিনি উত্তরে বললেন, হালাবী নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি। অতপর জিজ্ঞেস করেন, আপনি কি তাঁর কাছ থেকে কিছু রেওয়ায়াত (বর্ণনা) লিখে রেখেছেন ? তিনি (মুহাম্মাদ) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। আমার কাছে মুবাশ্বির এবং তার কাছে আবদুর রহমান বিন লাজ লাজ বর্ণনা করেছেন। আবদুর রহমান বলেন, তার পিতা অসিয়াত করে গিয়েছিলেন, দাফন করার পর তার শিয়রে দাঁড়িয়ে যেন সূরা আল বাকারার প্রথমাংশ (প্রথম রুকূ') এবং শেষাংশ (শেষ রুকূ') পাঠ করা হয়। আর তিনি এও বলেছেন, 'আমি ইবনে উমরের কাছে শুনেছি—তিনিও এ অসিয়াত করে গিয়েছিলেন।' তখন ইমাম আহমাদ (র) তাকে বললেন, আপনি ঐ অন্ধ লোকটিকে গিয়ে বলুন, সে যেন (কবরের পাশে) কুরআন পাঠ করে।

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

হাসান বিন আস সাবাহ্ আয যাফরানী (র) বলেন, কবরের পাশে দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠ সম্পর্কে আমি ইমাম শাফিয়ী (র)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি উত্তর দিলেন, এতে আপত্তির কিছু নেই।

শা'বী (র) বলেন, যখন আনসারদের মধ্য থেকে কেউ মারা যেত তখন তারা তার কবরে সমবেত হতেন এবং সেখানে দাঁড়িয়ে কুরআন পাঠ করতেন।

www.amarboi.org

হাসান বিন আল জারভী (র) বলেন, আমি আমার এক বোনের কবরের নিকট দিয়ে যাবার সময় সেখানে সূরা আল মুল্‌ক পাঠ করলাম। অতপর আমার কাছে জনৈক ব্যক্তি এসে বললো, আমি আপনার বোনকে স্বপ্নের মধ্যে এই বলতে শুনেছি—আল্লাহ আবু আলী (হাসান বিন আল জারভীর ডাক নাম)-কে উত্তম প্রতিদান দিন। তিনি আমার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে যা পাঠ করেছিলেন আমি তাতে উপকৃত হয়েছি।

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

আবু বকর বিন আল আতরূশ (র) বলেন, জনৈক ব্যক্তি তার মায়ের কবরের নিকট যেত এবং সেখানে দাঁড়িয়ে সূরা ইয়াসীন পাঠ করত। একদা সে কবরের কাছে গিয়ে সূরা ইয়াসীন পাঠ করল। অতপর বললো, হে আল্লাহ! যদি আপনি এ সূরা পাঠ করার বিনিময়ে কোন সাওয়াব দান করেন তাহলে তা এ কবরস্থানের অধিবাসীদেরকে দান করুন। পরবর্তী জুমুআর দিন তার কাছে একটি স্ত্রীলোক এসে বললো, আপনি কি অমুকের পুত্র অমুক ? আমি বললাম, 'হ্যাঁ'। সে বললো, আমার এক মেয়ে মারা গেছে ; আমি স্বপ্নে দেখলাম, সে তার কবরের এক পাশে বসে আছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, তুমি এখানে কেন বসে আছ ? সে উত্তর দিল, অমুক স্ত্রীলোকের পুত্র অমুক তার মায়ের কবরের কাছে এসে সূরা ইয়াসীন পাঠ করল। অতপর এর সওয়াব সমস্ত কবরবাসীদের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলো। এর কিছু সওয়াব আমিও পেলাম, কিংবা (সে বলল) আমাকেও মাফ করে দেয়া হয়েছে অথবা সে এ ধরনের কোন কথা বলল।

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

মা'কাল বিন ইয়াসার (রা) নবী (স) থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেন ঃ

اِقْرَأُوْا يٰسٓ، عِنْدَ مَوْتَاكُمْ ـ نسائى

"তোমরা তোমাদের মৃতদের কাছে সূরা ইয়াসীন পাঠ কর।"–নাসায়ী

এর দ্বারা এখানে এ অর্থ প্রযোজ্য যে, তোমরা মৃত্যুপথ যাত্রীদের কাছে উপস্থিত হয়ে সূরা ইয়াসীন পাঠ কর। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন—

لَقِّنُوْا مَوْتَاكُمْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ ـ الروح لابن قيم

"তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'-এর তালকীন কর।"–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

এর দ্বারা এ অর্থও প্রযোজ্য যে, তোমরা মৃতদের কবরের কাছে গিয়ে সূরা ইয়াসীন পাঠ কর।

www.amarboi.org

কিন্তু বিভিন্ন দিক দিয়ে প্রথম অর্থই এখানে সবচেয়ে বেশী প্রযোজ্য। যেমন—

এক ঃ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথ-যাত্রীদেরকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'-এর তালকীন কর।'

দুই ঃ মৃত্যুপথযাত্রীরা এর দ্বারা উপকৃত হয়, যেহেতু এর মধ্যে তাওহীদ ও পরকালের কথা রয়েছে, তাওহীদে বিশ্বাসীদের জন্য সুসংবাদ রয়েছে এবং যারা এর উপর মৃত্যুবরণ করেছে, পুণ্য প্রতিযোগিতায় তাদের বাসনা পূরণের উপায়ও রয়েছে। যেমন কুরআন শরীফে বর্ণিত হয়েছে ঃ

قَالَ يٰلَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ بِمَا غَفَرَلِىْ رَبِّىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ـ

"মৃত্যুর পর পুণ্যবানগণ বলবেন, 'হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত—কী কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ২৬-২৭

যা হোক, উল্লেখিত সুসংবাদ শুনে আত্মা আনন্দিত হয় এবং আল্লাহর মুলাকাতের আগ্রহ ব্যক্ত করে। অতপর আল্লাহ তাআলাও সন্তুষ্ট হয়ে তাকে সাক্ষাত দান করেন। এ সূরা হচ্ছে কুরআনের হৃদয়। তাই মৃতদের কাছে দাঁড়িয়ে এটা পাঠ করার মধ্যে বিস্ময়কর প্রভাব রয়েছে।

আবুল ফরজ বিন আল জূযী (র) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, আমি আমার উস্তাদ আবুল ওয়াক্ত আবদুল আউয়াল (র)-এর শিয়রে তার সাকরাতের সময় উপস্থিত ছিলাম। মৃত্যুর কিছুক্ষণ পূর্বে তিনি আকাশের দিকে চেয়ে হাসেন এবং يٰلَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ بِمَا غَفَرَلِىْ رَبِّىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ। এ আয়াত পাঠ করে সাথে সাথে মৃত্যুবরণ করেন।

তিন ঃ মানুষের মধ্যে প্রাচীনকাল থেকে এ অভ্যাসটি প্রচলিত রয়েছে যে, তারা মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির কাছে সূরা ইয়াসীন পাঠ করে থাকে।

চার ঃ সাহাবা কিরাম যদি রাসূল (স)-এর 'তোমরা তোমাদের মৃত্যুপথযাত্রীদের কাছে ইয়াসীন পড়'–এ হাদীস দ্বারা 'মৃতদের কবরের কাছে ইয়াসীন পড়'-এ অর্থ গ্রহণ করতেন তাহলে তারা এ হুকুম সর্বদা পালন করতেন এবং এটা তাদের একটি চিরাচরিত অভ্যাসে পরিণত হত। কিন্তু বাস্তবে তারা সেরূপ করতেন না।

পাঁচ ঃ মৃত্যুপথযাত্রীর কাছে এটা পড়ার উদ্দেশ্য হচ্ছে, সে তার জাগতিক জীবনের অন্তিম মুহূর্তে এটা হতে উপকৃত হবে এবং তার হৃদয়মনও এ দিকে আকৃষ্ট হবে। যদি এটা তার কবরের কাছে পড়া হয়

www.amarboi.org

তাহলে এটা হতে সে কোন সাওয়াব পাবে না। কেননা কুরআন পড়া বা কুরআন শোনার মাধ্যমে সাওয়াব পাওয়া যায়। আর তা এমন কাজ, যা মৃতদের ক্ষেত্রে মোটেই প্রযোজ্য নয়। কেননা মৃত্যুর সাথে সাথে তারা তাদের কাজ করার শক্তি হারিয়ে ফেলে।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

আল হাফিয আবু মুহাম্মাদ আল আশবিলী (র)-ও এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করেছেন। তিনি এর শিরোনাম দিয়েছেন 'বর্ণনা এ বিষয়ের যে, মৃতরা জীবিতদের কাছে প্রশ্ন করেন এবং তাদের কথাবার্তা ও কাজকর্ম সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান রাখেন।' তিনি বলেন, আবু আমর বিন আবদুল বার, ইবনে আব্বাসের এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। নবী (স) থেকে বর্ণিত আছে যে ঃ

مَا مِنْ رَجُلٍ يَمُرُّ بِقَبْرِ اَخِيْهِ الْمُؤْمِنِ كَانَ يَعْرِفُهُ فَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ اِلاَّ عَرَّفَهُ وَرَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ وَيُرْوِىْ هٰذَا مِنْ حَدِيْثِ اَبِىْ هُرَيْرَةَ مَرْفُوْعًا قَالَ، فَاِنْ لَمْ يَعْرِفْهُ وَسَلَّمَ عَلَيْهِ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ ـ الروح لابن قيم

"যখন কোন ব্যক্তি তার পরিচিত কোনো মুসলমান ভাইয়ের কবরের কাছ দিয়ে যায় এবং তাকে সালাম করে তখন সে (মৃত) তাকে চিনতে পারে এবং তার সালামের উত্তর দেয়। আবু হুরাইরা (রা) হতে মারফু পদ্ধতিতে বর্ণিত হয়েছে—তিনি বলেন, যদি সে (জীবিত ব্যক্তি) তাকে না চিনেও সালাম করে তবু সে (মৃত) তার সালামের উত্তর দেয়।"–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

তিনি আরও বলেন, হযরত আয়েশা (রা) হতেও বর্ণিত আছে, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

وَمَا مِنْ رَجُلٍ يَزُوْرُ قَبْرَ اَخِيْهِ فَيَجْلِسُ عِنْدَهُ اِلاَّ اسْتَأْنَسَ بِهٖ حَتّٰى يَقُوْمَ ـ الروح لابن قيم

"যদি কোন ব্যক্তি তার ভাইয়ের কবর যিয়ারত করে এবং তার কাছে বসে তাহলে যতক্ষণ সে সেখান থেকে না উঠে মৃত ব্যক্তি তার সংসর্গে আনন্দ লাভ করে।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

হাফিয আবু মুহাম্মাদ (র) এ বিষয়ের দলীল হিসেবে আবু হুরাইরা (রা)-এর হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, যা আবু দাউদ তার সুনানে বর্ণনা করেছেন। আবু হুরাইবা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

www.amarboi.org

مَا مِنْ اَحَدٍ يُسَلِّمُ عَلَىَّ اِلاَّ رَدَّ اللّٰهُ عَلَىَّ رُوْحِىْ اَرُدُّ حَتّٰى السَّلاَمَ - ابو داؤد

"যখন কোন ব্যক্তি আমাকে সালাম দেয় তখন আল্লাহ্ তাআলা আমার দেহের মধ্যে আত্মা ফিরিয়ে দেন এবং আমি তার সালামের জবাব দেই।"–আবু দাউদ

তিনি বলেন, সুলায়মান বিন নায়ীম (রা) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে স্বপ্নে দেখলাম এবং তাকে জিজ্ঞেস*করলাম, হে আল্লাহর রসূল! মানুষ আপনার কবরের কাছে যে আসে এবং আপনার উপর সালাম প্রেরণ করে—আপনি কি সেই খবর রাখেন ? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, এবং আমি তাদের সালামের জবাব দেই।

তিনি আরো বলেন, রসূলুল্লাহ (স) সাহাবীদেরকে এ মর্মে শিক্ষা দিতেন যে, যখন তারা কবরস্থানে প্রবেশ করে তখন যেন বলে—"হে কবরবাসীগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক।"

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

আবু মুহাম্মাদ (র) বলেন, এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, মৃতরা সেই সালামের খবর রাখে, যা তাদেরকে করা হয় এবং সেই দুআর খবরও রাখে যা তাদের জন্য করা হয়।

আল ফযল বিন আল মুয়াফ্ফিক (র) বলেন, আমি আমার বাবার কবরের কাছে বার বার যেতাম। আমি একদা এক ব্যক্তির জানাযার নামাযে শরীক হলাম। তাকে ঐ কবরস্থানেই দাফন করা হলো। নামাযান্তে আমি আমার প্রয়োজনীয় কাজে সেখান থেকে দ্রুত চলে গেলাম। তাই সেদিন বাবার কবরের কাছে আর যাওয়া হল না। যখন রাত হল তখন আমি স্বপ্নে বাবাকে দেখতে পেলাম। তিনি আমাকে বললেন, বৎস! তুমি কেন আমার কাছে এলে না ? আমি উত্তরে বললাম, পিতঃ ! আমি যখন আপনার কাছে আসি তখন আপনি কি তা জানতে পারেন ? তিনি উত্তরে বললেন, হ্যাঁ, আল্লাহর শপথ! হে বৎস, আমি তখনই তোমার সম্পর্কে অবহিত হই যখন তুমি পুল হতে অবতরণ কর, অতপর আমার কবরের কাছে এসে উপবেশন কর। অতপর যখন তুমি এখান হতে উঠে চলে যেতে থাক তখনও আমি তোমার দিকে তাকিয়ে থাকি যতক্ষণ না তুমি পুল অতিক্রম কর।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

আমর বিন দীনার (র) বলেন, কোন ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করলে পরবর্তী সময়ে তার পরিবারে যা কিছু ঘটে সে সম্পর্কে সে অবহিত থাকে। তারা

www.amarboi.org

যে তাকে গোসল দেয়ায় এবং কাফন পরায় সে তাও উপলব্ধি করতে পারে। এমনকি তখন সে তাদের দিকে তাকিয়ে থাকে।

মুজাহিদ (র) থেকে সঠিকভাবে বর্ণিত আছে—তিনি বলেছেন, মৃত ব্যক্তি তার সন্তানের কৃত পুণ্য কাজের দরুন আপন কবরে আনন্দ লাভ করে।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

কবরে মৃত ব্যক্তির তালকীন

প্রাচীন যুগ থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের মধ্যে এ প্রচলন রয়েছে যে, কবরে রাখার পর মৃতকে তালকীন করা হয়। এর দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, মৃত ব্যক্তি জীবিতদের কথা শুনতে পায়। যদি মৃত ব্যক্তি তালকীন না শুনত এবং এর দ্বারা তার কোন উপকার না হত তাহলে এটা একটা নিরর্থক বস্তু বলে প্রমাণিত হত। এ ব্যাপারে ইমাম আহ্‌মাদ (র)-কে যখন জিজ্ঞেস করা হল তখন তিনি বললেন, এটা (তালকীন) একটা সুন্দর কাজ।

এ সম্পর্কে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তাবারানী তার মাজামে, আবু আমামা হতে বর্ণিত ঐ হাদীসটির উল্লেখ করেছেন। আবু আমামা বলেছেন—রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

اذَا مَاتَ اَحَدُكُمْ فَسَوَّيْتُمْ عَلَيْهِ التُّرَابِ فَلْيَقُمْ اَحَدُكُمْ عَلٰى رَأْسِ قَبْرِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ يَا فُلاَنَ بْنِ فُلاَنَةِ فَانَّهُ يَسْمَعُ وَلاَ يُجِيْبُ ثُمَّ لْيَقُلْ يَا فُلاَنَ بْنِ فُلاَنَةِ الثَّانِيَةَ، فَانَّه يَسْتَوِىْ قَاعِدًا ثُمَّ لْيَقُلْ يَا فُلاَنَ بْنِ فُلاَنَةِ يَقُوْلُ اَرْشِدْ نَا رَحِمَكَ اللّٰهُ وَلٰكِنَّكُمْ لاَتَسْمَعُوْنَ فَيَقُوْلُ اُذْكُرْ مَا خَرَجتَ عَلَيْهِ مِنَ الدُّنْيَا شَهَادَةَ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَاَنَّكَ رَضِيْتَ بِاللّٰهِ رَبًّا وَبِالْاِسْلاَمِ دِيْنًا وَبِمُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِالْقُرْاٰنِ اِمَامًا فَاِنَّ مُنْكَرًا وَنَكِيْرًا يَتَاخَّرَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا وَيَقُوْلُ اِنْطَلِقْ بِنَا، مَا يَقْعُدُنَا عِنْدَ هٰذَا وَقَدْ لُقِّنَ حُجَّتُهُ ؟ وَيَكُوْنُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُه حَجِيْجَهُ دُوْنَهُمَا فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَاِنْ لَمْ يَعْرِفْ اُمَّهُ ؟ قَالَ يُنْسَبُهُ اِلٰى اُمِّهِ حَوَّاءَ ـ طبرنى

"যখন তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি মারা যায় এবং তোমরা তার কবরের উপরের মাটি সমান করে দাও—তখন যেন এক ব্যক্তি তার কবরের সিথানের দিকে দাঁড়িয়ে বলে, 'হে অমুক স্ত্রীলোকের পুত্র অমুক!–সে (মৃত ব্যক্তি) তা শুনে, কিন্তু জবাব দিতে পারে না। তারপর দ্বিতীয়বার যেন বলে, হে অমুক স্ত্রীলোকের পুত্র অমুক!–সে তখন উঠে সোজা হয়ে বসে। অতপর সে পুনরায় যেন বলে, 'হে অমুক স্ত্রীলোকের পুত্র অমুক!'–তখন সে জবাবে বলে, 'বলুন, আল্লাহ আপনার উপর রহমত বর্ষণ করুন' ;–'কিন্তু তোমরা (জীবিতরা) তার এ জবাব শুনতে পাও না। যা হোক, ঐ ব্যক্তি তখন যেন বলে, তুমি যে কথার সাক্ষ্য দিয়ে দুনিয়া হতে বিদায় নিয়েছ—অর্থাৎ এ সাক্ষ্য যে, 'আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল'—তা স্মরণ কর, আর একথাও স্মরণ কর যে, তুমি প্রভু হিসেবে আল্লাহর উপর, দ্বীন হিসেবে ইসলামের উপর, নবী হিসেবে মুহাম্মাদ (স)-এর উপর এবং ইমাম (পথপ্রদর্শক) হিসেবে কুরআনের উপর রাযী ছিলে। একথা শুনে মুনকার ও নাকীর পিছনে হটে যায় এবং একে অন্যকে বলে, 'চলো, আমরা ফিরে যাই, এর কাছে বসে থাকার কোনো প্রয়োজন নেই। কেননা একে তার দলীলের (যুক্তির) কথা স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়েছে এবং তার পক্ষে খোদ আল্লাহ ও তার রাসূল (স) দাঁড়িয়ে গেছেন।'

জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করলো, "হে আল্লাহর রাসূল, যদি কোনো মৃত ব্যক্তির মায়ের নাম জানা না থাকে ? রাসূল (স) উত্তরে বললেন, তখন যেন তাকে তার মা হাওয়া (আ)-এর দিকে সম্পর্কিত করে সম্বোধন করা হয়।"

যদিও তালকীন সম্পর্কিত এ হাদীসের সত্যতা যথার্থভাবে প্রমাণিত হয়নি, কিন্তু সাধারণভাবে সব যুগেই এর উপর আমল জারী ছিল এবং এখনও আছে। এমতাবস্থায় যদি 'সম্বোধিত'-এর মধ্যে শুনার যোগ্যতা না থাকে তাহলে এ সম্বোধন সেই সম্বোধনেরই অনুরূপ, যা মাটি, কাঠ বা পাথরকে করা হয়ে থাকে।

আবু দাউদ কর্তৃক তার সুনানে বর্ণিত হয়েছে যে ঃ

اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ حَضَرَ جَنَازَةَ رَجُلٍ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَ صَلُّوْا لِاَخِيْكُمْ التَّثْبِيْتَ فَاِنَّهُ الْاٰنَ يَسْأَلُ۔ ابو داؤد

www.amarboi.org

"রাসূলুল্লাহ (স) কোনো একটি জানাযায় শরীক হন। যখন মুর্দাকে দাফন করা হয় তখন তিনি (স) বলেন, তোমাদের ভাই যাতে সত্যে প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে সে জন্য তোমরা সকলে তার জন্য দুআ করো। কেননা এখন তাকে প্রশ্ন করা হচ্ছে।"

এখানে রাসূলুল্লাহ (স) সংবাদ দিলেন যে, মৃত ব্যক্তিকে প্রশ্ন করা হয়। আর যখন তাকে প্রশ্ন করা হয় এবং সে তার উত্তর দেয় তখন সে নিশ্চয়ই তালকীনও শুনতে পায়।

নবী (স) হতে আরও বর্ণিত হয়েছে যে, মৃত ব্যক্তি তার জানাযায় অংশগ্রহণকারীদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায় যখন তারা তাকে দাফন করে ফিরে যেতে থাকে। আবদুল হক কোন একজন পুণ্যবানের কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (পুণ্যবান) বলেন, আমার এক ভাই মৃত্যুবরণ করে। আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, 'ভ্রাতঃ! আমি যখন তোমাকে কবরে রাখলাম তখন তোমার কি অবস্থা হয়েছিল ?' তিনি বললেন, আমার কাছে একজন আগমনকারী আগুনের একটি মশাল নিয়ে এলো তখন দুআকারীরা যদি আমার জন্য দুআ না করতো তাহলে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম।-ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

শাবীব বিন শায়বা (র) বলেন, আমার মা তার মৃত্যুর সময় আমাকে এ মর্মে অসিয়াত করলেন, 'বৎস! যখন তুমি আমাকে দাফন করবে তখন আমার কবরের পাশে দাঁড়াবে এবং বলবে, হে উম্মে শাবীব, তুমি বলো, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্।' অতপর যখন আমি তাকে দাফন করলাম তখন তার কবরের পাশে দাঁড়িয়ে বললাম—হে উম্মে শাবীব, বলো, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ। অতপর আমি সেখান থেকে চলে এলাম। রাতে স্বপ্নে দেখলাম আমার মা আমাকে বলছেন, বৎস! আমি একেবারে ধ্বংস হয়ে যেতাম, যদি না 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' আমাকে সামাল দিত। সাবাস বৎস! তুমি আমার অসিয়াত ঠিকমতই স্মরণ রেখেছিলে।-ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

ইবনে আবিদ দুনিয়া (র) আইয়ুব বিন উয়ায়না (রা)-এর স্ত্রী তামাযুর বিনতে সাহ্ল (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তামাযুর (র) বলেন, আমি সুফ্ইয়ান বিন উয়ায়না (রা)-কে স্বপ্নে দেখলাম। তিনি বলছিলেন, আল্লাহ তাআলা আমার ভাই আইয়ুবকে আমার পক্ষ হতে উত্তম প্রতিদান দিন। সে ঘন ঘন আমার যিয়ারতে আসে। আজও সে আমার কাছে এসেছিল। আইয়ুব তখন বললেন, হ্যাঁ, আজ আমি কবরস্থানে গিয়েছিলাম এবং সুফইয়ানের কবরের কাছেও গিয়েছিলাম।-ইবনে আবিদ দুনিয়া

www.amarboi.org

সা'ব বিন জাসামা এবং আওফ ইবনে মালিক (র) একে অন্যকে ভাই বলে মনে করতেন। সা'ব আওফকে বললেন, ভ্রাতঃ! আমাদের যে কেউ অপরের পূর্বে মারা যাই না কেন, (আমাদের পরস্পর ভালবাসা কখনো শেষ হবে না এবং) স্বপ্নের মাধ্যমে আমরা একে অপরের সাথে দেখা করবো। আওফ (র) বললেন, এরূপ সম্ভব হবে কি ? সা'ব (র) বললেন, ইনশাআল্লাহ ! শেষ পর্যন্ত সা'ব (র) প্রথমে মারা গেলেন। আওফ (র) তখন স্বপ্নে দেখলেন, যেন সা'ব তার কাছে এসেছেন। আওফ বলেন, আমি বললাম, 'হে আমার ভাই !' তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ বলো। আমি বললাম, আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হয়েছে ? তিনি উত্তর দিলেন, কিছুটা শাস্তি দেবার পর আমাকে মাফ করে দেয়া হয়েছে। আওফ বললেন, আমি তখন তার ঘাড়ের উপর একটি কাল দাগ দেখতে পেলাম। তখন বললাম, হে আমার ভাই, এ দাগ কেন ? তিনি বললেন, এটা হচ্ছে সেই দশ দীনার, যা আমি অমুক ইয়াহুদীর কাছ থেকে ঋণ হিসেবে গ্রহণ করেছিলাম। আমার ঘরে একটি শিং আছে এবং ঐ দীনারগুলো তার মধ্যেই রয়েছে ; তুমি তা থেকে সেগুলো বের করে তাকে দিয়ে আসবে। আর হ্যাঁ, তোমাকে আর একটি কথা বলি হে আমার ভাই, আমার মৃত্যুর পর আমার পরিবারে এমন কোনো ঘটনাই ঘটেনি যার খবর আমি রাখি না। এমনকি কিছুদিন পূর্বে আমাদের বিড়ালটি যে মারা গেছে সেই খবরও আমি রাখি। আর জেনে রাখ, হে আমার ভাই, আমার মেয়েটি ছয় দিন পর মারা যাবে। অতএব তোমরা তার সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করবে। যখন ভোর হলো আমি মনে মনে বললাম, নিশ্চয় এর মধ্যে জানার মত কিছু রয়েছে। আমি তখন তার পরিবারবর্গের কাছে গেলাম। তারা আমাকে স্বাগত জানালো। তবে অভিযোগের সুরে বললো, আপনি আপনার ভাইয়ের উত্তরাধিকারীদের সাথে খুব খারাপ ব্যবহার শুরু করে দিয়েছেন। কেননা তার মৃত্যুর পর একটি বারের জন্যও তো আপনি আমাদেরকে দেখতে আসেননি। আমি তখন তাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করলাম—যেমন অনুরূপ পরিস্থিতিতে যে কোনো মানুষ করে থাকে। অতপর আমি ঐ শিংটির প্রতি তাকালাম এবং উপর হতে তা নামিয়ে আনলাম এবং অনুসন্ধানের পর দেখতে পেলাম যে, তার মধ্যে কয়েকটি দীনার শুদ্ধ একটি থলে রয়েছে। আমি তখন ঐ ইয়াহুদীকে ডেকে পাঠালাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, সা'বের কাছে কি তোমার কোন পাওনা আছে ? সে উত্তর দিল, আল্লাহ সা'বের উপর দয়া করুন, তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর শ্রেষ্ঠ সাহাবীদের অন্যতম। তার উপর আমার যে ঋণ

www.amarboi.org

ছিল আমি তা মাফ করে দিয়েছি। আমি বললাম, বল, কি পরিমাণ ঋণ ছিল ? সে বলল, 'আমি তাকে দশ দীনার ঋণ দিয়েছিলাম। আমি তখন দীনারগুলো তাকে দিয়ে দিলাম। তখন সে বলে উঠল, আল্লাহ্র কসম! এগুলো তো অবিকল সেই মুদ্রা যা আমি তাকে ঋণ দিয়েছিলাম। আমি তখন মনে মনে বললাম, স্বপ্নের একটি কথা তাহলে সত্য হল।

হযরত আওফ (র) বললেন, আমি তখন সা'বের পরিবারবর্গকে জিজ্ঞেস করলাম, সা'বের মৃত্যুর পর কি তোমাদের ঘরে নতুন কোন ঘটনা ঘটেছে ? তারা উত্তর দিল, হ্যাঁ ঘটেছে। আমি বললাম, সে সম্পর্কে বলো। তারা (সব ঘটনা বিস্তারিতভাবে) বলল (এমন কি) কিছু দিন পূর্বে একটি বিড়ালও যে মারা গেছে সে ঘটনারও উল্লেখ করলো। আমি তখন মনে মনে বললাম, তাহলে দুটি কথা সত্য হলো।

আমি তখন বললাম, আমার ভাতিজী কোথায় ? তারা বললো, সে খেলছে। আমি তখন তার কাছে গেলাম এবং তার দেহ স্পর্শ করে বুঝতে পারলাম যে, তার গায়ে জ্বর আছে। আমি তখন তাদেরকে বললাম, তোমরা এর সাথে সৌজন্যমূলক আচরণ করবে। ছয়দিন পর মেয়েটি ঠিক ঠিকই মারা গেল।

হযরত আওফ (রা) একজন সাহাবী ছিলেন। এটা তার বুদ্ধিমত্তারই পরিচয় যে, সা'ব বিন জাসামার মৃত্যুর পর তিনি স্বপ্নে তাকে যে অসিয়াত করেছিলেন বিভিন্ন লক্ষণ দ্বারা তিনি (আওফ) তাকে সত্য জ্ঞান করেন এবং তা কার্যকরীও করেন। যেমন—সা'ব তার কাছে এ তথ্য প্রকাশ করেছিলেন যে, ঋণের পরিমাণ হচ্ছে দশ দীনার এবং তা শিংয়ের মধ্যে রয়েছে। তিনি তখন ইয়াহুদীকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করেন এবং ইয়াহুদীর কথা স্বপ্নের ঘটনার সাথে হুবহু মিলে যায়। আওফ তখন বিষয়টি সঠিক হওয়ার ব্যাপারে নিশ্চিত হন এবং ইয়াহুদীকে দীনারগুলো দিয়ে দেন। এটা হচ্ছে এমন বুদ্ধিমত্তার কাজ, যা শুধুমাত্র সর্বাধিক বুদ্ধি মান এবং সর্বাধিক জ্ঞানী লোকেরাই করতে পারেন। আর তারা হচ্ছেন রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাহাবীবৃন্দ। পরবর্তী যুগের বেশীর ভাগ বিজ্ঞ লোক হয়ত এ বিষয়টিকে অস্বীকার করবেন এবং বলবেন, কী করে এটা আওফের জন্য বৈধ হল যে, তিনি সা'বের উত্তরাধিকারীদের, যারা ইয়াতীম ছিল—দশটি দীনার শুধুমাত্র একটি স্বপ্নের উপর ভিত্তি করে ইয়াহুদীকে দিয়ে দিলেন।-ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

এ বুদ্ধিমত্তা, যার দ্বারা আল্লাহ তাআলা তার বিশেষ বিশেষ বান্দাদেরকে ধন্য করেন, তার দৃষ্টান্ত হিসেবে সাবিত বিন কায়স বিন

www.amarboi.org

শামাসের ঐ কাহিনীটি পেশ করা যেতে পারে, যা আবু আমর বিন আবদুল বার প্রমুখ উল্লেখ করেছেন।

সাবিত (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ (স) তাকে বললেন, হে সাবিত, তুমি কি এতে সন্তুষ্ট যে, তোমার জীবন হবে প্রশংসনীয়, মৃত্যু হবে শহীদের এবং তুমি বেহেশতে প্রবেশ করবে? মালিক বলেন, সাবিত বিন কায়স ইয়ামামার যুদ্ধে শাহাদাত বরণ করেছিলেন।

সাবিত বিন কায়সের একজন কন্যা বলেন, যখন يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَرْفَعُوْا اَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ- "হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা নবীর কণ্ঠস্বরের উপর নিজেদের কণ্ঠস্বর উঁচু করো না"-(সূরা আল হুজুরাত : ২) এ আয়াতটি নাযিল হয়, তখন তার পিতা ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে বসে থাকেন। যখন নবী (স) তাকে দেখতে পেলেন না তখন তার কুশলাদি জানার জন্য তাকে ডেকে পাঠান। তিনি তখন বলেন, আমি একজন বজ্রকণ্ঠের লোক, আমি ভয় করছি, না জানি আমার সব আমল (পুণ্যকর্ম) বরবাদ হয়ে যায়। তখন নবী (স) বলেন, না না, তুমি ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে নও, বরং তুমি মঙ্গলের সাথে জীবনযাপন করবে এবং মঙ্গলের সাথে মৃত্যুবরণ করবে। বর্ণনাকারী বলেন, অতপর যখন اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُوْرٍ "আল্লাহ কোন উদ্ধত অহংকারীকে ভালবাসেন না-(সূরা লুকমান : ১৮)-এ আয়াতটি নাযিল হয় তখনও ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে কাঁদতে থাকেন। রাসূলুল্লাহ (স) তাকে দেখতে না পেয়ে তার খবরাখবর জানার জন্য তাকে ডেকে পাঠান। তিনি এসে রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলেন, হে আল্লাহর রাসূল, আমি শান-শওকত এবং সেই সাথে আমার কওমের নেতৃত্ব পসন্দ করি। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, না, তুমি ঐ সমস্ত লোকদের মধ্যে নও, বরং তুমি প্রশংসনীয় জীবনযাপন করবে, শহীদ হিসেবে মৃত্যুবরণ করবে এবং বেহেশতে প্রবেশ করবে। সে বর্ণনাকারী বলেন, ইয়ামামার দিন আমার পিতা, খালিদ বিন ওয়ালীদের সাথে মুসায়লামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বের হন। যখন উভয় বাহিনী একে অন্যের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল এবং মুসলমানদের পা নড়বড়ে হয়ে উঠলো তখন সাবিত ও আবু হুযাইফার আযাদকৃত দাস সালিম বললেন, আমরা তো রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে শত্রুদের বিরুদ্ধে এরূপ লড়তাম না। অতপর উভয়ে একটি করে গর্ত খুড়েন এবং তাতে শক্তভাবে দাঁড়িয়ে যুদ্ধ করতে থাকেন। শেষ পর্যন্ত এ অবস্থায়ই তারা শহীদ হন। ঐদিন সাবিতের দেহের উপর একটি অতি সুন্দর বর্ম ছিল। তখন একজন মুসলমান ঐ স্থান দিয়ে যাবার সময় বর্মটি

www.amarboi.org

তার দেহ থেকে খুলে নিয়ে যায়। অতপর জনৈক মুসলমান স্বপ্নে দেখেন, সাবিত তার কাছে এসে বলছেন, আমি তোমাকে একটি অসিয়াত (অন্তিম উপদেশ) প্রদান করছি। সাবধান! একে স্বপ্ন মনে করে আমার অসিয়াত পালনে অন্যথা করো না। আমি যখন গতকাল শাহাদাতবরণ করি তখন জনৈক মুসলমান আমার নিকট দিয়ে যাবার সময় দেহ থেকে আমার বর্মটি খুলে নিয়ে গেছে। তার ঘর জনবসতির একেবারে শেষ প্রান্তে। তার তাঁবুর কাছে লম্বা রশি দিয়ে একটি ঘোড়া বাঁধা রয়েছে। সে বর্মের উপর একটি হাঁড়ি উপুড় করে রেখেছে এবং হাঁড়ির উপর রয়েছে তাঁবু। তুমি খালিদের কাছে গিয়ে বলবে, তিনি যেন বর্মটি ঐ লোকটির নিকট থেকে চেয়ে পাঠান। আর যখন তুমি মদীনায় যাবে তখন রাসূলুল্লাহ (স)-এর খলীফা অর্থাৎ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা)-কে বলবে, আমার উপর এ পরিমাণ ঋণ রয়েছে এবং আমি আমার অমুক অমুক দাসকে মুক্ত করে দিলাম। তখন লোকটি খালিদের কাছে গিয়ে তাকে এ স্বপ্ন সম্পর্কে অবহিত করলো। তিনি লোক পাঠিয়ে বর্মটি নিয়ে এলেন। অতপর সে আবু বকর (রা)-কেও তার স্বপ্ন সম্পর্কে অবহিত করল। তিনি তার (সাবিতের) অসিয়াত কার্যকরী করলেন। বর্ণনাকারী বলেন, সাবিত বিন কায়স ছাড়া আমরা আর কোন ব্যক্তির কথা জানি না, যার মৃত্যুর পরবর্তী সময়ের অসিয়াত কার্যকরী করা হয়েছিল।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

অতএব দেখা যাচ্ছে, খালিদ, আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং তাঁর নিকটস্থ অন্যান্য সাহাবী একটি স্বপ্নের অসিয়াতকে কার্যকরী করেছিলেন এবং যার কাছে বর্মটি ছিল তার নিকট হতে তা চেয়ে পাঠিয়েছিলেন। একে তো শুধুমাত্র একটি ফিরাসত বা তীক্ষ্ণবুদ্ধির বিষয় আখ্যা দেয়া যেতে পারে না।

যখন ইমাম আবু হানীফা, ইমাম আহমাদ এবং ইমাম মালিক (র) স্বামী স্ত্রীর মধ্য হতে শুধু ফরিয়াদীর ঐ উক্তিকে—যা তার পক্ষে যায়, শুধুমাত্র তার ব্যক্তিগত সত্যবাদিতার ভিত্তিতে গ্রহণ করে থাকেন তখন ঐ একই প্রেক্ষাপটে স্বপ্নের অসীয়াতকেও কার্যকরী করা যেতে পারে। অনুরূপভাবে আবু হানীফা দেয়ালের সেই দাবীদারের উক্তি গ্রহণ করে থাকেন যার দিকে ইট, রশি ইত্যাদি রয়েছে। অনুরূপভাবে স্বামীর শপথের উপর ভিত্তি করে স্ত্রীর উপর শাস্তির হুকুম দেয়া যেতে পারে যখন তার ক্ষেত্রে কোন 'কারীনা' বা সূত্র বিদ্যমান থাকে। কেননা এটাও স্বামীর সত্যবাদিতার একটি প্রমাণ হিসেবে বিবেচিত হবে। যদি কোন ব্যক্তি

www.amarboi.org

সফরের মধ্যে মৃত্যুবরণ করার সময় দুজন অমুসলিমের জন্য অসিয়াত করে যায় এবং তাদের 'খিয়ানত' (অবিশ্বস্ততা)-এর ব্যাপারটি উত্তরাধিকারীরা জেনে ফেলে তাহলে তারা শপথ করে ঐ বস্তুটির হকদার হয়ে যাবে। কেননা তাদের এ শপথ হবে যাদের জন্য অসিয়াত করা হয়েছে, তাদের দাবীর চেয়ে উৎকৃষ্টতর।

যে শাহিদ বা সাক্ষ্যদাতা ইউসুফ (আ) ও আযীযের স্ত্রীর মধ্যকার ঘটনাটি একটি বিশেষ সূত্রের সাহায্যে ফায়সালা করেছিল তার কাহিনী আল্লাহ তাআলা সূরা ইউসুফে বর্ণনা করেছেন। ঐ শাহিদ সূত্র হিসেবে যা বলেছিল, তাহলো ইউসুফ সত্যবাদী এবং স্ত্রীলোকটি মিথ্যাবাদী। আল্লাহ তাআলা তার ঐ ফায়সালাকে প্রত্যাখ্যান করেননি, বরং তা বহাল রাখার জন্যই কুরআনে ঐ ঘটনাটির উল্লেখ করা হয়েছে।

অনুরূপভাবে নবী (স) হযরত সুলায়মান বিন দাউদ (আ)-এর ঐ ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন, যাতে বলা হয়েছে, দুজন স্ত্রীলোকের মধ্যে একটি শিশুর অধিকার নিয়ে বিবাদের সৃষ্টি হয়েছিল এবং প্রত্যেকটি স্ত্রীলোকই নিজ নিজ উদ্ভাবিত সূত্রের সাহায্যে শিশুটিকে নিজের বলে দাবী করছিল। তখন সুলায়মান (আ) নির্দেশ দেন, একটি ছুরি নিয়ে এসো, আমি সমান দুভাগে ভাগ করে তাদের প্রত্যেককে এক একটি ভাগ দিয়ে দিব। তখন জ্যেষ্ঠা স্ত্রীলোকটি বললো, হ্যাঁ, আমি এতে রাজী আছি। এরূপ বলার মধ্যে তার স্বস্তি ছিল এ কারণে যে, অনুরূপ ঘটনা ঘটলে তার প্রতিদ্বন্দ্বী স্ত্রীলোকটির সন্তানই তো মারা যাবে। তখন কনিষ্ঠা স্ত্রীলোকটি বললো, না, একে কাটবেন না, এটা তারই সন্তান, তাকে দিয়ে দিন। কিন্তু সুলায়মান (আ) কনিষ্ঠা স্ত্রীলোকটিকেই সন্তানটি দিয়ে দিলেন। কেননা তাকে কেটে ফেলার কথা শুনে তার অন্তরে এমনি ভালবাসা ও দয়ার উদ্রেক হয় যে, সে জ্যেষ্ঠা স্ত্রীলোকের হাতে তাকে অর্পণ করতেও রাজী হয়ে যায়। কেননা এরূপ করা হলে অন্ততঃ তার বুকের ধনটি বেঁচে যাবে এবং অন্ততঃ তাকে খানিকটা দেখেই সে তার প্রাণ জুড়াতে পারবে।

বিচারের এ পন্থাটি সর্বাধিক সুন্দর এবং ন্যায়ানুগ। ইসলামী শরীআত এ ধরনের পন্থাকে বহাল রেখেছে এবং এটা সঠিক হওয়ার উপর সাক্ষ্য দিয়েছে।

এ সমস্ত কথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, আওফ বিন মালিক এবং সাবিত বিন কায়সের কাহিনীতে যেসব সূত্র বিদ্যমান রয়েছে তা উপরে বর্ণিত সূত্রসমূহ হতে দুর্বল তো নয়ই, বরং স্বামী-স্ত্রী, দেয়ালের দাবীদার,

www.amarboi.org

অমুসলিমের জন্য অসিয়াত প্রভৃতি মাসআলায় যে সূত্র ধরে ফরিয়াদীর পক্ষে রায় প্রদান করা হয়ে থাকে তা হতে অধিক শক্তিশালী। এটা একটা প্রকাশ্য বিষয়। এর মধ্যে কোনো গোপনীয়তা নেই। মানুষের স্বভাব এবং বুদ্ধি-বিবেচনাও এর সঠিক হওয়ার ব্যাপারে সাক্ষ্য প্রদান করে।

প্রশ্নকারীর উত্তরদানই আমাদের উপরোক্ত বর্ণনার লক্ষ্য। সংক্ষেপে বলতে গেলে, যখন মৃত ব্যক্তিকে এসব খণ্ড খণ্ড বিষয় ও তার ব্যাখ্যা সম্পর্কে অবহিত করা হয় তখন তাকে জীবিত যিয়ারতকারী এবং তার সালাম ও দুআ সম্পর্কে অবহিত করা তো আরো বেশী সম্ভবপর এবং যুক্তিযুক্ত।

✪

www.amarboi.org

দ্বিতীয় জিজ্ঞাসা

আত্মারা কি পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাত ও আলাপ-আলোচনা করে ?

এটি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ ও বিরাট প্রশ্ন। সর্বাগ্রে জেনে রাখা উচিত যে, আত্মারা দুভাগে বিভক্ত। এক ভাগ শাস্তিপ্রাপ্ত তথা সিজ্জীনে অবস্থানকারী এবং অপরভাগ নিয়ামতপ্রাপ্ত তথা ইল্লীয়্যীনে অবস্থানকারী। সিজ্জীনে অবস্থানকারী আত্মারা শাস্তি-ভোগরত। এদের পরস্পর দেখা সাক্ষাতের কোন সুযোগ বা অবকাশ নেই। কিন্তু যারা নিয়ামতপ্রাপ্ত তথা আরাম-আয়েশ-ভোগরত ও স্বাধীন-মুক্ত তারা পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাত করে এবং দুনিয়ায় থাকাকালে তাঁদের উপর দিয়ে যে সমস্ত ঘটনা ঘটে গিয়েছে সেগুলোকে স্মরণ করে। অধিকন্তু বর্তমানে দুনিয়াবাসীরা অহরহ যে সমস্ত ঘটনার সম্মুখীন হচ্ছে সেগুলো সম্পর্কেও তারা আলাপ-আলোচনা করে।

প্রত্যেক আত্মা আপন বন্ধু ও সমপর্যায়ের সৎকর্মশীল আত্মাদের সাথে মেলামেশা করে। রাসূলুল্লাহ (স)-এর আত্মা তার রফীকে আ'লা তথা সুমহান আল্লাহ তাআলার সাথে অবস্থান করছে। আল্লাহ্ ও রাসূলের অনুগত বান্দারাও সেখানে তার সাথে অবস্থান করবে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ
وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝ النساء : ٦٩

"কেউ আল্লাহ্ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ্ যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন সে তাদের সংগী হবে ঃ যেমন–নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ। আর তারা কত উত্তম সংগী!"-সূরা আন নিসা ঃ ৬৯

পরস্পর মিলেমিশে জীবন যাপনের ব্যাপারটি দুনিয়ায়ও আছে, বারযাখেও আছে এবং আখিরাতেও আছে। তিনটি জগতেই মানুষ আপন প্রিয়জনদের সাথে মিলেমিশে কালাতিপাত করে। মাসরূক (রা) বলেন, সাহাবীরা রাসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন, আমরা দুনিয়ায় এক মুহূর্তও আপনার বিরহ সহ্য করতে পারি না। কিন্তু দুনিয়া হতে চলে যাওয়ার পর

www.amarboi.org

তো আপনার স্থান আমাদের অনেক উপরে হবে। তখন তো আমরা আপনাকে দেখতে না পেয়ে দুঃখবোধ করবো। তাদের একথার উপর উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয়।—ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

শা'বী (র) বলেন, একজন আনসারী কাঁদতে কাঁদতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এলো। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কাঁদছো কেন ? আনসারী উত্তর দিল, হে আল্লাহর রাসূল ! আমি সেই সত্তার কসম খেয়ে বলছি, যিনি ছাড়া কোন ইলাহ নেই—আপনি আমার কাছে আমার পরিবার-পরিজন এবং ধন-সম্পদের চেয়েও অধিক প্রিয়। আমি সে সত্তার কসম খেয়ে আরো বলছি, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই—আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। যখনই ঘরে আপনার কথা আমার মনে পড়ে তখন আপনাকে না দেখা পর্যন্ত আমি শান্তি পাই না। অতপর যখন আমার ও আপনার মৃত্যুর কথা আমার মনে পড়ে তখন চিন্তা করি, এ দুনিয়ায় তো আপনার সান্নিধ্য পাচ্ছি ; অতপর যখন আপনাকে নবীদের সান্নিধ্যে নিয়ে যাওয়া হবে তখন আমি জান্নাতে গেলেও তো আপনার মর্যাদার নিম্নবর্তী মর্যাদায় থাকবো। রাসূলুল্লাহ (স) আনসারীর একথার কোনো উত্তর দেননি। তখন আল্লাহ তাআলা নাযিল করলেন ঃ

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ۝ ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ۭ وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا ۝ - النساء : ٦٩

"কেউ আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্য করলে আল্লাহ যাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন সে তাদের সংগী হবে ঃ যেমন—নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণ। আর তারা কত উত্তম সংগী। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ! জ্ঞানে আল্লাহই যথেষ্ট।"—সূরা আন নিসা ঃ ৬৯-৭০

আল্লাহ তাআলা আরও নাযিল করলেন—

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۝ ارْجِعِيْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ۝ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ ۝ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ۝

"হে প্রশান্তচিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে আস সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, আমার দাসদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ কর।"—সূরা আল ফাজর ঃ ২৭-৩০

www.amarboi.org

অর্থাৎ আমার সন্তোষভাজন বান্দাদের সাথে মিলিত হও এবং তাদের সাথেই অবস্থান কর। একথা মৃত্যুর সময়ও আত্মাকে বলা হয়ে থাকে।

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

মি'রাজের কাহিনীতে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) যখন হযরত ইবরাহীম (আ), হযরত ঈসা (আ) প্রমুখের সাথে সাক্ষাত করলেন তখন তাদের মধ্যে কিয়ামত সম্পর্কে বেশ কিছুক্ষণ কথাবার্তা হলো। হযরত ইবরাহীম (আ)-কে প্রথমে জিজ্ঞেস করা হলো, কিয়ামত কখন আসবে ? তিনি এ বিষয়ে কিছুই বলতে পারলেন না। অতপর মূসা (আ)-কে এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো। তিনিও কিছুই বলতে পারলেন না। .... অতপর ঈসা (আ)-কে জিজ্ঞেস করা হলো, তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ তাআলা কিয়ামতের পূর্বে আমার সাথে একটি অঙ্গীকার করেছেন। অতপর তিনি দাজ্জালের আবির্ভাবের কথা উল্লেখ করলেন এবং বললেন, অতপর আমি আসমান থেকে নাযিল হবো এবং তাকে হত্যা করবো। (তখন) লোকেরা নিজ নিজ শহরের দিকে প্রত্যাবর্তন করবে এবং তাদের সাথে সাক্ষাত হবে ইয়াজূজ-মাজূজের, যারা প্রতিটি উচ্চ ভূমি হতে ছুটে আসবে, পানির উপর দিয়ে অতিক্রান্ত হওয়ার সময় সমস্ত পানি খেয়ে ফেলবে। মোটকথা, তারা যে জিনিসের কাছ দিয়ে যাবে সে জিনিসকেই ধ্বংস করে ফেলবে। লোকেরা আমার কাছে এসে তাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবে। তখন আমি আল্লাহর দরবারে তাদের সম্পর্কে বদ্দুআ করবো। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন। যমীন তখন আল্লাহর কাছে তাদের (পঁচা লাশের) দুর্গন্ধের অভিযোগ করবে এবং লোকেরা অভিযোগ করবে আমার কাছে। শেষ পর্যন্ত আমি আল্লাহর কাছে দুআ করবো। অতপর আল্লাহ তাআলা বারি বর্ষণ করবেন, যার ফলে তাদের লাশ ভেসে গিয়ে সমুদ্রে পড়বে। অতপর পাহাড় উড়িয়ে দেয়া হবে এবং যমীনকে চামড়ার মতো গুটিয়ে ফেলা হবে। আল্লাহ তাআলা আমার সাথে অঙ্গীকার করেছেন যে, যখন পরিস্থিতি এ পর্যন্ত গিয়ে দাঁড়াবে তখন কিয়ামতের অবস্থা সেই পরিপূর্ণ গর্ভবতীর ন্যায় হবে, যে সকাল-সন্ধ্যা যে কোন সময়ে বাচ্চা প্রসব করতে পারে।–হাকিম, বায়হাকী

এ হাদীসটি আত্মাদের পরস্পর মেলামেশা এবং জ্ঞানালোচনার স্পষ্ট দলীল। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা শহীদদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

يُرْزَقُوْنَ ○ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ لا وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ

www.amarboi.org

يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لا أَلاَّ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ يَسْتَبْشِرُوْنَ
بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لا وَّأَنَّ اللّٰهَ لاَيُضِيْعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনের যারা এখনো তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে, এজন্য যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। আল্লাহর অবদান ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং এটা এ কারণে যে, আল্লাহ বিশ্বাসীদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯-১৭১

উপরোক্ত আয়াত দ্বারা আত্মাদের দেখা-সাক্ষাতের ব্যাপারটি তিন ভাবে প্রমাণিত হচ্ছে।

এক ঃ তারা জীবিত এবং জীবিকাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। অতএব তারা পরস্পরের সাথে মেলামেশাও করে।

দুই ঃ তারা, যারা তাদের পিছনে রয়েছে তাদের আগমনে এবং তাদের সাক্ষাত পেয়ে আনন্দ প্রকাশ করে।

তিন ঃ আরবী 'ইসতিবশার' শব্দটি 'তাবাশুর' অর্থেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ তারা একে অন্যকে সুসংবাদ দেয়।

বিরাট সংখ্যক লোকের পরম্পরাগত স্বপ্ন দ্বারাও এ বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে। তন্মধ্যে সেই স্বপ্নটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যা সাখার বিন রাশিদ (র) থেকে বর্ণিত হয়েছে।

হযরত সাখার বিন রাশিদ (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন মুবারক (র)-কে স্বপ্নে দেখলাম এবং তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি মৃত্যুবরণ করেননি ? তিনি উত্তর দিলেন, কেন নয় ? আমি জিজ্ঞেস করলাম, তাহলে আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করলেন ? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ আমাকে এমনভাবে ক্ষমা করেছেন যে, আমার কোন গুনাহই আর অবশিষ্ট থাকেনি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ সুফইয়ান সাওরী (র)-এর সাথে কিরূপ ব্যবহার করলেন ? তিনি উত্তর দিলেন, বাহ্ বাহ্ ! তিনি তো সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণদের সাথে রয়েছেন।

www.amarboi.org

ইয়াক্যা বিনতে রাশিদ (র) বলেন, মারওয়ান মাহলাবী (র) আমার প্রতিবেশী ছিলেন। তিনি ছিলেন কাযী ও মুজতাহিদ। তাঁর মৃত্যুতে আমি অত্যন্ত ব্যথিত হই। আমি তাঁকে স্বপ্নে দেখলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, 'বলুন, আপনার অবস্থা কি ? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ আমাকে জান্নাত দান করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর কি পেয়েছেন ? তিনি উত্তর দিলেন, আমার মর্যাদা 'আসহাবে ইয়ামীন' পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আর কি পেয়েছেন ? তিনি উত্তর দিলেন, আমাকে মুকাররাব (আল্লাহর নৈকট্যপ্রাপ্ত) বান্দাদের মর্যাদায় উন্নীত করা হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি আপনার কোন্ কোন্ ভাইকে (বন্ধুকে) দেখেছেন ? তিনি উত্তর দিলেন, হাসান বসরী, ইবনে সীরীন এবং মায়মুন বিন সায়াহ (র)-কে দেখেছি।

উম্মে আবদুল্লাহ (র) ছিলেন বসরার শ্রেষ্ঠ রমণীদের অন্যতম। তিনি বলেন, স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন একটি সুন্দর ঘরে প্রবেশ করেছি ; অতপর একটি সুসজ্জিত বাগানে গিয়েছি। আমি সেখানে দেখলাম, এক ব্যক্তি স্বর্ণ-সিংহাসনের উপর হেলান দিয়ে আরামে বসে আছেন এবং তার চতুর্দিকে পান-পাত্র হাতে ভৃত্যরা দাঁড়িয়ে আছে। আমি সেখানকার সাজসজ্জা দেখে বিস্ময়াভিভূত হয়ে পড়লাম। ইতিমধ্যে ঘোষণা করা হলো যে, মারওয়ান মাহলাবী আসছেন। এ ঘোষণা শুনে ঐ ব্যক্তি সাথে সাথে সোজা হয়ে বসলেন। অতপর আমার ঘুম ভেঙে গেল ! আমি দেখতে পেলাম, আমার দরজার কাছ দিয়ে মারওয়ান মাহলাবীর জানাযা বহন করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

স্পষ্ট হাদীসসমূহ দ্বারাও আত্মাদের পরস্পর দেখা-সাক্ষাত ও আলাপ-পরিচয়ের বিষয়টি প্রমাণিত হয়েছে।

বাশার বিন বারা বিন মা'রূর (রা)-এর মৃত্যুতে তার মা অত্যন্ত ব্যথিত হন এবং বলেন, হে আল্লাহর রাসূল! সালামা বংশের লোক তো অহরহ মারা যাচ্ছে, মৃতরা কি একে অন্যকে চিনতে পারে ? যদি এমনটি হয় তাহলে আমি বাশারের কাছে সালাম পাঠাবো। তিনি বললেন, "হ্যাঁ, উম্মে বাশার, আল্লাহ্র কসম, মৃতরা ঠিক তেমনি একে অন্যকে চিনতে পারে, যেমন গাছের উপর উপবিষ্ট পাখীরা চিনতে পারে একে অন্যকে।" অতপর উম্মে বাশার ! মৃত্যুশয্যায় শায়িত সালামা বংশের প্রত্যেকটি লোকের কাছে গিয়ে তাকে সালাম দিয়ে বলতেন, হে অমুক! বাশারের কাছে আমার সালাম পৌঁছে দিও।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

www.amarboi.org

উবায়দ বিন উমায়র (রা) বলেন, আত্মারা বিশ্ববাসীর সংবাদের অপেক্ষায় থাকে। যখন তাদের কাছে সদ্যমৃত কোন ব্যক্তি আসে তখন তারা জিজ্ঞেস করে, (দুনিয়ায়) অমুক অমুক ব্যক্তি কেমন আছে ? সে বলে ভালই আছে। আর যদি ঐ ব্যক্তি মরে গিয়ে থাকে তাহলে বলে, সে কি তোমাদের কাছে আসেনি ? তারা বলে, না ; 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' (আমরা তো আল্লাহর! এবং নিশ্চিতভাবে তারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী), তাকে আমাদের পথে নয় বরং অন্য কোন পথে নিয়ে যাওয়া হয়েছে।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

সালিহ্ আল মারয়ী (র) বলেন, আমার কাছে এ খবর পৌছেছে যে, কারো মৃত্যু হলে তার সাথে অন্যান্য আত্মারা মিলিত হয় এবং তারা নবাগত আত্মাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার ঠিকানা কোথায় ? তুমি কি পবিত্র দেহে ছিলে, না অপবিত্র দেহে ?—একথা বলার পর কাঁদতে কাঁদতে সালিহের শ্বাস বন্ধ হওয়ার উপক্রম হয়।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

উবায়দ বিন উমায়র (র) বলেন, আত্মারা সদ্যমৃত ব্যক্তির আত্মাকে অভ্যর্থনা জানায় এবং তার কাছে নিজেদের প্রিয়জনদের খবরাখবর জিজ্ঞেস করে—যেমন বিদেশে অবস্থানরত কোন ব্যক্তি সেখানে আগত লোকদের কাছে আপন প্রিয়জনদের খবরাখবর জিজ্ঞেস করতে গিয়ে বলে, অমুক কেমন আছে ? অমুকের অবস্থা কি ? .... ইত্যাদি। যদি আগত আত্মা বলে যে, "অমুক তো মরে গেছে।"—এমতাবস্থায় ঐ আত্মা যদি তাদের কাছে না এসে থাকে তাহলে আত্মারা বলে–তাকে তার ঠিকানায় (হাভিয়ায়) পৌছিয়ে দেয়া হয়েছে।

সায়ীদ বিন মুসাইয়িব (র) বলেন, যখন মানুষ মারা যায় তখন তার মৃত বাবা তাকে সেরূপ অভ্যর্থনা জানায় যেরূপ অভ্যর্থনা জানায় কোন ব্যক্তি তার হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে।

উবায়দ বিন উমায়র (র) আরও বলেন, আমি যদি আমার পরিবার-পরিজনের আত্মাদের সাক্ষাত হতে নিরাশ হয়ে পড়তাম তাহলে দুঃখ-ব্যথায় নির্ঘাত মারা যেতাম।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

আবু আইয়ুব আনসারী (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ نَفْسَ الْمُؤْمِنِ اِذَا قُبِضَتْ تَلَقَّهَا اَهْلُ الرَّحْمَةِ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ كَمَا يُتَلَقَّى الْبَشِيْرُ فِى الدُّنْيَا فَيَقُوْلُوْنَ اُنْظُرُوْا اَخَاكُمْ حَتّٰى يَسْتَرِيْحَ فَاِنَّهُ كَانَ فِىْ

www.amarboi.org

كُرْبٍ شَدِيْدٍ فَيَسَالُوْنَه مَاذَا فَعَلَ فُلَانٌ ؟ وَمَاذَا فَعَلَتْ فُلَانَه ؟ وَهَلْ تَزَوَّجَتْ فُلَانَةُ؟ فَاذَا سَاَلُوْهُ عَنْ رَجُلٍ مَاتَ قَبْلَهُ قَالَ انَّهَا قَدْ مَاتَ قَبْلِىْ قَالُوْا انَّا لِلّٰهِ وَانَّا اِلَيْهِ رٰجِعُوْنَ ذُهِبَ بِهٖ اِلٰى اُمِّهِ الْهَاوِيَةِ فَبِئْسَتِ الْاُمُّ وَبِئْسَتِ الْمَرْبِيَّةُ ـ الروح لابن قيم

"কাব্য় করে নিয়ে যাওয়ার পর পরই মু'মিনের আত্মাকে আল্লাহর রহমতপ্রাপ্ত আত্মারা এমনভাবে অভ্যর্থনা জানায়—যেমন অভ্যর্থনা জানানো হয় দুনিয়ায় কোনো সুসংবাদ বহনকারীকে। আত্মারা তখন বলে, তোমাদের ভাইকে একটু বিশ্রাম নিতে দাও। কেননা সে এখন অত্যন্ত বিচলিত অবস্থায় আছে। অতপর বিভিন্ন লোকের নাম ধরে তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, অমুক পুরুষ বা অমুক স্ত্রীলোক কেমন আছে? অমুক মেয়ের কি বিয়ে হয়ে গেছে ? যখন নবাগত আত্মাকে এমন কোন ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, যে ইতিপূর্বে মারা গেছে তখন সে উত্তর দেয়, 'অমুক তো আমার পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেছে।' একথা শুনে আত্মারা 'ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন' (নিশ্চয় আমরা আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে আমরা তারই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী) বলে এবং এও বলে, তাকে তার মা (ঠিকানা) হাভিয়ার দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। এই মা যেমন নিকৃষ্টতম তেমনি নিকৃষ্টতম তার কোলে আশ্রয় গ্রহণকারীও।"

ইয়াহইয়া বিন বিস্তাম বলেন, মুসমি' বিন আসিম (র) আমাকে বলেছেন, আমি আসিম জুহদারী (র)-কে তার মৃত্যুর দু বছর পর স্বপ্নে দেখলাম। আমি তখন বললাম, আপনি কি মৃত্যুবরণ করেননি ? তিনি বললেন, 'কেন নয় ?' আমি বললাম, তাহলে আপনি কোথায় আছেন ? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি জান্নাতের উদ্যানসমূহের একটিতে আছি। আমি এবং আমার একদল বন্ধু প্রত্যেক শুক্রবার রাতে এবং সকালে বকর বিন আবদুল্লাহ মাযানীর কাছে সমবেত হই এবং তোমাদের খবরাখবর নেই। আমি বললাম, আপনারা সশরীরে সমবেত হন, না আপনাদের আত্মারা সমবেত হয় ? তিনি বললেন, আমাদের দেহ তো ধ্বংস হয়ে গেছে, এখন আমাদের আত্মারাই পরস্পরের সাথে মিলিত হয়।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

✪

www.amarboi.org

তৃতীয় জিজ্ঞাসা

জীবিত ও মৃতদের আত্মা কি পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করে ?

হ্যাঁ, করে এবং এর উপর অসংখ্য দলীল-প্রমাণ রয়েছে। মানুষের তীক্ষ্ণ অনুভূতি এবং স্বপ্নে দৃষ্ট বিভিন্ন ঘটনাবলী এর উপর বিশেষভাবে সাক্ষ্য প্রদান করে থাকে।

জীবিত এবং মৃতদের আত্মারা পরজগতে ঠিক সেভাবে পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করে, যেভাবে সাক্ষাত করে ইহজগতে জীবিতদের আত্মারা পরস্পরের সাথে। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ج فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰٓى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ۝- الزمر : ٤٢

"মৃত্যু আসলে আল্লাহ্ প্রাণ (আত্মা) হরণ করেন এবং যারা জীবিত তাদেরও প্রাণহরণ করেন তারা যখন নিদ্রিত থাকে। অতপর যার জন্য মৃত্যু অবধারিত করেছেন তিনি তার প্রাণ রেখে দেন এবং অপরগুলো ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।"–সূরা আয্ যুমার ঃ ৪২

ইবনে আব্বাস (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আমার কাছে এ খবর পৌঁছেছে যে, ঘুমের মধ্যে জীবিত এবং মৃতদের আত্মা পরস্পরের সাথে মিলিত হয় এবং একে অন্যের সাথে আলাপ-আলোচনা করে। অতপর আল্লাহ্ তাআলা মৃতদের আত্মাকে আটকে রাখেন এবং জীবিতদের আত্মাকে তাদের দেহের দিকে ফিরিয়ে দেন।

সুদ্দী (র), 'যারা জীবিত তাদেরও প্রাণ হরণ করেন'–এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেন, আল্লাহ্ তাআলা নিদ্রার মধ্যেও আত্মাসমূহ হরণ করেন। অতপর জীবিত ও মৃতদের আত্মা পরস্পরের সাথে সাক্ষাত করে। তারা পরস্পর আলাপ-আলোচনা করে এবং একে অন্যকে চিনতে পারে। অতপর জীবিতদের আত্মাকে তাদের অবশিষ্ট জীবনকালের জন্য দুনিয়ায়

www.amarboi.org

ফিরিয়ে দেয়া হয়। কিন্তু মৃতদের আত্মা যখন আপন দেহের দিকে ফিরে যেতে চায় তখন তাদেরকে রুখে রাখা হয়।–ইবনে কাইয়িম

জীবিত ও মৃতদের আত্মা পরস্পর মিলিত হওয়ার এটিও একটি প্রমাণ যে, কোন কোন জীবিত বুযুর্গ ব্যক্তি স্বপ্নের মাধ্যমে মৃত ব্যক্তিদের দর্শন লাভ করেন এবং তাদের নিকট হতে তাদের অবস্থার কথা জেনে নেন। তখন মৃতরা জীবিতদের এমন অজ্ঞাত ঘটনার কথাও প্রকাশ করে, যেগুলো পরবর্তী সময়ে হুবহু ঘটে থাকে, কিংবা ইতিমধ্যে ঘটে গেছে। মৃত ব্যক্তি কখনও কখনও মাটিতে পুঁতে রাখা এমনসব ধন-সম্পদের কথা প্রকাশ করে, যার খবর সে ছাড়া আর কারো জানার কথা নয়। আবার কখনো কখনো সে আপন ঋণের কথা বলে (যেমন আমি অমুক অমুক ব্যক্তির কাছে ঋণী) এবং তার সাক্ষী-প্রমাণও উল্লেখ করে। কখনো কখনো আবার তার এমন কর্মকাণ্ডের কথাও বলে, যে সম্পর্কে সে ছাড়া এ বিশ্বের কেউই অবগত নয়। কখনো কখনো সে বলে, 'তুমি আমার কাছে অমুক সময়ে চলে আসবে' (অর্থাৎ মৃত্যুবরণ করবে) এবং তার একথা সত্য প্রমাণিত হয়। কখনো কখনো সে এমন সব তথ্যাদি প্রকাশ করে, যেগুলো সম্পর্কে জীবিতরা স্থির নিশ্চিত যে, সে ছাড়া আর কেউই এগুলো সম্পর্কে অবহিত ছিল না।

এ জাতীয় বেশ কিছু ঘটনার উল্লেখ আমরা ইতিপূর্বে করেছি। নিম্নে আরও কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হলো।

আবদুল্লাহ বিন সালাম ও সালমান ফারসী (রা)-এর মধ্যে পরস্পর চুক্তি

সায়ীদ বিন মুসাইয়িব (রা) বলেন, একদা আবদুল্লাহ বিন সালাম ও সালমান ফারসী (রা) পরস্পর মিলিত হন এবং তাদের একজন বলেন, 'যদি তুমি আমার আগে মারা যাও তাহলে তুমি আমার সাথে' অবশ্যই সাক্ষাত করবে এবং তোমার প্রভুর নিকট থেকে কি ব্যবহার পেয়েছো তা আমাকে জানাবে। আর আমি যদি আগে মারা যাই তাহলে আমি অবশ্যই তোমার সাথে সাক্ষাত করবো এবং আমার অবস্থা সম্পর্কে তোমাকে অবহিত করবো।' তখন অপরজন বলেন, মৃত এবং জীবিতরা কি পরস্পর সাক্ষাত করে ? প্রথমজন বলেন, হ্যাঁ, পুণ্যবানদের আত্মাসমূহ জান্নাতে থাকে এবং যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করতে পারে। তিনি আরো বলেন, অমুক ব্যক্তি মারা যাওয়ার পর অমুকের সাথে স্বপ্নে সাক্ষাত করল এবং বললো,

www.amarboi.org

আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল (ভরসা) কর এবং সুখে থাক। আমি তাওয়াক্কুলের চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন কাজ আর দেখিনি।

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

গুযাইফ বিন হারিস (রা)-এর একটি আবেদন

গুরাইহ বিন আবিদ শামালী (রা)-এর সাকরাত মুহূর্তে (শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগের অব্যবহিত পূর্বে) গুযাইফ বিন হারিস (রা) তাঁর কাছে যান এবং আবেদন করেন, যদি আপনি মৃত্যুর পর আমাদের কাছে আসতে পারেন এবং আপনার অবস্থা সম্পর্কে আমাদের অবহিত করতে পারেন তাহলে অবশ্যই তা করবেন। তিনি বলেন, একথাটি ফিক্হবিদদের কাছে খুবই কৌতূহলজনক ছিল। কিন্তু মৃত্যুর পর বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি তাকে স্বপ্নে দেখলেন না। অতপর একদিন স্বপ্নে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি মৃত্যুবরণ করেননি ? তিনি উত্তর দিলেন, 'কেন নয় ?' তিনি আবার প্রশ্ন করলেন, এখন আপনার অবস্থা কেমন ? তিনি উত্তর দিলেন, আমার প্রভু আমার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে 'আহরায' ছাড়া আর কেউই ধ্বংস হয়নি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, 'আহরায' কারা ? তিনি উত্তর দিলেন, 'কোন কুকথা প্রসংগে যাদের প্রতি অংগুলি সংকেত করা হয়।'

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

উমর বিন আবদুল আযীয (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

আবদুল্লাহ বিন উমর বিন আবদুল আযীয (র) বলেন, আমি আমার পিতাকে স্বপ্নে দেখলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি কোন একটি বাগানের মধ্যে আছেন। তিনি আমাকে কয়েকটি নাশপাতি দিলেন। আমি এর ব্যাখ্যা করলাম এই মর্মে যে, আমার পুত্র সন্তান হবে। আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোন্ কাজটি উৎকৃষ্টতর পেয়েছেন ? তিনি উত্তর দিলেন, 'ইসতিগ্ফার' (আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা) হে বৎস।'

মাসলামা বিন আবদুল মালিক (র) উমর বিন আবদুল আযীয (র)-কে স্বপ্নে দেখে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন ! মৃত্যুর পর আপনি কি কি পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন তা যদি আমি জানতে পারতাম (তাহলে কতই না ভালো হত) ! তিনি বললেন, হে মাসলামা, এটা আমার অবকাশকাল। আল্লাহর কসম, আমি শুধুমাত্র এখনই একটু বিশ্রাম নিতে

www.amarboi.org

পারছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি এখন কোথায় আছেন ? তিনি উত্তর দিলেন, পথপ্রদর্শনকারী ইমামদের সাথে চিরস্থায়ী জান্নাতে আছি।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

যারারাহ বিন আওফা (রা)-কে স্বপ্নে দর্শন

সালিহ বাররাদ (র) বলেন, আমি যারারাহ বিন আওফা (রা)-কে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখলাম। আমি বললাম, আল্লাহ আপনার উপর কৃপা করুন, আপনাকে কী জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এবং আপনি তার উত্তরে কি বলেছেন ? তিনি আমার দিক থেকে তার মুখ ফিরিয়ে নিলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ আপনার সাথে কি ব্যবহার করেছেন ? তিনি বললেন, আল্লাহ তাআলা নিজ করুণা ও বদান্যতা গুণে আমার উপর দয়া করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মাতরাদের ভাই আবুল আ'লা বিন ইয়াযীদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হয়েছে ? তিনি উত্তর দিলেন, তিনি তো অতি উচ্চমর্যাদা লাভ করেছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কাছে কোন্ কাজটি শ্রেষ্ঠতর ? তিনি উত্তর দিলেন, তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর ভরসা) ও 'কসরে আমল' (কামনা-বাসনা সংক্ষিপ্তকরণ)।

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

মুসলিম বিন ইয়াসার (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

মালিক বিন দীনার (র) বলেন, আমি মুসলিম বিন ইয়াসার (র)-কে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখলাম এবং তাকে সালাম করলাম। কিন্তু তিনি আমার সালামের কোন উত্তর দিলেন না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি কারণে আপনি আমার সালামের উত্তর দিচ্ছেন না ? তিনি উত্তর দিলেন, আমি তো মৃত, তোমার সালামের উত্তর দিব কি করে ? আমি জিজ্ঞেস করলাম, মৃত্যুর পর আপনার উপর দিয়ে কি ঘটনা ঘটে গেছে ? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি অনেক ভীতিকর অবস্থা ও সাংঘাতিক ভূকম্পনের সম্মুখীন হয়েছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, অতপর কি হলো ? তিনি বললেন, পরম দয়ালু (আল্লাহ তাআলা) সম্পর্কে আমি যেরূপ ধারণা করতাম সেরূপই হয়েছে। তিনি আমার সৎকার্যাদি গ্রহণ করেছেন, অসৎকার্যাদি ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং নিজগুণে অধমের দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। এতটুকু দেখার পর মালিক এক বিকট চীৎকার দিয়ে অজ্ঞান হয়ে পড়েন। এরপর দীর্ঘদিন তিনি অসুস্থ থাকেন এবং শেষ পর্যন্ত হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার কারণে মারা যান।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

www.amarboi.org

মালিক বিন দীনার (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

হাযাম (র)-এর ভাই সুহায়ল (র) বলেন, আমি মালিক বিন দীনার (র)-কে স্বপ্নে দেখলাম এবং বললাম, হে আবু ইয়াহইয়া, হায়! আমি যদি জানতে পারতাম আপনি আল্লাহ্র কাছে কি নিয়ে গেছেন ? তিনি বললেন, অনেক গুনাহ্ নিয়ে গিয়েছিলাম, কিন্তু আল্লাহ্ সম্পর্কে আমার সুধারণা ছিল বলে তিনি আমার সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিয়েছেন।

–ইবনে কাইয়িমঃ আর রূহ

রিযা বিন হায়াত (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

রিযা বিন হায়াত (র)-এর মৃত্যুর পর একজন পুণ্যবান মহিলা তাকে স্বপ্নে দেখলেন এবং বললেন, হে আবুল মিকদাম! তুমি কোন্ দিকে প্রত্যাবর্তন করেছো ? তিনি উত্তর দিলেন, মঙ্গলের দিকে। কিন্তু তোমাদের ছেড়ে আসার পর আমি আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং ধারণা করেছিলাম যে, কিয়ামত এসে গেছে। উক্ত মহিলা জিজ্ঞেস করলেন, কেন? তিনি উত্তর দিলেন, জাররাহ্ এবং তার সঙ্গীগণ নিজেদের যাবতীয় মাল-আসবাবসহ এমনভাবে জান্নাতে প্রবেশ করছিলেন যে, তাতে জান্নাতের দরজায় ভিড় জমে গিয়েছিল।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

মুআররিক আজালী (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

জামীল বিল মুররাহ (র) বলেন, মুআররিক আজালী (র) ছিলেন একাধারে আমার ভাই এবং বন্ধু। আমরা পরস্পর প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয়েছিলাম যে, আমাদের মধ্যে যে আগে মারা যাবে সে স্বপ্নযোগে এসে অপরজনকে তার অবস্থা বর্ণনা করবে। শেষ পর্যন্ত মুআররিক (র) মারা গেলেন এবং আমার স্ত্রী স্বপ্নে দেখলেন যে, তিনি যথারীতি আমাদের কাছে এসেছেন এবং দরজায় খট্খট্ করছেন। আমার স্ত্রী বললেন, আমি উঠে যথারীতি দরজা খুলে দিলাম এবং নিবেদন করলাম, আপনার বন্ধুর ঘরে এসে বসুন। তিনি বললেন, আমি কিভাবে আসবো, আমিতো মরে গেছি। আমি আমার বন্ধুকে আল্লাহর রহমতের সুসংবাদ দিতে এসেছি। তাকে বলে দিবেন যে, আল্লাহ আমাকে তার বিশিষ্ট বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করেছেন।

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

www.amarboi.org

ইবনে সীরীন (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

ইবনে সীরীন (র) যখন মারা যান তখন তার একজন বন্ধু যারপরনেই ব্যথিত হন। অতপর তিনি তাকে স্বপ্নের মধ্যে অত্যন্ত ভাল অবস্থায় দেখতে পান এবং জিজ্ঞেস করেন, 'ভাই, আপনার অবস্থা দেখে তো আমি খুব সন্তুষ্ট হয়েছি—এবার বলুন, হাসান (র)-এর সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হয়েছে ? তিনি উত্তর দিলেন, হাসান আমার চেয়ে সত্তর ধাপ উপরের মর্যাদায় রয়েছেন। বন্ধু বললেন, কেন আমরা তো আপনাকেই শ্রেষ্ঠতর মনে করতাম ? তিনি উত্তর দিলেন, তিনি (হাসান) আখিরাতের জন্য সর্বদা চিন্তিত থাকতেন কিনা (তাই এ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন)।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

সাওরী (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

ইবনে উয়ায়নাহ (র) বলেন, আমি সুফইয়ান সাওরী (র)-কে স্বপ্নে দেখলাম এবং বললাম, আমাকে কিছু অসিয়াত (অন্তিম উপদেশ প্রদান) করুন। তিনি বললেন, মানুষের সাথে অধিক চেনাপরিচয় হ্রাস কর।

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

যায়গাম বিন আবিদ (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

জনৈক ব্যক্তি যায়গাম বিন আবিদ (র)-কে এমতাবস্থায় স্বপ্নে দেখলো যে, তিনি বলছেন, তুমি আমার জন্য দুআ করোনি কেন ? ঐ ব্যক্তি এর কৈফিয়ত দিলে তিনি বললেন, আমার জন্য দুআ করলে খুব ভাল হত।

রাবিআ বসরী (রা)-কে স্বপ্নে দর্শন

রাবিআ বসরী (র) যখন মারা যান তখন তার সঙ্গী-সাথীদের মধ্য হতে জনৈক স্ত্রীলোক তাকে স্বপ্নে দেখলো এ অবস্থায় যে, তিনি মোলায়েম রেশমের জুব্বা এবং সেই সাথে মোটা রেশমের দু পাট্টা পরে আছেন। তাকে মূলত একটি জুব্বা ও একটি পশমের দুপাট্টা পরিয়ে দাফন করা হয়েছিল। ঐ স্ত্রীলোক জিজ্ঞেস করল, আপনার ঐ জুব্বা ও পশমের দুপাট্টা কোথায় ? তিনি বললেন, ঐগুলো খুলে নিয়ে আমাকে এ পোশাক পরানো হয়েছে। আর ঐগুলো ভাঁজ করে প্যাকেটে পুরে তার উপর সীল মেরে ইল্লিয়্যীনে রেখে দেয়া হয়েছে, যাতে কিয়ামতের দিন ঐগুলোর পুরোপুরি

www.amarboi.org

পুরস্কার আমাকে প্রদান করা হয়। সে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি এ উদ্দেশ্যেই দুনিয়ায় সৎকাজ করতেন ? তিনি বললেন, আমার ধারণা মতে, শুধুমাত্র এটাই আপন অলীদের প্রতি আল্লাহ্ তাআলার সব অনুগ্রহ নয়। সে জিজ্ঞেস করল, আবদাহ্ বিনতে আবী কিলাবের অবস্থা কি ? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, সে তো মর্যাদায় আমাকে ছাড়িয়ে গেছে। সে জিজ্ঞেস করল, কেন, জনসাধারণের দৃষ্টিতে তো আপনিই অধিকতর ইবাদাতকারী ছিলেন ? তিনি বললেন, সে দুনিয়ায় যে অবস্থায়ই থাকুক না কেন, তার কোন পরোয়া করতো না। সে জিজ্ঞেস করল, আবু মালিক যায়গামের অবস্থা কি ? তিনি বললেন, সে যখনি চায় তখনি আল্লাহ্কে দর্শন করে। সে জিজ্ঞেস করলো, বাশার বিন মানসূরের অবস্থা কি ? তিনি উত্তর দিলেন, বাহ্, তাকে তো আল্লাহ্ তাআলা আশাতিরিক্ত পুরস্কার প্রদান করেছেন। অতপর সে নিবেদন করলো, আল্লাহর নৈকট্যলাভের কোন আমল আমাকে বাতলে দিন। তিনি বললেন, আল্লাহ্কে বেশী করে স্মরণ করো। এর ফলে তুমি কবরের মধ্যে ঈর্ষণীয় অবস্থায় থাকবে।

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

আবদুল আযীয বিন সুলায়মান আবিদ (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

আবদুল আযীয বিন সুলায়মান আবিদ (র) মৃত্যুবরণ করার পর তার জনৈক বন্ধু তাকে স্বপ্নে দেখলো এমতাবস্থায় যে, তিনি সবুজ কাপড় পরে আছেন এবং তার মাথায় মোতি-সজ্জিত মুকুট রয়েছে। সে জিজ্ঞেস করলো, আপনি কেমন আছেন ? আপনার মৃত্যু কিভাবে হলো এবং আপনি এখানে কি দেখলেন ? তিনি বললেন, মৃত্যুর কষ্ট-যন্ত্রণা সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করো না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা আমার প্রত্যেকটি দোষের উপর পর্দা ঢেলে দিয়েছেন এবং আপন অনুগ্রহে আমার সাথে সদয় ব্যবহার করেছেন।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

আতা সালামী (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

সালিহ বিন বাশার (র) বলেন, আতা সালামী (র)-এর মৃত্যুর পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি মরেননি ? তিনি উত্তর দিলেন কেন নয় ? আমি বললাম, মৃত্যুর পর আপনি কিরূপ পরিস্থিতির সম্মুখীন হয়েছেন ? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি অত্যন্ত মঙ্গলজনক অবস্থায় পরম করুণাময় আল্লাহর দরবারে পৌঁছেছি।

www.amarboi.org

আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি দুনিয়ায় সবসময় চিন্তিত থাকতেন না? তিনি মুচকি হেসে উত্তর দিলেন, আল্লাহর কসম, এর বিনিময়ে আমি চিরস্থায়ী আয়েশ-আরামের অধিকারী হয়েছি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, এখন আপনি কোথায় আছেন ? তিনি উত্তর দিলেন, নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মপরায়ণদের সাথে আছি।—ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

আসিম জাহ্দারী (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

আসিম জাহ্দারী (র) যখন মারা যান তখন তার পরিবারের জনৈক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখলো এবং জিজ্ঞেস করলো, আপনি কি মৃত্যুবরণ করেননি ? তিনি উত্তর দিলেন, কেন নয় ? সে জিজ্ঞেস করলো, আপনি এখন কোথায় আছেন ? তিনি বললেন, আল্লাহর কসম, আমি জান্নাতে একটি উদ্যানে আছি। আমি এবং আমার সাথীরা প্রত্যেক শুক্রবার রাতে এবং সকালে বকর বিন আবদুল্লাহ মাযানী (র)-এর কাছে একত্রিত হয়ে তোমাদের অবস্থাদি সম্পর্কে অবগত হই। সে জিজ্ঞেস করলো, সশরীরে, না শুধু আপনাদের আত্মারা ? তিনি উত্তর দিলেন, শরীর জীর্ণ হয়ে গেছে। এখন শুধু আত্মারাই একত্রিত হয়।—ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

ফুযায়ল বিন আয়ায (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

ফুযায়ল বিন আয়ায (র)-কে তাঁর মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখা গেল এমতাবস্থায় যে, তিনি বলছেন, আমি বান্দাদের প্রতি তাদের প্রভুর চেয়ে অধিক ক্ষমাশীল আর কাউকে পাইনি।—ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

মুররাহ হামাদানী (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

মুররা হামাদানী (র) এত লম্বা লম্বা সিজদা করতেন যে, তার কপালের উপর কাল দাগ পড়ে গিয়েছিল। যখন তিনি মারা যান তখন তার পরিবারের জনৈক ব্যক্তি তাকে স্বপ্নে দেখেন এমতাবস্থায় যে, তার সিজদার জায়গাটি উজ্জ্বল ঝকমকে তারার মতো ঝলমল করছে। সে জিজ্ঞেস করল, আমি আপনার চেহারার উপর এটা কিসের চিহ্ন দেখছি? তিনি উত্তর দিলেন, সিজদার ঐ দাগের কারণে আমার কপালের উপর এ নূরটি স্থাপন করা হয়েছে। সে প্রশ্ন করল, আপনি আখিরাতে কী মর্যাদা পেয়েছেন ? তিনি উত্তর দিলেন, উত্তম মর্যাদা এবং এমন একটি আবাসস্থল, যেখানে অবস্থানকারীদেরকে কখনো অন্যত্র স্থানান্তর করা হবে না এবং তারা আর কখনো মৃত্যুবরণ করবে না।—ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

www.amarboi.org

উয়ায়স কারনী (রা)-কে স্বপ্নে দর্শন

আবু ইয়াকুব কারী (র) বলেন, আমি স্বপ্নের মধ্যে পিঙ্গল বর্ণের একজন দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে দেখতে পেলাম, যার পিছনে অনেক লোক রয়েছে। আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম 'ইনি' কে ? তারা জবাব দিল, ইনি উয়ায়স কারনী (রা)। তখন আমিও তার অনুসরণ করলাম। আমি তাকে বললাম, আপনার উপর আল্লাহর করুণা বর্ষিত হোক, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তখন তিনি আমার দিকে মুখ করে বললেন, আল্লাহকে ভালবাসার মাধ্যমে তার করুণা অনুসন্ধান কর এবং তাঁর অবাধ্যতা হতে দূরে থাক। মনে রেখ, আল্লাহর অবাধ্যতার মধ্যেই তাঁর শাস্তি নিহিত রয়েছে। সাবধান! আল্লাহর সাথে তোমার আশার বন্ধনকে কখনো ছিন্ন করো না। অতপর তিনি মুখ ফিরিয়ে আমাকে ছেড়ে চলে গেলেন।

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

মাসআর (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

ইবনে সাম্মাক বলেন, আমি মাসআর (র)-কে স্বপ্নে দেখলাম এবং বললাম, এখন আপনার দৃষ্টিতে কোন্ স্থানটি উৎকৃষ্টতম ? তিনি বললেন, 'যিকরের মজলিসসমূহ।'

সালামাহ বিন কুহায়ল (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

আজলাহ (র) বলেন, আমি সালামাহ বিন কুহায়ল (র)-কে স্বপ্নে দেখলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কোন্ কাজটি উৎকৃষ্টতম পেয়েছেন ? তিনি উত্তর দিলেন, তাহাজ্জুদের নামায।

আবদুল্লাহ বিন আবী হাবীবাহ (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

মূসা বিন ওয়ারদান (র) বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন আবী হাবীবাহ (র)-কে স্বপ্নে দেখলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি বলছেন, 'আমাকে আমার পুণ্যসমূহ এবং পাপসমূহ দেখানো হয়েছে। আমি আমার পুণ্যসমূহের মধ্যে সেই আনারের দানাগুলোও দেখতে পেলাম, যা একদা মাটিতে পড়েছিল এবং আমি তা উঠিয়ে খেয়েছিলাম। আর পাপসমূহের মধ্যে রেশমের সেই দুটি সূতাও দেখতে পেলাম, যা আমি আমার টুপীতে লাগিয়ে রেখেছিলাম।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

www.amarboi.org

ওয়াফা বিন বাশার (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

আবু বকর বিন মারইয়াম বলেন, ওয়াফা বিন বাশার (র)-এর মৃত্যুর পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি সমাচার ? তিনি উত্তর দিলেন, দুঃখ যাতনা থেকে রেহাই পেয়েছি। জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজটি উৎকৃষ্টতম পেলেন ? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন করা।

একজন কূফী যুবককে স্বপ্নে দর্শন

জুভায়রিয়াহ বিন আসমা (র) বলেন, আমরা ইবাদানে বসবাস করতাম। আমাদের কাছেই একটি কূফী যুবক এসে বসবাস করতে লাগলো। সে খুব বেশী ইবাদাত-বন্দেগী করত। সে দুপুর বেলা অত্যন্ত গরমের সময় মারা গেল। আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে, কিছুক্ষণ পর একটু ঠাণ্ডা পড়লেই আমরা তার কাফন-দাফনের ব্যবস্থা করবো। কিন্তু দাফন করার পূর্বেই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। তখন স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন করবস্থানে আছি। সেখানে মোতির একটি ঝলমলে সুন্দর বদ্ধ তোরণ রয়েছে। আমি তা দেখছিলাম। হঠাৎ তোরণটি ফেটে গেল এবং তা হতে একটি অতি সুন্দরী তরুণী হুর বের হয়ে এলো। সে আমার কাছে এসে বললো, তোমার আল্লাহর কসম, তাকে যুহরের ওয়াক্তের চেয়ে অতিরিক্ত সময় আমা হতে আটকিয়ে রাখবে না। তখন ভয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল। অতপর আমি তার কাফন-দাফনে আত্মনিয়োগ করলাম এবং সেই জায়গায় একটি কবর খুড়লাম, যেখানে আমি তোরণটি দেখেছিলাম এবং ঐ কবরেই তাকে দাফন করলাম।—ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

আমীর বিন আবুল কায়স (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

আবদুল মালিক বিন আত্তাব লায়সী (র) বলেন, আমি আমীর বিন আবুল কায়স (র)-কে স্বপ্নে দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ কাজটি আপনি উৎকৃষ্ট পেয়েছেন। তিনি উত্তর দিলেন, যে কাজের লক্ষ্য হয় আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভ।

আবুল আ'লা আইয়ুব (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

ইয়াযিদ বিন হারুন বলেন, আমি আবুল আ'লা আইয়ুব বিন মিসকীন (র)-কে স্বপ্নে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার প্রভু আপনার সাথে কিরূপ

www.amarboi.org

আচরণ করেছেন ? তিনি উত্তর দিলেন, আমাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ আমলের কারণে ? তিনি উত্তর দিলেন নামায ও রোযার কারণে। আমি বললাম, আপনি কি মানসুর বিন যাযানকে দেখেছেন ? তিনি উত্তর দিলেন, তিনি এত উচ্চমর্যাদা পেয়েছেন যে, আমরা তার প্রাসাদটির দিকে শুধু দূর হতে তাকিয়ে থাকি।

একটি শিশুকে স্বপ্নে দর্শন

ইয়াযিদ বিন নাআমা (র) বলেন, একটি মেয়ে শিশু প্লেগমহামারীতে মারা যায়। তার পিতা তাঁকে স্বপ্নে দেখেন এবং বলেন, তুমি আমাকে আখিরাত সম্পর্কে কিছু বলো। সে বললো, বাবা, আমরা এমন এক জায়গায় এসে পৌছেছি যেখানে আমরা শুধু ইল্‌ম (জ্ঞান) রাখি, কিন্তু আমল করতে পারি না। আর আপনারা আমল করতে সক্ষম, কিন্তু ইল্‌ম্ (জ্ঞান) হতে বঞ্চিত। আল্লাহর কসম, এক দু'বার তাসবীহ কিংবা এক দু' রাকআত নামায আমার আমলনামায় থাকাটা আমার কাছে দুনিয়া ও দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়েও অধিক প্রিয়।

–মাওলানা মুফতী আযান গাছী (র) ঃ মাওয়ায়িয (কলমী নুসখা)

কয়েকজন মহিলাকে স্বপ্নে দর্শন

কাসীর বিন মুররাহ (র) বলেন, স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন জান্নাতের শীর্ষস্থানীয় একটি প্রাসাদে প্রবেশ করেছি। আরও দেখলাম, সেখানকার মসজিদের একটি প্রান্তে কয়েকজন মহিলা রয়েছেন। আমি সেখানে গিয়ে তাদেরকে সালাম করলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কোন্ আমলের কারণে এ মর্যাদায় উপনীত হয়েছেন ? তারা বললেন, সিজদা ও তাকবীরসমূহের কারণে।

উমর বিন আবদুল আযীয (র)-এর একটি স্বপ্ন

খলীফা আবদুল মালিকের কন্যা ও উমর বিন আবদুল আযীযের স্ত্রী ফাতিমা বলেন, উমর বিন আবদুল আযীয (র) এক রাতে ঘুম থেকে জাগরিত হয়ে বললেন, আমি একটি মনোমুগ্ধকর স্বপ্ন দেখেছি। আমি তখন বললাম, আপনার জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক, বলুন কি স্বপ্ন দেখেছেন ? তিনি বললেন, ভোর না হওয়া পর্যন্ত তোমাকে বলবো না। ভোর বেলা উমর (র) মসজিদে চলে গেলেন এবং নামায পড়ে ফিরে এলেন। আমি তাঁর এ নির্জনতাকে সুবর্ণ সুযোগ মনে করলাম। নিবেদন

www.amarboi.org

করলাম, বলুন, গতরাতে কি স্বপ্ন দেখেছেন ? তিনি বললেন, আমি দেখলাম, যেন আমাকে কেউ এমন একটি সবুজ শ্যামল প্রশস্ত প্রান্তরে নিয়ে গেছে, যেখানে যামরূদের বিছানা পাতা রয়েছে। ইতিমধ্যে আমি সেখানে রৌপ্যের মতো শুভ্রবর্ণের একটি প্রাসাদ দেখতে পেলাম। অতপর দেখলাম একটি লোক সেখান থেকে বের হয়ে অতি উচ্চস্বরে হাঁক দিচ্ছে, কোথায় আল্লাহর রাসূল ? কোথায় মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন আবদুল মুত্তালিব ? তখন রাসূলুল্লাহ (স) আসলেন এবং ঐ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। অতপর ঐ প্রাসাদ থেকে অপর ব্যক্তি বের হয়ে এসে উচ্চস্বরে হাঁক দিল, কোথায় আবু বকর সিদ্দীক ? কোথায় ইবনে কুহাফা ? তখন আবু বকর (রা) এলেন এবং ঐ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। অতপর অপর এক ব্যক্তি ঐ প্রাসাদ হতে বের হয়ে এসে হাঁক দিল, কোথায় উসমান বিন আফ্‌ফান ? তখন উসমান (রা) এলেন এবং ঐ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। অতপর আর এক ব্যক্তি ঐ প্রাসাদ হতে বের হয়ে হাঁক দিল, কোথায় আলী বিন আবী তালিব ? তখন আলী (রা) এলেন এবং ঐ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। অতপর অপর এক ব্যক্তি ঐ প্রাসাদ থেকে বের হয়ে এসে হাঁক দিলো, কোথায় উমর বিন আবদুল আযীয ? তখন আমি এগিয়ে গিয়ে ঐ প্রাসাদে প্রবেশ করলাম। আমি রসূলুল্লাহ (স)-এর নিকট গেলাম এমতাবস্থায় যে, তাঁর সাহাবীরা তাঁকে ঘিরে রেখেছে। আমি তখন চিন্তা করছিলাম কোথায় বসব। শেষ পর্যন্ত আমার নানা উমর (রা)-এর কাছে গিয়ে বসলাম এবং দেখতে পেলাম রাসূলুল্লাহ (স)-এর ডান পাশে আবু বকর (রা) এবং বাম পাশে উমর (রা) বসে আছেন। অতপর আরও ভালভাবে লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ (স) ও আবু বকর (রা)-এর মধ্যখানে অপর এক ব্যক্তি বসে আছেন। তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইনি কে ? আমাকে বলা হলো, ইনি হচ্ছেন হযরত ঈসা (আ)। অতপর নূরের পর্দার আড়াল হতে এক আওয়াজ এলো, হে উমর বিন আবদুল আযীয, তুমি যে পথে আছ, সেই পথ আঁকড়ে ধর এবং তাতে সুদৃঢ় থাক। অতপর আমাকে বাইরে আসার অনুমতি দেয়া হলো। আমি ঐ প্রাসাদ থেকে বের হলাম এবং পিছন দিকে তাকিয়ে দেখলাম, উসমান (রা) আমার পিছনে পিছনে এই বলতে বলতে আসছেন, আল-হামদুলিল্লাহ! যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য, আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।

সায়ীদ বিন আবু আরূরা (র) উমর বিন আবদুল আযীয (র) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে স্বপ্নে দেখলাম,

www.amarboi.org

আবু বকরও তাঁর সাথে রয়েছেন। আমি তাঁকে সালাম করলাম এবং সেখানে বসে পড়লাম। এর মধ্যে আলী (রা) ও মুআবিয়া (রা)-কে নিয়া আসা হলো এবং তাদেরকে ঘরে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেয়া হলো। আমি সেই দিকে তাকিয়েছিলাম। দেখলাম, আলী (রা) খুব তাড়াতাড়ি এই বলতে বলতে সেখান হতে বের হয়ে এলেন, কা'বার প্রভুর কসম! আমার বিবাদের মীমাংসা হয়ে গেছে। অতপর মুআবিয়া (রা) এই বলে বের হয়ে এলেন, কা'বার প্রভুর কসম! আল্লাহ আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

মুআয বিন জাবাল (রা)-কে স্বপ্নে দর্শন

আবদুর রহমান বিন গানাম (র) বলেন, আমি মুআয বিন জাবাল (রা)-কে তার মৃত্যুর তিন বছর পর স্বপ্নে দেখলাম, তিনি একটি ধূসর বর্ণের ঘোড়ার উপর আরোহী ছিলেন। তাঁর পিছনেও শুভ্রবর্ণের কিছু লোক সবুজ পোশাক পরিহিত অবস্থায় ধূসর বর্ণের ঘোড়ার উপর আরোহী ছিল। মুআয প্রথমে উচ্চারণ করলেন ঃ

يٰلَيْتَ قَوْمِىْ يَعْلَمُوْنَ ۝ بِمَا غَفَرَلِىْ رَبِّىْ وَجَعَلَنِىْ مِنَ الْمُكْرَمِيْنَ ۝

"হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানতে পারত কি কারণে আমার প্রতিপালক আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিত করেছেন।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ২৬-২৭

অতপর ডানে বামে তাকিয়ে বলতে লাগলেন, হে ইবনে রাওয়াহা, হে ইবনে মাযউন !

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ صَدَقَنَا وَعْدَهٗ وَاَوْرَثَنَا الْاَرْضَ نَتَبَوَّاُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاۤءُ ۚ فَنِعْمَ اَجْرُ الْعٰمِلِيْنَ ۝ - الزمر : ٧٤

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেছেন এবং আমাদেরকে অধিকারী করেছেন এ ভূমির ; আমরা জান্নাতে যেথায় ইচ্ছা বসবাস করবো। সদাচারীদের পুরস্কার কত উত্তম !"–সূরা আয্ যুমার ঃ ৭৪

অতপর তিনি আমার সাথে করমর্দন করলেন এবং আমাকে সালাম দিলেন।

www.amarboi.org

সুফইয়ান সাওরী (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

কুবায়সা বিন উকবাহ্ বলেন, আমি সুফিয়ান সাওরীকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখলাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ আপনার সাথে কিরূপ ব্যবহার করেছেন ? তখন তিনি একটি কবিতা আবৃত্তি করলেন, যার মর্মার্থ হলো—

"আমি আমার প্রভুকে সামনে দেখলাম। তিনি আমাকে বললেন, হে ইবনে সায়ীদ ! আমার সন্তুষ্টি তোমার জন্য শুভ হোক। কেননা তুমি রাতের বেলা তাহাজ্জুদের নামাযে দাঁড়িয়ে থাকতে এমতাবস্থায় যে, তোমার চোখ থাকত অশ্রুসিক্ত এবং তোমার অন্তর থাকত শোকাপ্লুত। এখন তোমাকে ইখতিয়ার দেয়া হলো, তুমি যে প্রাসাদ ইচ্ছা বেছে নাও, আর আমার দর্শন লাভ করতে থাক। কেননা আমি তোমা হতে দূরে নই।"–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

সাওরী (র)-কে ইবনে উয়ায়না (র)-এর স্বপ্নে দর্শন

সুফইয়ান বিন উয়ায়নাহ (র) বলেন, আমি সুফইয়ান সাওরী (র)-কে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখলাম এমতাবস্থায় যে, তিনি একটি খেজুরের গাছ থেকে অন্য আর একটি গাছে উড়ে যাচ্ছেন এবং ঐ গাছ থেকে পুনরায় খেজুর গাছে উড়ে আসছেন। তিনি তখন বলছিলেন ঃ

لِمِثْلِ هٰذَا فَلْيَعْمَلِ الْعٰمِلُوْنَ ○ - الصفت : ٦١

"এরূপ সাফল্যের জন্য সাধকদের উচিত সাধনা করা।"

–সূরা আস্‌সাফ্‌ফাত ঃ ৬১

তখন কেউ একজন তাকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কোন্ আমলের কারণে জান্নাতে প্রবেশ করলেন ? তিনি উত্তর দিলেন, তাক্‌ওয়া ও পরহেযগারীর কারণে। তাকে পুনরায় জিজ্ঞেস করা হল, আলী বিন আসিম (র)-এর সাথে কিরূপ ব্যবহার করা হয়েছে ? তিনি উত্তর দিলেন, আমরা তাদেরকে তারকারাজির মত ঝল্‌মল্ করতে দেখি।

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

শু'বা বিন হাজ্জাজ এবং মাসআর (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

শু'বা বিন হাজ্জাজ এবং মাসআর বিন কুদাম (র) উভয়েই ছিলেন হাফিযে কুরআন এবং সম্মানিত ব্যক্তি। আবু আহমাদ বারীদী (র) বলেন,

www.amarboi.org

তাদের মৃত্যুর পর আমি শু'বাকে স্বপ্নে দেখলাম। আমি বললাম, হে আবু বিসতাম, তোমার এবং মাসআরের সাথে আল্লাহ্ তাআলা কিরূপ আচরণ করেছেন ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ আমাকে আমার প্রভু জান্নাতের মধ্যে এমন একটি তোরণ দিয়েছেন যার এক হাজারটি দরজা রয়েছে। দরজাগুলো রৌপ্য এবং মোতির তৈরি। আর করুণাময় আল্লাহ্ তাআলা আমাকে বলেছেন, "হে শু'বা, তুমি তো সব রকমের জ্ঞান আহরণে পারদর্শী ছিলে, (অতএব) এখন আমার নৈকট্যে থেকে শুধু স্ফূর্তি করো, আমি তোমার উপর সন্তুষ্ট আছি। আর আমার বান্দা মাসআর যে তাহাজ্জুদগুযার ছিল তার জন্য এ সম্মান যথেষ্ট যে, সে আমার দর্শন লাভের অধিকারী হয়েছে। তার জন্য আমি আমার মর্যাদাপূর্ণ চেহারা উন্মুক্ত করে দেই যাতে সে এটা দেখতে পায়। ইবাদাতকারীদের সাথে আমি এ আচরণই করি, যারা অতীতে খারাপ কথায় অভ্যস্ত ছিল না।

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

ইমাম আহমাদ (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন লাবাদী (র) বলেন, আমি ইমাম আহমাদ (র)-কে স্বপ্নে দেখলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ্ আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করলেন ? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ্ আমাকে ক্ষমা করে দিলেন। অতপর বললেন, 'হে আহমাদ! তোমার কি মনে পড়ে যে, তুমি আমারই কারণে ষাটটি বেত্রাঘাত সহ্য করেছ ? আমি বললাম, হ্যাঁ প্রভু, মনে আছে। অতপর আল্লাহ্ বললেন, আমি আমার চেহারা তোমার জন্য উন্মুক্ত করে দিলাম ; তুমি এর দর্শনলাভে ধন্য হও।

আবু বকর আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আল হাজ্জাজ (র) বলেন, আমাকে জনৈক তুরসূসী বললো, আমি আল্লাহর কাছে এই মর্মে প্রার্থনা করলাম, 'হে আল্লাহ! আমাকে কবরবাসীদের দেখিয়ে দাও যাতে আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারি, মৃত্যুর পর ইমাম আহমাদ (র)-এর সাথে কিরূপ আচরণ করা হয়েছে। এভাবে দশ বছর প্রার্থনা করার পর আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন কবরবাসীরা তাদের কবর থেকে বের হয়ে এসেছে এবং তাদের প্রত্যেক ব্যক্তিই আমার সাথে সর্বাগ্রে কথা বলতে চাচ্ছে। তারা আমাকে বললো, তুমি দশ বছর যাবত আল্লাহর কাছে এ প্রার্থনা করেছ যাতে আমরা তোমার দৃষ্টিগোচর হই এবং তুমি আমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির পরিণাম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে পার যিনি যখন থেকে তোমাদের নিকট হতে পৃথক হয়েছেন তখন থেকেই তাকে ফিরিশতারা

www.amarboi.org

তুবা গাছের নীচে অলংকার দ্বারা সুসজ্জিত করছে। আবু মুহাম্মাদ আবদুল হক (র) বলেন, মৃতদের দ্বারা সরবরাহকৃত এ তথ্য ইমাম আহমাদের উচ্চ মর্যাদালাভ এবং উচ্চস্থানে তার অধিষ্ঠানের কথা প্রমাণ করে। তার অবস্থা বর্ণনার জন্য মৃতেরা এর চেয়ে বিশ্লেষণধর্মী কোনো ভাষা খুঁজে পায়নি।

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

বাশার হাফী ও মারূফ কারখী (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

বাশার বিন হারিসের বন্ধু আবু জাফর সাকা বলেন, আমি বাশার হাফী এবং মারূফ কারখী (র)-কে স্বপ্নে দেখলাম, যেন তাঁরা কোথা থেকে আসছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কোথা থেকে এসেছেন ? তারা বললেন, কালীমুল্লাহর সাথে সাক্ষাত করে জান্নাতুল ফিরদাউস থেকে এসেছি।

আসিম জাযরী বলেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন আমি বাশার বিন হারিসের সাথে মিলিত হয়েছি। আমি তাকে বললাম, হে আবু নসর, আপনি কোথা থেকে এসেছেন ? তিনি বললেন, 'ইল্লিয়্যীন' থেকে। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আহমাদ বিন হাম্বল (র)-এর অবস্থা কি ? তিনি উত্তর দিলেন, আমি এখনি তাঁকে আল্লাহর সামনে এবং আবদুল ওহ্হাব ওররাকের কাছে রেখে এসেছি। উভয়ে সেখানে পানাহার করছেন। আমি বললাম, আর আপনি ? তিনি বললেন, আল্লাহ জানেন যে, পানাহারের প্রতি আমার বড় একটা আগ্রহ নেই, তাই তিনি আমাকে তাঁর দর্শনলাভের পথ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন।

আবু জাফর সাকা (র) বলেন, আমি বাশার বিন হারিস (র)-কে তাঁর মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখলাম এবং জিজ্ঞেস করলাম, হে আবু নসর, আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন ? তিনি উত্তর দিলেন, আল্লাহ আমার উপর তাঁর অনুগ্রহ ও কৃপা বর্ষণ করেছেন এবং বলেছেন, 'হে বাশার, আমি মানুষের অন্তরে তোমার প্রতি যে অকৃত্রিম ভালবাসা সৃষ্টি করেছি শুধুমাত্র তারই শুকরিয়া আদায় করা হত না, যদি তুমি আমার জন্য জ্বলন্ত কয়লার উপরও সিজদা করতে।' আল্লাহ আমার জন্য অর্ধেক জান্নাত ছেড়ে দিয়েছেন। আমি আর আমার জানাযায় যারা শরীক হয়েছিল তাদের সকলকেই আল্লাহ তাআলা ক্ষমা করে দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আবু নসর তাম্মারের অবস্থা কি ? তিনি উত্তর দিলেন, তিনি তার ধৈর্য ও উপবাসব্রতের কারণে সকলের উপরে রয়েছেন।

www.amarboi.org

আবদুল হক (র) বলেন, 'অর্ধেক জান্নাত' দ্বারা খুব সম্ভবত 'জান্নাতের অর্ধেক নিয়ামাত' বুঝানো হয়েছে। কেননা জান্নাতের নিয়ামাত-সমূহ দুভাগে বিভক্ত। এক ভাগ রূহানী (আত্মিক) এবং অন্য ভাগ জিসমানী (দৈহিক)। জান্নাতী লোকেরা আলমে বারযাখে রূহানী নিয়ামাত - সমূহ আস্বাদন করে। কিয়ামতের দিন যখন আত্মাসমূহ আপন আপন দেহে প্রবেশ করবে তখন ঐ রূহানী নিয়ামাতের সাথে জিসমানী নিয়ামাতও যোগ হবে। কারো কারো মতে, জান্নাতের নিয়ামাতসমূহ ইল্‌ম ও আমলের উপর নির্ধারিত হয়ে থাকে। অতএব বাশারের ইল্‌মী নিয়ামাতসমূহের অনুপাতে আমলী নিয়ামাতসমূহের পরিমাণ অধিক। এ বিষয়ে একমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই ভাল জানেন।

–মাওলানা মুফতী আযান গাছী (র) ঃ মাওয়াযিয (কলমী নুসখা)।

শিবলী (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

জনৈক পুণ্যবান ব্যক্তি বলেন, আমি শিবলী (র)-কে স্বপ্নে দেখলাম, যেন তিনি রুসাফা (বাগদাদের একটি মহল্লা)-এর ঐ স্থানে মনোরম পরিচ্ছদ পরিহিত অবস্থায় বসে আছেন, যেখানে তিনি সাধারণত জীবিত-কালে বসতেন। আমি আগে বেড়ে তাঁকে সালাম করলাম এবং তাঁর সামনে বসেই তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনার বিশিষ্ট বন্ধু কে ? তিনি উত্তর দিলেন, যে সবচেয়ে বেশী আল্লাহকে স্মরণ করে, যে আল্লাহর হকসমূহের প্রতি সর্বাধিক যত্নশীল এবং যে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনে সবচেয়ে বেশী উদ্যোগী।

মায়সারা বিন সালীম (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

আবু আবদুর রহমান সাহিলী (র) বলেন, আমি মায়সারা বিন সালীম (র)-কে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখলাম এবং বললাম, আপনি তো দীর্ঘদিন হতে 'গায়িব' (অদৃশ্য) হয়ে রয়েছেন। তিনি বললেন, সফর খুবই দীর্ঘ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কি কি ঘটনাবলীর সম্মুখীন হলেন ? তিনি উত্তর দিলেন, আমাকে রুখসাত (অব্যহতি) দেয়া হয়েছে। কেননা আমি সাধারণত রুখসাতের পক্ষে ফাতওয়া দিতাম। আমি বললাম, আমাকে কিছু উপদেশ দিন। তিনি বললেন, সুন্নাতের অনুসরণ এবং সৎসংসর্গ মানুষকে আগুন হতে বাঁচায় এবং আল্লাহর নৈকট্য প্রদান করে।

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

www.amarboi.org

ঈসা বিন যাযান (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

আবু জাফর যুরায়র বলেন, আমি ঈসা বিন যাযান (র)-কে তাঁর মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখলাম। জিজ্ঞেস করলাম, আল্লাহ আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন ? তিনি উত্তরে কয়েকটি পংক্তি আবৃত্তি করলেন, যার মমার্থ হলো ঃ

"হায়, তোমরা যদি চিরস্থায়ী জান্নাতে আমার চারপাশে অবস্থানকারী ঐ সমস্ত সুন্দরীদের দেখতে যাদের কাছে পেয়ালাভর্তি পানীয় রয়েছে, যারা অতি আকর্ষণীয় সুরে কুরআন আবৃত্তি করছে এবং যারা পরণের কাপড় হেচড়িয়ে হেচড়িয়ে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।"

মুসলিম বিন খালিদ (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

ইবনে জুরাইজ (র)-এর জনৈক বন্ধু বলেন, স্বপ্নে দেখলাম, আমি যেন মক্কার কবরস্থানে রয়েছি। দেখলাম, প্রত্যেকটি কবরের উপর শামিয়ানা টানানো হয়েছে, কিন্তু একটি কবরের উপর শামিয়ানার সাথে তাঁবুও দেখলাম এবং সেই সাথে একটি কুলগাছও। আমি তাঁবুর দরজায় গিয়ে সালাম দিলাম। অতপর ভিতরে প্রবেশ করলাম। দেখতে পেলাম, সেখানে মুসলিম বিন খালিদ যুঙ্গী (র) রয়েছেন। আমি তাকে সালাম দিয়ে বললাম, হে আবু খালিদ, কি ব্যাপার, সব কবরের উপর শামিয়ানা দেখছি, অথচ তোমার কবরের উপর শামিয়ানার সাথে তাঁবুও রয়েছে এবং সেই সাথে একটি কুলগাছও ? তিনি বললেন, আমি অনেক বেশী রোযা রাখতাম। আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইবনে জুরাইজ (র)-এর কবর কোন্ দিকে এবং তার ঠিকানা কোথায় ? আমি দুনিয়ায় তার সাথে উঠাবসা করতাম এবং এখন তাকে সালাম করতে চাই। একথা শুনে তিনি হাতের ইশারায় বললেন, ঐখানে। অতপর হাতের তর্জনী ঘুরিয়ে বললেন, ইবনে জুরাইজের ঠিকানা আবার কোথায়, তার আমলনামা তো ইল্লীয়্যীনে উঠিয়ে নেয়া হয়েছে।

হাম্মাদ বিন সালামাহ (র)-এর একটি স্বপ্ন

হাম্মাদ বিন সালামাহ (র) তার কোন একজন বন্ধুকে স্বপ্নে দেখলেন এবং তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কিরূপ আচরণ করেছেন ? তিনি বললেন, আমাকে আল্লাহ তাআলা বলেছেন,

www.amarboi.org

তুমি তো দুনিয়ায় কষ্টের উপর কষ্ট ভোগ করেছো—আজ আমি তোমাকে এবং সকল দুঃখ-কষ্ট ভোগকারীকে ক্ষমা করে দিলাম।

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

আলোচ্য বিষয়টিকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি না

প্রিয় পাঠক ! এ বিষয়টি খুবই বিস্তৃত। যদি আপনার অন্তর এর সত্যতা স্বীকার না করে এবং আপনি যদি এই বলে বিষয়টি এড়িয়ে যেতে চান যে, এগুলো তো স্বপ্ন ছাড়া কিছু নয়, আর স্বপ্ন যেমন সত্য হতে পারে তেমনি মিথ্যাও হতে পারে—তাহলে ঐ ব্যক্তির স্বপ্নের কথা চিন্তা করুন, যে তার বন্ধুকে, প্রিয়জনকে অথবা অন্য কাউকে স্বপ্নে দেখলো এবং ঐ ব্যক্তি তাকে এমন সব বিষয়ের খবর দিল যেগুলোর কথা সে ছাড়া আর কেউ জানে না। যেমন, সে দুনিয়ায় তার রেখে যাওয়া ভাণ্ডারের তথ্য প্রকাশ করলো কিংবা কোন আগত বিপদের সংবাদ দিল কিংবা ভবিষ্যতের কোন সুখবর শুনালো এবং তা হুবহু সত্য বলে প্রমাণিত হলো। কিংবা সে বললো যে, অমুক ব্যক্তি এত এত দিনের মধ্যে মারা যাবে এবং শেষ পর্যন্ত সত্যি সত্যি তাই ঘটলো। কিংবা সে কোন সুদিন অথবা দুর্দিনের (দুর্ভিক্ষের) খবর দিল, কিংবা শত্রুর আক্রমণ কিংবা আগত কোন বিপদের অথবা কোন মহামারীর খবর দিল এবং সেই খবর অনুযায়ী হুবহু ঘটনাও ঘটলো। এ ধরনের ঘটনাবলীর সংখ্যা অনেক এবং এতে সর্ব শ্রেণীর লোক সম-অংশীদার। আমরা প্রায় সকলেই এ ধরনের বিস্ময়কর ঘটনা কমবেশী প্রত্যক্ষ করে থাকি। অতএব এগুলোকে আমরা সার্বিকভাবে উপেক্ষা করতে পারি না, কিংবা একটি সাধারণ ব্যাপার আখ্যা দিয়ে তুড়ি মেরে একেবারে উড়িয়েও দিতে পারি না।

✪

www.amarboi.org

চতুর্থ জিজ্ঞাসা

স্বপ্ন কি একটি ধারণা মাত্র ? জীবিতদের আত্মারাও কি স্বপ্নের মধ্যে পরস্পরের সাথে মিলিত হয় ?

ঐ সমস্ত লোকের কথা শুধু ভ্রান্ত নয় বরং অবাস্তবও বটে, যারা বলেন, স্বপ্নের দৃশ্য বা ঘটনা স্রেফ একটি ধারণা বা খেয়াল মাত্র, যা নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নচারীর সামনে প্রতিভাত হয়। কেননা ইতিপূর্বে বর্ণিত স্বপ্নের ঘটনাসমূহে আমরা দেখেছি যে, মানুষের অন্তর যে সমস্ত বিষয়ের গূঢ় তত্ত্ব জানার কোন যোগ্যতাই রাখত না, স্বপ্নের মাধ্যমে তাদেরকে সে সমস্ত তত্ত্বও বলে দেয়া হয়েছে। বরং এটাও বলা যায়, স্বপ্নে যা বলে দেয়া হয়েছে, তা কোনদিন স্বপ্নচারীর কল্পনায়ও আসেনি, কিংবা মানুষের বিবেক-বুদ্ধির কাছে এর কোন চিহ্ন বা আলামতও কোনদিন প্রকাশ পায়নি। হ্যাঁ, এটা আমরা অস্বীকার করি না যে, কখনো কখনো খেয়াল বা কল্পনাও স্বপ্নের পটভূমিতে পরিণত হয়। কেননা কোন কোন স্বপ্ন কল্পনাপ্রসূত বা ধারণা-সৃষ্টও হতে পারে, বরং মানুষের বেশীর ভাগ স্বপ্নই হয় তাদের কল্পনা ও ধারণারই রূপাকৃতি—চাই তা বাস্তব ঘটনা অনুযায়ী হোক অথবা না হোক।

স্বপ্ন তিন ভাগে বিভক্ত

স্বপ্ন তিন ভাগে বিভক্ত। এক ঃ যে স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ হতে দেখানো হয়। দুই ঃ যে স্বপ্ন শয়তানের পক্ষ হতে দেখানো হয়। তিন ঃ যে স্বপ্ন ধারণা ও খেয়াল-প্রসূত।

সত্য স্বপ্ন আবার বেশ কয়েক ভাগে বিভক্ত।

এক ঃ হাককানী স্বপ্ন। এ স্বপ্নের মাধ্যমে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের অন্তরে কোন কথা ঢেলে দেন। অন্য কথায়, যেন আল্লাহ্ তাআলা এ স্বপ্নের মাধ্যমে আপন বান্দার সাথে কথা বলেন। যেমন ইতিপূর্বে উল্লেখিত উবাদাহ্ বিন সামিত প্রমুখের উক্তি দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়।

দুই ঃ তামছীলী স্বপ্ন। এ স্বপ্নের মাধ্যমে ফিরিশতারা রূপকার্থে কোন কোন কথা বলে দেন।

www.amarboi.org

তিন ঃ আত্মাদের পক্ষ থেকে স্বপ্ন। এ স্বপ্নের মাধ্যমে নিদ্রিত ব্যক্তির আত্মা নিজের কোন মৃত আত্মীয় বা প্রিয়জনের আত্মার সাথে মিলিত হয় এবং তখন ঐ আত্মা তাকে কোন কথা বলে দেয়।

চার ঃ উরুজী স্বপ্ন। নিদ্রিত ব্যক্তির আত্মা আল্লাহ্ তাআলার দিকে উড়ে চলে এবং তখন সে এ জাতীয় স্বপ্ন দেখে।

পাঁচ ঃ জান্নাতী স্বপ্ন। এ স্বপ্নের মাধ্যমে নিদ্রিত ব্যক্তির আত্মা জান্নাতে গিয়ে পৌঁছে এবং সেখানে কিছুক্ষণ ঘোরাফেরা করার পর পুনরায় দেহে ফিরে আসে ইত্যাদি ইত্যাদি।

মোটকথা, জীবিত ও মৃতদের আত্মাসমূহের সম্মিলনও একটি বিশেষ প্রকারের সত্যস্বপ্ন। এটা মানুষের কাছে অনুভূত বস্তুসমূহেরই সমপর্যায়ভুক্ত। অবশ্য এ ক্ষেত্রে উলামা কিরামের মধ্যে মতানৈক্য পরিলক্ষিত হয়।

কারো কারো মতে, আত্মার মধ্যে সর্বপ্রকার জ্ঞান পাওয়া যায়, কিন্তু আলিম বা জ্ঞানী ব্যক্তিকে তার বহুমুখী ব্যস্ততা ঐ সমস্ত জ্ঞানচর্চা হতে বিরত রাখে। অতপর যখন নিদ্রার কারণে আত্মা মুক্তিলাভ করে তখন সে আপন যোগ্যতা অনুযায়ী ঐগুলোর মধ্য হতে কোন একটি বিষয়কে প্রত্যক্ষ করে। আর মৃত্যুর কারণে যেহেতু আত্মা পুরোপুরি মুক্তিলাভ করে তাই তার জ্ঞানও পরিপূর্ণতায় গিয়ে পৌঁছে। কিন্তু একথার মধ্যে যেমন কিছু সত্যতা আছে তেমন কিছু ভ্রান্তিও আছে। কেননা আত্মার মুক্তি, তাকে ঐ সমস্ত জ্ঞানরাজি আয়ত্ত করার সুযোগ করে দেয়, যেগুলোর উপর মুক্তিপ্রাপ্ত হওয়া ছাড়া তার পক্ষে অবহিত হওয়া সম্ভব ছিল না। কিন্তু সাধারণ আত্মা পুরোপুরি মুক্তিলাভ করা সত্ত্বেও আল্লাহর ঐ সমস্ত জ্ঞান সম্পর্কে অবহিত হতে পারে না যেগুলো তিনি তার রাসূলদেরকে দান করে পৃথিবীতে পাঠিয়েছেন। সে ঐ সমস্ত ব্যাখ্যা ও বর্ণনা সম্পর্কেও অবহিত হতে পারে না যেগুলো সম্পর্কে আল্লাহ্ শুধুমাত্র তার নবীদেরকে অবহিত করেছেন। অর্থাৎ সাধারণ আত্মা পূর্ববর্তী নবী এবং তাদের সম্প্রদায়ের বিস্তারিত তথ্যাদি—এভাবে পরকাল, কিয়ামতের আলামতসমূহ, আদেশ-নিষেধের বিস্তারিত বিবরণ, আল্লাহর অনুপম নামসমূহ, তাঁর গুণাবলী, কার্যাবলী ইত্যাদি সম্পর্কিত এমন কোন বিষয় সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে অবহিত হতে পারে না, যা শুধুমাত্র নবীগণ অহীর মাধ্যমে জানতে পারেন। হ্যাঁ, আত্মার মুক্তি, এ সমস্ত বিষয়ের মোটামুটি পরিচয় লাভের পথে তার সহায়ক হয়ে থাকে। কিন্তু এ সমস্ত বিষয়ের জ্ঞান দেহের

www.amarboi.org

ব্যস্ততার মধ্যে দেবে থাকা আত্মা হতে অর্জন করার চেয়ে এগুলোর মূল খনি বা উৎস (অহী) হতে অর্জন করাই অধিক সহজ এবং বাস্তবানুগ।

স্বপ্ন হচ্ছে উপমাতুল্য

কারো কারো মতে, স্বপ্ন হচ্ছে উপমাতুল্য। আল্লাহ্ তাআলা বান্দাকে তার যোগ্যতা অনুযায়ী কোন কোন কথা উপমা আকারে বলে দেন। অতএব কখনো কখনো উপমা আকারে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়। অবশ্য কখনো কখনো যা কিছু দৃষ্ট হয় হুবহু তা ঘটেও থাকে।

সালিম বিন আবদুল্লাহ্—তার পিতা আবদুল্লাহ (রা) হতে বর্ণনা করেছেন যে, একদা উমর (রা), আলী (রা)-কে বললেন, হে আবুল হাসান, আপনি এমন অনেক সময় রাসূলুল্লাহ্ (স)-এর খেদমতে থাকেন, যখন আমরা থাকি না, আবার আমরাও এমন কোন সময় থাকি, যখন আপনি থাকেন না। আমি আপনাকে তিনটি প্রশ্ন করছি। যদি আপনার জানা থাকে তাহলে উত্তর দিবেন। হযরত আলী (রা) বললেন, সেগুলো কি ? হযরত উমর (রা) বললেন, একজন অপর একজনকে ভালবাসে, অথচ সে তার কোন ভাল আচরণ দেখেনি। আবার একজন অপর একজনের সাথে শত্রুতা করে অথচ সে তার খারাপ কোন আচরণ দেখেনি। আলী (রা) বললেন, হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলতে শুনেছি, আত্মারা হলো এমন একটি সম্মিলিত বাহিনী, যারা শূন্যে পরস্পরের সাথে মেলামেশা করে। তখন যে সমস্ত আত্মার মধ্যে পরস্পর আলাপ-পরিচয় হয় দুনিয়ায় তাদের মধ্যে ভালবাসা জন্মে এবং যাদের মধ্যে পরস্পর আলাপ-পরিচয় হয় না তাদের মধ্যে দুনিয়ায়ও কোনো মিল হয় না। হযরত উমর (রা) বললেন, একটি প্রশ্নের উত্তর তো পেলাম। আচ্ছা, মানুষ কথা বলতে বলতে হঠাৎ একটি কথা ভুলে যায়, অতপর ভুলে যাওয়া কথা কখানো কখনো স্মরণেও আসে, এর কারণ কি ? হযরত আলী (রা) বললেন, হ্যাঁ আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, প্রত্যেক অন্তরের জন্য মেঘমালা রয়েছে—যেমন মেঘমালা রয়েছে চাঁদের জন্য। যখন চাঁদকে মেঘমালা ছেয়ে ফেলে তখন তার আলো ঢাকা পড়ে। অতপর যখন মেঘমালা হটে যায় তখন আবার চাঁদের আলো ঝলমলিয়ে ওঠে। অনুরূপভাবে কথাবার্তার মাঝখানে মানুষের স্মরণ শক্তির উপর মেঘমালা ছেয়ে যায়, ফলে সে কথা ভুলে যায়। আবার যখন মেঘমালা সরে যায় তখন আবার ঐকথা তার স্মরণে আসে। হযরত উমর (রা) বললেন, দুটি প্রশ্নের উত্তর পেলাম। আচ্ছা, মানুষ স্বপ্ন দেখে, অতপর

www.amarboi.org

কারো স্বপ্ন সত্য হয়, আবার করো স্বপ্ন মিথ্যা হয়-এর কারণ কি ? হযরত আলী (রা) বললেন, হ্যাঁ, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি, মানুষ যখন গভীরভাবে নিদ্রামগ্ন হয় তখন তার আত্মা আরশ পর্যন্ত গিয়ে পৌছে। তখন যে ব্যক্তি জাগ্রত হয় না (বরং স্বপ্নে কিছু দেখে) তার স্বপ্ন হয় সত্য, অন্যথায় মিথ্যা। তখন উমর (রা) বললেন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর, আমি মৃত্যুর পূর্বে তিনটি প্রশ্নেরই উত্তর পেয়ে গেলাম।

তিনি পুনরায় হযরত আলী (রা)-কে বললেন, বিস্ময়ের ব্যাপার এই যে, মানুষ স্বপ্নের মধ্যে এমন ব্যাপারও দেখে যা কখনও তার অন্তরে উদিত হয়নি, অথচ সেই স্বপ্নও সত্যে পরিণত হয়। আবার কোন কোন সময় এমন স্বপ্নও দেখে যা কখনো সত্যে পরিণত হয় না। একথার উত্তরে হযরত আলী (রা) বলেন, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ج فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ○- الزمر : ٤٢

"মৃত্যু আসলে আল্লাহ প্রাণ (আত্মা) হরণ করেন এবং যারা জীবিত তাদেরও প্রাণ হরণ করেন তারা যখন নিদ্রিত থাকে। অতপর যার জন্য মৃত্যু অবধারিত করেছেন তিনি তার প্রাণ রেখে দেন এবং অপরের প্রাণ ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।"–সূরা আয্ যুমার ঃ ৪২

যে সমস্ত আত্মাকে ঘুমের মধ্যে আকাশে উঠিয়ে নেয়া হয় তারা আকাশে যা কিছু দেখে তা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়। অতপর যখন আত্মাকে তার দেহের দিকে ফিরিয়ে আনা হয় তখন শূন্যে শয়তানের সাথে তার সাক্ষাত ঘটে এবং সে সুযোগে শয়তান তাকে কিছু মিথ্যা কথা বাতলিয়ে দেয়। আর শয়তানের বাতলিয়ে দেয়া এসব কথাই শেষ পর্যন্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়।–তাহযীবুত তাহযীব ঃ দারুল ফিক্র, বৈরুত।

তাবারানী, আলী বিন আবু তালহার একটি হাদীস এই মর্মে উল্লেখ করেছেন যে, আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রা) উমর বিন খাত্তাব (রা)-কে বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! আমি আপনাকে কয়েকটি জিনিস সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবো। তিনি বললেন, যা আপনার ইচ্ছা, জিজ্ঞেস করুন। তিনি বললেন, হে আমীরুল মু'মিনীন! মানুষ কথা বলতে বলতে হঠাৎ একটি

www.amarboi.org

কথা ভুলে যায়, আবার ভুলে যাওয়া সেই কথা তার স্মরণে আসে এবং মানুষের স্বপ্ন কখনও সত্য হয়, আবার কখনও মিথ্যা হয়—এর কারণ কি ? হযরত উমর (রা) বললেন, অন্তরের জন্য মেঘমালা রয়েছে, যেমন মেঘমালা রয়েছে চাঁদের জন্য। যখন ঐ মেঘমালা মানুষের অন্তরকে ঢেকে ফেলে তখন সে কোন কোন কথা ভুলে যায়। আর যখন মেঘমালা সরে যায় তখনই ঐ ভুলে যাওয়া কথা তার স্মরণে আসে। আর স্বপ্নাবস্থায় যেসব লোকের আত্মা আকাশরাজ্যে প্রবেশ করে তাদের স্বপ্ন সত্য হয়, আর যারা আকাশরাজ্যের বাইরে থাকে তাদের স্বপ্ন মিথ্যা হয়।–তাবারানী

আবু দারদা (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, যখন মানুষ নিদ্রা যায় তখন তার আত্মা উপরের দিকে উঠে, এমন কি আরশ পর্যন্ত গিয়ে পৌছে। অতপর সে যদি পবিত্র হয় তাহলে তাকে সিজদা করার অনুমতি দেয়া হয়, আর যদি অপবিত্র হয় তাহলে তাকে সিজদা করার অনুমতি দেয়া হয় না।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রা) বলেন, আত্মারা হলো এমন এক সম্মিলিত বাহিনী যারা একে অন্যের সাথে মেলামেশা করে। তাদের মধ্যে আবার কেউ কেউ ঘোড়ার মতো অপয়া হয়। অতপর যে সমস্ত আত্মার মধ্যে পরস্পর চেনা-পরিচয় হয় তাদের মধ্যে ভালবাসা জন্মে। আর যাদের মধ্যে চেনাপরিচয় হয় না তাদের মধ্যে ভালবাসাও জন্মে না।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

স্বপ্নের মধ্যে জীবিতদের আত্মারা কিভাবে পরস্পর মিলিত হয় ?

যদি বলা হয় যে, কখনও কখনও মানুষ জীবিত মানুষকেও স্বপ্নে দেখে এবং তাকে সম্বোধন করে কথা বলে—তাহলে প্রশ্ন উঠতে পারে কখনও কখনও এ দুজনের মধ্যে বিরাট দূরত্ব থাকে অথবা যাকে স্বপ্নে দেখা হয় সে তখন জাগ্রত থাকে বিধায় তার আত্মা দেহ হতে পৃথক হয় না—এমতাবস্থায় দুটি আত্মা তখন কি করে একত্রে মিলিত হয় ? এর উত্তর হলো, এটা হচ্ছে একটি উপমা, যা নিদ্রার ফিরিশতা স্বপ্নচারীর সামনে উপস্থাপন করে, অথবা এটা হচ্ছে স্বপ্নচারীর কল্পনা, যা স্বপ্নের মধ্যে রূপ ধরে তার সামনে আসে। যেমন কবি হাবীব বিন আওস বলেন—

> "হে প্রেয়সী! আল্লাহ তোমার কল্পনাকে (আমার অন্তরে) সজীব রাখেন। এরই কারণে আমি তোমার দর্শন লাভ করি। হে কল্পনা,

www.amarboi.org

তোমার জন্য আমার প্রাণ উৎসর্গ হোক। (তোমার মাধ্যমে) আমি এবং সে পরস্পর মিলিত হই।”

কখনো দুটি আত্মার মধ্যে একটি বিশেষ যোগ থাকে। যার ফলে উভয়ের মধ্যে অত্যন্ত গভীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে এবং এ সম্পর্ককে ভিত্তি করে প্রত্যেকেই তার সাথীর কোন কোন ঘটনা জেনে নেয়, যদিও তা অন্যের কাছে থাকে অজ্ঞাত। মানুষ এ ক্ষেত্রে বিভিন্ন সময়ে বিস্ময়কর অনেক কিছুই প্রত্যক্ষ করেছে।

মোটকথা, জীবিতদের আত্মারাও স্বপ্নের মাধ্যমে পরস্পরের সাথে মিলিত হয়, যেমন মিলিত হয় মৃত ও জীবিতদের আত্মারা।

আত্মাদের মিলনের ব্যাপারে পূর্ববর্তী উলামা কিরামের অভিমত

পূর্ববর্তী কোন কোন আলিম বলেছেন, আত্মারা শূন্যের মধ্যে পরস্পরের সাথে মিলিত হয় এবং তাদের মধ্যে আলাপ-পরিচয়ও ঘটে। অতপর তাদের কাছে স্বপ্নের ফিরিশতা সেই মঙ্গল বা অমঙ্গলের খবর নিয়ে আসে, যা তাদের উপর আবির্ভূত বা আপতিত হবে। তিনি বলেন, আল্লাহ তাআলা প্রত্যেকটি সত্যস্বপ্নের উপর একজন ফিরিশতা নির্দিষ্ট করে রেখেছেন, যে ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকটি লোককে জানে এবং চিনে। আল্লাহ তাআলা তাকে প্রত্যেক ব্যক্তির অবস্থাদি শিক্ষা দিয়েছেন। সে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর আগত তার প্রাকৃতিক, ধর্মীয় ও পার্থিব ঘটনাদির কথা জানে এবং সেগুলোর সামগ্রিক ব্যাখ্যা সম্পর্কেও অবহিত থাকে। এ সম্পর্কিত একটি সামান্য বিষয়ও তার কাছে গোপন থাকে না এবং সে তার জানা বিষয়াদির মধ্যে ভুলের শিকারও হয় না। ঐ ফিরিশতা ‘উম্মুল কিতাব’ (আল্লাহর অদৃশ্য জ্ঞানরাজি) হতে ঐ সমস্ত ঘটনাবলীর লিখিত বিবরণ প্রাপ্ত হয়, যা শীঘ্রই কোন মানুষের উপর ঘটবে। অতপর সে ঐ সমস্ত ঘটনাকে স্বপ্নচারীর সামনে অনুভূতি ও উপমার আকারে উপস্থাপন করে। অতএব সে কখনো, তাকে অতীত ও ভবিষ্যতের মঙ্গলের সুসংবাদ শুনায়, কখনো ঐ সমস্ত গুনাহ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করে, যার সংকল্প সে করেছে কিংবা যা ইতিমধ্যে সে করে ফেলেছে। আবার কখনো ঐ সমস্ত বিষয়ের প্রতি ঘৃণা প্রদর্শন করে যেগুলোর কারণসমূহ ইতিমধ্যে প্রতিভাত হয়ে গেছে, যাতে এ সমস্ত কারণের সাথে ঐ সমস্ত কারণের সংঘর্ষ বেঁধে যায়, যা এগুলোকে মুছে ফেলবে। এছাড়াও আল্লাহ তাআলা তার বান্দাদেরকে আপন করুণা ও মেহেরবানী সম্পর্কে সজাগ করার জন্য

www.amarboi.org

স্বপ্নের মধ্যে আরো অনেক সুযোগ-সুবিধা রেখে দিয়েছেন। আত্মাদের পরস্পর সাক্ষাত ও পরিচিতির জন্যও তিনি স্বপ্নের পদ্ধতিটি নির্ধারণ করেছেন। বহু লোকের সংশোধন স্বপ্নের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। সে যাবতীয় গুনাহ হতে বিশুদ্ধচিত্তে তাওবা করে আল্লাহর অনুগত দাস ও আখিরাত-সন্ধানীতে পরিণত হয়। স্বপ্নের মাধ্যমে কোন কোন মানুষ তো অন্যের পৃথিবীতে ফেলে-যাওয়া ভাণ্ডারের সন্ধান লাভ করে বিত্তশালী হয়ে ওঠে।

কয়েকটি স্বপ্নের বিবরণ

'কিতাবুল মাজালিসাহ'তে আছে, জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, একদা আমরা তিন ব্যক্তি সফরে বের হই। সফরকালে আমাদের একজন ঘুমিয়ে পড়লো। আমরা দেখতে পেলাম যে, তার নাক হতে প্রদীপের মতো একটি আলো বের হয়ে নিকটস্থ একটি গুহার মধ্যে প্রবেশ করলো। তখন লোকটি জাগ্রত হয়ে তার মুখ মুছতে মুছতে বলল, আমি একটি বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখেছি। আমি দেখলাম যে, ঐ গুহার মধ্যে এই এই পরিমাণ ধন-সম্পদ রয়েছে। অতপর আমরা ঐ গুহায় গিয়ে প্রবেশ করলাম এবং সেখানে সত্যি সত্যি একটি ভাণ্ডারের কিয়দংশ পেলাম, (যা সে স্বপ্নে দেখেছিল)।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর পিতামহ আবদুল মুত্তালিবকেও স্বপ্নের মাধ্যমে যমযম কূপের অবস্থান বলে দেয়া হয়েছিল এবং সেখানে তিনি একটি ভাণ্ডারও পেয়েছিলেন।

উমায়র বিন ওহাবকেও স্বপ্নের মধ্যে বলে দেয়া হয়েছিল, তুমি ঘরের অমুক অমুক জায়গা খনন কর, সেখান থেকে তোমার পিতার সংরক্ষিত ঐ সমস্ত সম্পদ বের হয়ে আসবে, যা তিনি সেখানে পুতে রেখেছিলেন, অথচ মৃত্যুর পূর্বে সে সম্পর্কে অসিয়াত করে যেতে পারেননি। উমায়র এ স্বপ্ন দেখার পর ঐ স্থান খনন করেন এবং সেখানে দশ হাজার দিরহাম এবং বেশ কিছু পরিমাণ স্বর্ণ পান। এর দ্বারা তিনি তার সমুদয় ঋণ পরিশোধ করেন। ফলে তার পারিবারিক জীবনে সচ্ছলতা ফিরে আসে। এটা হচ্ছে তার ইসলাম গ্রহণের পরের ঘটনা। যখন এ ধন-সম্পদ বের হয়ে আসে তখন তার ছোট মেয়েটি বলে, 'বাবা! যে প্রভু আমাদেরকে তার ধর্মের মাধ্যমে নবজীবন দান করেছেন তিনি নিশ্চয়ই হুবল্ ও উয্যা হতে শ্রেষ্ঠ। কেননা মাত্র কিছুদিন হলো আমরা তার ইবাদাত শুরু করেছি, অথচ এরই মধ্যে তিনি আমাদেরকে এ সম্পদের অধিকারী করে দিয়েছেন।

১২—

www.amarboi.org

আলী বিন আবু তালিব কায়রোয়ানী (স্বপ্নের মুআব্বির বা ব্যাখ্যাদাতা) বলেন, উমায়রের স্বপ্নের এ ঘটনা ততটুকু বিস্ময়কর নয়, যতটুকু বিস্ময়কর ছিল ঐসব ঘটনা, যা আমরা আমাদের যুগে আবু মুহাম্মাদ আবদুল্লাহ্র মাধ্যমে আমাদের শহরেই প্রত্যক্ষ করেছিলাম। আবদুল্লাহ্ ছিলেন একজন পুণ্যবান ব্যক্তি। তিনি মৃতদেরকে স্বপ্নে দেখে তাদের কাছ থেকে গোপনীয় অনেক কথা জেনে নিতেন এবং সেসব কথা তাদের পরিবার-পরিজন ও বন্ধু-বান্ধবকে বলে দিতেন। এ ক্ষেত্রে তিনি বিশেষ পারদর্শিতা অর্জন করেছিলেন। যার ফলে দূর-দূরান্তে তাঁর সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল। লোকেরা এসে তাকে বলত, আমার অমুক পরিজন মারা গেছেন। তার কাছে অনেক ধন-সম্পদ ছিল, কিন্তু তিনি হঠাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হওয়ায় কোথায় তা পুঁতে রেখে গেছেন তা আমাদেরকে বলে যেতে পারেননি। তখন তিনি বলতেন, যদি আল্লাহর ইচ্ছা থাকে তাহলে মাল পেয়ে যাবে। আগামীকাল আমার কাছে এসো। অতপর তিনি আল্লাহর কাছে দুআ করে রাতের বেলা ঘুমিয়ে পড়তেন এবং স্বপ্নে সেই মৃতদের দেখতেন এবং ঐ ধন-সম্পদ সম্পর্কে তাদেরকে জিজ্ঞেস করতেন। তারা তখন ঠিক ঠিকই বলে দিত কোথায় তারা সেগুলো পুতে রেখে গেছে।

এ সমস্ত বিস্ময়কর ঘটনার একটি এই যে, জনৈক বৃদ্ধা মারা যান। তিনি ছিলেন ধর্মপরায়ণা। তার কাছে জনৈকা স্ত্রীলোক সাতটি দীনার আমানত রেখেছিল। সে কাঁদতে কাঁদতে আবদুল্লাহর কাছে এলো এবং নিজের ঘটনা বিবৃত করে বৃদ্ধার নাম বলে চলে গেল। পরদিন যখন সে এলো তখন আবদুল্লাহ্ বললেন, স্বপ্নের মধ্যে ঐ বৃদ্ধা আমাকে বলেছেন, 'আমার ঘরের ছাদে সাতটি কড়িকাঠ রয়েছে এবং ঐ দীনারগুলো সপ্তম কড়িকাঠের মধ্যে একটি পশমী কাপড়ে পেঁচানো অবস্থায় আছে। সেখান থেকে তুমি তা নিয়ে যাও। শেষ পর্যন্ত বৃদ্ধারই নির্দেশ মত স্বর্ণমুদ্রাগুলো সেখানে পাওয়া গিয়েছিল।

তিনি আরো বলেন, আমার কাছে একজন নির্ভরযোগ্য লোক বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমাকে একজন স্ত্রীলোক শ্রমিক নিয়োগ করলো এ উদ্দেশ্যে যে, আমি তার পুরাতন ঘরটি ভেঙে ফেলে সে জায়গায় নতুন ঘর বানিয়ে দিব। আমি যখন ঘরটি ভাঙতে লাগলাম তখন ঐ স্ত্রীলোক এবং তার পরিবারের কেউই বাইরে এলো না। আমি এর কারণ জিজ্ঞেস করলে স্ত্রীলোকটি বলল, এ ঘর ভেঙে ফেলার কোন প্রয়োজন আমার ছিল না ; কিন্তু আমার বাবা মারা গেছেন। তিনি ছিলেন খুবই সম্পদশালী, অথচ তিনি মারা যাবার পর আমরা তেমন কোন সম্পদ পাইনি। মনে

www.amarboi.org

করলাম, তার সম্পদ মাটির নীচে পুতে রাখা হয়েছে। তাই এসব ভেঙে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলাম, যাতে এর মধ্যে কিছু আছে কিনা তা দেখতে পারি। তখন উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন বললো, এর চেয়েও সহজ যে পন্থাটি রয়ে গেছে তা তুমি ভুলে গেছ ? সে বললো, তা কি ? তখন ঐ ব্যক্তি বললো, তুমি অমুকের কাছে ঘটনাটি ব্যক্ত কর। হয়ত সে স্বপ্নের মধ্যে তোমার পিতাকে দেখতে পাবে এবং এ সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করে নিবে। এভাবে কোনোরূপ কষ্ট স্বীকার বা অর্থব্যয় ছাড়াই তুমি তোমার পিতার ধন-সম্পদ পেয়ে যাবে। তখন স্ত্রীলোকটি ঐ ব্যক্তির কাছে গেল এবং তার কাছে নিজের এবং নিজের পিতার নাম বলে ফিরে এলো। পরদিন প্রত্যুষে যখন সে পুনরায় ঐ ব্যক্তির কাছে গেল তখন সে বলল, আমি তোমার পিতাকে স্বপ্নে দেখেছি এবং ধন-সম্পদ সম্পর্কেও তাকে জিজ্ঞেস করেছি। তিনি বলেছেন, ঐ সম্পদ মিহরাবের নীচে পুতে রাখা আছে।' শেষ পর্যন্ত স্ত্রীলোকটি মাটি খুড়ে তা বের করে নিল। কিন্তু লোকেরা তাতে অবাক হল। কেননা সেখানে একেবারে অল্প পরিমাণ সম্পদ ছিল। যাহোক স্ত্রীলোকটি পুনরায় ঐ ব্যক্তির কাছে গিয়ে বলল, নির্দেশিত জায়গা থেকে যে সম্পদ বের হয়েছে তা পরিমাণে খুবই সামান্য। ঐ ব্যক্তি বলল, আমার কাছে আগামী কাল এসো। পরদিন তার কাছে গেলে সে বলল, তোমার পিতা ঐ চতুষ্কোণ হাউজের নীচের দিকটি খুঁড়তে বলেছেন, যা যায়তুন তেলের গুদাম ঘরের মধ্যে অবস্থিত। অতপর যখন স্ত্রীলোকটি ঐ কামরা খুলল তখন তার এক কোণে একটি চতুষ্কোণ হাউজ দেখলো। যখন সে ঐ জায়গাটি খনন করল তখন সেখানে একটি বড় সুরাহী পেল। কিন্তু এতে স্ত্রীলোকটির ধনের তৃষ্ণা মিটলো না। সে পুনরায় ঐ ব্যক্তির কাছে গিয়ে তার মনের কথা ব্যক্ত করল। সে বলল, কাল পুনরায় এসো। পরদিন প্রত্যুষে তার কাছে গেলে সে বলল, তোমার পিতা বলেছেন, তোমার ভাগ্যে যা নির্ধারিত ছিল তুমি তা পেয়ে গেছ। অবশিষ্ট সম্পদ যার ভাগ্যে আছে শুধুমাত্র সেই পাবে।

এ প্রসংগে আরো অনেক কাহিনী বর্ণিত আছে। আর এ ধরনের আরো অনেক ঘটনা আছে যে, স্বপ্নের মধ্যে রোগের ওষুধ বলে দেয়া হয়েছে এবং সে ওষুধ সেবনের পর আল্লাহর ফযলে রোগী আরোগ্য লাভ করেছে।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

যারা শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর ভক্ত-অনুরক্ত ছিলেন না—এমন কয়েক ব্যক্তি বলেছেন, স্বপ্নে শায়খের সাথে তাদের দেখা

www.amarboi.org

হয়েছে। তারা তাকে ফারায়িযের অনেক কঠিন কঠিন মাসআলা জিজ্ঞেস করেছেন এবং শায়খ সেগুলোর ঠিক ঠিক উত্তর বলে দিয়েছেন।

–মাওলানা মুফতী আযান গাছী (র) ঃ মাওয়ায়িয (কলমী নুসখা)।

মোটকথা, স্বপ্নের এ সমস্ত ব্যাপার শুধুমাত্র ঐ ব্যক্তিই অস্বীকার করতে পারে, যে আত্মাসমূহের অবস্থাদি জানে না এবং জানার কোনো আগ্রহও দেখায় না।

www.amarboi.org

শুধুমাত্র দেহ, নাকি আত্মারাও মৃত্যুবরণ করে ?

এ বিষয়ে মতপার্থক্য রয়েছে। কারো কারো মতে আত্মারাও মৃত্যুবরণ করে। কেননা আত্মাও একটি প্রাণী এবং প্রাণী মাত্রই মরণশীল।

এরা বলেন, এ মতের পক্ষে অনেক দলীল-প্রমাণাদি রয়েছে যে, শুধুমাত্র আল্লাহর সত্তা ছাড়া আর কিছুই চিরঞ্জীব নয়। আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ ○ وَّيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ ○ الرحمن : ٢٦

"ভূপৃষ্ঠে যাকিছু আছে সবই নশ্বর ; অবিনশ্বর কেবল তোমার প্রতিপালকের সত্তা, তিনি মহিমাময়, মহানুভব।"

-সূরা আর রহমান ঃ ২৬

তিনি আরো ঘোষণা করেছেন ঃ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا هُوَ قف كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ اِلَّا وَجْهَهٗ ط - القصص : ٨٨

"তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই। আল্লাহর সত্তা ছাড়া সবকিছুই ধ্বংসশীল।"-সূরা আল কাসাস ঃ ৮৮

তারা বলেন, যখন ফিরিশতাদেরও মৃত্যু হবে তখন মানবাত্মাদের মৃত্যু হওয়া তো আরো বেশী স্বাভাবিক ব্যাপার। তারা আরো বলেন, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে জাহান্নামীদের উক্তি যেভাবে উদ্ধৃত করেছেন তাহলো ঃ

رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ○ - المؤمن : ١١

"হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েছ এবং দু'বার জীবন দিয়েছ। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি ; এখন নিষ্কৃতির কোনো পথ মিলবে কি ?"-সূরা আল মু'মিন ঃ ১১

এ প্রথম মৃত্যু হচ্ছে দেহের, আর দ্বিতীয় মৃত্যু হচ্ছে আত্মার।

www.amarboi.org

কারো কারো মতে, আত্মাদের মৃত্যু নেই। কেননা সেগুলোকে জীবিত থাকার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব শুধু দেহই মরে। কেননা হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, দেহ হতে পৃথক হওয়ার পর পুনরায় দেহে ফিরে না আসা পর্যন্ত আত্মা শাস্তি অথবা আরাম (পুরস্কার) ভোগ করতে থাকে। অতএব আত্মারা যদি মরে যায় তাহলে তাদের শাস্তি অথবা আরাম ভোগ করার কোন প্রশ্নই ওঠে না। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ○ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ لا وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لا اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لا وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত এবং তারা জীবিকাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে এজন্য যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। আল্লাহর অবদান ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং এটা এ কারণে যে, আল্লাহ বিশ্বাসীদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।"

–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯-১৭১

আর এটা নিশ্চিত যে, তাদের আত্মাসমূহ তো দেহ থেকে পৃথক হয়ে গেছে এবং এভাবে তারা মৃত্যুর স্বাদও ভোগ করে ফেলেছে।

আর জাহান্নামীরা যে বলবে–

قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ مِّنْ سَبِيْلٍ ○- المؤمن : ١١

"হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে দু'বার মৃত্যু দিয়েো এবং দু'বার জীবন দিয়েছ। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি, এখন নিষ্কৃতির কোনো পথ মিলবে কি ?"–সূরা আল মু'মিন ঃ ১১

www.amarboi.org

তার ব্যাখ্যা সূরা আল বাকারার নিম্নোক্ত আয়াতে রয়েছে ঃ

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ۚ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ـ البقرة : ٢٨

"তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার কর ? অথচ তোমরা ছিলে মৃত (প্রাণহীন), তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবন্ত করবেন ; পরিণামে তার দিকেই তোমরা ফিরে যাবে।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮

অর্থাৎ তারা তাদের পিতার ঔরসে ও মায়ের গর্ভে শুক্রের আকারে মৃত (অস্তিত্বহীন) ছিল। অতপর আল্লাহ তাআলা তাদের মধ্যে জীবন দিয়েছেন। অতপর তাদেরকে মৃত্যু দিয়ে কিয়ামতের দিন পুনরায় জীবিত করবেন। এর অর্থ এই নয় যে, কিয়ামতের পূর্বে শিংগায় ফুঁৎকারকালে আত্মাসমূহকে মেরে ফেলা হবে। অন্যথায় তো তিনটি মৃত্যু হয়ে যায়। শিংগায় ফুঁৎকারকালে আত্মাদের চেতনা হারিয়ে ফেলার অর্থ তাদের মৃত্যু নয়।

অতএব উপরোক্ত মতপার্থক্য প্রসংগে বলা যায় যে, যদি আত্মাসমূহের মৃত্যু দ্বারা দেহ থেকে তাদের পৃথক হওয়াকে বুঝায় তাহলে নিসন্দেহে আত্মারাও মৃত্যুবরণ করে। আর যদি এর অর্থ এই হয় যে, তারাও দেহসমূহের মত চিরদিনের জন্য হারিয়ে যায় তাহলে নিসন্দেহে আত্মারা মৃত্যুবরণ করে না, বরং জন্মলাভের পর থেকে চিরবিদ্যমান থাকে—চাই আরামের (পুরস্কারের) মধ্যে থাক, আর চাই কষ্টের (শাস্তির) মধ্যে। স্পষ্ট দলীল দ্বারা জানা যায় যে, আত্মারা আলমে বারযাখে শাস্তি অথবা পুরস্কার ভোগ করতে থাকে, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তাদেরকে পুনরায় দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেন।

www.amarboi.org

ষষ্ঠ জিজ্ঞাসা

দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর আত্মাদেরকে কিভাবে চেনা যায় ?

দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার পর কিভাবে বুঝা যেতে পারে যে, আত্মারা পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাত করে ? দেহ থেকে পৃথক হওয়ার পর আত্মারা কি সে রূপে থাকে, যে রূপে তারা পৃথিবীতে ছিল, না কি অন্য কোন রূপ ধারণ করে ?

খুব সম্ভবত এ বিষয়ের উপর আজ পর্যন্ত না কেউ আলোকপাত করেছেন, না এ প্রসংগে কোন বই-পুস্তক লেখা হয়েছে। যারা আত্মাকে জড়পদার্থ বা জড়পদার্থের সাথে সম্পৃক্ত হওয়া থেকে পবিত্র মনে করেন, যারা মনে করেন যে, আত্মারা না বিশ্বের ভিতরে রয়েছে আর না বাইরে ; আর যারা এটা মনে করেন যে, আত্মাদের না কোন আকার-আকৃতি আছে, আর না কোন অবয়ব—তাদের কাছে এ প্রশ্নের কোন উত্তর নেই। ঐ সমস্ত লোকের বিশ্বাস বা আকায়িদের মধ্যেও এর কোন সদুত্তর পাওয়া যায় না, যারা বিশ্বাস করেন যে, আত্মারা হচ্ছে ছায়াতুল্য পরাশ্রয়ী কোন বস্তু বা সত্তা যেগুলোকে শুধুমাত্র অপর কোন দেহের মাধ্যমেই চেনা বা জানা যায়। অতএব দেহ ত্যাগ তথা মৃত্যুর পর এগুলোর পৃথক কোন অস্তিত্ব বা পরিচয় থাকে না, বরং অন্যান্য পরাশ্রয়ী বস্তু বা সত্তার মত এগুলোর অস্তিত্বও বিলীন হয়ে যায়।

তবে হ্যাঁ, সেই আহলে সুন্নাতের মূলনীতি এবং আকায়িদ ও বিশ্বাসের মধ্যে এর একটা সদুত্তর রয়েছে, যাদের মতে, আত্মা একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ বস্তু, যা ভিতরে বাইরে আসা-যাওয়া করে এবং যার মধ্যে নড়াচড়া করা বা জমে থাকার গুণ রয়েছে। এ উত্তরের উপর তারা কুরআন, হাদীস এবং কিয়াস ও আকল হতে এক শতেরও বেশী দলীল সংগ্রহ করেছেন। আল্লামা ইবনে কাইয়িম (র)-এর 'মা'রিফাতুর রূহ ওয়ান্ নাফ্স্' শীর্ষক বিরাট গ্রন্থে এর উপর বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে এবং উপযুক্ত দলীল-প্রমাণের সাহায্যে বিরুদ্ধবাদীদের মতামতের ভ্রান্তিসমূহ স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হয়েছে। সেখানে এটাও প্রমাণ করে দেখানো হয়েছে যে, যারা এ অভিমত মানেন না তারা তাদের নিজের নাফস (সত্তা) সম্পর্কেই অজ্ঞ।

www.amarboi.org

পবিত্র কুরআন দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, আত্মা বাইরে ভিতরে আসা-যাওয়া করে। আত্মাকে কব্য্ (ধরা) করা হয় এবং উঠিয়ে নেয়া হয়। উপরন্তু আত্মা আপন ঠিকানার দিকে উত্থিত হতে থাকে এবং তার জন্য আসমানসমূহের দরজা হয় খুলে দেয়া হয়, নয়ত বন্ধ করে দেয়া হয়।

যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلَوْ تَرٰى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰٓئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ ۚ اَخْرِجُوْٓا اَنْفُسَكُمْ ۖ اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ○ - الانعام : ٩٣

"যদি তুমি দেখতে পেতে, যখন জালিমরা মৃত্যুযন্ত্রণায় থাকবে এবং ফিরিশতারা হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের করো ; তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তার নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে, সেজন্য আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে।"–সূরা আল আনআম ঃ ৯৩

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে ঃ

يٰٓاَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ○ ارْجِعِىْٓ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ○ فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ○ - الفجر : ٢٧-٣٠

"হে প্রশান্ত আত্মা! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, আমার দাসদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।"–সূরা আল ফাজ্‌র ঃ ২৭-৩০

একথা তখনই বলা হয় যখন আত্মা দেহ হতে পৃথক হয়ে যায়। পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে ঃ

وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا ○ فَاَلْهَمَهَا فُجُوْرَهَا وَتَقْوٰىهَا ○ قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰىهَا ○ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسّٰىهَا ○ - الشمس : ٧-١٠

"শপথ মানুষের (আত্মার) এবং তার যিনি তাকে সুঠাম করেছেন, অতপর তাকে তার অসৎকাজ ও তার সৎকাজের জ্ঞান দান করেছেন।

www.amarboi.org

যে নিজেকে পবিত্র করবে সেই সফলকাম হবে এবং যে নিজেকে কলুষাচ্ছন্ন করবে সেই ব্যর্থ হবে।"–সূরা আশ শামস ঃ ৭-১০

এমন কি আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করেছেন যে, তিনি দেহের ন্যায় আত্মাকেও সুঠাম করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ ○ الَّذِىْ خَلَقَكَ فَسَوّٰكَ فَعَدَلَكَ ○ فِىْ اَىِّ صُوْرَةٍ مَّا شَاۤءَ رَكَّبَكَ ○ - الانفطار : ٦-٨

"হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহান প্রতিপালক সম্বন্ধে বিভ্রান্ত করলো ? যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তোমাকে সুঠাম করেছেন এবং সুসমঞ্জস করেছেন ; তিনি তোমাকে তাঁর ইচ্ছামত আকৃতিতে গঠন করেছেন।"–সূরা আল ইন্‌ফিতার ঃ ৬-৮

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মানুষের আত্মাকেও সুঠাম করেছেন, যেমন সুঠাম করেছেন তার দেহকে। প্রকৃতপক্ষে দেহকে এজন্য সুঠাম করেছেন যাতে তা আত্মার ছাঁচে পরিণত হয়। অতএব দেহকে সুঠাম করা আসল লক্ষ্য নয়, বরং আসল লক্ষ্য হচ্ছে দেহকে একটা আধারে পরিণত করা। কেননা দেহ হচ্ছে আত্মার ঘর, যেমন ছাঁচ হচ্ছে ঐ জিনিসের ঘর যেখানে তাকে ঢালাই করা হয়।

অতএব জানা গেল যে, আত্মারও আকার-আকৃতি আছে এবং তা দেহের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে এমন এক একটি ভৌতিক রূপ ধারণ করে, যার মাধ্যমে মানুষ একে অপর হতে এক একটি পৃথক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হয়। কেননা দেহের মত আত্মাও প্রভাবান্বিত হয়। দেহের পবিত্রতা বা অপবিত্রতার কারণে সেও পবিত্র বা অপবিত্র হয়ে পড়ে। অতএব দেহ ও আত্মার মধ্যে যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক, সম্পৃক্তি ও ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রভাব বিদ্যমান তা অন্য কোন প্রকারেরই যুগল বস্তুর মধ্যে নেই। এ কারণেই পৃথক হওয়ার সময় একে বলা হয়, 'হে পবিত্র আত্মা! যে পবিত্র দেহে রয়েছ অথবা হে অপবিত্র আত্মা! যে অপবিত্র দেহে রয়েছ, বের হয়ে এসো।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ج فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰۤى اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ ○ - الزمر : ٤٢

www.amarboi.org

"মৃত্যু আসলে আল্লাহ্ প্রাণ (আত্মা) হরণ করেন এবং যারা জীবিত তাদেরও প্রাণ হরণ করেন তারা যখন নিদ্রিত থাকে। অতপর যার জন্য মৃত্যু অবধারিত করেছেন তিনি তার প্রাণ রেখে দেন এবং অপরের প্রাণ ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।"–সূরা আয্ যুমার ঃ ৪২

উপরোক্ত আয়াতে আত্মা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তাকে উঠানো (হরণ) হয়, রুখে রাখা হয়, আবার ছেড়ে দেয়া হয়, যেমন প্রথমোক্ত আয়াতগুলোতে বলা হয়েছে যে, তা প্রবেশ করে, বের হয়, ফিরে আসে এবং তাকে সুঠাম করা হয়। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ بَصَرَ الْمَيِّتِ يَتْبَعُ نَفْسَهُ اِذَا قُبِضَتْ ـ احمد، مسلم، ابن ماجه

"কব্‌য করার পর রূহ যখন উপর দিকে উঠতে থাকে তখন মৃত ব্যক্তির চোখ তা নিরীক্ষণ করে।"–আহমাদ, মুসলিম, ইবনে মাজা।

এটাও বর্ণিত আছে যে ঃ

اِنَّ الْمَلَكَ يَقْبِضُهَا فَتَاخُذُهَا الْمَلٰئِكَةُ مِنْ يَدِهٖ فَيُوْجَدُ لَهَا كَاطَيْبِ نَفْحَةِ مِسْكٍ وُجِدَتْ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ اَوْ كَاَنْتَنِ رِيْحِ جِيْفَةٍ وُجِدَتْ عَلٰى وَجْهِ الْاَرْضِ

ـ احمد

"আজরাঈল রূহ কব্‌য করেন। অতপর ফিরিশতারা সেটাকে তার হাত থেকে নিয়ে যায়। অতপর তা থেকে মৃগনাভির চেয়েও অধিক সুগন্ধ বের হয় অথবা বের হয় পঁচামরা লাশের চেয়েও অধিক দুর্গন্ধ।"–আহমাদ

আর এটা তো জানা কথা যে, ছায়াতুল্য বস্তু হতে না গন্ধ বের হয়, না তাকে রুখে রাখা হয়, আর না হস্তান্তর করা যায়।

এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, যখন আত্মা আসমানের দিকে উঠতে থাকে তখন তার উপর আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী প্রত্যেক ফিরিশতাই দরূদ পড়ে (ক্ষমা প্রার্থনা করে)। তার জন্য আসমানের দরজাসমূহ খুলে দেয়া হয়। অতপর সে এক আসমান থেকে অপর আসমানে উঠতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত ঐ আসমানে গিয়ে পৌছে যেখানে আল্লাহ্ তাআলার আরশ রয়েছে। অতপর তাকে আল্লাহর সামনে দাঁড় করানো হয়। তখন আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দেন, এর নাম ইল্লীয়্যীন অথবা সিজ্জীনবাসীদের

www.amarboi.org

রেজিস্ট্রারে লিপিবদ্ধ কর। অতপর মুমিনের আত্মাকে যমীনের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয় এবং কাফিরের আত্মাকে নীচের দিকে ছুড়ে মারা হয়। অতপর মুনকার-নাকীরের প্রশ্নের সম্মুখীন হওয়ার জন্য তারা তাদের কবরের দেহে গিয়ে প্রবেশ করে।—আহমাদ

এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, মুমিনের আত্মা হচ্ছে একটি পাখী, যা জান্নাতের গাছপালা হতে ফল খেতে থাকে, যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা তাকে তার দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেন।—আহমাদ

আর এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, শহীদের আত্মাসমূহ ঐ সমস্ত সবুজ পাখীদের হৃদপিণ্ডে অবস্থান করে যেগুলো জান্নাতের নহরসমূহের উপর দিয়ে ওড়ে বেড়ায় ও জান্নাতের ফল খায়।—আহমাদ

এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, বারযাখের মধ্যে আত্মাকে কিয়ামত পর্যন্ত শাস্তি প্রদান করা হয় অথবা আরাম (পুরস্কার) প্রদান করা হয়।

—ইবনে কাইয়িম ঃ মা'রিফাতুর রূহ্ ওয়ান্ নাফস।

আল্লাহ্ তাআলা ফিরআউনের সম্প্রদায় সম্পর্কে আমাদেরকে সংবাদ দিয়েছেন যে, তাদেরকে সকাল-সন্ধ্যায় আগুনের সামনে উপস্থিত করা হয়। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْءُ الْعَذَابِ ۝ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ج

وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ قف اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ۝ المؤمن : ٤٥-٤٦

"এবং কঠিন শাস্তি গ্রাস করলো ফিরআউন সম্প্রদায়কে। সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন ফিরিশতাদেরকে বলা হবে, ফিরআউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ করো কঠিন শাস্তিতে।"-সূরা মু'মিন ঃ ৪৫-৪৬

আর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শহীদদের সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন যে, তারা তার কাছে জীবিত রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

يُرْزَقُوْنَ ۝ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ لا وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ

يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لا اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ۝ يَسْتَبْشِرُوْنَ

بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لا وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ۝

www.amarboi.org

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে কর না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের কাছ হতে তারা জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে এজন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। আল্লাহর অবদান ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং এটা এ কারণে যে, আল্লাহ বিশ্বাসীদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।"-সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯-১৭১

উল্লেখিত 'জীবন' অর্থ শহীদদের আত্মাদের জীবন। তাদের আত্মারাই সেখানে সদাসর্বদা জীবিকাপ্রাপ্ত হচ্ছে। অন্যথায় তাদের দেহ তো সেই কখনই ধ্বংস হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ (স) এ জীবনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন তাহলো, তাদের আত্মাসমূহ সবুজ পাখীদের পেটে অবস্থান করছে। আর তাদের জন্য আরশের নীচে ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে ঝাড়বাতি। তারা জান্নাতের মধ্যে ঘুরাফেরা করে। অতপর ঐ সমস্ত প্রদীপে গিয়ে আশ্রয় নেয়। তখন তাদের প্রতিপালক তাদের দিকে উঁকি মেরে জিজ্ঞেস করেন, তোমরা কি আরো কিছু চাও ? তারা উত্তর দেয়, আমরা তো জান্নাতের যথা ইচ্ছা বিচরণ করছি, এর উপর আর কি চাইবো ? আল্লাহ তাআলা এভাবে তাদেরকে তিনবার জিজ্ঞেস করবেন। যখন তারা দেখবে যে, উত্তর না দিয়ে গত্যন্তর নেই তখন বলে উঠবে, আমাদের আত্মাকে আমাদের দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দাও, যাতে আমরা পুনরায় তোমার পথে যুদ্ধ করতে করতে শাহাদাত বরণ করতে পারি।

রাসূলুল্লাহ (স) হতে একাধিক বিশুদ্ধ পন্থায় বর্ণিত হয়েছে যে, শহীদদের আত্মাসমূহ সবুজ পাখীদের মধ্যে অবস্থান করে এবং জান্নাতের ফল খেতে থাকে।–ইবনে কাইয়িম ঃ মা'রিফাতুর রূহ ওয়ান নাফ্স।

ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, উহুদ যুদ্ধে যখন তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হলো তখন আল্লাহ তাআলা তাদের আত্মাসমূহকে ঐ সমস্ত সবুজ পাখীদের পেটের ভিতর রেখে দিলেন যারা জান্নাতের নহরসমূহের উপর দিয়ে উড়ে বেড়ায়, জান্নাতের ফল খায় এবং আরশের ছায়ায় সোনার ঝাড়বাতিসমূহের মধ্যে অবস্থান করে। অতপর তারা যখন নিজেদের পবিত্র সুস্বাদু খাবার পানীয় এবং বিশ্রাম গ্রহণের মনোরম জায়গাসমূহ দেখল তখন তারা বলে উঠল, 'হায়! যদি আমাদের ভাইয়েরাও জানতে পারত এসব নিয়ামাতের কথা, যেগুলো আল্লাহ

www.amarboi.org

তাআলা আমাদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন তাহলে তারা জিহাদের প্রতি আরও বেশী উদ্বুদ্ধ হত এবং কখনো তা হতে পরান্মুখ হত না।' অবশ্য আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে বলে দিয়েছেন, 'আমি তোমাদের খবর তোমাদের ভাইদের কাছে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি।' যা হোক, আল্লাহ তাআলা তার রাসূলের উপর অবতীর্ণ করেন—

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ
يُرْزَقُوْنَ ○ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ لا وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ
يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لا اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ يَسْتَبْشِرُوْنَ
بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لا وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে কর না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের কাছ হতে তারা জীবকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ্ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনের যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে এজন্য যে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। আল্লাহর অবদান ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং এটা এ কারণে যে, আল্লাহ্ বিশ্বাসীদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।"

—সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯-১৭১

এটা ইমাম আহমাদ হতে বর্ণিত হয়েছে। এ হাদীস পরিষ্কার প্রমাণ করে যে, আত্মারা পানাহার করে, নড়াচড়া করে, স্থানান্তরিত হয় এবং পরস্পর কথাবার্তা বলে।

আত্মাসমূহ যখন উপরোক্ত সূক্ষ্ম গুণাবলীর অধিকারী তখন নিসন্দেহে তাদের মধ্যে পরস্পর পার্থক্য এবং ব্যবধানও দেহসমূহের চেয়ে অধিকতর সূক্ষ্ম। অতএব দেহসমূহের মধ্যে কখনো কখনো পরস্পর সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হলেও আত্মাসমূহের মধ্যে তা কখনও হওয়ার কথা নয়।

আমরা আম্বিয়া কিরাম, সাহাবা কিরাম ও অনেক উলামা কিরামের দেহ স্বচক্ষে দেখিনি। অথচ তারা আমাদের জ্ঞানের মধ্যে সত্তাগত বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এ পার্থক্য নির্ণয়কারী বৈশিষ্ট্য শুধুমাত্র তাদের দেহসমূহেরই ফলশ্রুতি নয়, যদিও তাদের দেহের বৈশিষ্ট্যগত গুণাবলী বাতলিয়ে দেয়া হয়েছে—বরং এগুলো হচ্ছে তাদের আত্মার গুণাবলীরই

www.amarboi.org

ফলশ্রুতি। গুণাবলীর দিক দিয়ে দেহসমূহের চেয়ে আত্মাসমূহের বৈশিষ্ট্য অধিক। যেমন আমরা দেখি যে, মুমিন ও কাফিরের দেহ অনেক দিক দিয়েই পরস্পর সামঞ্জস্যশীল ; কিন্তু তাদের আত্মাসমূহের মধ্যে বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান। দুজন সহোদরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে যথেষ্ট মিল থাকলেও তাদের আত্মাসমূহের মধ্যে পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যদি এ দুই আত্মা নিজ নিজ দেহ হতে পৃথক হয়ে যায় তাহলে তাদের মধ্যকার পার্থক্য ও বৈসাদৃশ্য অবশ্যই চোখে ধরা পড়বে।

একটি রহস্যপূর্ণ ব্যাপার এই যে, যদি দেহসমূহ ও আত্মাসমূহের বিভিন্ন অবস্থার উপর চিন্তাভাবনা করা যায় তাহলে সেগুলোকে স্বচক্ষে দেখার মতই দেখা যায়। প্রধানত কদাকার দেহ, তার সাথে মানানসই আকার-আকৃতির আত্মারই বাহন হয়ে থাকে। আর যদি দেহের উপর কোনো বিপদ আসে তাহলে তারই সাথে মানানসই বিপদ আত্মার উপরও আসে। এ কারণেই দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ দেহের আকার-আকৃতি ও হাল-অবস্থা থেকে আত্মার অবস্থা জেনে নেন। ইমাম শাফিয়ী (র) এবং হযরত মাওলানা আযান গাছী (র) হতে এ প্রসঙ্গে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে বেশীর ভাগ সুন্দর আকার-আকৃতি এবং সূক্ষ্ম কাঠামোবিশিষ্ট দেহের সাথে যে আত্মা সম্পৃক্ত থাকে তাও সুন্দর, আকর্ষণীয়, সূক্ষ্ম কাঠামো বিশিষ্ট এবং পবিত্র হবে, যদি না শিক্ষা, শিষ্টাচার ও অভ্যাসের কারণে তাতে কোন ব্যতিক্রম দেখা দেয়।

যখন উপরে অবস্থানকারী আত্মাসমূহ অর্থাৎ ফিরিশতারা দেহধারী না হওয়া সত্ত্বেও একে অপর হতে পৃথক বৈশিষ্টের অধিকারী, অনুরূপভাবে জ্বিনরাও যখন একে অপর হতে ভিন্ন বৈশিষ্টসম্পন্ন তখন মানুষের আত্মাসমূহের পরস্পর পৃথক বৈশিষ্টের অধিকারী হওয়া তো আরও বেশী সঙ্গত ও সমীচীন।—ইবনে কাইয়িম ঃ মা'রিফাতুর রূহ ওয়ান নাফস।

✪

www.amarboi.org

সপ্তম জিজ্ঞাসা

কবরে জিজ্ঞাসাবাদকালে মৃতের আত্মাকে কি তার দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হয় ?

মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী ও ইবনে মাজা-এর বর্ণনার ভিত্তিতে ইমাম ইবনে কাইয়িম তাঁর 'আর রূহ' গ্রন্থে এ সম্পর্কে যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন তাহলো ঃ রাসূলুল্লাহ (স) পরিষ্কার ভাষায় বলেছেন যে, কবরে সাওয়াল-জবাবকালে মৃতের আত্মাকে তার দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হয়। যেমন বারা বিন আযিব (রা) বলেন, আমরা বাকীউল গারকাদে এক ব্যক্তির জানাযায় অংশগ্রহণ করেছিলাম। রাসূলুল্লাহ (স)-ও তাতে শরীক ছিলেন। তিনি সেখানে এসে এক জায়গায় বসে পড়লেন। আমরাও তার আশেপাশে নীরবে বসে পড়লাম। লাশ দাফনের জন্য কবর খনন করা হচ্ছিল। তিনি তিনবার কবরের আযাব হতে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। অতপর বললেন, যখন মানুষ দুনিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে আখিরাতের দিকে পাড়ি জমায় তখন ফিরিশতারা অবতরণ করে এমতাবস্থায় যে, তাদের চেহারা সূর্যের ন্যায় ঝলমল করতে থাকে। মৃত্যুপথযাত্রীর চোখ যতদূর পর্যন্ত যায় ততদূর পর্যন্ত ঐ ফিরিশতাদেরকে বসে থাকতে দেখা যায়। অতপর আজরাঈল ফিরিশতা এসে ঐ ব্যক্তির শিয়রে বসেন এবং বলেন, 'হে পবিত্র আত্মা! আল্লাহর ক্ষমা এবং সন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে পড়। তখন ঐ আত্মা দেহ থেকে ঠিক সেরূপ সহজে বের হয়ে আসে যেরূপ সহজে বের হয়ে আসে মশকের মুখ দিয়ে পানির ধারা। তখন আজরাঈল (আ) ঐ আত্মাকে গ্রহণ করেন। কিন্তু চোখের পলকে অন্যান্য ফিরিশতারা তার নিকট থেকে তাকে লুফে নিয়ে জান্নাতের কাফন ও সুগন্ধিতে লেপটিয়ে ফেলে। তখন ঐ আত্মা থেকে মৃগনাভির চেয়েও আকর্ষণীয় সুগন্ধ বের হতে থাকে। অতপর ফিরিশতারা তাকে নিয়ে উপরে উঠতে থাকে। পথিমধ্যে তারা ফিরিশতাদের যে দলকেই অতিক্রম করে তারাই জিজ্ঞেস করতে থাকে, এ পবিত্র আত্মাটি কার ? তখন বহনকারী ফিরিশতারা তার দুনিয়ার সবচেয়ে সুন্দর নামটি উল্লেখ করে বলে, এটা হচ্ছে অমুকের পুত্র অমুকের আত্মা। এভাবে তাকে পৃথিবীর আসমান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় এবং তার জন্য খুলে দেয়া হয় আসমানের দরজা। তখন ঐ আসমানের নৈকট্যপ্রাপ্ত সকল ফিরিশতা অন্য

www.amarboi.org

আসমান পর্যন্ত এগিয়ে গিয়ে সেখানে তাকে বিদায় সম্ভাষণ জানায়। এভাবে তাকে ঐ আসমান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় যেখানে আল্লাহ্ তাআলার অবস্থান। তখন আল্লাহ্ তাআলা বলেন, আমার এ বান্দার কিতাব (আমলনামা) ইল্লীয়্যীনে রেখে তাকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে দাও। কেননা আমি মাটি থেকেই তাকে সৃষ্টি করেছি ; এর মধ্যেই তাকে ফিরিয়ে আনবো এবং পুনরায় এ থেকেই তাকে সৃষ্টি করবো। অতপর দুজন ফিরিশতা তার কাছে এসে তাকে বসিয়ে দেয় এবং জিজ্ঞেস করে, তোমার প্রভু (রব) কে ? সে উত্তর দেয়, আমার প্রভু আল্লাহ্। অতপর ফিরিশতারা তাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার দ্বীন (ধর্ম) কি ? সে উত্তর দেয়, আমার দ্বীন ইসলাম। অতপর তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তোমার প্রতি যিনি প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি কে ? সে উত্তর দেয়, তিনি আল্লাহ্র রাসূল মুহাম্মাদ (স)। তখন তাকে জিজ্ঞেস করা হয়, তুমি কিভাবে জানলে যে, তিনি আল্লাহ্র রাসূল ? সে উত্তর দেয়, আমি আল্লাহ্র কিতাব পড়েছি, তার উপর ঈমান এনেছি, তার সত্যতা স্বীকার করেছি এবং তার মাধ্যমেই রিসালাত সম্পর্কে জ্ঞাত হয়েছি। অতপর আসমান থেকে আওয়াজ আসে, আমার বান্দা সত্য কথাই বলেছে। তার নীচে জান্নাতী শয্যা বিছিয়ে দাও এবং খুলে দাও তার জন্য জান্নাতের জানালা। তখন তার কবরের মধ্যে জান্নাতের সুঘ্রাণ আসতে থাকে এবং যতদূর চোখ যায় ততদূর পর্যন্ত তার কবর প্রশস্ত করে দেয়া হয়। অতপর তার কাছে অত্যন্ত সুন্দর, আকর্ষণীয় চেহারা বিশিষ্ট ও সুঘ্রাণযুক্ত পোশাক পরিহিত এক ব্যক্তি এসে বলে, তুমি একটি অতি আনন্দদায়ক খবর শোন। আজ হচ্ছে সেই দিন, যেদিনের প্রতিশ্রুতি তোমাকে দুনিয়ায় দেয়া হয়েছিল। তখন সে বলে, আপনি কে ? খোদ আপনার চেহারা হতেই যেন সুসংবাদের আভা ঠিকরে পড়ছে। তখন ঐ ব্যক্তি বলে, আমি তোমার পুণ্যকর্ম। একথা শুনে সে (কবরবাসী) প্রার্থনা করে, হে প্রভু! তুমি শীঘ্রই কিয়ামত কায়েম করো, যাতে আমি আমার পরিবার-পরিজনের সাথে মিলিত হতে পারি। অনুরূপভাবে কাফির যখন দুনিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে আখিরাতের দিকে পাড়ি জমায় তখন বিকট কাল চেহারার ফিরিশতারা আসমান থেকে তার দিকে অবতরণ করতে থাকে। তাদের হাতে থাকে চট্ এবং মৃত্যুপথযাত্রীর চোখ যতদূর পর্যন্ত যায় ততদূর পর্যন্ত তারা ছড়িয়ে থাকে। অতপর আজরাঈল (আ) এসে তার শিয়রে বসেন এবং বলেন, 'হে অপবিত্র আত্মা! তুই আল্লাহ্র ক্রোধ ও গযবের দিকে বের হয়ে পড়। কিন্তু আত্মা তখন দেহের প্রান্তে প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। অতপর আজরাঈল তাকে দেহ হতে এমনভাবে টেনে

www.amarboi.org

বের করেন যেমন আর্দ্র পশম হতে গোঁজ টেনে বের করা হয়। কিন্তু মুহূর্তকাল অতিবাহিত হতে না হতেই অন্য ফিরিশতারা আজরাঈল (আ)-এর হাত থেকে তাকে কেড়ে নিয়ে সাথে সাথে একটি চটের মধ্যে জড়িয়ে ফেলে। তখন তা হতে অত্যন্ত পঁচা ও গলিত লাশের দুর্গন্ধ বের হতে থাকে। অতপর ফিরিশতারা তাকে নিয়ে আসমানে উঠতে থাকে। পথিমধ্যে তারা ফিরিশতাদের যে দলকেই অতিক্রম করে তারাই বলে, এ কলুষিত আত্মাটি কার ? বাহক ফিরিশতারা তখন তার দুনিয়ার সবচেয়ে খারাপ নামটি উচ্চারণ করে বলে, এ আত্মা হচ্ছে অমুকের ছেলে অমুকের। এভাবে ফিরিশতারা তাকে প্রথম আসমান পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং আসমানের দরজা খুলে দেয়ার জন্য সেখানকার ফেরেশতাদেরকে বলে। কিন্তু কেউই দরজা খুলে দেয় না। অতপর রাসূলুল্লাহ (স) পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত পাঠ করেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِاٰيٰتِنَا وَاسْتَكْبَرُوْا عَنْهَا لَاتُفَتَّحُ لَهُمْ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَلَا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ حَتّٰى يَلِجَ الْجَمَلُ فِىْ سَمِّ الْخِيَاطِ ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِ الْمُجْرِمِيْنَ لَهُمْ مِّنْ جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَّمِنْ فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ ط وَكَذٰلِكَ نَجْزِى الظّٰلِمِيْنَ ○

"যারা আমার নিদর্শনকে প্রত্যাখ্যান করে এবং অহংকার বশে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় তাদের জন্য আকাশের দরজা খুলে দেয়া হবে না এবং তারা জান্নাতেও প্রবেশ করতে পারবে না—যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রপথে উট প্রবেশ করে। এভাবে আমি অপরাধীদেরকে প্রতিফল দিব। তাদের শয্যা হবে জাহান্নামের এবং তাদের উপরের আচ্ছাদনও ; এভাবে আমি যালিমদেরকে প্রতিফল দিব।"

–সূরা আল আরাফ ঃ ৪০-৪১

তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, এর আমলনামা সিজ্জীনের সবচেয়ে নীচের যমীনে লিখে রাখ। অতপর তার আত্মাকে উপর হতে ছুড়ে ফেলা হয়।

অতপর রসূলুল্লাহ (স) পবিত্র কুরআনের নিম্নের আয়াতটি পাঠ করেন–

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِىْ بِهِ الرِّيْحُ فِىْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ○ - الحج : ٣١

www.amarboi.org

"এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে তার অবস্থা ঃ সে যেন আকাশ হতে পড়লো, অতপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল, কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গেল এবং দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো।"–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৩১

অতপর তার আত্মাকে তার দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হয়। অতপর দুজন ফিরিশতা এসে তাকে জিজ্ঞেস করে, তোমার রব (প্রভু) কে ? সে উত্তরে বলে, হায় হায় ! আমি তো তা জানি না। তখন ফিরিশতারা জিজ্ঞেস করে, তিনি কে, যাঁকে তোমাদের কাছে পাঠান হয়েছিল ? সে উত্তরে বলে, হায় হায় ! আমি তো এটাও জানি না। অতপর আসমান থেকে আওয়াজ আসে, আমার এ বান্দা মিথ্যাবাদী। এর জন্য অগ্নি-শয্যা বিছিয়ে দাও এবং জাহান্নামের দরজা খুলে দাও ! অতপর তার কবরের মধ্যে জাহান্নামের তপ্ত বায়ু প্রবেশ করতে থাকে এবং তার কবরকে এতই সংকুচিত করে দেয়া হয় যে, তার এ পাশের পঞ্জরাস্থি ঐ পাশে চলে যায় এবং ঐ পাশের পঞ্জরাস্থি এ পাশে চলে আসে। অতপর তার কাছে এক কদাকার, দুর্গন্ধযুক্ত ও বিশ্রী পোশাক-পরা ব্যক্তি এসে বলে, তুই একটি দুঃসংবাদ শোন্। আজ হচ্ছে সেদিন যে দিনের প্রতিশ্রুতি তোকে দুনিয়ায় দেয়া হয়েছিল। তখন সে জিজ্ঞেস করে, তুমি কে ? স্বয়ং তোমার চেহারা হতেই যেন অমঙ্গল ছিটকে পড়ছে। সে উত্তর দেয়, আমি তোর দুষ্কর্ম। তখন সে (কবরবাসী) প্রার্থনা করে, হে প্রভু! তুমি আর কিয়ামত কায়েম করো না।–আহমাদ, আবু দাউদ, নাসায়ী, ইবনে মাজা।

আবু আওয়ানা এবং আহলে সুন্নাত ও আহলে হাদীসের উলামা কিরাম এ হাদীসেরই অনুরূপ আকীদা পোষণ করেন।

ইবনে হাযামের অভিমত

আবু মুহাম্মাদ বিন হাযাম বলেন, যে ব্যক্তি ধারণা করে যে, কিয়ামতের পূর্বে মৃত ব্যক্তি তার কবরের মধ্যে জীবিত হয় সে ভুল ধারণা পোষণ করে। কেননা পবিত্র কুরআনই এ ধারণার বিরোধিতা করেছে। যেমন তাতে বলা হয়েছে ঃ

قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ

مِّنْ سَبِيْلٍ٥- المؤمن : ١١

"তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি আমাদেরকে প্রাণহীন অবস্থায় দু'বার রেখেছ এবং দু'বার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছ। আমরা

www.amarboi.org

আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি, এখন নিষ্কৃতির কোনো পথ মিলবে কি ?”–সূরা আল মু'মিন ঃ ১১

আরো বলা হয়েছে ঃ

كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللّٰهِ وَكُنْتُمْ اَمْوَاتًا فَاَحْيَاكُمْ ج ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ اِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ ـ البقرة : ٢٨

“তোমরা কিরূপে আল্লাহকে অস্বীকার করো ? অথচ তোমরা ছিলে প্রাণহীন, তিনি তোমাদেরকে জীবন্ত করেছেন, আবার তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন ও পুনরায় জীবন্ত করবেন, পরিণামে তার দিকেই তোমরা ফিরে যাবে।”–সূরা আল বাকারা ঃ ২৮

এমতাবস্থায় যদি মেনে নেয়া যায় যে, মৃত ব্যক্তি কবরেও জীবিত হবে তাহলে তো প্রত্যেকের জন্য দুটির পরিবর্তে তিন তিনটি জীবন ও তিন তিনটি মৃত্যু অনিবার্য হয়ে পড়ে। আর এতো একটি ভ্রান্ত কথা— নিছক কুরআন-বিরোধী কথা। তবে আল্লাহ যদি কোন নবীকে তার মু'জিযা গুণে জীবিত করে দেন তাহলে তা একটি পৃথক ব্যাপার। কেননা খোদ কুরআনে এ ধরনের কিছু ঘটনার উল্লেখ রয়েছে। যেমন কয়েক হাজার ব্যক্তিকে মেরে পুনরায় জীবিত করা প্রসংগে বলা হয়েছে—

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ص فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا قف ثُمَّ اَحْيَاهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَايَشْكُرُوْنَ ـ البقرة : ٢٤٣

“তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা মৃত্যুভয়ে হাজারে হাজারে নিজেদের আবাসভূমি পরিত্যাগ করেছিল? অতপর আল্লাহ তাদেরকে বলেছিলেন, ‘তোমাদের মৃত্যু হোক।’ তারপর আল্লাহ তাদেরকে জীবিত করেছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।”–সূরা বাকারা ঃ ২৪৩

অনুরূপভাবে উযায়ির নবীকে পুনরায় জীবিত করার ব্যাপারে বলা হয়েছে—

اَوْ كَالَّذِىْ مَرَّ عَلٰى قَرْيَةٍ وَّهِىَ خَاوِيَةٌ عَلٰى عُرُوْشِهَا ج قَالَ اَنّٰى يُحْيٖ هٰذِهِ اللّٰهُ بَعْدَ مَوْتِهَا ج فَاَمَاتَهُ اللّٰهُ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ ط قَالَ كَمْ لَبِثْتَ ط قَالَ لَبِثْتُ

www.amarboi.org

يَوْمًا اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ط قَالَ بَلْ لَّبِثْتَ مِائَةَ عَامٍ فَانْظُرْ اِلٰى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ ج وَانْظُرْ اِلٰى حِمَارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ اٰيَةً لِّلنَّاسِ وَانْظُرْ اِلَى الْعِظَامِ كَيْفَ نُنْشِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوْهَا لَحْمًا ط فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ لا قَالَ اَعْلَمُ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ○ـ البقرة : ٢٥٩

"অথবা তুমি সেই ব্যক্তিকে দেখনি, যে এমন এক নগরে উপনীত হয়েছিল যা ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছিল ? সে বললো, 'মৃত্যুর পর কিরূপে আল্লাহ্ একে জীবিত করবেন ?' অতপর আল্লাহ্ তাকে একশ' বছর মৃত রাখলেন। পরে তাকে পুনর্জীবিত করলেন। আল্লাহ বললেন, 'তুমি কতকাল অবস্থান করলে ?' সে বললো, একদিন অথবা একদিনেরও কিছু কম অবস্থান করেছি। তিনি বললেন, না, না, বরং তুমি এক শ' বছর অবস্থান করেছ।' তোমার খাদ্য-সামগ্রী ও পানীয় বস্তুর প্রতি লক্ষ্য করো, তা অবিকৃত রয়েছে এবং তোমার গাধাটির প্রতি লক্ষ্য করো ; কারণ তোমাকে মানবজাতির জন্য নিদর্শনস্বরূপ করবো। আর অস্থিগুলোর প্রতি লক্ষ করো, কিভাবে সেগুলোকে সংযোজিত করি এবং গোশত দ্বারা ঢেকে দেই।' যখন এটা তার কাছে সুস্পষ্ট হলো তখন সে বলে উঠলো, আমি জানি যে, আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৯

মোটকথা, বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হতে পারে, অন্যথায় নয়। নিম্নের আয়াত দ্বারাও প্রমাণিত হয় যে, কিয়ামতের পূর্বে আত্মা তার দেহের মধ্যে ফিরে আসে না। যেমন বলা হয়েছে ঃ

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ج فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰۤى اِلٰۤى اَجَلٍ مُّسَمًّى ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ○ـ الزمر : ٤٢

"মৃত্যু আসলে আল্লাহ্ প্রাণ (আত্মা) হরণ করেন এবং যারা জীবিত তাদেরও প্রাণ হরণ করেন তারা যখন নিদ্রিত থাকে। অতপর যার জন্য মৃত্যু অবধারিত করেছেন তিনি তার প্রাণ রেখে দেন এবং অপরের প্রাণ ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।"–সূরা আয্ যুমার ঃ ৪২

www.amarboi.org

অতএব কুরআনের আয়াত দ্বারা স্পষ্ট প্রমাণিত হলো যে, আত্মারা কিয়ামতের পূর্বে তাদের দেহে ফিরে আসে না। রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন যে, মিরাজের রাতে তিনি প্রথম আসমানে ভাগ্যবানদের (পুণ্যবানদের) আত্মাসমূহকে হযরত আদম (আ)-এর ডান পাশে এবং হতভাগাদের (পাপীদের) আত্মাসমূহকে তার বাম পাশে দেখেছেন। আর বদরের দিন যখন তিনি নিহত কাফিরদের লাশসমূহকে সম্বোধন করে কথা বলছিলেন, তখন তারা তাঁর কথা শুনছিল এমতাবস্থায় যে, তারা তখনও কবরে যায়নি। আর সাহাবীরা যখন বললেন যে, তাদের লাশ তো পঁচে-গলে গেছে তখন তিনি তাদের কথা অস্বীকার করেননি, বরং বলেন, এতদসত্ত্বেও তারা তাঁর কথা শুনছে। এর দ্বারা জানা গেল যে, তিনি আত্মাদেরকে সম্বোধন করেছিলেন এবং আত্মারাই তার কথা শুনছিল—তাদের দেহের মধ্যে তখন কোন অনুভূতিই ছিল না।

ইবনে হাযাম বলেন, কোনো সহীহ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়নি যে, শুধু জিজ্ঞাসাবাদকালে মৃতদের আত্মাকে দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হয়, অন্যথায় আমরাও এর পক্ষ সমর্থন করতাম। আর বারা বিন আযিব (রা) থেকে এ মর্মের যে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে তা একমাত্র যাযান ছাড়া আর কেউই বর্ণনা করেননি।

তাছাড়া কবরে দেহের মধ্যে আত্মা ফিরিয়ে দেয়ার অভিমতটি একমাত্র মিনহাল বিন আমর সমর্থন করেছেন এবং তিনি কোনো নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নন। তার সম্পর্কে মুগীরা বিন মুকসিম যাব্বী (অন্যতম ইমাম)-এর উক্তি হলো, ইসলামে মিনহালের সাক্ষ্য বৈধ নয়। মোটকথা, সমগ্র সহীহ হাদীস এ বাড়াবাড়িমূলক উক্তির বিরুদ্ধে। আমরা যা বলেছি তা সাহাবা কিরাম (রা) থেকেও বর্ণিত হয়েছে।

সুফিয়া বিনতে শায়বাহ (রা) থেকে বর্ণিত আছে যে, ইবনে উমর (রা) মসজিদে প্রবেশ করে দেখলেন সেখানে ইবনে যুবায়রের লাশ পড়ে আছে। তাকে বলা হলো যে, আসমা বিনতে আবু বকর (রা)-ও এখানে আছেন। ইবনে উমর (রা) তখন আসমাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়ে বললেন, এসব লাশ কিছু নয়, নিশ্চয় আত্মাসমূহ আল্লাহর কাছে রয়েছে। হযরত আসমা (রা) তখন উত্তর দেন, আল্লাহ্‌র নবী হযরত ইয়াহ্ইয়া (আ)-এর মস্তক বনী ইসরাঈলের একটি বেশ্যাকে উপহার দেয়া হয়েছিল (এমতাবস্থায় আমাদের আর কী হাকীকতই বা থাকতে পারে) ?—আবু মুহাম্মাদ বিন হাযাম ঃ কিতাবুল মিলাল ওয়ান নিহাল।

www.amarboi.org

ইবনে হাযামের অভিমতের পর্যালোচনা

ইমাম ইবনে কাইয়্যিম (র) বলেন, ইবনে হাযাম যা বলেছেন তার মধ্যে কিছু সত্যতা আছে, আবার কিছু ভ্রান্তিও আছে। 'কবরের মধ্যে জীবিত হওয়ার অভিমত ভ্রান্ত'-একথার অর্থ যদি এই ধরা হয় যে, কবরের জীবন দুনিয়ার জীবনের অনুরূপ, অর্থাৎ সেখানেও দেহের মধ্যে আত্মা অবস্থান করে, দেহের কর্মসম্পাদনে হস্তক্ষেপ করে এবং তার বিদ্যমান থাকা অবস্থায়ই দেহ পানাহারের দিকে ধাবিত হয়—তাহলে মৃতের জীবিত হওয়ার অভিমত নিশ্চিতভাবে ভ্রান্ত। একে শুধু 'নস্' (কুরআন হাদীসের স্পষ্ট দলীল) নয়, বরং আক্ল এবং হিস্ও (বিবেক ও অনুভূতিও) অস্বীকার করে। আর এটার অর্থ যদি নিছক বারযাখী জীবন হয়, যা দুনিয়ার জীবনের অনুরূপ নয়—তাহলে কবরে দেহের মধ্যে আত্মা অবশ্যই ফিরে আসে, যাতে তার পরীক্ষা গ্রহণ করা যায়। কিন্তু এ প্রত্যাবর্তন দুনিয়ার প্রত্যাবর্তনের মত নয়। এমতাবস্থায় এ অভিমত সঠিক। একে যিনি ভ্রান্ত বলবেন তিনিই বরং ভ্রান্তির মধ্যে রয়েছেন। আর পবিত্র কুরআনের এ আয়াত ঃ

قَالُوْا رَبَّنَآ اَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَاَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوْبِنَا فَهَلْ اِلٰى خُرُوْجٍ

مِّنْ سَبِيْلٍ ـ المؤمن : ١١

"তারা বলবে, হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি আমাদেরকে প্রাণহীন অবস্থায় দু'বার রেখেছ এবং দু'বার আমাদেরকে প্রাণ দিয়েছ। আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি ; এখন নিষ্কৃতির কোনো পথ মিলবে কি ?"-সূরা আল মু'মিন ঃ ১১

—যা ইবনে হাযাম দলীল হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তাতে তো সাময়িকভাবে দেহের মধ্যে আত্মা ফিরে আসার ব্যাপারে কোন বাধা নেই—যেমন বনী ইসরাঈলের নিহত ব্যক্তিকে মৃত্যুর পর সাময়িকভাবে জীবিত করা হয়েছিল এবং কিছুক্ষণ পর সে আবার মরে গিয়েছিল। একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য এ সাময়িক জীবন দানকে একেবারে স্বাভাবিক জীবন দান আখ্যা দেয়া যায় না। কেননা ক্ষণিকের জন্য তাকে জীবিত করা হয়েছিল এবং সে 'আমাকে অমুক ব্যক্তি হত্যা করেছে'—একথা বলার সাথে সাথে পুনরায় মরে গিয়েছিল। উপরন্তু আত্মাকে দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দিলেই তাতে সার্বিক জীবন অপরিহার্য হয়ে ওঠে না, বরং দেহের সাথে তার এক ধরনের সম্পর্ক সৃষ্টি হয় মাত্র। আর আত্মার সম্পর্ক আপন

www.amarboi.org

দেহের সাথে বরাবরই বিদ্যমান থাকে—যদিও দেহ একেবারে পঁচেগলে মাটির সাথে মিশে যায়।

ইবনে হাযামের দলীলের উত্তর

ইবনে হাযাম তার প্রথম দলীল হিসেবে নিম্নের আয়াতটিও উদ্ধৃত করেছেন। যেমন—

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِىْ لَمْ تَمُتْ فِىْ مَنَامِهَا ج فَيُمْسِكُ الَّتِىْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ○- الزمر : ٤٢

"মৃত্যু আসলে আল্লাহ্ প্রাণ (আত্মা) হরণ করেন এবং যারা জীবিত তাদেরও প্রাণহরণ করেন তারা যখন নিদ্রিত থাকে। অতপর যার জন্য মৃত্যু অবধারিত করেছেন তিনি তার প্রাণ রেখে দেন এবং অপরের প্রাণ ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।"–সূরা আয্ যুমার ঃ ৪২

এর উত্তরে বলা যায় যে, আত্মাকে রুখে রাখা, মৃতের দেহে কোন না কোন সময়ে সাময়িকভাবে তাকে ফিরিয়ে দেয়ার বিরোধী নয়। কেননা এ ফিরিয়ে দেয়ার দ্বারা মৃত ব্যক্তি হুবহু দুনিয়ার জীবনের মত কোন জীবন লাভ করে না।

হাদীস সম্পর্কে ইবনে হাযামের উক্তি এবং তার উত্তর

যেমন আমরা ইতিপূর্বে আলোচনা করেছি যে, ইবনে হাযামের উক্তি হলো, 'আত্মাকে দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হয়'—এ মর্মের হাদীসটি দুর্বল। কেননা একমাত্র যাযান (র) ছাড়া আর কেউই এ হাদীসটি বারা বিন আযিব (রা) থেকে বর্ণনা করেননি। আর যাযান (র) কোন নির্ভরযোগ্য রাবী নন।

তার আরও একটি উক্তি এই যে, কবরে দেহের মধ্যে আত্মাকে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারটি একমাত্র মিনহাল বিন আমর সমর্থন করেছেন এবং তিনি কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নন।

এর উত্তর এই যে, যাযান (র) ছাড়াও একটি বড় দল (যার মধ্যে আদী বিন সাবিত, মুহাম্মাদ বিন উকবা এবং মুজাহিদ প্রমুখ রয়েছেন)

www.amarboi.org

বারা বিন আযিব (রা) থেকে এ মর্মের হাদীস বর্ণনা করেছেন। অবশ্য আদী বিন সাবিতের হাদীসটি কিছু ভিন্ন শব্দে বর্ণিত হয়েছে। মুজাহিদের হাদীসটিও অনুরূপ। মোটকথা, উপরোক্ত মর্মের হাদীসের শুদ্ধতা প্রমাণিত এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে তা বর্ণিত। হাদীস মুখস্থকারীদের একটি বড় দল তাকে সহীহ সাব্যস্ত করেছেন।

ইমাম ইবনে কাইয়িম বলেন, হাদীসের ইমামদের মধ্যে এমন কেউই নেই, যিনি এ হাদীসকে রদ করেছেন। বরং সকলেই একে তাদের গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন এবং কবরের শাস্তি ও পুরস্কার, নাকীর-মুনকারের জিজ্ঞাসাবাদ ইত্যাদিকে দ্বীনের অন্যতম উৎস হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া যাযান (র) একজন নির্ভরযোগ্য রাবী ছিলেন। তিনি বড় বড় সাহাবী, যেমন উমর ফারূক (রা) প্রমুখ থেকেও হাদীস রেওয়ায়াত করেছেন। ইয়াহ্ইয়া বিন মুয়ীন, হাদীদ বিন হিলাল, ইবনে আদী (র) প্রমুখও তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন।

আর 'শুধুমাত্র মিনহাল ইবনে আমর (রা) এ অভিমত (আত্মাকে দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হয়) সমর্থন করেছেন এবং তিনি কোন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি নন'—একথাও ঠিক নয়।

প্রকৃতপক্ষে দেহের মধ্যে আত্মাকে ফিরিয়ে দেয়ার ব্যাপারটি একমাত্র মিনহালই নন, বরং এ ধরনের কথা আরো কয়েকজন রাবী থেকে বর্ণিত আছে। কোন কোন রাবী তো একথাটি আরো পরিষ্কার ভাষায় বর্ণনা করেছেন। যেমন—'মৃতের দিকে তার আত্মাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়,' 'আত্মা তার কবরের দিকে ফিরে যায়, অতপর সে (মৃত ব্যক্তি) উঠে বসে,' 'মুনকার-নাকীর তাকে বসিয়ে দেন,' 'তাকে (মৃতকে) কবরে বসানো হয়' ইত্যাদি। এসবগুলোই সহীহ হাদীস। এগুলোর মধ্যে কোনো ভুলভ্রান্তি নেই। তাছাড়া মিনহাল একজন নির্ভরযোগ্য ব্যক্তি ছিলেন। কেননা ইবনে মুয়ীন প্রমুখও তাকে নির্ভরযোগ্য বলেছেন। আর আমরা মিনহালের হাদীসটিকে উপেক্ষা করলেও অন্যান্য সহীহ হাদীসে তো এ একই মর্মের কথা পরিষ্কার ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। যেমন আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمَيِّتَ تَحْضَرَهُ الْمَلٰئِكَةُ فَاِذَا كَانَ الرَّجُلُ الصَّالِحُ قَالَ اُخْرُجِىْ اَيَّتُهَا

النَّفْسُ الطَّيِّبَةُ كَانَتْ فِى الْجَسَدِ الطَّيِّبِ اُخْرُجِىْ حَمِيْدَةً وَابْشِرِىْ بِرُوْحٍ

www.amarboi.org

وَرَيحَانٍ وَرَبٍّ غَيرِ غَضْبَانٍ قَالَ فَيَقُوْلُ ذَالِكَ حَتّٰى تَخْرُجُ ثُمَّ يَعْرُجُ بِهَا اِلَى السَّمَاءِ فَيَسْتَفْتَحُ لَهَا فَيُقَالَ مَنْ هٰذَا ؟ فَيَقُولُونَ فَلَانُ فَيَقُوْلُوْنَ مَرْحَبًا بِالنَّفْسِ الطَّيِّبَةِ كَانَتْ فِى الْجَسَدِ الطَّيِّبِ .... وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ

– الروح لابن قيم

"মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তির কাছে ফিরিশতারা আসে। যদি সে পুণ্যবান হয় তাহলে আজরাঈল বলেন, পবিত্র দেহে অবস্থানকারী হে পবিত্র আত্মা ! বের হও প্রশংসিত অবস্থায় এবং সন্তুষ্ট হও আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ এবং তোমার প্রভুর সন্তোষ লাভ করে। শেষ পর্যন্ত আত্মা বের হয়ে আসে এবং আসমানের দিকে উত্থিত হয়। যখন ফিরিশতারা তার জন্য আসমানের দরজা খুলতে বলে, তখন বলা হয়, 'সে কে ?' ফিরিশতারা বলে, সে অমুক বা অমুকের ছেলে অমুক। তখন তারা (আসমানে অবস্থানকারী ফিরিশতারা) বলে, স্বাগতম, পবিত্র দেহে অবস্থানকারী এ পবিত্র আত্মাকে ! তুমি প্রবেশ করো প্রশংসিত অবস্থায় এবং সন্তুষ্ট হও আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ এবং তোমার প্রভুর সন্তোষলাভ করে। এভাবে তাকে অভ্যর্থনা জানানো হয়। শেষ পর্যন্ত সে গিয়ে পৌঁছে সেই আসমানে যেখানে রয়েছে আল্লাহর আরশ। আর যদি সে পাপী হয় তাহলে আজরাঈল বলেন, অপবিত্র দেহে অবস্থানকারী হে অপবিত্র আত্মা, বের হও লাঞ্ছিত অবস্থায় এবং সন্তুষ্ট থাক ফুটন্ত পানি ও পুঁজ খেয়ে। শেষ পর্যন্ত তার আত্মা বের হয়ে আসে এবং আসমানের দিকে উত্থিত হয়। ফিরিশতারা যখন তার জন্য আসমানের দরজা খুলতে বলে, তখন বলা হয় সে কে ? ফিরিশতারা (আসমানে অবস্থানকারী ফিরিশতারা) বলে, অপবিত্র দেহে অবস্থানকারী এ অপবিত্র আত্মার জন্য কোন অভ্যর্থনা নেই। তুমি ফিরে যাও লাঞ্ছিত অবস্থায়। তোমার জন্য আসমানের দরজা খোলা হবে না। তখন সে কবরের দিকে ফিরে যায়। পুণ্যবান ব্যক্তি তার কবরের মধ্যে বসে নিঃশংক অবস্থায়। অতপর বলা হয়, তুমি ইসলাম সম্পর্কে কি ধারণা পোষণ করতে ? আর এ ব্যক্তি কে ? তখন সে বলে, ইনি হচ্ছেন আল্লাহর রাসূল মুহাম্মাদ (স), তিনি আমাদের কাছে এসেছিলেন আল্লাহর পক্ষ থেকে স্পষ্ট দলীল নিয়ে। আমরা তার উপর ঈমান এনেছি এবং তাকে বিশ্বাস করেছি। .... এভাবে তিনি পুরো হাদীসটি বর্ণনা করেন।"

www.amarboi.org

হাফীয আবু নায়ীম বলেন, এ হাদীসের বর্ণনাকারীদের বিশ্বস্ততা সম্পর্কে উভয় ইমাম অর্থাৎ ইমাম মুহাম্মাদ বিন ইসমাঈল বুখারী (র) এবং ইমাম মুসলিম বিন হাজ্জাজ (র) একমত। তারা ইবনে আবী যিব, মুহাম্মাদ বিন আমর বিন আতা এবং সায়ীদ বিন ইয়াসার হতে এটা বর্ণনা করেছেন। পূর্ববর্তী প্রখ্যাত উলামা, ইবনে আবী ফিদায়ক, আবদুর রহীম বিন ইবরাহীম প্রমুখও ইবনে আবী যিব থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

আত্মাকে দেহের দিকে ফিরিয়ে দেয়া প্রসংগে আবু আবদুল্লাহ বিন মুনদা, ইবনে আব্বাস (রা) বর্ণিত হাদীসকে দলীল হিসেবে পেশ করেছেন।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন ঃ

بَيْنَمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ قَاعِدُ تَلاَ هذه الاية وَلَوْ تَرى اذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰئِكَةُ بَاسِطُوْٓا اَيْدِيْهِمْ الاية قَالَ وَالَّذِىْ نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِه مَامِنْ نَفْسٍ تُفَارِقُ الدُّنْيَا حتى ترى مَقْعَدَهَا مِنَ الْجَنَّةِ وَالنَّارِ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ ـ الروح الابن قيم

একদা রাসূলুল্লাহ (স) আমাদের সামনে উপবিষ্ট ছিলেন, তখন তিনি —"যদি তুমি দেখতে পেতে যখন জালিমরা মৃত্যুযন্ত্রণায় থাকবে এবং ফিরিশতা তা হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের করো, তোমরা আল্লাহ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তার নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ করতে, সেজন্য আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে।" [(সূরা আল আনআম ঃ ৯৩)]—এ আয়াতটি পাঠ করেন এবং বলেন, কসম ঐ সত্তার যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, প্রত্যেক ব্যক্তি দুনিয়া হতে উত্থিত হওয়ার পূর্বে নিজের জান্নাতের অথবা জাহান্নামের ঠিকানা দেখে নেয়। অতপর বলেন, দুনিয়া ছেড়ে চলে যাবার সময় মৃত ব্যক্তির সামনে আসমান ও যমীনের মধ্যবর্তী স্থানে ফিরিশতাদের দুটি সারি বিদ্যমান থাকে। তাদের চেহারা সূর্যের মত ঝলমল করে। মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি যখন তাদের দিকে তাকায় তখন আশেপাশের লোক মনে করে যে, সে তাদের দিকে জীবনের অন্তিম মুহূর্তে তাকাচ্ছে। প্রত্যেক ফিরিশতার কাছেই কাফন এবং সুগন্ধি থাকে। যদি মৃত্যুপথযাত্রী ব্যক্তি মুমিন হয় তাহলে ফিরিশতারা তাকে সুসংবাদ দেয় এবং বলে, 'হে পবিত্র আত্মা, আল্লাহর

www.amarboi.org

জান্নাত ও সন্তুষ্টির দিকে বের হয়ে এসো। আল্লাহ তোমার জন্য সেই সম্মানজনক নিয়ামাতসমূহ তৈরি করে রেখেছেন, যা দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যা কিছু আছে তার চেয়ে অনেক শ্রেয়। এভাবে ফিরিশতারা তাকে অনবরত সুসংবাদ দিতে থাকে এবং তাকে চতুর্দিক হতে ঘিরে রাখে। তারা ঐ ব্যক্তির উপর তার আপন মায়ের চেয়েও অধিক স্নেহশীল ও করুণাময় হয়। তারা তার আত্মাকে প্রত্যেকটি নখ এবং প্রত্যেকটি গ্রন্থি হতে টেনে বের করতে থাকে এবং দেহের যে সমস্ত অংশ হতে আত্মাকে ক্রমান্বয়ে টেনে বের করা হয় সে সমস্ত অংশ মরতে থাকে। এজন্য আত্মা আরামবোধ করে, যদিও তোমরা দেখতে পাও যে, সে কষ্ট পাচ্ছে। শেষ পর্যন্ত আত্মা একেবারে কণ্ঠে গিয়ে পৌঁছে। শিশু যেমন গর্ভ থেকে বের হতে কষ্ট পায় তার চেয়েও বেশী কষ্ট পায় আত্মা দেহ থেকে বের হতে। অতপর প্রত্যেক ফিরিশতাই তাকে নিয়ে যাবার জন্য তাড়াহুড়া শুরু করে। কিন্তু আযরাঈল ফিরিশতাই তাকে নিয়ে যান। অতপর তিনি (স) এ আয়াত পাঠ করেন,

قُلْ يَتَوَفّٰكُمْ مَّلَكُ الْمَوْتِ الَّذِىْ وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ تُرْجَعُوْنَ○

"বল, তোমাদের জন্য নিযুক্ত মৃত্যুর ফিরিশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করবে। অবশেষে তোমরা তোমাদের প্রতিপালকের কাছে প্রত্যানীত হবে।"–সূরা আস সাজ্দাহ ঃ ১১

অতপর ফিরিশতারা সাদা শুভ্র কফিন নিয়ে আসে এবং তাকে অভ্যর্থনা জানায়। তারা তাকে এমনভাবে বুকে জড়িয়ে ধরে, যেমন শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার মা তাকে জড়িয়ে ধরে। বরং তারা মায়ের চেয়েও বেশী স্নেহশীল হয়। অতপর ঐ আত্মা হতে মৃগনাভির চেয়েও মধুর সুগন্ধি ছড়াতে থাকে। তখন ফিরিশতারা তার সেই সুগন্ধির ঘ্রাণ নেয় এবং তাকে জড়িয়ে ধরে থাকে। তারা বলতে থাকে, 'স্বাগতম, হে পবিত্র আত্মা।' তারা এই বলে দুআ করতে থাকে, 'হে আল্লাহ! এ আত্মার উপর তোমার করুণা বর্ষণ করো এবং ঐ দেহের উপরও যা হতে তা বের হয়েছে।' অতপর তারা আত্মাকে নিয়ে উপরে উঠতে থাকে। মহাশূন্যে আল্লাহর এমন এক সৃষ্টি রয়েছে যাদের সংখ্যা একমাত্র তিনিই জানেন। আত্মা এবং আত্মার সাথে সম্পৃক্ত মৃগনাভির মধুর সুগন্ধি তারাও পায় এবং আত্মাকে স্নেহভরে বুকে জড়িয়ে ধরে এবং তার জন্য দুআ করে। অতপর তাদের জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয়। আত্মা যে আসমান অতিক্রম করে সে আসমানেরই ফিরিশতা তার জন্য দুআ করে। শেষ পর্যন্ত সে আল্লাহ

www.amarboi.org

তাআলার সামনে উপনীত হয়। আল্লাহ তাআলাও এ পবিত্র আত্মাকে স্বাগত জানান। আর আল্লাহ তাআলা যাকে স্বাগত জানান তাকে তো সব কিছুই স্বাগত জানায় এবং তার কোন অসুবিধাই থাকে না। অতপর আল্লাহ তাআলা হুকুম দেন, একে জান্নাতে নিয়ে তার ঠিকানা দেখিয়ে দাও। আমি তার জন্য যে সম্মান ও আরামদায়ক নিয়ামাত তৈরি করে রেখেছি সেগুলোও তাকে দেখিয়ে দাও। অতপর তাকে যমীনের দিকে নিয়ে যাও। কেননা আমার সিদ্ধান্ত এই যে, আমি মানুষকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি, মাটির মধ্যেই তাকে ফিরিয়ে আনব এবং মাটি থেকেই তাকে পুনরায় সৃষ্টি করব। কসম ঐ সত্তার, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, আত্মাকে দেহ থেকে বের করা ততটা কঠিন নয় যতটা কঠিন তাকে জান্নাত থেকে বের করা। আত্মা তখন বলে, তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছ ? আমাকে কি সেই দেহের দিকে নিয়ে যাচ্ছ যেখানে আমি ছিলাম। ফিরিশতারা তখন বলবে, হ্যাঁ, এ আমাদের প্রতি আদেশ এবং তোমারও এ আদেশ মান্য করা ছাড়া গত্যন্তর নেই। শেষ পর্যন্ত ফিরিশতারা তাকে জান্নাত থেকে নামিয়ে নিয়ে আসে। ইতিমধ্যে মানুষেরা তার দেহকে গোসল করাবার এবং কাফন পরাবার কাজ শেষ করে ফেলেছে। তখন ফিরিশতারা আত্মাকে সেই কাফন-আবৃত দেহে মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

এ হাদীস থেকে জানা যাচ্ছে যে, আত্মাকে কাফন-আবৃত দেহে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তবে দেহের সাথে আত্মার এ সম্পৃক্তি সেরূপ নয়, যেরূপ ছিল মৃত ব্যক্তির দুনিয়ার জীবনকালে। এটা হচ্ছে পৃথক ধরনের এক সম্পৃক্তি। এ সম্পৃক্তি নিদ্রিত অবস্থায় সম্পৃক্তির মতও নয়, বরং মুনকার-নাকীরের সওয়ালের সম্মুখীন হবার জন্য এটা হচ্ছে আত্মার এক ধরনের প্রত্যাবর্তন।

আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র)-এর অভিমত

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র) বলেন, সহীহ ও মুতাওয়াতির হাদীসসমূহ দ্বারা পরিষ্কার প্রমাণিত হয়েছে যে, জিজ্ঞাসাবাদের সময় আত্মাকে দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

কবরের শাস্তি ও মুনকার-নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ

কবরের জিজ্ঞাসাবাদ সম্পর্কে অনেক হাদীস (বর্ণিত) আছে। যেমন সহীহ বুখারী, মুসলিম ও সুনানসমূহে বারা বিন আযিব থেকে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

www.amarboi.org

اَلْمُسْلِمُ اِذَا سُئِلَ فِيْ قَبْرِهِ فَشَهِدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَذَالِكَ قَوْلُ اللّٰهُ يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِيْ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ـ بخارى، مسلم

"মুসলিমকে যখন কবরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় তখন সে বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো মাবুদ নেই এবং মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর রাসূল। আর এটা প্রমাণিত হয় পবিত্র কুরআনের এ আয়াত দ্বারা—"যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবন ও পরজীবনে আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।"

–বুখারী, মুসলিম

হাদীসটি বুখারী ও মুসলিম এবং সুনান মুসনাদসমূহেও বিস্তারিত-ভাবে বর্ণিত হয়েছে।

আজরাঈল-এর আত্মা কব্য্ করা, মুনকার-নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ এবং পুরস্কার-শাস্তি ভোগ সম্পর্কিত বারা বিন আযিবের হাদীসের অনুরূপ একটি হাদীস হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তার হাদীসটি মুসনাদে এবং আবু হাতিমের সহীহ্ গ্রন্থে আছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ الْمَيِّتَ اِذَا وُضِعَ فِيْ قَبْرِهِ اِنَّهُ يَسْمَعُ خَفْقَ نِعَالِهِمْ يَوَلُّوْنَ عَنْهُ، فَاِنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَانَتْ الصَّلٰوةُ عِنْدَ رَأْسِهِ وَالصِّيَامُ عَنْ يَمِيْنِهِ وَالزَّكَاةُ عَنْ شِمَالِهِ وَكَانَ فِعْلُ الْخَيْرَاتِ مِنَ الصَّدَقَةِ وَالصِّلَّةِ وَالْمَعْرُوْفِ وَالاِحْسَانِ عِنْدَ رِجْلَيْهِ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ ـ مسند احمد، صحيح ابى حاتم

"মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখার পর যখন দাফনকারীরা ফিরে যেতে থাকে তখন সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। মুমিনের শিয়রে নামায, ডানপাশে রোযা, বামপাশে যাকাত এবং পায়ের দিকে সাদকা, খয়রাত প্রভৃতি পুণ্যকাজ রাখা হয়। মুনকার-নাকীর শিয়রের দিকে আসতে চাইলে নামায বলে আমার এদিকে কোনো প্রবেশপথ নেই। তারপর ডানদিকে আসতে চাইলে রোযা, বাম দিকে আসতে চাইলে যাকাত এবং পায়ের দিকে আসতে চাইলে পুণ্যকাজগুলো বলে উঠে,

www.amarboi.org

আমাদের এদিকে কোনো প্রবেশপথ নেই। তখন তাকে (মৃত ব্যক্তিকে) বলা হয় উঠে বসো। সে উঠে বসে এবং তার কাছে মনে হয় যেন সূর্য অস্ত যাচ্ছে। তাকে তখন জিজ্ঞেস করা হয় তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি এসে ছিলেন তাঁর সম্পর্কে তোমার কি ধারণা ? তুমি তাকে কি মনে করো ? তখন সে বলে, আমাকে নামায পড়তে দাও। তখন তাকে বলা হয়, নামায তো তুমি পড়তে পারবেই। প্রথমে আমাদের প্রশ্নের উত্তর দাও। সে তখন বলে, তাঁর নাম হচ্ছে মুহাম্মাদ (স)। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর রাসূল এবং আল্লাহর নিকট থেকে সত্য দ্বীন নিয়ে এসেছিলেন। অতপর তাকে বলা হয় এ বিশ্বাসের উপর তুমি জীবিত ছিলে, এর উপরই তুমি মৃত্যুবরণ করেছ এবং আল্লাহ চাহে তো এর উপরই তোমাকে পুনরুত্থিত করা হবে। অতপর তার জন্য জান্নাতের একটি দরজা খুলে দেয়া হয় এবং তাকে বলা হয়, এই জান্নাত এবং আল্লাহ তোমার জন্য অন্য যেসব নিয়ামাত তৈরি করে রেখেছেন তার সবই তোমার। ঐগুলো দেখে সে যারপরনাই আনন্দিত হয়। অতপর তার কবর সত্তর হাত প্রশস্ত এবং আলোকিত করে দেয়া হয়। আর তার দেহকে সেই মাটির সাথে মিশিয়ে দেয়া হয় যেখান থেকে তার সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল এবং তার আত্মাকে পবিত্র আত্মাসমূহের সাথে রাখা হয় এবং সেও তাদের সাথে জান্নাতের ফল ভক্ষণ করতে থাকে। আর এটা প্রমাণিত হয় নিম্নের আয়াত দ্বারা। যেমন ঃ

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ـ

"যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবন ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭

নবী (স) বলেছেন, কাফিরের অবস্থা হয় এর বিপরীত। যেমন তার জন্য কবরকে এমনভাবে সংকীর্ণ করে দেয়া হয় যে, তার চাপে তার একদিকের পঞ্জরাস্থি অন্যদিকে চলে যায়। এটা হচ্ছে সেই সংকুচিত জীবন, যার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَمَنْ اَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِىْ فَاِنَّ لَهٗ مَعِيْشَةً ضَنْكًا وَّنَحْشُرُهٗ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَعْمٰى ـ

"যে আমার স্মরণে বিমুখ তার জীবনের ভোগ-সম্ভার হবে সংকুচিত এবং আমি তাকে কিয়ামতের দিন উত্থিত করবো অন্ধ অবস্থায়।"

–সূরা ত্ব-হা ঃ ১২৪

www.amarboi.org

সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে আনাস (রা) হতে বর্ণিত কাতাদাহ (রা)-এর একটি হাদীসে আছে, নবী (স) বলেছেন, মৃতকে যখন কবরের মধ্যে রাখা হয় এবং তার সাথীরা ফিরে যেতে থাকে তখন তাদের জুতার আওয়াজ মিলিয়ে যেতে না যেতেই দুজন ফিরিশতা এসে তাকে বসায় এবং জিজ্ঞেস করে এ ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে তুমি কি বলতে? যদি সে (মৃত) মুমিন হয় তাহলে বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি নিশ্চয় তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তখন ফিরিশতারা বলে, তাকিয়ে দেখ তোমার জাহান্নামের ঐ ঠিকানা, যাকে আল্লাহ তাআলা জান্নাতের ঠিকানা দ্বারা পরিবর্তন করে দিয়েছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, তাকে উভয় ঠিকানাই দেখানো হবে। কাতাদাহ (রা) বলেন, তাতে আরো উল্লেখ করা হয়েছে যে, তার কবরটি সত্তর হাত বিস্তৃত করে দেয়া হবে। .... আর মৃত ব্যক্তি যদি কাফির অথবা মুনাফিক হয় তাহলে সে ফিরিশতাদের উত্তরে বলবে, আমি জানি না, আমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে তাই বলতাম যা সাধারণ লোকেরা বলত। .... তখন ফিরিশতারা লোহার একটি হাতুড়ি দিয়ে তার দু কানের মধ্যবর্তী স্থানে (কপালে) আঘাত করে। সে তখন চীৎকার দিয়ে ওঠে, যা জ্বিন ও ইনসান ছাড়া অন্য সব জন্তু-জানোয়ারই শুনতে পায়।–বুখারী ও মুসলিম

সহীহ আবু হাতিমে হযরত আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে—তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِذَا قُبِرَ اَحَدُكُمْ اَوِ الْاِنْسَانُ اَتَاهُ مَلَكَانِ اَسْوَدَانِ اَزْرَقَانِ يُقَالُ لِاَحَدِهِمَا الْمُنْكَرُ وَلِلْاٰخَرِ النَّكِيْرُ فَيَقُوْلَانِ لَهُ مَا كُنْتَ تَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ مُحَمَّدٌ ؟ فَهُوَ قَائِلٌ مَا كَانَ يَقُوْلُ فَاِنْ كَانَ مُؤْمِنًا قَالَ هُوَ عَبْدُ اللّٰهِ وَرَسُوْلُهُ ـ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ ـ صحيح ابى حاتم

"যখন তোমাদের কাউকে কিংবা যে কোনো মানুষকে কবর দেয়া হয় তখন তার কাছে কালো চেহারার নীল আঁখি বিশিষ্ট দুজন ফিরিশতা আসে। তাদের একজনকে বলা হয় নাকীর এবং অপরজনকে মুনকার। উভয় ফিরিশতা তাকে জিজ্ঞেস করে, তুমি এ ব্যক্তি অর্থাৎ মুহাম্মাদ (স) সম্পর্কে কি বলতে ? তখন সে তাই বলে, যা দুনিয়াতে বলত। যদি সে মুমিন হয় তাহলে বলে, তিনি হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল। তখন ফিরিশতারা বলে, আমরা জানতাম নিশ্চয়ই তুমি এমন

www.amarboi.org

কথা বলবে। অতপর তার কবরটি সত্তর হাত লম্বা ও সত্তর হাত চওড়া এবং আলোকিত করে দেয়া হয় এবং তাকে বলা হয় ঘুমিয়ে থাক। সে তখন বলে, আমি আমার পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে যাব এবং তাদেরকে এ সংবাদ দিব। তখন ফিরিশতারা বলে, তুমি কিয়ামত পর্যন্ত যতক্ষণ না আল্লাহ্ তোমাকে জাগায়, সেই কনের মত শুয়ে থাক, যাকে তার অতি প্রিয়জনই (স্বামী) ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে। আর যদি সে মুনাফিক হয় তাহলে বলে, আমি জানি না এ ব্যক্তি কে। আমি শুনতাম, মানুষ তাকে কিছু একটা বলতো, আমিও তাই বলতাম। তখন ফিরিশতারা তাকে বলে, আমরা জানতাম, তুমি এরূপ বলবে। অতপর যমীনকে বলা হয়, তুমি তাকে চেপে ধর। তখন যমীন তাকে চেপে ধরবে এমনভাবে যে, তার একদিকের পঞ্জরাস্থি অন্যদিকে চলে যাবে। আল্লাহ তাআলা তাকে পুনরায় এ কবর থেকে না উঠানো পর্যন্ত সে এভাবে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে।"

কবর মৃত ব্যক্তিকে চেপে ধরে

নাসায়ী তার সুনানে আবদুল্লাহ বিন উমর (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

وَهٰذَا الَّذِيْ تَحَرَّكَ لَهُ الْعَرْشُ وَفُتِحَتْ لَهُ اَبْوَابُ السَّمَاءِ وَشَهِدَ لَهُ سَبْعُوْنَ اَلْفًا مِنَ الْمَلٰئِكَةِ لَقَدْ ضُمَّ ضَمَّةً ثُمَّ فُرِجَ عَنْهُ قَالَ النَّسَائِى يَعْنِى سَعْدَ بْنِ مُعَاذٍ ـ نسائى

"সে হচ্ছে ঐ ব্যক্তি যার জন্য আরশের মধ্যে হৈ চৈ-এর সৃষ্টি হয়েছিল, আসমানের দরজা উন্মুক্ত করে দেয়া হয়েছিল, যার জন্য সাক্ষ্য দিয়েছিল সত্তর হাজার ফিরিশতা, যাকে কবর চেপে ধরেছিল, অতপর ছেড়ে দিয়েছিল—আর তিনি হচ্ছেন সা'দ বিন মুআয।"

হযরত আয়েশা (রা) থেকে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কবর মানুষকে চেপে ধরে। যদি এটা হতে কেউ রেহাই পেত তাহলে সে হত সা'দ বিন মুআয।

ইবনে আবু মালীকাহ (রা) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, কবরের চাপ থেকে কেউ রেহাই পায়নি—সা'দ বিন মুআযও রেহাই পায়নি।

নাফি (রা) বলেন, আমার কাছে এ খবর পৌছেছে যে, সা'দ বিন মুআযের জানাযায় অংশগ্রহণের জন্য এমন সত্তর হাজার ফিরিশতা নাযিল

www.amarboi.org

হয়েছিল, যারা ইতিপূর্বে আর কখনও পৃথিবীতে আসেনি। আমার কাছে এ খবরও পৌঁছেছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তোমাদের এ সাথীকেও কবর চেপে ধরেছিল।

তিনি (নাফি) আরও বলেন, আমরা ইবনে উমরের স্ত্রী সুফিয়া বিনতে আবু উবায়দের কাছে গেলাম। তিনি তখন ভীতসন্ত্রস্ত ছিলেন। আমরা জিজ্ঞেস করলাম, আপনার কি হয়েছে ? তিনি বললেন, আমি কোনো একজন উম্মুল মু'মিনীনের নিকট হতে এই মাত্র এসেছি। তিনি বলেছেন যে, যদি কবরের আযাব থেকে কেউ রেহাই পেত তাহলে সা'দ বিন মুআযই রেহাই পেত। কিন্তু তাঁকেও কবর চেপে ধরেছিল।

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

ইবনে উমর (রা) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) যখন তাঁর মেয়েকে দাফন করেন তখন কবরের কাছেই বসে পড়েন। তাঁর চেহরায় তখন দুশ্চিন্তার চিহ্ন ফুটে উঠছিল, আবার তা মিলিয়েও যাচ্ছিল। সাহাবীরা বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমরা দেখতে পেলাম যে, আপনার চেহারায় দুশ্চিন্তার চিহ্ন ফুঠে উঠছিল এবং পুনরায় তা মিলিয়ে যাচ্ছিল। রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আমার মনে পড়েছিল আমার মেয়ের কথা, তার দুর্বলতা ও তার কবরের আযাবের কথা। অতপর আমি আল্লাহর কাছে দুআ করলাম এবং আল্লাহ তার আযাব হটিয়ে দিলেন। আল্লাহর কসম, তাকে তার কবর এমন জোরে চেপে ধরেছিল যে, তাঁর আর্তচীৎকার মানুষ ছাড়া আসমান যমীনের মধ্যবর্তী সকলেই শুনতে পেয়েছে।

–সহীহ আবু হাতিম

জনৈক সাহাবী বলেন, আমরা হযরত আয়েশা (রা)-এর কাছে ছিলাম, এমন সময় একটি শিশুর জানাযা সেই দিক দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তিনি (আয়েশা) তখন কেঁদে ফেললেন। আমি বললাম, হে উম্মুল মু'মিনীন, কি কারণে আপনি কাঁদলেন ? তিনি বললেন, আমি এ শিশুর উপর দয়াপরবশ হয়েই তার জন্য কাঁদছিলাম এজন্য যে, তাকে কবর চেপে ধরবে।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

অতএব জানা গেল যে, আত্মার মাধ্যমে দেহ শুধু শাস্তি অথবা পুরস্কারই ভোগ করে না, বরং কবরও তাকে চেপে ধরে।

সহীহ হাদীস অনুযায়ী যেভাবে কবরের আযাব প্রমাণিত হলো তার উপর উলামায়ে আহলে সুন্নাত একমত। মারূযী বলেন, আবু আবদুল্লাহ (র) বলেছেন, কবরের আযাব সত্যি ; পথভ্রষ্ট এবং পথভ্রষ্টকারী ছাড়া

www.amarboi.org

আর কেউই এটা অস্বীকার করবে না। ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহকে কবরের আযাব সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন, এ সম্পর্কে এমন অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে, যেগুলোকে আমরা বিশ্বাস করি ও স্বীকার করি। এগুলো অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য সনদের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণিত হয়েছে। আর রাসূলুল্লাহ (স) হতে যে সমস্ত হাদীস এভাবে বর্ণিত হয়েছে সেগুলোকে যদি আমরা প্রত্যাখ্যান করি তাহলে তো আল্লাহর হুকুমই প্রত্যাখ্যান করা হলো। কেননা আল্লাহ্ তাআলা নির্দেশ দিয়েছেন ঃ

وَمَآ اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ ج وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا ج وَاتَّقُوا اللّٰهَ ط اِنَّ اللّٰهَ

شَدِيْدُ الْعِقَابِ ○ - الحشر : ٧

"রাসূল যার অনুমতি দেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা নিষেধ করেন তা হতে বিরত থাক। আর তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ শাস্তিদানে কঠোর।"–সূরা আল হাশর ঃ ৭

আমি জিজ্ঞেস করলাম, কবরের আযাব কি সত্য ? তিনি বললেন— হ্যাঁ, কবরে আযাব দেয়া হয়।

তিনি বলেন, আমি আবু আবদুল্লাহকে বলতে শুনেছি, আমরা কবরের আযাব, মুনকার-নাকীর এবং বান্দাকে যে কবরে প্রশ্ন করা হবে, তা বিশ্বাস করি। কবরের মধ্যে আল্লাহ তাআলা মুমিনকে সত্য বাক্যের উপর সুদৃঢ় রাখবেন। যেমন পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ج

وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ قف وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ○ - ابرهيم : ٢٧

"যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা সীমালংঘনকারী আল্লাহ্ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭

দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক পাঁচ প্রকারের

দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক পাঁচ প্রকারের। প্রত্যেক প্রকার সম্পর্কের হুকুম (অবস্থা) আবার ভিন্ন ভিন্ন। যথা ঃ

www.amarboi.org

১. গর্ভাশয়ে ভ্রূণ অবস্থায়।

২. পৃথিবীতে আগমনের পর।

৩. নিদ্রাবস্থায়। তখন একদিকে দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক যেমন বহাল থাকে তেমনি অন্যদিকে বিচ্ছিন্নও থাকে।

৪. মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে বারযাখে থাকা অবস্থায়। যদিও মৃত্যুর পর আত্মা দেহ হতে পৃথক হয়ে যায়, কিন্তু এরূপ পৃথক হয় না যে, দেহের সাথে তার সামান্যতম সম্পর্কও বাকী থাকে না। আমরা ইতিপূর্বে কবরে আত্মাকে ফিরিয়ে দেয়া সম্পর্কিত হাদীসসমূহ উদ্ধৃত করে দেখিয়েছি যে, যখন কেউ মৃতকে সালাম করে তখনই সালামের উত্তর দেয়ার জন্য তার আত্মাকে দেহের মধ্যে ফিরিয়ে দেয়া হয়। এটা একটা বিশেষ ধরনের ফিরিয়ে দেয়া, যা কিয়ামতের পূর্বে দেহের জীবন লাভকে অপরিহার্য করে না।

৫. মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে, পুনরুত্থানের পর। তখন দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক এতই গভীর ও পরিপূর্ণ হবে যে, এর সামনে প্রথম চার প্রকারের সম্পর্কের কোন গুরুত্বই থাকবে না। কেননা এটা হবে এমন এক ধরনের সম্পর্ক যার বর্তমানে না মৃত্যু আসবে, না ঘুম আসবে আর না দেহের মধ্যে কোন প্রকার পরিবর্তন ঘটবে।

কবরের আযাব দ্বারা কি বুঝায়

এ প্রসংগে একটি কথা স্মরণ রাখা অত্যন্ত প্রয়োজন যে, কবরের আযাবের অর্থ বারযাখের আযাব। যে ব্যক্তি শাস্তি ভোগ করার যোগ্য হয় তাকে বারযাখে যথাযোগ্য শাস্তি ভোগ করতে হয়—চাই তাকে দাফন করা হোক অথবা না হোক (যেমন তাকে কোনো হিংস্র জন্তু খেয়ে ফেললো, কিংবা সে আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল এবং সেই ছাই বাতাসে উড়ে গেল, কিংবা সে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলে থাকলো, কিংবা সমুদ্রে ডুবে গেল)—সর্বাবস্থায়ই বারযাখে তার আত্মা ও দেহ উভয়ই শাস্তি অথবা সুখ ভোগ করে।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

✪

www.amarboi.org

অষ্টম জিজ্ঞাসা

মুলহিদ ও যিনদীকদের বিভিন্ন প্রশ্ন ও তার উত্তর

প্রশ্ন উঠতে পারে, আমরা ঐ সমস্ত মুলহিদ ও যিনদীক (নাস্তিক)-দেরকে কি উত্তর দেব, যারা কবরের আযাব, কবর প্রশস্ত অথবা সংকীর্ণ হওয়া, কবর জাহান্নামের একটি গর্ত কিংবা জান্নাতের একটি উদ্যান হওয়া এবং কবরে মৃত ব্যক্তির উঠে বসাকে অস্বীকার করে ? কেননা তারা বলে, যখন কবর উন্মুক্ত করে দেখি তখন সেখানে না দেখতে পাই অন্ধ-বধির ফিরিশতা, যারা লোহার হাতুড়ি দিয়ে মৃত ব্যক্তিকে আঘাত করছে, না দেখতে পাই অজগর সাপ, আর না প্রজ্জ্বলিত অগ্নি। বরং মৃতদেরকে তখন আমরা অপরিবর্তিত অবস্থায়ই দেখতে পাই। অনুরূপভাবে কবরের প্রশস্ত অথবা সংকীর্ণ হওয়াটাও একটা অবাস্তব ব্যাপার। যদি আমরা কবর উন্মুক্ত করে দেখি তাহলে সেটাকে সে পরিমাণই গভীর বা প্রশস্ত দেখতে পাই যে পরিমাণ তা খনন করা হয়েছিল। তা ছাড়া একটি সংকীর্ণ কবরের মধ্যে কি করে মৃত ব্যক্তি ও ফিরিশতা এবং (সেই সাথে) মৃত ব্যক্তির কাছে প্রিয় অথবা ভয়ংকর একটি বস্তু বা প্রাণীর স্থান সংকুলান হতে পারে ? অনুরূপভাবে বিদআতী ও পথভ্রষ্ট লোকেরা বলে, যে কথা—সাধারণ বিবেক বুদ্ধি ও বাস্তব অনুভূতির বিপরীত সেকথা নিসন্দেহে ভ্রান্ত। তারা বলে, আমরা দেখি যে, কখনো কখনো লাশ ফাঁসিকাষ্ঠে দীর্ঘদিন পর্যন্ত ঝুলে থাকে। তখন না তার সাওয়াল-জবাব হয়, না সে নড়াচড়া করে, আর না তার দেহে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। তাছাড়া যাকে হিংস্র পশুরা খেয়ে ফেলল অথবা পাখিরা ভক্ষণ করে ফেলল এবং তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হিংস্র জন্তু, পাখি অথবা মাছের পেটে হজম হয়ে ছিন্নভিন্ন হয়ে গেল কিংবা আগুনে পুড়ে ভষ্মে পরিণত হলো এবং সে ভষ্ম বাতাসে উড়িয়ে দেয়া হলো—তার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ তো ছিন্নভিন্ন হয়ে বিলুপ্ত হয়ে গেছে—এমতাবস্থায় তার সাওয়াল-জবাব হবে কিভাবে ? তার সামনে ফিরিশতারা কিভাবে আসবে ? তার কবর কিভাবে জাহান্নামের গর্ত কিংবা জান্নাতের বাগানে পরিণত হবে ? আর কিভাবেই বা কবর তাকে চেপে ধরবে ?

কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা

ইমাম ইবনে কাইয়িম বলেন, এ প্রসংগে আমরা কয়েকটি প্রয়োজনীয় কথা বলছি যার মধ্যে উপরোক্ত প্রশ্নাদির উত্তর পাওয়া যাবে।

www.amarboi.org

প্রথম কথা এই যে, আম্বিয়া কিরাম (আ) এমন কোন সংবাদ দেননি, যেগুলোকে সাধারণ বিবেকবুদ্ধি একেবারে অসম্ভব বা অবাস্তব মনে করে। তাদের প্রদত্ত সংবাদ মোটামুটি দুভাগে বিভক্ত।

এক ঃ যাকে সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি ও প্রকৃতি বাস্তব বলে মানে এবং তার সত্যতার সাক্ষ্য দেয়।

দুই ঃ যাকে সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি একাকী বুঝে উঠতে পারে না। যেমন—অদৃশ্য জগতের সংবাদাদি, বারযাখ, কিয়ামত, শাস্তি-পুরস্কারের ঘটনাবলী ইত্যাদি। আম্বিয়াপ্রদত্ত সংবাদাদি কখনো সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির কাছে অসম্ভব বা অবাস্তব নয়। যে সংবাদ সম্পর্কে এ ধারণা হয় যে, তা সাধারণ বিবেক-বুদ্ধির কাছে অসম্ভব তা—হয় এমন মিথ্যা সংবাদ, যা আম্বিয়া কিরাম (আ) দেননি, বরং তাকে মিছামিছি তাদের দিকে সম্পর্কিত করা হয়েছে—নয়ত এ ক্ষেত্রে সাধারণ বিবেক-বুদ্ধিই ভ্রষ্টতার শিকারে পরিণত হয়েছে ; ফলে তা একটি অলীক ধারণাকেই জাজ্জ্বল্যমান সত্য বলে ধরে নিচ্ছে। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন—

وَيَرَى الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْعِلْمَ الَّذِىْٓ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ لا وَيَهْدِىْٓ اِلٰى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ○- سبا : ٦

"যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা জানে যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য ; এটা মানুষকে পরাক্রমশালী ও প্রশংসার্হ আল্লাহর পথনির্দেশ করে।"–সূরা সাবা ঃ ৬

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন ঃ

اَفَمَنْ يَّعْلَمُ اَنَّمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ اَعْمٰى ط اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ اُولُوا الْاَلْبَابِ○- الرعد : ١٩

"তোমার প্রতিপালক হতে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, যে ব্যক্তি তা সত্য বলে জানে সে আর জ্ঞানান্ধ কি সমান ? উপদেশ গ্রহণ করে শুধু বোধশক্তিসম্পন্নরাই।"–সূরা আর রা'দ ঃ ১৯

আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন ঃ

وَالَّذِيْنَ اٰتَيْنٰهُمُ الْكِتٰبَ يَفْرَحُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمِنَ الْاَحْزَابِ مَنْ يُّنْكِرُ بَعْضَهٗ ط قُلْ اِنَّمَآ اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ وَلَآ اُشْرِكَ بِهٖ ط اِلَيْهِ اَدْعُوْا وَاِلَيْهِ مَاٰبِ○

www.amarboi.org

"আমি যাদেরকে কিতাব্ দিয়েছি তারা যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তাতে আনন্দ পায়, কিন্তু কোন কোন দল এর কতক অংশ অস্বীকার করে। বল, 'আমি তো আল্লাহর ইবাদাত করতে ও তাঁর কোন শরীক না করতে আদিষ্ট হয়েছি। আমি তাঁরই প্রতি সকলকে আহ্বান করি এবং তাঁরই নিকট আমার প্রত্যাবর্তন।"

–সূরা আর রা'দ ঃ ৩৬

আর এটা তো পরিষ্কার কথা যে, অসম্ভব কথা দ্বারা মন কখনও তুষ্ট হয় না। যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يَٰٓأَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَآءَتْكُمْ مَّوْعِظَةٌ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَشِفَآءٌ لِّمَا فِي الصُّدُوْرِ ۙ
وَهُدًى وَّرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِيْنَ ○ قُلْ بِفَضْلِ اللّٰهِ وَبِرَحْمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوْا ط
هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ ○ - يونس : ٥٧-٥٨

"হে মানুষ! তোমাদের প্রতি তোমাদের প্রতিপালকের নিকট হতে এসেছে উপদেশ ও তোমাদের অন্তরে যে ব্যাধি আছে তার প্রতিকার এবং বিশ্বাসীদের জন্য পথনির্দেশ ও দয়া। বলো, এটা আল্লাহর অনুগ্রহে ও তার দয়ায় ; সুতরাং এতে তারা আনন্দিত হোক। তারা যা পুঞ্জীভূত করে তা অপেক্ষা এটা শ্রেয়।"–সূরা ইউনুস ঃ ৫৭-৫৮

আর এটা পরিস্কার কথা যে, যা অবাস্তব তা দ্বারা না আরোগ্য লাভ করা যায়, না তা থেকে হেদায়াত ও রহমত পাওয়া যায়, আর না পাওয়া যায় সন্তুষ্টি। অতএব জানা গেল, এ ধরনের সন্দেহের মধ্যে ঐ ব্যক্তি পতিত হয়, যার অন্তরে ঈমান তার শিকড় বিস্তার করতে পারেনি এবং সে ইসলামের উপর সুদৃঢ় হতে পারেনি। তার অন্তরের অবস্থা হয় নড়বড়ে এবং সে সবসময় সন্দেহ, সিদ্ধান্তহীনতা ও অস্থিরতায় ভোগে।

দ্বিতীয় কথা এই যে, রসূলুল্লাহ (স) যা বলেছেন তার অর্থ যথাযথভাবে বুঝতে হবে। তাঁর কথা ও বাণীর এমন কোনো অর্থ করা উচিত নয়, যার কোন সম্ভাবনা তাতে নেই। তাঁর বাণীর যে উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বা তা মানুষকে যে পথপ্রদর্শন করতে চায় বা যা বলতে চায় তাতেও কোনো প্রকার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করা উচিত নয়।

এ আদর্শ বা নীতি হতে বিচ্যুত হওয়ার কারণেই নানা ধরনের বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের কথাকে বিপরীত অর্থে

www.amarboi.org

বুঝাই হচ্ছে যাবতীয় বিদআত ও পথভ্রষ্টতার মূল—বরং যাবতীয় মৌলিক ও শাখা-প্রশাখাগত বিভ্রান্তির উৎস, বিশেষ করে যখন এর সাথে বদনিয়্যাত (কুসংকল্প) সম্পৃক্ত হয়। ঘটনাক্রমে কোন কোন মাসআলার মধ্যে কখনো কখনো এমন সব অনুকরণীয় ব্যক্তিদের পক্ষ হতেও ভুল বুঝার ব্যাপারটি ঘটে থাকে, যাদের নিয়্যাত কলুষিত এবং যারা মাসআলাটিকে যেমন তেমনভাবে উপস্থাপিত করে। মূলত এরই ফলে ধর্ম ও ধর্মপরায়ণদের মধ্যে কলুষতা ঢুকে পড়ে।

আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের কথাকে যথাযথভাবে না বুঝার কারণে কাদরিয়া, মুরজিয়াহ, খারিজী, রাফিযী, মুতাযিলা, জাহমিয়া তথা বিদআতীদের যাবতীয় দল-উপদল পথভ্রষ্ট হয়েছে এবং তাদের পথভ্রষ্টতার কারণেই দ্বীনের মধ্যে কলুষতা ঢুকে পড়েছে। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের বাণী হতে সাহাবীগণ যা বুঝেছেন এরা তার ধারেকাছেও যায়নি এবং সেদিকে চোখ তুলেও তাকায়নি। তাদের এ কর্মকাণ্ডের অনেক দৃষ্টান্ত আমাদের হাতে রয়েছে, যা এ স্বল্প পরিসরে উপস্থাপন করা সম্ভব নয়। আপনি পবিত্র কুরআন প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পাঠ করে যান—আপনি বিস্মিত হবেন এ বিষয়টি লক্ষ্য করে যে, এ বিভ্রান্ত দল-উপদলের লোকেরা কোথাও কুরআনকে যথাযথভাবে হৃদয়ঙ্গম করেনি।

পবিত্র কুরআনকে যথাযথভাবে সেই বুঝে, যে প্রথমে মানুষের ধ্যান-ধারণা সম্পর্কে জ্ঞাত হয়। অতপর সেগুলোকে পবিত্র কুরআনের সামনে পেশ করে যাচাই করে নেয়। কিন্তু যারা এ ক্ষেত্রে এর বিপরীত কাজ করে—অর্থাৎ রাসূল (স) যা নিয়ে এসেছেন তা মানুষের ধ্যান-ধারণার সামনে পেশ করে এবং মানুষের উপর সুধারণা পোষণের কারণে দ্বীনী মাসায়িলকে তাদেরই ধ্যান-ধারণা অনুযায়ী ঢালাই করে নেয়ার চেষ্টা করে, তারা হেদায়াত থেকে নিসন্দেহে ছিটকে পড়ে। এমন লোকদেরকে আপনি তাদের ধ্যান-ধারণার উপরই ছেড়ে দিন এবং আল্লাহর প্রশংসা করুন এজন্য যে, তিনি আপনাকে এ ব্যাধি হতে রক্ষা করেছেন।

তৃতীয় কথা এই যে, আল্লাহ তাআলা তিনটি ঘর তৈরি করেছেন। যথা–দুনিয়া, বারযাখ ও আখিরাত। তিনি প্রত্যেকটি ঘরের জন্য নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন এবং হুকুম-আহকামও তৈরি করেছেন। তিনি মানুষকে দেহ ও আত্মা সহযোগে সৃষ্টি করেছেন। দুনিয়ার হুকুম-আহকাম দেহের উপরই প্রযোজ্য হয় এবং এখানে আত্মা হয় দেহের অনুসারী। এ কারণেই শরীআতের হুকুম মনের কল্পনার উপর নয়, বরং দেহের কথা ও কাজের

www.amarboi.org

উপর প্রণীত হয়। আর বারযাখের হুকুম জারী হয় আত্মার উপর এবং দেহ সেখানে হয় আত্মার অনুসারী। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, পার্থিব হুকুম-আহকামে আত্মা দেহের অনুসারী হয় এবং মানুষ দেহেরই আরাম ও কষ্ট অনুভব করে। কেননা সেগুলোর কারণ সরাসরি দেহের সাথে সম্পর্কিত। অবশ্য দেহের মাধ্যমে আত্মাও প্রভাবিত হয়। অনুরূপভাবে বারযাখে আরাম ও কষ্টের সম্পর্ক সরাসরি আত্মার সাথে সম্পর্কিত এবং আত্মার মাধ্যমে দেহের উপর তার প্রভাব পড়ে। দুনিয়ায় দেহ প্রকাশ্য এবং আত্মা গোপনীয়—যেন দেহ হচ্ছে আত্মার কবর। আর বারযাখে আত্মা হচ্ছে প্রকাশ্য এবং দেহ হচ্ছে আপন কবরে গোপনীয় বা লুক্কায়িত। অতএব বারযাখের হুকুম-আহকাম সরাসরি আত্মার উপর প্রযোজ্য হয় এবং আত্মার মাধ্যমে দেহের উপরও তার প্রভাব পড়ে। এ তত্ত্বকথাটি মনে রাখলে যাবতীয় বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ সন্দেহ-সংশয় আপনা-আপনি দূর হয়ে যাবে।

বারযাখের নমুনা

আল্লাহ্ তাআলা আপন হেদায়াত ও কৃপাগুণে দুনিয়ায়ও আমাদের সামনে বারযাখের একটি নমুনা পেশ করে থাকেন। নিদ্রিত ব্যক্তির অবস্থা হচ্ছে বারযাখের একটি নমুনা। অর্থাৎ স্বপ্নে যে আনন্দ বা কষ্ট হয় তা আত্মা সরাসরি ভোগ করে ; তবে আত্মার মাধ্যমে দেহও তা দ্বারা প্রভাবিত হয়। আর কখনো কখনো এ প্রভাব এত শক্তিশালী হয় যে, সরাসরি তা প্রত্যক্ষও করা যায়। যেমন একজন স্বপ্নে দেখল যে, কেউ তাকে আঘাত করছে এবং সে চীৎকার দিচ্ছে—এমতবস্থায় যখন সে জাগ্রত হল তখন ঐ আঘাতের চিহ্ন আপন দেহের উপর পরিষ্কার দেখতে পেল। কিংবা কেউ স্বপ্নে দেখল যে, সে কিছু খাচ্ছে—এমতবস্থায় জাগ্রত হল এবং অনুভব করতে লাগল ঐ খাবারের স্বাদ, এমন কি এ কারণে তার ক্ষুৎপিপাসাও দূর হয়ে গেল। কোন কোন সময় অবস্থা তো এ পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছে যে, স্বপ্নচারী ব্যক্তি স্বপ্নের মধ্যেই দাঁড়িয়ে যায় এবং একজন জাগ্রত মানুষের মত অন্যকে মারধর করে অথবা ধাক্কা দেয়, অথচ সে তখন ঘুমের মধ্যেই থাকে এবং দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়াদি সম্পর্কে থাকে বেখবর। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, এ অবস্থায় তার আত্মা ভীষণভাবে প্রভাবিত হওয়ার কারণে দেহের বাইরে অবস্থান করেও সে দেহের সাহায্য চেয়েছে। কেননা সে যদি দেহের মধ্যে ঢুকে পড়ত তাহলে জেগেই যেত এবং প্রত্যেকটি ব্যাপার অনুভব করতে পারত। অতএব নিদ্রিতাবস্থায় এক প্রকার হালকা

www.amarboi.org

ধরনের একাকীত্বে আত্মা যখন সরাসরি প্রভাবিত হয়ে থাকে তখন বারযাখের মধ্যে যখন আত্মার উন্নত ও পরিপূর্ণ একাকীত্ব তথা আত্মনির্ভরশীলতা প্রতিষ্ঠিত হবে তখন সে আরো বেশী সরাসরি প্রভাবিত হবে এবং তার প্রভাবে দেহও প্রভাবিত হবে। কেননা মৃত্যুর কারণে দেহের সাথে আত্মার সম্পর্ক একেবারে শেষ হয়ে যায় না, বরং কোন না কোনভাবে বহাল থাকে—চাই দেহ যেভাবে আছে সেভাবে থাকুক অথবা ছিন্নভিন্ন হয়ে পানি বা অন্য কিছুর সাথে মিশে অন্য আকৃতি ধারণ করুক। তবে কিয়ামতের দিন দেহ এবং আত্মা উভয়ই যাবতীয় হুকুম, শাস্তি অথবা পুরস্কার দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত হবে। যখন এ গূঢ় কথাটি ভালোভাবে হৃদয়ঙ্গম করা যাবে তখন উপরে উল্লেখিত যাবতীয় প্রশ্নের সমাধানও আপনা-আপনি হয়ে যাবে। আর এটাও বুঝা যাবে যে, রাসূলুল্লাহ (স) কবরের আযাব, পুরস্কার, কবরের প্রশস্ত বা সংকীর্ণ হওয়া কিংবা জাহান্নামের গর্তে বা জান্নাতের উদ্যানে পরিণত হওয়া সম্পর্কে যে সমস্ত কথা বলেছেন তা সম্পূর্ণ বিবেক-বুদ্ধিসম্মত এবং তাতে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। যারা এ সমস্ত ব্যাপার বুঝে উঠতে পারে না—তারা এগুলোকে দুর্বোধ্য হওয়ার কারণে নয় বরং নিজেদের নিবুর্দ্ধিতা ও মূর্খতার কারণেই বুঝে উঠতে পারে না। কবি যথার্থই বলেছেন ঃ

"অনেক কথাই সঠিক ও সত্য, কিন্তু যে তা হৃদয়ঙ্গম করবে তার বোধশক্তি যে রুগ্ন।"

এটা কি বিস্ময়কর কথা নয় যে, দু ব্যক্তি একই বিছানায় ঘুমাচ্ছে, কিন্তু একজনের আত্মা নিয়ামাতসমূহ আস্বাদন করছে এবং অন্যজনের আত্মা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি ভোগ করছে। অতপর উভয়ে যখন জাগরিত হয় তখন তারা নিজ নিজ দেহে নিয়ামাত অথবা শাস্তির চিহ্ন দেখতে পায়। বারযাখের ব্যাপার তো এর চেয়েও অধিক বিস্ময়কর।

চতুর্থ কথা এই যে, বারযাখ ও আখিরাতের ব্যাপারসমূহ অনুভূতির নাগালের বাইরে। আল্লাহ তাআলা বারযাখের ও আখিরাতের ব্যাপারসমূহ মুকাল্লাফ দুনিয়াবাসীদের দৃষ্টির অন্তরালে রেখেছেন। তাই সেখানে তাদের অনুভূতি পৌঁছতে পারে না। তার পরিপূর্ণ হিকমতের চাহিদাও তাই, যাতে মুসলমান ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করা যায়। জীবনের শেষ মুহূর্তে তথা সাকরাতের সময় এ দুনিয়ায় ফিরিশতাদের আগমন ঘটে। তারা মুমূর্ষু ব্যক্তির কাছে এমনিভাবে বসে থাকে যে, সে তাদেরকে দেখতে পায়। তারা তার সাথে কথা বলে এমতাবস্থায় যে,তাদের সাথে জান্নাত

www.amarboi.org

অথবা জাহান্নামের কাফন এবং সুগন্ধি অথবা দুর্গন্ধি থাকে। তারা ঐ সমস্ত লোকের দুআ অথবা বদ্‌দুআর উপর 'আ-মী-ন' (আল্লাহ্ কবুল কর) বলে, যারা মুমূর্ষ ব্যক্তিকে দেখতে আসে। তারা কখনো কখনো মুমূর্ষ ব্যক্তিকেও সালাম করে এবং মুমূর্ষ ব্যক্তিও তাদের সালামের জবাব দেয়—কখনো কথায়, কখনো ইঙ্গিতে, আবার কখনো শুধু অন্তর দিয়ে—যখন সে কথা বলার কিংবা ইঙ্গিত করার সামর্থ্যও হারিয়ে ফেলে। এ কারণেই মুমূর্ষু ব্যক্তির কোন কোন দর্শনার্থী ঠিক মৃত্যুর মুহূর্তে তাকে আহ্‌লান, সাহ্‌লান্ ও মারহাবা (স্বাগতম, খোশ আমদেদ) বলতে শুনেছেন। নিশ্চয়ই সে ফিরিশতাদেরকে অভ্যর্থনা জ্ঞাপন করতে গিয়ে এগুলো বলে থাকে।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ ; মাওলানা মুফতী আযান গাছী (র) ঃ মাওয়ায়িয (কলমী নুসখা)।

উমর বিন আবদুল আযীয (র)-এর জীবনের সর্বশেষ ঘটনা

উমর বিন আবদুল আযীয (র) তার মৃত্যুর পূর্বমুহূর্তে বলেন, আমাকে ধরে বসাও। যখন তাকে বসানো হলো তিনি বললেন, আমি হচ্ছি সেই ব্যক্তি, যে সৎকাজে আলস্য দেখিয়েছে এবং পাপকাজে আগ্রহ প্রদর্শন করেছে। একথা তিনি তিন বার উচ্চারণ করেন এবং 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠ করেন। অতপর তিনি তার মাথা উঠিয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন। উপস্থিত লোকেরা বলল, হে আমীরুল মু'মিনীন! আপনি এমনভাবে তাকিয়ে কি দেখছেন ? তিনি বললেন, আমি এমন সব আকৃতি দেখছি, যা না মানুষ সদৃশ, আর না জ্বিন সদৃশ। অতপর তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

মাসলামা বিন আবদুল মালিক বলেন, যখন উমর বিন আবদুল আযীয (র)-এর মৃত্যুর মুহূর্ত ঘনিয়ে এলো তখন আমি তাঁর কাছেই ছিলাম। তিনি ইঙ্গিতে আমাদেরকে বললেন, বাইরে চলে যাও। আমরা তখন বাইরে চলে গেলাম এবং একটি গম্বুজের পাশে বসে রইলাম। তখন তাঁর কাছে মাত্র একজন ভৃত্য ছিল। আমরা শুনতে পেলাম তিনি পবিত্র কুরআনের এ আয়াতটি পাঠ করছেন ঃ

تِلْكَ الدَّارُ الْاٰخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِيْنَ لَايُرِيْدُوْنَ عُلُوًّا فِى الْاَرْضِ وَلَا فَسَادًا ط

وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ ○ - القصص : ٨٣

www.amarboi.org

"এটা পরলোকের সেই আবাস—যা আমি নির্ধারিত করি তাদের জন্য, যারা এ পৃথিবীতে উদ্ধত হতে ও বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চায় না। শুভ পরিণাম মুত্তাকীদের জন্য।"–সূরা আল কাসাস ঃ ৮৩

অতপর তিনি বলে উঠলেন, তোমরা না মানুষ, আর না জ্বিন। অতপর ভৃত্য বাইরে এসে আমাদেরকে ভিতরে যেতে বললো। আমরা ভিতরে গিয়ে দেখলাম, ইতিমধ্যে তার আত্মা দেহ ছেড়ে চলে গেছে।

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি'-এর সাকরাতের ঘটনা

ফুযালা বিন দীনার বলেন, আমি মুহাম্মাদ বিন ওয়াসি'-এর কাছে তাঁর সাকরাতের মুহূর্তে উপস্থিত ছিলাম। তিনি তখন বলতে লাগলেন, হে আমার রবের ফিরিশতারা ! তোমাদেরকে স্বাগতম। সমুন্নত ও মহান আল্লাহ তাআলাই সমস্ত শক্তি ও সামর্থের উৎস। আমি এখন এমন পবিত্র ও মনোমুগ্ধকর সুগন্ধির ঘ্রাণ পাচ্ছি যা ইতিপূর্বে আর কখনো পাইনি। অতপর তিনি চোখ উল্টিয়ে তাকালেন এবং চিরদিনের জন্য হারিয়ে গেলেন।

এ সম্পর্কে অসংখ্য হাদীস রয়েছে। তবে এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে অর্থবহ হচ্ছে নিম্নের আয়াতটি ঃ

فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ۝ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ۝ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّاتُبْصِرُوْنَ ۝ - الواقعة : ٨٣-٨٥

"পরন্তু কেন নয়–প্রাণ যখন কণ্ঠাগত হয় এবং তখন তোমরা (অসহায়ভাবে) তাকিয়ে থাক, আর আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না।"-সূরা ওয়াকিয়া ঃ ৮৩-৮৫

অর্থাৎ আমার প্রেরিত ফিরিশতারা তোমাদের চেয়ে তার (মুমূর্ষু ব্যক্তির) অধিক নিকটবর্তী হয়, কিন্তু তোমরা তা দেখতে পাও না। এটা হচ্ছে দুনিয়ার শেষ এবং বারযাখের প্রথম মুহূর্ত। এ মুহূর্তে মুমূর্ষ ব্যক্তির সম্মুখ হতে আবরণ উঠিয়ে দেয়া হয়। তাই সে তখন যা দেখে তা আমরা দেখি না।

অতপর ফিরিশতারা আত্মার দিকে হাত প্রসারিত করে এবং তাকে সম্বোধন করে কথা বলে। অতপর তার প্রাণ কব্য্ করে নেয়, কিন্তু

www.amarboi.org

উপস্থিত লোকেরা তা দেখতে পায় না, শুনতেও পায় না। অতপর দেহ থেকে আত্মা বের হয়ে যায়। তখন তা হতে সূর্যকিরণের মতো (ব্যাপকভাবে) সুগন্ধি বের হতে থাকে। কিন্তু লোকেরা তা দেখে না এবং তার ঘ্রাণও পায় না।

অতপর ফিরিশতাদের মিছিলের সাথে আত্মা উপর দিকে উত্থিত হয়, কিন্তু উপস্থিত লোকেরা তা দেখতে পায় না। অতপর আত্মা ফিরে এসে তার দেহকে গোসল করানো, কাফন পরানো এবং কবরস্থানের দিকে নিয়ে যাওয়ার ঘটনা প্রত্যক্ষ করে এবং বলে 'আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চল, আমাকে তাড়াতাড়ি নিয়ে চল।' অথবা বলে, '(হায় হায়!) তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছো ?' মানুষ এগুলো শুনতে পায় না। অতপর যখন কবরে লাশ রেখে মাটি দিয়ে তা ভরাট করে দেয়া হয় তখন ঐ মাটির স্তূপ ফিরিশতাদেরকে সেখানে পৌছার পথে কোনরূপ বাধার সৃষ্টি করতে পারে না। বরং পাথর কেটে তার ভিতরে লাশ রেখে যদি সে পাথরের মুখ সীসা গলিয়ে বন্ধ করে দেয়া হয় তবুও ফিরিশতারা লাশের কাছে পৌছে যাবে। কেননা জড়দেহী বস্তুকে সূক্ষ্মদেহী আত্মা অনায়াসে অতিক্রম করতে পারে। ফিরিশতা ফিরিশতাই—এমন কি, জ্বিনরাও জড়দেহী বস্তু অতিক্রম করতে পারে। বরং একথা বলা যেতে পারে যে, আল্লাহ তাআলার ইচ্ছানুযায়ী পাখির কাছে শূন্য (বাতাস) যা, ফিরিশতাদের কাছে পাথর ও মাটি তা-ই।

কবরের বিস্তৃতি বা সংকীর্ণতা

কবরের বিস্তৃতি বা সংকীর্ণতা আত্মার জন্য প্রত্যক্ষ এবং দেহের জন্য পরোক্ষ। অর্থাৎ আলমে বারযাখের ঘটনাবলী আত্মার উপর প্রত্যক্ষভাবে এবং দেহের উপর আত্মার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে ঘটে। লাশ কবরের মধ্যে বাহ্যতঃ দু' এক হাত জায়গায় মধ্যে থাকলেও কবর প্রকৃতপক্ষে একেবারে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে। অনুরূপভাবে কবর খুড়ে দেখলে দেখা যাবে, লাশ আপন অবস্থায়ই রয়েছে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও কবর মৃত ব্যক্তিকে এমনভাবে চেপে ধরে যে, তার এ দিকের পঞ্জরাস্থি ঐদিকে এবং ঐদিকের পঞ্জরাস্থি এদিকে চলে আসে। এটা অনুভূতি, সাধারণ বুদ্ধি বা সুস্থ বিবেকের পরিপন্থী কোন কথা নয়। লাশ যে অবস্থায় রাখা হয়েছিল সে অবস্থায় যদি থাকে তাহলে এর দ্বারা একথা অপরিহার্য হয়ে উঠে না যে, কবর বারযাখী পদ্ধতিতে সূক্ষ্মভাবে তাকে চেপে ধরেনি।

www.amarboi.org

কবরের আগুন ও কবরের উদ্যান দুনিয়ার আগুন ও দুনিয়ার উদ্যানের মত নয়

পঞ্চম কথা এই যে, কবরের আগুন ও কবরের উদ্যান দুনিয়ার আগুন ও দুনিয়ার উদ্যানের ন্যায় নয় যে, যারা দুনিয়ার আগুনের প্রখরতা ও দুনিয়ার উদ্যানের সবুজ-শ্যামলিমা দেখতে পায় তারা সেগুলোকেও দেখতে পাবে। বরং কবরের আগুন ও উদ্যান হচ্ছে আখিরাতের আগুন ও উদ্যানের মতো, যা দুনিয়ার আগুন ও উদ্যানের চেয়ে অনেক বেশী সূক্ষ্ম ও শক্তিশালী। আল্লাহ্ তাআলা মৃত ব্যক্তির উপরের ও নীচের মাটি ও পাথরের মধ্যে আগুন প্রজ্জ্বলিত করে দেন, যেখানে তাকে দাফন করা হয়েছে। তখন এ মাটি ও পাথর দুনিয়ার মাটি ও পাথরের চেয়ে অনেক বেশী গরম ও যন্ত্রণাদায়ক হয়। কিন্তু কোনো দুনিয়াবাসী যদি একে স্পর্শ করে তাহলে এর মধ্যে সে কোনো উষ্ণতা অনুভব করবে না। এভাবে আল্লাহ্ তাআলা কবরের মধ্যে জান্নাতের উদ্যানও সৃষ্টি করে থাকেন। এর চেয়েও আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, একই কবরে দু ব্যক্তিকে পাশাপাশি দাফন করা হয়। তাদের একজন থাকে জাহান্নামের গর্তে এবং অপরজন থাকে জান্নাতের উদ্যানে। এমতাবস্থায় যে জাহান্নামের গর্তে থাকে তার দেহে যেমন জান্নাতের আরাম-আয়েশের কোনো ছোঁয়া লাগে না তেমনি যে জান্নাতের উদ্যানে থাকে তার দেহেও জাহান্নামের কোন উষ্ণতা লাগে না।

আল্লাহ্ তাআলা তাঁর অসীম কুদরত ও ক্ষমতা বলে কবরের চেয়েও অনেক বিস্ময়কর নিদর্শন এ দুনিয়ায়ও আমাদেরকে দেখিয়েছেন। কিন্তু (আক্ষেপের বিষয় যে,) মানুষ যে জিনিসকে তার সীমিত জ্ঞান দ্বারা বুঝতে পারে না সে জিনিসকেই মিথ্যা আখ্যা দেয়। তবে আল্লাহ্ তাআলা যাকে তাওফীক দেন এবং মিথ্যাচারিতা থেকে রক্ষা করেন সেই সত্যকে সত্য বলে নির্বিঘ্নে স্বীকার করে নিতে পারে।

যা হোক, আল্লাহ্ তাআলা কাফিরের জন্য দুটি আগুনের তক্তা বিছিয়ে দেন। যার ফলে তার কবর জ্বলন্ত চুলার মতো প্রজ্জ্বলিত হয়ে ওঠে। অতপর আল্লাহ্ তাআলা ইচ্ছা করলে তার কোন বান্দাকে এ সম্পর্কে অবহিত করেন এবং অন্যান্যদের কাছে তা অজ্ঞাতই রেখে দেন। কেননা সকলেই যদি এ সম্পর্কে অবহিত হয়ে যায় তাহলে বান্দাকে মুকাল্লাফ করার, কিংবা 'গায়িব' (অদৃশ্য)-এর উপর তার বিশ্বাসস্থাপন করার কোন স্বার্থকতাই যে বাকী থাকে না। উপরন্তু এর কারণে মানুষ মৃতকে দাফন করাই ছেড়ে দিবে। যেমন বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ

www.amarboi.org

(স) বলেছেন, আমার যদি এ আশংকা না থাকত যে, তোমরা দাফন করা ছেড়ে দেবে তাহলে আমি আল্লাহর কাছে দুআ করতাম যেন তিনি তোমাদেরকেও কবরের আযাবের আর্তচীৎকার শুনিয়ে দেন, যেমন আমি শুনতে পাই।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

যেহেতু অন্যান্য জীবজন্তুর কাছে এ ক্ষেত্রে কোনো বাধ্যবাধকতা নেই, তাই তারা সাধারণত কবরের আযাবের আর্তচীৎকার শুনতে পায় এবং তা বুঝতেও পারে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর খচ্চর, শাস্তি ভোগ করছে এমন একজন কবরবাসীর কবরের নিকট দিয়ে যাবার সময় ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে এমনভাবে লাফাচ্ছিল যে, মনে হচ্ছিল সে হুযূর (স)-কে তার পিঠের উপর হতে ফেলে দেবে।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

আলমে বারযাখের ঘটনাবলীর চেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা এ দুনিয়ায়ও ঘটে

আল্লাহ তাআলা বারযাখের ঘটনাবলীর চেয়ে বিস্ময়কর ঘটনা এ দুনিয়ায়ও ঘটিয়ে থাকেন। যেমন জিবরাঈল (আ) মানুষের রূপ ধরে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে আসতেন, তার সাথে কথা বলতেন এবং রাসূলুল্লাহ (স) সে কথা শুনতেন, অথচ যারা তার কাছে থাকতেন তারা না জিবরাঈলকে দেখতেন, আর না তার কথা শুনতে পেতেন। সকল নবীরই অবস্থা ছিল এরূপ। কখনো কখনো রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে ঘণ্টাধ্বনির ন্যায় অহী আসত যা তিনি ছাড়া আর কেউ শুনত না। অনুরূপভাবে জ্বিনরা আমাদের মধ্যে অবস্থান করেই পরস্পরের মধ্যে উচ্চস্বরে কথা বলে, কিন্তু আমরা তাদের কথা শুনি না। পৃথিবীর অনেক ঘটনাই আল্লাহ তাআলা মানুষের নিকট হতে আড়াল করে রেখেছেন। জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ (স)-কে কুরআন পড়াতেন, অথচ তাঁর আশেপাশের লোকেরা তা শুনত না। মোটকথা, যারা আল্লাহর 'মা'রিফাত' (পরিচয়) লাভ করেছে এবং তাঁর সীমাহীন কুদরত ও লীলা-বৈচিত্রের উপর বিশ্বাসস্থাপন করেছে তারা ঐ সমস্ত ঘটনাকে কী করে অস্বীকার করতে পারে, যা আল্লাহ তাআলা আপন হিকমত ও করুণাগুণে আপন কিছুসংখ্যক সৃষ্টির চোখ হতে আড়াল করে রেখেছেন। কেননা এগুলো দেখার ও শোনার শক্তি তাদের মধ্যে নেই। তাদের দৃষ্টিশক্তি ও শ্রবণশক্তি কবরের শাস্তি ও পুরস্কার প্রত্যক্ষ করার সামর্থ রাখে না। এমন অনেক আছে, যাদেরকে আল্লাহ তাআলা এ সমস্ত ঘটনাবলী দেখালে তারা আর্তচীৎকার করে চেতনা হারিয়ে ফেলবে, এমনকি মারাও যাবে। আর যদি জীবিত থাকেও

www.amarboi.org

তাহলে বেশী দিন বাঁচবে না। কেউ কেউ তো তার অন্তরের আবরণ উন্মুচিত হওয়ার সাথে সাথে মারা গেছে। অতএব এটা বুদ্ধিসম্মত কথা নয় যে, আল্লাহর হিকমতগুণে এ সমস্ত ঘটনা যবনিকার অন্তরালে থাকলেই এগুলোকে অস্বীকার করতে হবে। কেননা যখন একদিন এ যবনিকা হটিয়ে দেয়া হবে তখন যাবতীয় ব্যাপারই দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠবে।

বারযাখের ঘটনাবলীকে দুনিয়ার ঘটনাবলীর উপর অনুমান করা মূর্খতা ছাড়া কিছু নয়

মানুষ দুনিয়ায় যা প্রত্যক্ষ করে তার উপর বারযাখের ঘটনাবলীকে অনুমান (কিয়াস) করা মূর্খতা, পথভ্রষ্টতা, রাসূলুল্লাহ (স)-এর উপর মিথ্যা আরোপ এবং আল্লাহ্ তাআলার অসীম কুদরত ও ক্ষমতাকে অস্বীকার করা ছাড়া কিছু নয়।

যখন একজন মানুষ কবরকে দশ হাত, এক শ' হাত বা তার চেয়েও অধিক লম্বা, চওড়া ও গভীর করতে পারে এবং এ বিষয়টি যার কাছে ইচ্ছা গোপন রাখতে পারে এবং যার কাছে ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারে তখন আল্লাহ্ তাআলা কেন পারবেন না যার কবরকে ইচ্ছা প্রশস্ত, সুগন্ধিযুক্ত ও আলোকিত কিংবা সংকীর্ণ, দুর্গন্ধযুক্ত ও অন্ধকার করতে এবং মানুষের চোখে তা গোপন রাখতে?

প্রকৃতপক্ষে কবরের এ প্রশস্ত বা সংকীর্ণ, আলোকিত বা অন্ধকারাচ্ছন্ন হওয়া দুনিয়ার নয় বরং বারযাখ তথা আখিরাতের বিষয়। আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে দুনিয়ায় দুনিয়ার ব্যাপারই প্রত্যক্ষ করান এবং আখিরাতের ব্যাপার গোপন রাখেন, যাতে এগুলোকে আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করা ও মৌখিকভাবে স্বীকার করা আখিরাতে তার সৌভাগ্যলাভের কারণ হয়। অতপর যখন এ পর্দা উঠিয়ে দেয়া হবে তখন মানুষ আপনা-আপনি সবকিছুই প্রত্যক্ষ করবে।

মুনকার-নাকীর মানুষের সামনেই মৃত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে

জানাযা মানুষের সামনে রাখা অবস্থায়ই এটা অসম্ভব নয় যে, তার কাছে মুনকার-নাকীর আসবে এবং সাওয়াল করবে, অথচ অন্য কেউ তা দেখতে পাবে না এবং তার জবাবও শুনতে পাবে না। অনুরূপভাবে এটাও অসম্ভব নয় যে, ফিরিশতারা ঐ মৃতকে প্রহার করবে, অথচ অন্য কেউ তা

www.amarboi.org

টের পাবে না। এর একটা জ্বলন্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে এই যে, দুজন লোক একই বিছানায় শয়ন করে, অতপর তাদের একজন ঘুমিয়ে পড়ে এবং অন্যজন জেগে থাকে। অতপর ঘুমন্ত লোকটি স্বপ্ন দেখতে থাকে। স্বপ্নের মধ্যে তাকে প্রহার করা হয় এবং ঐ প্রহারের যন্ত্রণাও সে অনুভব করে, অথচ জাগ্রত লোকটি ঐ সমস্ত ঘটনা সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত থাকে। আর এটা তো জানা কথা যে, প্রহারজনিত যন্ত্রণার প্রভাব আত্মা থেকে দেহের উপরও পতিত হয়। এটা কত বড় মূর্খতার কথা যে, কবর ও পাথরের দেয়াল ভেদ করে মৃতের নিকট ফিরিশতাদের উপনীত হওয়াকে বুদ্ধির অগম্য মনে করা হয়, অথচ এ কাজটি ফিরিশতাদের কাছে সেরূপ, যেরূপ পাখীদের কাছে অবাধে শূন্যে উড্ডয়ন। যে জিনিসটি জড় দেহের জন্য প্রতিবন্ধক তা সূক্ষ্মদেহের (আত্মার) জন্যও প্রতিবন্ধক হবে—এমন কিয়াস (অনুমান) তো বিভ্রান্তি ছাড়া কিছু নয়। এ ধরনের কিয়াস বা অনুমান, নবীদের উপর মিথ্যা আরোপেরই নামান্তর।

এটাও অসম্ভব নয় যে, ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলন্ত, সমুদ্রে ডুবন্ত, আগুনে ভস্মীকৃত কিংবা অন্য যে কোন ধরনের লাশের মধ্যে আত্মাকে ফিরিয়ে দেয়া হবে, অথচ আমরা (জীবিতরা) তা ঠাহর করতে পারব না। কেননা আত্মাকে ফিরিয়ে দেয়ার এটাও একটা ধরন, তবে এটা সেই ধরন নয় যার সাথে আমরা পরিচিত। আমরা তো সচরাচর দেখি যে, চেতনাহীন ও মুমূর্ষ ব্যক্তিরা জীবিত থাকে, তাদের আত্মা তাদের দেহের মধ্যেই অবস্থান করে, অথচ আমরা তা ঠাহর করতে পারি না। যে সমস্ত দেহ ছিন্নভিন্ন হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে পরম ক্ষমতাশলী আল্লাহর পক্ষে সেগুলোর ছিন্নভিন্ন টুকরা তথা অণুপরমাণুর মধ্যে আত্মার সম্পৃক্তি ঘটানো এবং সেগুলোর মধ্যে এক ধরনের সুখ বা যাতনার সৃষ্টি করা মোটেই অসম্ভব নয়। কেননা সর্বশক্তিমান আল্লাহ তাআলা জড় পদার্থের মধ্যেও অনুভূতির সৃষ্টি করেছেন, যার মাধ্যমে তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা বর্ণনা করে। যেমন আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন—

تُسَبِّحُ لَهُ السَّمٰوٰتُ السَّبْعُ وَالْاَرْضُ وَمَنْ فِيْهِنَّ ط وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلاَّ يُسَبِّحُ

بِحَمْدِهٖ وَلٰكِنْ لاَّتَفْقَهُوْنَ تَسْبِيْحَهُمْ ط اِنَّهٗ كَانَ حَلِيْمًا غَفُوْرًاo

"সপ্ত আকাশ, পৃথিবী এবং তাদের অন্তর্বর্তী সবকিছু তাঁরই পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে এবং এমন কিছু নেই, যা তাঁর সপ্রশংস পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে না ; কিন্তু তাদের পবিত্রতা ও মহিমা

www.amarboi.org

ঘোষণা তোমরা অনুধাবন করতে পার না ; তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৪৪

কবরের শাস্তি-পুরস্কারের অর্থ

বারযাখের শাস্তি-পুরস্কার

একথা জেনে রাখা উচিত যে, কবরের শাস্তি বা পুরস্কারের অর্থ বারযাখের শাস্তি বা পুরস্কার। আর বারযাখ হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী সময়কাল। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

وَمِنْ وَّرَآئِهِمْ بَرْزَخٌ اِلٰى يَوْمِ يُبْعَثُوْنَ ٥- المؤمنون : ١٠٠

"ওদের সামনে বারযাখ (যববিকা) থাকবে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত।"–সূরা আল মুমিনূন ঃ ১০০

বারযাখ হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতের মধ্যবর্তী সময় বা অবস্থার নাম। সাধারণের অবস্থার প্রেক্ষিতে প্রধানত একে জান্নাতের বাগান অথবা আগুনের গর্ত বলা হয়ে থাকে। এদিক দিয়ে ফাঁসিকাষ্ঠে ঝুলন্ত, পুড়ে ভস্মে পরিণত, পানিতে ডুবন্ত এবং হিংস্র পশু-পাখির ভক্ষিত মানুষকেও তাদের কর্ম অনুযায়ী বারযাখের আযাব অথবা সাওয়াব প্রদান করা হয়—যদিও আযাব ও সাওয়াবের কারণ ও অবস্থাদি বিভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে। বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন এবং বাহ্যত নাম নিশানাহীন দেহের অণু-পরমাণুর উপরও কবরের আযাব অথবা সাওয়াব বর্তায়। যদি কোন লাশকে শূন্যে বৃক্ষের সাথে ঝুলিয়ে রাখা হয় তাহলে তার উপরও সূক্ষ্মভাবে বারযাখের আযাব পৌঁছবে। আর যদি কোন পুণ্যবান ব্যক্তিকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হয় তাহলে সেও তার আমলের অনুপাতে বারযাখের আরাম ভোগ করবে। আল্লাহ তাআলা তার উপর আগুনকে শীতল ও শান্তিদায়ক করে দেবেন এবং পাপীর উপর আগুনকে দিবেন উষ্ণ ও যন্ত্রণাদায়ক করে। দুনিয়ার যাবতীয় পদার্থ ও উপাদান তাদের সৃষ্টিকর্তার অনুগত। তারা কখনও তার হুকুমের বরখেলাফ করে না, বরং আল্লাহ যেভাবে চান সেভাবেই তাদেরকে ব্যবহার করেন। যদি কেউ একথা না মানে তাহলে সে বিশ্বপ্রভু আল্লাহ তাআলা এবং তাঁর প্রতিপালন গুণকেই অস্বীকার করে।

আখিরাতের প্রথম শাস্তি ও পুরস্কার

বারযাখের শাস্তি ও পুরস্কার হচ্ছে আখিরাতের প্রথম শাস্তি ও পুরস্কার। কুরআন ও সহীহ হাদীস স্পষ্টভাবে সাক্ষ্য দেয় যে, বারযাখবাসীরা

www.amarboi.org

অবশ্যই শাস্তি অথবা পুরস্কার পাবে। যেমন একটি হাদীসে আছে, পুণ্যবান কবরবাসীর জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দেয়া হয় এবং তার কাছে জান্নাতের আরাম-আয়েশ এবং নিয়ামাতসমূহ আসতে থাকে। আর পাপীর জন্য খুলে দেয়া হয় জাহান্নামের দরজা এবং তার কাছে জাহান্নামের উষ্ণতা ও আগুনের ঝাপটা আসতে থাকে। উপরের বর্ণনা থেকে এটাও জানা গেল যে, আত্মার মত দেহও উক্ত শাস্তি ভোগ করে বা পুরস্কার লাভ করে। অতপর কিয়ামতের দিন পুণ্যবান ও পাপী উভয়ই নিজ নিজ দরজা দিয়ে আপন আপন ঠিকানায় (জান্নাত অথবা জাহান্নামে) চলে যাবে। এ দুই দরজা, যেগুলোর মধ্য দিয়ে বারযাখ জগতে মৃত ব্যক্তিদের কাছে শাস্তি অথবা পুরস্কারের পরশ লাগে তা জীবিতদের অনুভূতি ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার বাইরে থাকে। অবশ্য অনেক লোক তা অনুভবও করে—যদিও তারা এর কার্যকারণ সম্পর্কে অবহিত নয় এবং এর সঠিক ব্যাখ্যাও দিতে পারে না। আর কোন জিনিসের অস্তিত্ব শুধুমাত্র তার অনুভূতি ও ব্যাখ্যার উপর নির্ভরশীলও নয়।

অস্তিত্ব ও অনুভূতি দুটি পৃথক বস্তু

অস্তিত্ব হচ্ছে এক জিনিস, আর অনুভূতি ও ব্যাখ্যা হচ্ছে অপর জিনিস। তবে দুনিয়ায়ও অনুভূতির কিছু না কিছু প্রভাব আসে, কিন্তু অজ্ঞতা ও অজ্ঞানতার কারণে মানুষ তার ব্যাখ্যা দিতে সক্ষম হয় না। কিন্তু মৃত্যুর পর এ প্রভাব অত্যন্ত দ্রুততা ও পরিপূর্ণতার সাথে মানুষের উপর পতিত হয়। আল্লাহ তাআলা দুনিয়া, বারযাখ, আখিরাত—এ তিন জগতেই তাঁর আযাব ও নিয়ামাত স্থানকালভেদে যথার্থভাবে পৌঁছিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করেছেন।-ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

www.amarboi.org

নবম জিজ্ঞাসা

পবিত্র কুরআনে কবরের শাস্তির উল্লেখ নেই কেন ?

প্রশ্ন উঠতে পারে, এর মধ্যে কি হিকমত (রহস্য) রয়েছে যে, পবিত্র কুরআনে কবরের শাস্তির কোনো উল্লেখ নেই, অথচ এটা জানা এবং এর উপর বিশ্বাস স্থাপন করা অত্যন্ত জরুরী ; কেননা এর মাধ্যমে মানুষের মনে সহজেই তাক্ওয়া ও আল্লাহভীতির সৃষ্টি হয় এবং সৎপথে চলার প্রেরণা জাগে ? এ প্রশ্নের উত্তর দুভাবে দেয়া যেতে পারে। এক ঃ সংক্ষিপ্তভাবে। দুই ঃ বিস্তারিতভাবে।

সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, আল্লাহ তাআলা তাঁর রাসূলের উপর দু ধরনের অহী নাযিল করেছেন এবং এ উভয় ধরনের অহীর উপরই বিশ্বাস স্থাপন করা এবং সে অনুযায়ী আমল করাকে তিনি তার বান্দাদের জন্য ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য) করে দিয়েছেন। আর এ দু ধরনের অহী হচ্ছে যথাক্রমে 'কিতাব ও হিকমত'। যেমন, পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ ط وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا○ - النساء : ١١٣

"আর আল্লাহ তোমার প্রতি কিতাব ও হিকমত অবতীর্ণ করেছেন এবং তুমি যা জানতে না তা তোমাকে শিখিয়েছেন, তোমার প্রতি আল্লাহর মহা অনুগ্রহ রয়েছে।"–সূরা আন নিসা ঃ ১১৩

لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلاً مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ج وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ○ - ال عمران : ١٦٤

"তাদের নিজেদের মধ্য হতে তাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করে আল্লাহ বিশ্বাসীদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, সে তার আয়াত তাদের নিকট তেলাওয়াত করে, তাদেরকে পরিশুদ্ধ করে এবং কিতাব ও হিকমত শিক্ষা দেয়। যদিও তারা পূর্বে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে ছিল।"
–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৪

www.amarboi.org

هُوَ الَّذِىْ بَعَثَ فِى الْاُمِّيّٖنَ رَسُوْلاً مِّنْهُمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ ق وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ○

"তিনিই নিরক্ষরদের একজনকে পাঠিয়েছেন রাসূলরূপে, যে তাদের নিকট আবৃত্তি করে তার আয়াত, তাদেরকে পবিত্র করে এবং শিক্ষা দেয় কিতাব ও হিকমত ; ইতিপূর্বে তো এরা ছিল ঘোর বিভ্রান্তিতে।"
–সূরা আল জুমু'য়াহ ঃ ২

وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيٰتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ لَطِيْفًا خَبِيْرًا ○ - الاحزاب : ٣٤

"আল্লাহর আয়াত ও হিকমতের কথা, যা তোমাদের ঘরে পঠিত হয় তা তোমরা স্মরণ রাখবে। আল্লাহ্ সমস্ত গোপন রহস্য জানেন, খবর রাখেন সর্ব বিষয়ের।"–সূরা আল আহ্যাব ঃ ৩৪

পূর্ববর্তী যুগের বিজ্ঞ আলিমগণ এ ব্যাপারে ঐকমত্যে পৌঁছেছেন যে, কিতাব অর্থ কুরআন এবং হিকমত অর্থ সুন্নাহ। আল্লাহর রাসূল (স) আল্লাহর পক্ষ হতে যে সমস্ত বিষয়ের সংবাদ দিয়েছেন সেগুলোর উপর ঈমান আনা বা সেগুলোকে বিশ্বাস করা সেরূপ ওয়াজিব, যেরূপ ওয়াজিব (অবশ্য কর্তব্য) আল্লাহর ঐ সমস্ত বাণীর উপর ঈমান আনা, যা তিনি তার রাসূল-এর যবানীতে আমাদের কাছে প্রেরণ করেছেন। খোদ রাসূলুল্লাহ (স)-ও বলেছেন, আমাকে কিতাবের সাথে সাথে তারই সদৃশ আর একটি বিষয় (সুন্নাহ) দেয়া হয়েছে।

আর বিস্তারিত উত্তর এই যে, পবিত্র কুরআনের মধ্যেও কয়েক জায়গায় বারযাখের আযাব ও সাওয়াবের উল্লেখ রয়েছে। যেমন—

وَلَوْ تَرٰۤى اِذِ الظّٰلِمُوْنَ فِىْ غَمَرٰتِ الْمَوْتِ وَالْمَلٰۤئِكَةُ بَاسِطُوْۤا اَيْدِيْهِمْ ج اَخْرِجُوْۤا اَنْفُسَكُمْ ط اَلْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْتُمْ تَقُوْلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ اٰيٰتِهٖ تَسْتَكْبِرُوْنَ ○ - الانعام : ٩٣

"যদি তুমি দেখতে পেতে তখন জালিমরা মৃত্যু-যন্ত্রণায় থাকবে এবং ফিরিশতারা হাত বাড়িয়ে বলবে, তোমাদের প্রাণ বের কর ; তোমরা আল্লাহ্ সম্বন্ধে অন্যায় বলতে ও তার নিদর্শন সম্বন্ধে ঔদ্ধত্য প্রকাশ

www.amarboi.org

করতে, সেজন্য আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে।"–সূরা আল আনআম ঃ ৯৩

ফিরিশতারা একথাগুলো মুমূর্ষ ব্যক্তিদেরকে ঠিক তাদের মৃত্যুর মুহূর্তে বলবে। আর ফিরিশতারা সবসময়ই সত্যবাদী। যদি মানুষের এ শাস্তি দুনিয়ায় মৃত্যুবরণ করার সাথে সাথেই শেষ হয়ে যায় তাহলে তো 'আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দেয়া হবে'—একথার কোনো অর্থ হয় না।

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে—

فَوَقٰهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ۝ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ۚ وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ ۗ اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ۝ - المؤمن : ٤٥-٤٦

"অতপর আল্লাহ তাকে তাদের ষড়যন্ত্রের অনিষ্ট হতে রক্ষা করলেন এবং কঠিন শাস্তি গ্রাস করলো ফিরআউন সম্প্রদায়কে। সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থাপিত করা হয় আগুনের সামনে এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন ফিরিশতাদেরকে বলা হবে ফিরআউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে।"–সূরা আল মু'মিন ঃ ৪৫-৪৬

উক্ত আয়াতে পরিষ্কার ভাষায় বারযাখ ও আখিরাতের আযাবের বর্ণনা রয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে—

فَذَرْهُمْ حَتّٰى يُلٰقُوْا يَوْمَهُمُ الَّذِىْ فِيْهِ يُصْعَقُوْنَ ۝ يَوْمَ لَا يُغْنِىْ عَنْهُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا وَّلَا هُمْ يُنْصَرُوْنَ ۝ وَاِنَّ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْا عَذَابًا دُوْنَ ذٰلِكَ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ - الطور : ٤٥-٤٧

"ওদেরকে উপেক্ষা করে চলো সেদিন পর্যন্ত, যেদিন তারা ধ্বংসের সম্মুখীন হবে। সেদিন তাদের ষড়যন্ত্র কোন কাজে আসবে না এবং তাদেরকে সাহায্যও করা হবে না। এছাড়া আরো শাস্তি রয়েছে সীমালংঘনকারীদের জন্য। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা জানে না।"–সূরা আত তূর ঃ ৪৫-৪৭

www.amarboi.org

এখানে 'শাস্তির' অর্থ এর পার্থিব শাস্তি (হত্যা ইত্যাদি), নয়ত বারযাখের শাস্তি। পরবর্তী অর্থই এখানে সামঞ্জস্যশীল। আর তা হচ্ছে, যে মরে গেছে তাকে বারযাখের শাস্তি দেয়া হবে এবং যে জীবিত রয়েছে তাকে দুনিয়ার শাস্তি (হত্যা প্রভৃতি) দেয়া হবে। অতএব এটা হচ্ছে দুনিয়া ও বারযাখে, তাদের শাস্তি সম্পর্কিত সতর্কবাণী।

পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা আরো বলেছেন—

فَلَوْلَآ اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ ○ وَاَنْتُمْ حِيْنَئِذٍ تَنْظُرُوْنَ ○ وَنَحْنُ اَقْرَبُ اِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلٰكِنْ لَّاتُبْصِرُوْنَ ○ فَلَوْلَآ اِنْ كُنْتُمْ غَيْرَ مَدِيْنِيْنَ ○ تَرْجِعُوْنَهَآ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ ○ فَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ ○ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ○ فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ○ وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ○ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ○ وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ ○ اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ○ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيْمِ ○

"কারো প্রাণ যখন কণ্ঠগত হয় এবং তোমরা অসহায়ভাবে তাকিয়ে থাক তখন আমি তোমাদের অপেক্ষা তার নিকটতর, কিন্তু তোমরা দেখতে পাও না। তোমরা যদি কর্তৃত্বাধীন না হও এবং সত্যবাদী হও তোমরা তা ফিরাও না কেন ? যদি সে নৈকট্য-প্রাপ্তদের একজন হয় তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখদ উদ্যান ; আর যদি সে দক্ষিণ দিকের একজন হয় তাকে বলা হবে, হে দক্ষিণ পার্শবর্তী! তোমার প্রতি শান্তি। কিন্তু সে যদি সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও বিভ্রান্ত হয় তাকে আপ্যায়ণ করা হবে অত্যুষ্ণ পানি দ্বারা এবং দাখিল করা হবে জাহান্নামে ; এটা তো ধ্রুব সত্য। অতএব তুমি তোমার মহান প্রতিপালকের নামের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করো।"

–সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ ৮৩-৯৬

উল্লেখিত আয়াতে মৃত্যুর সময়কালীন আত্মাদের আহকাম ও অবস্থাদি বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ সূরার প্রথমে মৃত্যুর পরবর্তী জীবন তথা 'মাআদে আকবর'-এর আহকাম ও অবস্থাদি বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু পরিণাম, লক্ষ্য ও গুরুত্বের দিক বিবেচনা করে মৃত্যুর সময়কালীন আহকামের পূর্বেই মাআদে আকবরের আহকাম বর্ণনা করা হয়েছে এবং

www.amarboi.org

মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের সময়কালের ন্যায় মৃত্যুকালীন সময়কে তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

يَاأَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ○ ارْجِعِيْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ○ فَادْخُلِيْ فِيْ عِبَادِيْ ○ وَادْخُلِيْ جَنَّتِيْ ○ - الفجر : ٢٧-٣٠

"হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের নিকট ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, আমার দাসদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।"–সূরা আল ফাজ্‌র ঃ ২৭-৩০

কখন আত্মাকে সম্বোধন করে একথা বলা হবে এ ব্যাপারে পূর্ববর্তী বিজ্ঞ আলেমদের মধ্যে মতপার্থক্য বিদ্যমান। একদলের মতে মৃত্যুকালীন সময়েই একথা বলা হবে। আয়াতের শব্দগুলো দ্বারাও বাহ্যত তাই বুঝা যাচ্ছে। কেননা এ সম্বোধন হচ্ছে ঐ নাফস বা আত্মার জন্য যা দেহ থেকে বের হয়ে গেছে। বারা বিন আযিব—বর্ণিত হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) এ আয়াতের ব্যাখ্যা করেছেন এই বলে যে, আত্মাকে বলা হবে, তুমি সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে বের হয়ে এসো। 'আমার দাসদের অন্তর্ভুক্ত হও'—আল্লাহর একথা, রাসূলুল্লাহ (স)-এর জীবনের অন্তিম মুহূর্তের 'হে আল্লাহ! আমাকে সুমহান বন্ধুর সংগী করো'—একথার সাথে সামঞ্জস্যশীল।

❋

www.amarboi.org

দশম জিজ্ঞাসা

কি কি কারণে কবরে শাস্তি দেয়া হয় ?

প্রশ্ন উঠতে পারে, কি কি কারণে কবরে শাস্তি দেয়া হয় ?

এর সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞতা, মূর্খতা, তাঁর হুকুমের প্রতি অবজ্ঞা এবং তাঁর অবাধ্যতার কারণে মানুষকে কবরে শাস্তি দেয়া হয়। আল্লাহ তাআলা এমন আত্মাকে শাস্তি দেন না, যে তাঁকে চিনেছে, তাঁকে ভালবেসেছে এবং তাঁর আদেশ-নিষেধ মেনে চলেছে। কেননা আযাবে কবর ও আযাবে আখিরাত, বান্দার উপর আল্লাহর ক্রোধ ও অসন্তুষ্টিরই চিহ্ন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে এ দুনিয়ায় ক্রোধান্বিত ও অসন্তুষ্ট করেছে, অতপর তাওবা (অনুতাপ) না করে মারা গেছে তাকে আল্লাহর অসন্তুষ্টি ও ক্রোধ অনুপাতে বারযাখের আযাব ভোগ করতে হবে—চাই তা অল্পই হোক আর বেশীই হোক।

আর বিস্তারিত উত্তর এই যে, রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে এমন দু ব্যক্তির সংবাদ দিয়েছেন, যাদেরকে তিনি কবরে শাস্তি ভোগ করতে দেখেছেন। তাদের একজন এখানের কথা সেখানে গিয়ে লাগাত এবং অন্যজন পেশাবের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করত না। অর্থাৎ শেষোক্তজন পবিত্রতা রক্ষার ব্যাপারটি অগ্রাহ্য করত, যা ছিল তার জন্য ওয়াজিব। আর প্রথমোক্তজন এমন আচরণ করত যে, তার জিহ্বা দ্বারা মানুষের মধ্যে পরস্পর শত্রুতার সৃষ্টি হত—যদিও তার মুখ দিয়ে সত্য ঘটনাই বিবৃত হত।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

পরদোষ চর্চা ও নামায পরিত্যাগ কবরের শাস্তির অন্যতম কারণ

উল্লেখিত হাদীস দ্বারা পরিষ্কার বুঝা গেল যে, পরদোষ চর্চা, মিথ্যাচারিতা, কুৎসা ও দুর্নাম রটনার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টিকারী ব্যক্তি যেমন কবরে শাস্তি ভোগ করবে, তেমনি শাস্তি ভোগ করবে নামায পরিত্যাগকারীও। আর নামাযের অন্যতম শর্ত হচ্ছে পেশাব হতে নিজেকে পবিত্র রাখার ব্যাপারে সাবধানতা অবলম্বন। শু'বা (রা)-বর্ণিত হাদীসে আছে, ঐ দুজনের একজন মানুষের গোশত খেত অর্থাৎ সে

www.amarboi.org

ছিল গীবতকারী (পিছনে অপরের নিন্দাকারী)। ইবনে মাসউদ (রা)-বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে যে, একজন মৃতকে এমনভাবে বেত্রাঘাত করা হলো যে, আগুনে তার কবর ভরে গেল। কেননা সে অযু ছাড়াই একটি নামায আদায় করেছিল এবং একজন মজলুমের নিকট দিয়ে যাচ্ছিল অথচ তাকে সাহায্য করেনি।

সামুরাহ (রা)-বর্ণিত একটি হাদীসে এমন এক ব্যক্তির কথা উল্লেখ করা হয়েছে, যে কবরে শাস্তি ভোগ করছিল এজন্য যে, সে মিথ্যা কথা বলত এবং চারদিকে তার ঐ কথা ছড়িয়ে পড়ত। এমন এক ব্যক্তির কথাও উল্লেখ করা হয়েছে, যে কবরে শাস্তি ভোগ করছিল এজন্য যে, সে কুরআন পড়ত, অথচ তার উপর আমল না করে রাতে শুয়ে থাকত এবং দিনের বেলায়ও তার (কুরআনের) আদেশ-নিষেধ মানত না। উক্ত হাদীসে এটাও বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) আলমে বারযাখে ব্যভিচারী নারী-পুরুষ ও সুদখোরদেরকে শাস্তি ভোগ করতে দেখেছেন।"

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

আবু হুরাইরা (রা)-বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে উল্লেখ করা হয়েছে যে, কিছু লোকের মাথা পাথরের আঘাতে থেতলিয়ে দেয়া হচ্ছিল এজন্য যে, তাদের মাথা নামাযকে একটি ভারী বোঝা মনে করত। আর কিছু লোক বিষাক্ত গুল্ম ও যাক্কুম গাছের মধ্য দিয়ে পশুর মত বিচরণ করছিল এজন্য যে, তারা তাদের মালের যাকাত দিত না। আর কিছু লোক দুর্গন্ধযুক্ত পঁচাগলা গোশত খাচ্ছিল এজন্য যে, তারা ব্যভিচার করতো। আর লোহার কাঁচি দ্বারা কিছু লোকের ঠোঁট কাটা হচ্ছিল এজন্য যে, তারা তাদের কথাবার্তা ও বক্তৃতা-বিবৃতি দ্বারা ফিতনা-ফাসাদে ইন্ধন যোগাত।

আবু সায়ীদ ও উকবা-বর্ণিত একটি হাদীসে বিভিন্ন অপরাধীর শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছে—যাদের কারো কারো পেট ছিল ঘরের মতো প্রকাণ্ড এবং তারা ফিরআউনী সৈন্য-সামন্তের চলাচল-পথে পড়ে রয়েছিল। আর ফিরআউনী সৈন্যরা তাদেরকে দলিত মথিত করে এগিয়ে যাচ্ছিল। তারা ছিল কুসীদজীবি। কারো কারো মুখে জ্বলন্ত কয়লা ঠেঁসে দেয়া হচ্ছিল এবং তা তাদের গুহ্যদ্বার দিয়ে বের হয়ে যাচ্ছিল। তারা ছিল ঐ সমস্ত লোক যারা ইয়াতীমের মাল অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করত। কিছুসংখ্যক স্ত্রীলোকের বক্ষদেশ বেঁধে রাখা হয়েছিল। এতদ্‌সত্ত্বেও তাদের স্তন ঝুলে পড়ছিল। তারা ছিল ব্যভিচারিণী। কেউ কেউ এমন ছিল যাদের দেহের পার্শ্ববর্তী গোশত কেটে তাদেরকেই খাওয়ান হচ্ছিল। তারা ছিল পরনিন্দাকারী।

www.amarboi.org

তাদের কারো কারো নখ ছিল তামার এবং তারা সে নখ দিয়ে নিজেদের চেহারায় এবং বক্ষে অনবরত আঁচড় কাটছিল। তারা ছিল অন্যের সম্মান হননকারী।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

রাসূলুল্লাহ (স) আমাদেরকে এমন এক ব্যক্তির সংবাদও দিয়েছেন, যে গণীমতের মাল হতে একটি চাঁদর চুরি করেছিল। তিনি বলেছেন, ঐ চাঁদরের কারণে তার কবরের মধ্যে দাউ দাউ করে আগুন জ্বলছিল, অথচ ঐ গনীমতের মালের মধ্যে তারও অংশ ছিল। অতএব যে মালের মধ্যে এক ব্যক্তির কোন হক বা প্রাপ্য নেই, অথচ সে অন্যায়ভাবে ঐ মাল আত্মসাৎ করে তাকে তো আরও কঠিন শাস্তি ভোগ করতে হবে। অন্তর, চোখ, কান, মুখ, জিহ্বা, পেট, লজ্জাস্থান, হাত, পা, তথা সমগ্র অংগ-প্রত্যংগেরই পাপের কারণে কবরে শাস্তি ভোগ করতে হবে। অতএব যে এখানের কথা ওখানে লাগায়, যে মিথ্যাবাদী, নিন্দুক, মিথ্যা সাক্ষ্যদানকারী, কুৎসা রটনাকারী, ফিতনা সৃষ্টিকারী, বিদআতের দিকে আহ্বানকারী, যে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল সম্পর্কে এমন কথা বলে যা সে জানে না, যে আল্লাহর বাণী সম্পর্কে অনুমান-নির্ভর কথা বলে, যে সুদ খায়, যে অন্যায়ভাবে ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ করে, যে উৎকোচ গ্রহণকারী, অন্যায়ভাবে আপন মুসলমান ভাইয়ের কিংবা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ ব্যক্তির মাল আত্মসাৎকারী, মদ্যপায়ী, ব্যভিচারী, লাওয়াতাতকারী (পায়ুকামী), চোর, খিয়ানতকারী, বিশ্বাস-ভঙ্গকারী, প্রতারক, প্রবঞ্চক, সুদী কারবারের সাক্ষী ও লেখক, আল্লাহর ফরযসমূহ এড়াবার জন্য বাহানা তালাশকারী, আল্লাহর নির্ধারিত হারামকে অমান্যকারী, মুসলমানদেরকে কষ্টদানকারী, তাদের দোষক্রটি অন্বেষণকারী, শরীআতবিরোধী আইনের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী, শরীআতবিরোধী ফতওয়া-দানকারী, অন্যায় ও বাড়াবাড়িতে সাহায্যকারী, অন্যায়ভাবে হত্যাকারী, হারামের মধ্যে বেদ্বীনী কাজ বিস্তারকারী, আল্লাহর নাম ও গুণাবলীর হকসমূহ প্রতিরোধকারী এবং সেগুলোর সাথে ইলহাদ ও বেদ্বীনী সংমিশ্রণকারী, যে নিজের মত, অভিরুচি ও চিন্তাধারাকে সুন্নাতের উপর অগ্রাধিকার প্রদানকারী, মৃত ব্যক্তির উপর মাতমকারী, মাতম শ্রবণকারী, অবৈধ গানের গায়ক এবং তা শ্রবণকারী, কবরের উপর সৌধ নির্মাণকারী, সেগুলোর উপর ঝুলন্ত বাতি ও প্রদীপ প্রজ্জ্বলনকারী, ক্রয়কালে জিনিসের পুরা ওজন গ্রহণকারী এবং বিক্রয়কালে কম ওজনদানকারী, সন্ত্রাসী, দাম্ভিক, লোক দেখাবার উদ্দেশ্যে ইবাদাতকারী, চোখ, জিহ্বা ইত্যাদি দ্বারা অন্যের ছিদ্রান্বেষকারী, পূর্ব পুরুষদেরকে তিরস্কারকারী, গণক, জ্যোতিষী, ভবিষ্যতবক্তা ইত্যাদির

www.amarboi.org

কাছে গমনকারী এবং তাদের কথার উপর বিশ্বাসস্থাপনকারী, ঐ সমস্ত অত্যাচারীদের সাহায্যকারী যে অন্যের দুনিয়ার বিনিময়ে নিজের আখিরাতকে বিক্রি করে ফেলে, আল্লাহ্ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন এবং আদেশ-উপদেশ সত্ত্বেও যে আল্লাহ্কে ভয় করে না ও অসৎকর্ম হতে বিরত থাকে না–অথচ সৃষ্টি তথা মানুষ সম্পর্কে ভয় প্রদর্শন করা হলে ভীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে ও কর্তব্যকর্ম হতে বিরত থাকে, কুরআন ও সুন্নাহর দিকে পথপ্রদর্শন করা হলে যে তা গ্রাহ্য করে না ও সঠিক পথে আসে না, কিন্তু যে মানুষের প্রতি তার ভক্তি রয়েছে তার কথা বললে মনে প্রাণে সে তা গ্রহণ করে–অথচ আম্বিয়া ছাড়া কোনো মানুষই নিষ্পাপ নয়, বরং সকলেরই ভুলত্রুটি হতে পারে, যে কুরআনের কথা শুনলে তা দ্বারা প্রভাবিত হয় না বরং তাকে একটা বোঝা বলে মনে করে, অথচ শয়তানী কথাবার্তা, ব্যভিচারী গালগল্প ও কপটতাপূর্ণ গীতিকাহিনী শুনতে পেলে সে আনন্দিত হয় ও খুশীতে লাফিয়ে উঠে এবং আন্তরিকভাবে কামনা করে যেন গায়ক বা গায়িকারা তাদের গান কখনও না থামায়, যে আল্লাহর শপথ নিলে তা ভঙ্গ করে, অথচ কোন সৃষ্টির শপথ নিলে তা যে কোন মূল্যে রক্ষা করে, যে অপরাধমূলক কাজের উপর গর্ববোধ করে এবং আপন ভাইবন্ধুদের মধ্যে প্রকাশ্যে গুনাহ্র কাজ করে, যার থেকে মানুষের সম্মান ও সম্পদ নিরাপদ নয়, যে খারাপ কথা বলে ও খারাপ ব্যবহার করে, যাকে তার খারাপ আচরণের কারণে মানুষ পরিত্যাগ করে, যে অন্তিম ওয়াক্তে নামায আদায় করে, যে মোরগের মতো ঠোকর মারে (বার বার সিজদার জন্য মাটিতে মাথা ঠেকায়), কিন্তু তাতে আল্লাহ্কে স্মরণ করে না, যে সন্তুষ্টচিত্তে যাকাত দেয় না, সামর্থ থাকা সত্ত্বেও যে হাজ্জ করে না, ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যে নিজের হকসমূহ আদায় করে না, হারাম দৃষ্টি, হারাম কথা, হারাম খাদ্য এবং হারাম পদক্ষেপ থেকে যে নিজেকে বিরত রাখে না, অর্থোপার্জনকালে যে হারাম-হালালের বাঁচ-বিচার করে না, যে আত্মীয়তার বন্ধন অটুট রাখে না, নিঃস্ব, বিধবা, ইয়াতীম এবং পশু-পাখীদের প্রতি যে দয়া প্রদর্শন করে না, যে লোক-দেখানোর উদ্দেশ্যে সৎকর্ম করে, যার কাছে নিত্যপ্রয়োজনীয় একটি সামান্য জিনিস চাইলেও পাওয়া যায় না, যে নিজের দোষত্রুটির কথা ভুলে গিয়ে অপরের দোষত্রুটি অন্বেষন করে—মোটকথা সব রকমের পাপাচারী ও অপরাধীকেই নিজ নিজ পাপাচার ও অপরাধের কারণে কবরে শাস্তি ভোগ করতে হবে। অবশ্য পাপের গুরুত্ব, লঘুত্ব ও আধিক্য অনুসারে কবরের শাস্তিও গুরু, লঘু ও অধিক হবে।

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

www.amarboi.org

বেশীর ভাগ লোকই কবরের শাস্তি ভোগ করবে

দুনিয়ায় কোন না কোন পাপ কাজে লিপ্ত হয় বলে বেশীর ভাগ লোকই কবরের শাস্তি ভোগ করবে এবং অতি অল্পসংখ্যক লোক তা হতে রক্ষা পাবে। কবরের উপর বাহ্যতঃ মাটি থাকলেও তার ভিতরে রয়েছে হাহুতাশ ও শাস্তির জ্বালা-যন্ত্রণা। কবরের উপর বাহ্যতঃ নক্‌শী পাথরের সৌধ থাকলেও তার ভিতরে রয়েছে অনেক বিপদাপদ, যার কারণে সেখান থেকে উত্থিত হচ্ছে আর্তচিৎকার, যেমন আগুনে জ্বাল দেয়া হাড়ি থেকে উতলে উঠে খাবার এবং তা উঠা খুবই স্বাভাবিক। মানুষ এবং মানুষের কামনা-বাসনার মধ্যেই কবরের শাস্তি লুকিয়ে রয়েছে। কবরের মধ্যে এমন ওয়ায-নসীহত ও উপদেশাবলী লুকিয়ে আছে, যার চেয়ে বড় ওয়ায-নসীহত কোন ওয়ায়িয বা নসীহতকারীর জানা নেই। কবর অহরহ ডেকে বলছে, হে দুনিয়াবাসী! তোমরা এমন ঘর তৈরি করেছ যা শীঘ্রই তোমাদের নিকট হতে ছিনিয়ে নেয়া হবে এবং তোমরা সেই ঘরের কাজ ফেলে রেখেছ যে ঘরে একদিন না একদিন তোমাদের আসতেই হবে। দুনিয়া হচ্ছে তাড়াহুড়া করে কাজ সম্পন্ন করার জায়গা, ক্ষেত হতে ফসল তোলার স্থান। আর কবর হচ্ছে ইবরাত ও উপদেশ গ্রহণের জায়গা এবং তোমার প্রত্যাবর্তন স্থল। তোমার জন্য তা হবে জান্নাতের বাগান অথবা জাহান্নামের ভয়ংকর গর্ত।

❋

www.amarboi.org

একাদশ জিজ্ঞাসা

কি কি উপায় অবলম্বন করলে কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়া যেতে পারে ?

এর সংক্ষিপ্ত উত্তর এই যে, ঐ সমস্ত কার্যকলাপ থেকে নিজেকে দূরে রাখা, যেগুলো কবরের শাস্তির কারণ।

এক্ষেত্রে একটি অতি উপকারী আমল হচ্ছে, মানুষ যেন রাতে শোবার সময় কিছু সময় নিজের নাফসের নিকট থেকে হিসাব গ্রহণ করে। যে দিনটি সে অতিবাহিত করেছে, সেদিন সে কি হারিয়েছে, কি পেয়েছে, তার কি লাভ হয়েছে ও কি ক্ষতি হয়েছে তার হিসাব যেন সে গ্রহণ করে। অতপর আন্তরিকতার সাথে আপন কৃত অপরাধের উপর অনুতপ্ত হয়ে যেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে এবং এই মর্মে দৃঢ় সংকল্প নেয় যে, যদি সে জীবিত অবস্থায় ঘুম থেকে জাগরিত হয় তাহলে আর কখনও গুনাহর কাজে লিপ্ত হবে না। অতপর সে এ তাওবার অবস্থায় যেন শুয়ে পড়ে। এভাবে সে প্রতি রাতে শুবার সময় নতুন করে যেন তাওবা করে। এমতাবস্থায় সে রাতের বেলা যদি মারা যায় তাহলে তাওবার উপরই তার মৃত্যু হবে। আর যদি জীবিত থাকে তাহলে সে সানন্দ চিত্তে পুণ্য কাজ করতে সংকল্পবদ্ধ হবে এই ভেবে যে, আল্লাহ যখন আমার জীবনের সাথে আর একটি দিন যোগ করেছেন তখন একে তারই সাক্ষাতলাভের কাজে নিয়োজিত করবো এবং আমার দিক থেকে যা কিছু বাড়াবাড়ি হয়েছে এ সুযোগে তারও ক্ষতি পূরণ করবো। একজন মানুষের কাছে এ ঘুমের চেয়ে অধিক উপকারী আমল আর কিছুই নেই—বিশেষ করে যখন ঘুম থেকে জেগে সে আল্লাহর যিকর করে এবং ঐ সমস্ত দুআর উপর আমল করে, যা রাসূলুল্লাহ (স) শুবার সময় আমল করতেন বলে প্রমাণিত আছে।

আর উপরোক্ত জিজ্ঞাসার বিস্তারিত উত্তর এই যে, কবরের শাস্তি থেকে রক্ষা পাওয়ার যে সমস্ত কারণ রাসূলুল্লাহ (স) বলে দিয়েছেন তাহলো নিম্নরূপ ঃ

১. মুসলিম তার সহীহে সালমান (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন—তিনি বলেন, আমি রসূলুল্লাহ (স)-কে বলতে শুনেছি ঃ

www.amarboi.org

رِبَاطُ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيَامِ شَهْرٍ وَقِيَامِهِ وَاِنْ مَاتَ اُجْرِيَ عَلَيْهِ عَمَلُهُ
الَّذِيْ كَانَ يَعْمَلُهُ وَاُجْرِيَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ وَاَمِنَ الْفِتَانِ ـ مسلم

"আল্লাহর পথে একদিন পাহারা দেয়া, এক মাস কালের দিনের সিয়াম ও রাতের সালাত হতে উৎকৃষ্টতর। যদি সে এ অবস্থায় মারা যায় তাহলে সে যে আমল করছিল তা অব্যাহত থাকবে, তার রিয্ক জারী রাখা হবে এবং সে কবরের যাবতীয় ফিতনা থেকে রক্ষা পাবে।"

২. তিরমিযী তাঁর জামি গ্রন্থে ফুযালা বিন উবায়দ (রা) থেকে বর্ণনা করেছেন—রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

كُلُّ مَيِّتٍ يُخْتَمُ عَلٰى عَمَلِهِ اِلاَّ الَّذِيْ مَاتَ مُرَابِطًا فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ فَاِنَّهُ
يَنْمِيْ لَهُ عَمَلُهُ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ وَيَأْمَنُ مِنْ فِتْنَةِ الْقَبْرِ ـ ترمذى

"প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমলই বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু ঐ ব্যক্তির আমল বন্ধ হয় না, যে আল্লাহর পথে পাহারা দিতে দিতে মৃত্যুবরণ করে। তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকে এবং সে কবরের ফিতনা থেকে রক্ষা পায়।"–তিরমিযি

৩. নাসায়ী তার সুনানে রুশদায়ন বিন সাদ (রা) থেকে এবং তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-এর জনৈক সাহাবী থেকে বর্ণনা করেছেন ঃ

اِنَّ رَجُلاً قَالَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ مَا بَالُ الْمُؤْمِنِيْنَ يُفْتَنُوْنَ فِيْ قُبُوْرِهِمْ اِلاَّ
الشَّهِيْدُ ؟ قَالَ كَفٰى بِبَارِقَةِ السُّيُوْفِ عَلٰى رَأْسِهِ فِتْنَةً ـ نسائى

"জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, এর কারণ কি যে, একমাত্র শহীদ ছাড়া আর সকল মুমিনকেই কবরের মধ্যে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হয় ? রাসূলুল্লাহ (স) উত্তর দিলেন, তার মস্তকোপরি তরবারির চমকই তাকে এ পরীক্ষা থেকে রক্ষা করার জন্য যথেষ্ট।"–নাসায়ী

৪. মিকদাদ বিন মা'দীকরব (রা) হতে বর্ণিত আছে—তিনি বলেন, রসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

لِلشَّهِيْدِ عِنْدَ اللّٰهِ سِتُّ خِصَالٍ : يُغْفَرُ لَهُ فِيْ اَوَّلِ دَفْعَةٍ مِنْ دَمِهِ وَيَرٰى

www.amarboi.org

مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ وَيُجَارُ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَيَأْمَنُ مِنَ الْفَزَعِ الْاَكْبَرِ وَيُوْضَعُ عَلَى رَأْسِهِ تَاجُ الْوِقَارِ : وَالْيَاقُوْتَةُ مِنْهُ خَيْرٌ مِنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيْهَا وَيُزَوَّجُ ثِنْتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ زَوْجَةً مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ وَيَشْفَعُ فِيْ سَبْعِيْنَ مِنْ اَقَارِبِهِ -

ابن ماجه، ترمذى

"শহীদ আল্লাহর কাছে ছয়টি বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। যেমনঃ (ক) তার দেহ থেকে রক্ত ঝরে পড়তে না পড়তেই আল্লাহ্ তাকে মাফ করে দেন এবং সে দুনিয়াতেই তার জান্নাতের ঠিকানা দেখতে পায়, (খ) সে কবরের আযাব থেকে নিরাপদে থাকে, (গ) সে 'আল্ফাযউল আকবর' তথা মহাভীতি থেকে রক্ষা পায়, (ঘ) তার মাথার উপর সম্মানের মুকুট রাখা হয়, যার এক একটি ইয়াকূত দুনিয়া এবং দুনিয়ার মধ্যে যাকিছু আছে তার চেয়েও মূল্যবান, (ঙ) সে বাহাত্তরটি আয়তনয়না হূরকে বিয়ে করবে এবং (চ) নিজের সত্তরজন আত্মীয়ের পরিত্রাণের জন্য সুপারিশ করবে।"–ইবনে মাজা, তিরমিযি

৫. ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে, তিনি জনৈক ব্যক্তিকে বললেন, আমি কি তুহফা (উপঢৌকন) হিসাবে তোমাকে এমন একটি হাদীস শুনাবো না, যা শুনলে তুমি খুশী হবে ? ঐ ব্যক্তি বললো, অবশ্যই শুনাবেন। তিনি বললেন, তুমি—"মহা মহিমান্বিত তিনি, যিনি সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী, তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান।"—এ সূরা (সূরা মুল্ক) পড়, তা মুখস্ত কর এবং আপন স্ত্রী-পুত্র, পরিবার-পরিজন, পাড়া-প্রতিবেশী এবং তাদের ছেলেমেয়েদেরকেও শেখাও। কেননা এটা রক্ষাকারী ও বিতর্ককারী। এটা কিয়ামতের দিন তার পাঠকের পক্ষে আল্লাহর সাথে বিতর্কে লিপ্ত হবে এবং আল্লাহর কাছে নিবেদন করবে, যেন তিনি তাকে কবরের আযাব ও জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করেন। কেননা সে যে ঐ ব্যক্তির পেটের মধ্যেই রয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ

لَوَدِدْتُ اَنَّهَا يَعْنِىْ تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ فِىْ قَلْبِ كُلِّ اِنْسَانٍ - مسند عبد بن حميد

"সূরা মুল্ক আমার উম্মতের প্রত্যেকটি লোকের অন্তরে থাকুক–আমি এটাই পসন্দ করি।"–মুসনাদে আবদ বিন হামীদ

www.amarboi.org

৬. আবু উমর বিন আবদুল বার (রা) হতে বর্ণিত আছে–রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِنَّ سُوْرَةً ثَلاَثِيْنَ اٰيَةً شَفَعَتْ فِىْ صَاحِبِهَا حَتّٰى غُفِرَ لَهٗ (تَبَارَكَ الَّذِىْ بِيَدِهِ الْمُلْكُ) ـ الروح الابن قيم

"ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট সূরা তার পাঠকের জন্য এমনভাবে সুপারিশ করেছে যে, আল্লাহ তাআলা তাকে মাফ করে দিয়েছেন। আর সে সূরাটি হলো সূরা মুল্‌ক।"–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

৭. ইবনে মাজার সুনান গ্রন্থে আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে উল্লেখিত হয়েছে, যে ব্যক্তি উদরাময় রোগে মারা যায় সে শহীদ রূপে মারা যায়, কবরের আযাব থেকে তাকে রেহাই দেয়া হয় এবং সকাল সন্ধ্যায় তার কাছে জান্নাত থেকে রিয্‌ক আসতে থাকে।

৮. নাসায়ী তার সুনান গ্রন্থে জামি বিন শাদ্দাদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (জামি) বলেন, আমি আবদুল্লাহ বিন ইয়াশকারকে বলতে শুনেছি—আমি সুলায়মান বিন সারদ এবং খালিদ বিন আরফাতার কাছে বসেছিলাম। লোকেরা এসে বললো যে, জনৈক ব্যক্তি উদরাময় রোগে মারা গেছে। তখন তাদের দুজনের ইচ্ছা হলো, তারা ঐ ব্যক্তির জানাযায় শরীক হবেন। তাদের একজন তখন অন্যজনকে বললেন, রাসূলুল্লাহ (স) কি এটা বলেননি যে, যে উদরাময় রোগে মারা যাবে তার কবরের আযাব হবে না !

৯. তিরমিযীতে আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) থেকে বর্ণিত আছে—রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

وَمَا مِنْ مُسْلِمٍ يَمُوْتُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ اَوْ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ اِلاَّ وَقَاهُ اللّٰهُ فِتْنَةَ الْقَبْرِ ـ ترمذى

"যে মুসলমান জুমুআর দিন অথবা জুমুআর রাতে মারা যাবে আল্লাহ তাআলা তাকে কবরের ফিতনা থেকে রক্ষা করবেন।"–তিরমিযী

১০. জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে, যে ব্যক্তি জুমুআর দিনে অথবা রাতে মারা যাবে তাকে কবরের আযাব থেকে রেহাই দেয়া হবে এবং সে কিয়ামতের দিন কবর থেকে এমনভাবে উঠবে যে, তার উপর শহীদের মোহর লাগানো থাকবে।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

www.amarboi.org

১১. একটি হাদীসে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'তার (শহীদের) মস্তকোপরি তরবারির চমকই তাকে কবরের পরীক্ষা থেকে রক্ষা করার ব্যাপারে যথেষ্ট।' এর অর্থ হচ্ছে এই যে, তার মস্তকোপরি তরবারির চমক দ্বারা তার ঈমান ও নিফাকের পরীক্ষা হয়ে গেছে। সে তো যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করেনি। যদি সে মুনাফিক হত তাহলে তার মস্তকোপরি তরবারির চমক দেখামাত্র সে পিছন দিকে পলায়ন করত। জানা গেল যে, তার মধ্যে ঈমান আছে এবং ঈমানই তাকে তার প্রাণ আল্লাহর রাহে কুরবানী করতে উদ্বুদ্ধ করেছে। আর আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনই তার অন্তরে কাফিরদের বিরুদ্ধে ক্রোধের সৃষ্টি করেছে। অতএব তার (আল্লাহর উপর) ঈমানই তাকে মৃত্যুর জন্য ঘর থেকে বের করে এনেছে। আর এটাই কবরের আযাব থেকে তার রক্ষা পাওয়ার কারণ।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

একটি সান্ত্বনাদায়ক হাদীস

কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়ার ব্যাপারে এমন একটি হাদীস পাওয়া যায়, যা সত্যিকার অর্থে সকলের জন্যই সান্ত্বনাদায়ক। হাদীসটি আবু মূসা মাদীনী 'তারগীব ও তারহীব' শীর্ষক গ্রন্থে 'আযাবে কবর'-এর ব্যাখ্যা দান প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করেছেন। হাদীসটি হলো ঃ

عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ سَمُرَةَ قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَحْنُ فِيْ صُفَّةٍ بِالْمَدِيْنَةِ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ اِنِّيْ رَأَيْتُ الْبَارِحَةَ عَجَبًا رَأَيْتُ رَجُلاً مِنْ اُمَّتِيْ قَدِ احْتَوَشَتْهُ الشَّيَاطِيْنُ فَجَاۤءَ ذِكْرُ اللّٰهِ .... وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ ـ

"আবদুর রহমান বিন সামুরাহ (রা) বলেন, আমরা মদীনার একটি সুফ্ফায় (উন্মুক্ত চালায়) একত্রিত হয়েছিলাম এমন সময় রসূলুল্লাহ (স) আমাদের সামনে এলেন এবং আমাদের সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আমি গতরাতে একটি বিস্ময়কর স্বপ্ন দেখেছি। দেখলাম, আমার উম্মতের জনৈক ব্যক্তির প্রাণ হরণ করার জন্য তার কাছে মৃত্যুর ফিরিশতা এলো। আর তৎক্ষণাৎ হাযির হলো 'মাতাপিতার প্রতি ঐ ব্যক্তির আনুগত্য' এবং তা ঐ ব্যক্তি থেকে মৃত্যুর ফিরিশতাকে হটিয়ে দিল। দেখলাম আমার উম্মতের জনৈক ব্যক্তিকে শয়তানরা বিরক্ত করছে। আর তখনি 'আল্লাহর যিক্র' এসে সব শয়তানকে ঐ ব্যক্তির নিকট হতে তাড়িয়ে দিল। দেখলাম,

www.amarboi.org

আমার উম্মতের জনৈক ব্যক্তিকে আযাবের ফিরিশতারা সন্ত্রস্থ করে তুলেছে। আর তখনই তার 'নামায' এসে হাযির হল এবং তাকে তাদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল। দেখলাম আমার উম্মতের জনৈক ব্যক্তিকে এমতাবস্থায় যে, সে তৃষ্ণায় অত্যন্ত কাতর। সে তার তৃষ্ণা মিটাবার জন্য যে জলাশয়ের (হাউজের) কাছেই যায় সেখান থেকেই তাকে তাড়িয়ে দেয়া হয়। আর তখনই 'রমযান' এসে হাযির হলো এবং তাকে তৃপ্তি সহকারে পানি পান করাল। দেখলাম, নবীগণ নিজেদের পৃথক পৃথক বেষ্টনী তৈরি করে বসে আছেন। আরও দেখলাম আমার উম্মতের জনৈক ব্যক্তি ঐ সমস্ত বেষ্টনীর যেটাতেই গেল সেটা থেকেই তাকে তাড়িয়ে দেয়া হল। তখন তার 'জানাবাতের গোসল' এসে হাযির হল এবং তাকে হাত ধরে আমার কাছে এনে বসিয়ে দিল। আরও দেখলাম আমার উম্মতের জনৈক ব্যক্তিকে এমতাবস্থায় যে, তার সামনে অন্ধকার, পেছনে অন্ধকার, ডানে অন্ধকার, বামে অন্ধকার এবং উপরেও অন্ধকার। ফলে সে দিশাহারা। তখন তার 'হাজ্জ ও উমরা' এসে হাযির হল এবং তাকে ঐ অন্ধকার হতে বের করে আলোর দিকে নিয়ে এলো। আমি আমার উম্মতের জনৈক ব্যক্তিকে দেখলাম, সে অগ্নিশিখা ও জ্বলন্ত কয়লা হতে আত্মরক্ষার চেষ্টা করছে। তখন তার 'সাদাকা' এসে তার ও ঐ আগুনের মধ্যে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করল এবং তার মাথার উপর ছায়া প্রদান করতে লাগল। দেখলাম, আমার উম্মতের জনৈক ব্যক্তিকে, এমতাবস্থায় যে, সে মুমিনদের সাথে কথা বলতে চাচ্ছে, কিন্তু কেউই তার সাথে কথা বলছে না। তখন তার 'সিলাহ্ রাহমী' (আত্মীয়তার বন্ধন) এসে হাযির হল এবং বলল, তোমরা তার সাথে কথা বল। তখন মুমিনরা তার সাথে কথা বলল। সে তাদের সাথে হাত মিলাল এবং তারাও তার সাথে হাত মিলাল। দেখলাম, আমার উম্মতের জনৈক ব্যক্তিকে জাহান্নামের ফিরিশতারা একেবারে বিচলিত করে রেখেছে। তখন তার 'আমর বিন মারূফ ও নাহি আনিল্ মুনকার (সৎকর্মে উপদেশ ও অসৎকর্মে নিষেধ প্রদান)' এসে হাযির হল এবং তাকে তাদের হাত থেকে মুক্ত করে এনে রহমতের ফিরিশতাদের দলে ঢুকিয়ে দিলো। দেখলাম, আমার উম্মতের জনৈক ব্যক্তি, দুই হাঁটুর মধ্যে মাথা গুজে বসে আছে এবং তার ও আল্লাহর মধ্যে একটি পর্দা রয়েছে। তখন তার 'হুসনে খুল্ক' (সদাচার) এসে হাযির হল এবং তাকে তার হাত ধরে আল্লাহর দরবারে নিয়ে গেল। আরও দেখলাম আমার উম্মতের জনৈক ব্যক্তিকে এমতাবস্থায় যে, তার আমলনামা তার বাম হাতের দিকে গেল। তখন তার 'আল্লাহভীতি' এসে

www.amarboi.org

হাযির হলো এবং তার আমলনামাটি তার ডান হাতে তুলে দিল। আমার উম্মতের জনৈক ব্যক্তিকে দেখলাম যে, তার পুণ্যের পাল্লা হালকা হয়ে গেছে। তখন এসে হাযির হলো 'শিশু বয়সে মৃত্যুবরণকারী তার সন্তানেরা' এবং তারা ঐ পাল্লাকে ভারী করে দিল। দেখলাম, আমার উম্মতের জনৈক ব্যক্তি জাহান্নামের কিনারে দাঁড়িয়ে আছে। তখন এসে হাযির হল 'আল্লাহর প্রতি তার ঐকান্তিক আশা' এবং তাকে সেখান থেকে সরিয়ে দিল। দেখলাম, আমার উম্মতের জনৈক ব্যক্তিকে, সে জাহান্নামের আগুনে পতিত হয়েছে। তখন তার 'ঐ সমস্ত অশ্রু এসে হাযির হলো, যা আল্লাহর ভয়ে তার চোখ দিয়ে প্রবাহিত হয়েছিল' এবং তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে নিয়ে এল। দেখলাম, আমার উম্মতের জনৈক ব্যক্তি পুলসিরাতের উপর দাঁড়িয়ে থর থর করে কাঁপছে—যেমন কাঁপে খেঁজুর গাছ ঘূর্ণিবার্তার আঘাতে। তখন আল্লাহর প্রতি তার 'হুসনে যন্' (আল্লাহর প্রতি আস্থা ও সদিচ্ছা পোষণ) এসে হাযির হলো এবং তার কাঁপুনি থামিয়ে দিল। আমার উম্মতের জনৈক ব্যক্তিকে দেখলাম, পুলসিরাতের উপর হেচড়াচ্ছে। সে কখনও হেচড়ায়, আবার কখনও ঝুলে পড়ে। তখন তার 'নামায' এসে হাযির হলো এবং তাকে তার দু পায়ের উপর দাঁড় করিয়ে দিয়ে ঐ বিপদ থেকে রক্ষা করলো। দেখলাম আমার উম্মতের জনৈক ব্যক্তিকে—সে জান্নাতের দরজা পর্যন্ত পৌঁছলো, কিন্তু তার ভিতরে প্রবেশের পূর্বেই দরজা বন্ধ হয়ে গেল। তখন এসে হাযির হলো 'কালিমা-ই-তাওহীদ' এবং দরজা খুলে তাকে জান্নাতে ঢুকিয়ে দিল। হাফিয আবু মূসা বলেন, এ হাদীস উচ্চ পর্যায়ের হাসান। তিনি একে সায়ীদ বিন মুসাইয়্যিব, উমর বিন যর্ এবং আলী বিন যায়দ বিন জাদআন থেকে বর্ণনা করেছেন।"

এ ধরনের হাদীস সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, নবীদের স্বপ্নও যেহেতু অহী—তাই এ হাদীস তার বাহ্যিক অর্থেই গ্রহণীয়। এ স্বপ্ন ঐ সমস্ত স্বপ্নের মত নয়, যেগুলোতে তাবীরের (ব্যাখ্যার) প্রয়োজন রয়েছে। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন আমার তরবারি ভেঙে গেছে। তখন আমি একে এই এই অর্থে ব্যাখ্যা করলাম। তিনি আরও বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম একটি গাভী যবাহ্ করা হয়েছে (তিনি এর ব্যাখ্যা করলেন এই বলে যে, উহুদের মাঠে মুসলমানদের পরাজয় হবে)। তিনি আরও বলেছেন, আমি স্বপ্নে দেখলাম, যেন আমি উকবা বিন রাফি-এর ঘরে রয়েছি।

এভাবে সামুরাহ, আলী ও আবু আমামা বর্ণিত রেওয়ায়াতসমূহে রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি দীর্ঘ স্বপ্নের বিবরণ রয়েছে, যাতে বারযাখের

www.amarboi.org

মধ্যে শাস্তিপ্রাপ্তদের শাস্তির উল্লেখ রয়েছে। মোটকথা, এ ধরনের স্বপ্ন তাবীরের মুখাপেক্ষী হয়ে থাকে। কিন্তু এ স্বপ্নের মধ্যে শাস্তিসমূহের সাথে সাথে ঐ সমস্ত আমলেরও বর্ণনা রয়েছে, যা আমলকারীকে শাস্তি হতে রক্ষা করবে।

শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া এ হাদীসের বিষয়বস্তুকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করতেন। তিনি বলেছেন, সুন্নাতের উসূল (মূলনীতি)-এর পক্ষে সাক্ষ্য দেয় এবং এটা হচ্ছে শ্রেষ্ঠতম হাদীসসমূহের অন্যতম।

☆

www.amarboi.org

দ্বাদশ জিজ্ঞাসা

কবরের সাওয়াল মুসলিম, মুনাফিক, কাফির সবারই জন্য— না শুধু মুসলিম ও মুনাফিকের জন্য ?

এ প্রশ্নের উত্তরে আবু আমর বিন আবদুল বার তাঁর 'কিতাবুত্ তামহীদ' গ্রন্থে বলেন, শুধুমাত্র আহলে কিবলা তথা মুসলিম ও মুনাফিক (বাহ্যিক সাক্ষ্যের মাধ্যমে হলেও সেও আহলে কিবলা)-কে কবরে পরীক্ষা করা হবে। কাফির, আল্লাহকে অস্বীকারকারী ও মুবতিল (ভ্রান্ত পথের অনুসারী)-কে তার রব (প্রভু), দ্বীন ও নবী সম্পর্কে কোন জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। শুধুমাত্র আহলে ইসলামকেই জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতপর আল্লাহ তাআলা মুসলিমকে সৎপথে কায়েম রাখবেন এবং মুনাফিক এ ক্ষেত্রে বিফলকাম হবে।

কিন্তু কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাফির-মুসলিম, উভয়কেই সাওয়াল করা হবে। যেমন আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ج
وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ قف وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاۤءُ ○ـ ابرهيم : ٢٧

"যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা জালিম আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।"–সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭

বিশুদ্ধভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে, উক্ত আয়াত 'আযাবে কবর' সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। মুমিন ও কাফিরের এরূপ অবস্থা তখনই হবে, যখন তাকে প্রশ্ন করা হবে তার রব (প্রভু), দ্বীন ও নবী সম্পর্কে। মোটকথা, উপরের আয়াতের 'জালিম' শব্দটি ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। তাই মুনাফিক, মুশরিক, কাফির সকলেই এর অন্তর্ভুক্ত।

বুখারী ও মুসলিম উভয় গ্রন্থে আনাস বিন মালিক থেকে বর্ণিত হয়েছে—রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যখন বান্দাকে তার কবরে রাখা হয় এবং তার জানাযায় অংশগ্রহণকারীরা তাকে দাফন করে ফিরে যেতে থাকে

www.amarboi.org

তখন মৃত ব্যক্তি তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পায়। এভাবে সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে। তবে এর সাথে বুখারী অতিরিক্ত যে কথাটি বলেছেন তাহলো, মুনাফিক ও কাফিরকে বলা হবে, তুমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলো ? সে উত্তর দিবে, আমি জানি না, আমি এর সম্পর্কে তাই বলতাম যা লোকেরা বলত। তখন বলা হবে, তুমি তাকে না জানার চেষ্টা করেছ, আর না কুরআন পড়েছ। অতপর তাকে লোহার একটি হাতুড়ী দিয়ে আঘাত করা হবে এবং সে এমন উচ্চস্বরে আর্তচীৎকার করে উঠবে যে, মানুষ এবং জিন ছাড়া তার আশেপাশের সকলেই তা শুনতে পাবে।–বুখারী ও মুসলিম

ইবনে মাজাহ ও ইমাম আহমাদ কর্তৃক বর্ণিত আবু সায়ীদ খুদরী (রা)-এর একটি হাদীসে আছে ঃ

كُنَّا فِىْ جَنَازَةٍ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةُ تُبْتَلَى فِىْ قُبُوْرِهَا فَاِذَا الْاِنْسَانُ دُفِنَ وَتَوَلّٰى عَنْهُ اَصْحَابُهُ جَاءَ مَلَكٌ وَفِىْ يَدِهٖ مِطْرَاقٌ فَاَقْعَدَهُ فَقَالَ مَاتَقُوْلُ فِىْ هٰذَا الرَّجُلِ ؟ فَاِنْ كَانَ مُؤْمِنًا قَالَ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ .... وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ ـ ابن ماجه، احمد

"আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে একটি জানাযায় শরীক হয়েছিলাম। তিনি তখন বললেন, লোক সকল ! এ উম্মতকে তার কবরের মধ্যে পরীক্ষা করা হয়। যখন মৃত ব্যক্তিকে দাফন করে তার সঙ্গী-সাথীরা চলে যায় তখন ফিরিশতারা একটি হাতুড়ী হাতে নিয়ে আসে। সে মৃতকে বসায় এবং বলে, 'তুমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বল ?' যদি সে মুমিন হয় তাহলে বলে, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন প্রভু নেই, তিনি এক, তার কোনো শরীক নেই এবং সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, মুহাম্মাদ (স) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রসূল। তখন ফিরিশতা তাকে বলবে, তুমি ঠিক বলেছ ; তখন তার সামনে জাহান্নামের একটি দরজা খোলা হবে এবং ফিরিশতা বলবে, এটাই তোমার ঠিকানা হত যদি তুমি তোমার প্রভুকে অস্বীকার করতে। কাফির ও মুনাফিককে বলা হবে, তুমি এ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বল ? সে বলবে, আমি জানি না। তখন তাকে বলা হবে, না তুমি জানার চেষ্টা করেছ, আর না সৎপথে এসেছ। অতপর তার সামনে

www.amarboi.org

জান্নাতের একটি দরজা খুলে দেয়া হবে এবং ফেরেশতা তাকে বলবে, তুমি তোমার প্রভুর উপর ঈমান আনলে এটাই হত তোমার ঠিকানা। যখন তুমি তাকে অস্বীকার করেছ তখন আল্লাহ তাআলা তোমাকে জান্নাতের পরিবর্তে জাহান্নামে দিয়েছেন। অতপর জাহান্নামের একটি দরজা খোলা হবে এবং তাকে বলা হবে এখন এটাই তোমার ঠিকানা। অতপর ফিরিশতা তাকে লোহার হাতুড়ী দ্বারা এমনভাবে আঘাত করবে যে, সে আঘাতের শব্দ জ্বিন ও ইনসান ছাড়া আল্লাহর সর্বসৃষ্টিই শুনতে পাবে। জনৈক সাহাবী বললেন, এমনতো কোন ব্যক্তি নেই যে, ফিরিশতা তার মাথার উপর হাতুড়ী হাতে দাঁড়াবে এবং সে তাতে ভীত-সন্ত্রস্ত হবে না। রাসূলুল্লাহ (স) তখন নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করেন ঃ

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْاٰخِرَةِ ج
وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ قف وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ ـ ابرهيم : ٢٧

"যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা জালিম আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।"-সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭

বারা বিন আযিব (রা) থেকে বর্ণিত একটি দীর্ঘ হাদীসে আছে যখন কাফির দুনিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে আখিরাতের দিকে ধাবিত হয় তখন তার উপর আসমান থেকে ফিরিশতারা নাযিল হয় চট নিয়ে। (এ হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে) অতপর কবরস্থিত তার দেহের মধ্যে আত্মা ফিরিয়ে দেয়া হয়। এক জায়গায় আছে, মৃত ব্যক্তি যদি কাফির হয় তাহলে মৃত্যুর ফিরিশতা এসে তার শিয়রে বসে। (অতপর বর্ণিত হয়েছে) জিজ্ঞেস করা হয়, এ অপবিত্র আত্মাটি কার ? ফিরিশতারা তখন তার নিকৃষ্টতম নাম ধরে উত্তর দেয়, এ আত্মা অমুক ব্যক্তির। অতপর যখন তারা এ আত্মাকে নিয়ে দুনিয়ার আসমানে গিয়ে পৌঁছে তখন আসমানের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় এবং ঐ আত্মাকে আসমান থেকে ছুড়ে ফেলা হয়। অতপর তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করেন।

وَمَنْ يُّشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَاَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ اَوْ تَهْوِيْ بِهِ
الرِّيْحُ فِيْ مَكَانٍ سَحِيْقٍ ـ الحج : ٣١

"এবং যে কেউ আল্লাহর সাথে শরীক করে তার অবস্থা হলো সে যেন আকাশ থেকে পড়লো, অতপর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল,

www.amarboi.org

কিংবা বায়ু তাকে উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে এক দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো।”–সূরা আল হাজ্জ ঃ ৩১

তিনি বলেন, অতপর তার দেহের মধ্যে আত্মাকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। তখন দুজন ভয়ংকর চেহারার ফিরিশতা তার কাছে আসে এবং তাকে শাসিয়ে জিজ্ঞেস করে, তোমার প্রভু কে ? সে উত্তর দেয়, হায় ! আমি তো জানি না। তখন ফিরিশতারা বলে, তুমি তো জানার চেষ্টাই করোনি। অতপর ফিরিশতারা বলবে, ঐ নবী সম্পর্কে কি বলো, যাকে তোমাদের মধ্যে পাঠানো হয়েছিল ? সে উত্তর দেবে, আমি শুনেছি, মানুষ তাকে নবী বলত ; কিন্তু আমি জানি না (তিনি নবী ছিলেন কিনা)। ফিরিশতারা বলবে, তুমি তো জানার চেষ্টাই করোনি।

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الاٰخِرَةِ ج

وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ قف وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ ○ - ابرهيم : ٢٧

“যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা জালিম আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন। আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন।”–সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭

এভাবে সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত আছে।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় ‘ফাজির’ শব্দ কাফিরকেও অন্তর্ভুক্ত রাখে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّ الاَبْرَارَ لَفِىْ نَعِيْمٍ ○ وَّاِنَّ الْفُجَّارَ لَفِىْ جَحِيْمٍ ○ يَّصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّيْنِ ○

وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِيْنَ ○ - الانفطار : ١٢-١٦

“সুকৃতিকারীগণ তো থাকবে পরম স্বাচ্ছন্দ্যে এবং ফাজিরগণ (কাফিরগণ) থাকবে জাহান্নামে। তারা কর্মফল দিবসে তাতে প্রবেশ করবে। তারা তা হতে অন্তর্হিত হতে পারবে না।”

اِنَّ كِتٰبَ الْفُجَّارِ لَفِىْ سِجِّيْنٍ ○ - المطففن : ٧

“ফাজিরদের (কাফিরদের) আমলনামা তো সিজ্জীনে আছে।”

–সূরা আল মুতাফ্ফিফীন ঃ ৭

বারা (রা)-বর্ণিত হাদীসে আছে, যখন কাফির দুনিয়ার সম্পর্ক ছিন্ন করে আখিরাতে প্রবেশ করে তখন দু’জন অত্যন্ত শক্তিশালী ও ক্রোধান্বিত

www.amarboi.org

ফিরিশতা আগুনের পরিচ্ছদ এবং আলকাতরার পাজামা নিয়ে তার কাছে অবতরণ করে, তাকে ভীতসন্ত্রস্থ করে তুলে এবং তার আত্মাকে দেহ থেকে এমনভাবে টেনে বের করে—যেমন টেনে বের করা হয় বহু শাখা বিশিষ্ট লোহার সিক, পাকানো পশম হতে। যখন আত্মাকে বের করে ফেলা হয় তখন দুনিয়া ও আসমানের মধ্যবর্তী সকল ফিরিশতা তাকে অভিশাপ দেয় এবং তাদের সাথে যোগ দেয় আসমানের ফিরিশতারাও .... এভাবে হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে।

অতপর বলা হয়েছে, যখন মৃতকে দাফন করে মানুষ এতদূর পর্যন্ত ফিরে যায় যে, সে তাদের জুতার আওয়াজ শুনতে পাচ্ছে তখন তাকে প্রশ্ন করা হয়—তোমার প্রভু কে, তোমার নবী কে এবং তোমার দ্বীন কি ? সে বলে, আমি জানি না। তখন বলা হয়, তুমি জানার চেষ্টাই বা কখন করেছ ? .... এভাবে সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

বারা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীসে আরো আছে, আমরা জনৈক আনসারীর জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে বের হলাম। (এতে কিছুদূর আগে বেড়ে বলা হয়েছে) যখন কাফির দুনিয়ার প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতঃ আখিরাতের দিকে যাত্রা করে এবং তার মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন ফিরিশতারা আগুনের কাফন এবং আগুনের দুর্গন্ধি নিয়ে তার উপর অবতরণ করে। (কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বলা হয়েছে) অতপর তার আত্মাকে তার কবরের দিকে ফিরিয়ে দেয়া হয়। অতপর দাঁত দিয়ে মাটি সরাতে সরাতে এবং চুল দিয়ে জমি খুঁড়তে খুঁড়তে তার কাছে মুনকার-নাকীর আসে। তাদের গলার আওয়াজ ভয়ানক কড়কড়ে এবং তাদের চোখ প্রজ্জ্বলিত বিজলীর ন্যায় মনে হয়। তারা মৃত ব্যক্তিকে বসায় এবং জিজ্ঞেস করে, ওহে! তোমার রব কে ? সে উত্তর দেয়, আমি জানি না। তখন কবরের একপাশ থেকে আওয়াজ আসে, তুমি জানার চেষ্টাই বা কখন করেছ ? অতপর ফিরিশতারা তাকে এমন ভারী লোহার হাতুড়ী দিয়ে আঘাত করে যে, দুনিয়ার সকল মানুষ চেষ্টা করলেও সেই হাতুড়ী উঠাতে পারবে না। তার কবরকে এমনভাবে চেপে দেয়া হয় যে, তার একদিকের পঞ্জরাস্থি অন্যদিকে চলে যায়। এভাবে সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।

ইমাম আহমাদ তার মুসনাদে মুসাইয়্যিব (রা) থেকে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

বারা (রা) থেকে বর্ণিত আর একটি হাদীসে আছে, আমরা জনৈক আনসারীর জানাযায় শরীক হওয়ার জন্য বের হলাম। আমাদের সাথে

www.amarboi.org

রাসূলুল্লাহ (স) ছিলেন। (এভাবে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বলা হয়েছে) রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, যখন কাফিরকে তার কবরে রাখা হয় তখন তার কাছে মুনকার-নাকীর আসে এবং তাকে বসিয়ে জিজ্ঞেস করে তোমার রব কে ? সে উত্তর দেয়, আমি জানি না। তখন তারা বলে, তুমি কবে জানার চেষ্টাই বা করেছ। .... (এভাবে সম্পূর্ণ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।)

মোটকথা, যারা বারা বিন আযিব (রা)-এর হাদীসটি বর্ণনা করেছেন তারা তাতে কাফির শব্দটি নিশ্চিতভাবেই বর্ণনা করেছেন। অবশ্য কেউ কেউ 'ফাজির' শব্দটি বর্ণনা করেছেন, আবার কেউ কেউ মুনাফিক ও মুরতাব (সংশয়বাদ)—এ দুটি শব্দ বর্ণনা করেছেন। সন্দেহ বশতঃ রাবী (বর্ণনাকারী) এটাও বলেছেন, আমি জানি না, তিনি মুনাফিক শব্দ ব্যবহার করেছেন, নাকি মুরতাব। কিন্তু যারা 'কাফির' ও 'ফাজির' শব্দ ব্যবহার করেছেন তারা কোনরূপ সন্দেহ ছাড়াই তা ব্যবহার করেছেন। অতএব যারা নিশ্চিত করে কিছু বর্ণনা করেন এবং সংখ্যায়ও যারা অনেক—তাদের বর্ণনা, ঐসব সন্দেহকারীদের বর্ণনার চেয়ে অধিক গ্রহণীয় হবে, যারা বর্ণনার ক্ষেত্রে মুনফারিদ বা একা। তাছাড়া রেওয়ায়াতসমূহের মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। কেননা কাফির ও মুমিনের ন্যায় মুনাফিককেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। অতপর আল্লাহ তাআলা মুমিনকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং সীমালংঘনকারী তথা কাফির ও মুনাফিককে রাখবেন বিভ্রান্তিতে।

আবু সায়ীদ (রা) বর্ণিত হাদীসে কাফির ও মুনাফিককে একত্রিতও করা হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে, আমি রাসূলুল্লাহ (স)-এর সাথে একটি জানাযায় শরীক ছিলাম। (এভাবে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে বলা হয়েছে) .... যদি মৃত ব্যক্তি কাফির অথবা মুনাফিক হয়, তাকে প্রশ্ন করা হয়, 'তুমি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলো ?' সে বলে, 'আমি জানি না।' .... এর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, কাফির এবং মুনাফিককেও সাওয়াল করা হবে।"-ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

অতএব বুঝা গেল যে, 'কাফিরকে সাওয়াল করা হবে না'—এই মর্মের যে কথাটি আবু আমর বলেছেন, তা ঠিক নয়। বরং তাকেও সাওয়াল করা হবে এবং এ সাওয়াল করাটা যুক্তিযুক্তও বটে।

আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করেছেন যে, কিয়ামতের দিন কাফিরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। যেমন—

www.amarboi.org

وَيَوْمَ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا أَجَبْتُمُ الْمُرْسَلِينَ ○ فَعَمِيَتْ عَلَيْهِمُ الْأَنْبَاءُ يَوْمَئِذٍ فَهُمْ لَا يَتَسَاءَلُونَ ○ - القصص : ٦٥-٦٦

"এবং সেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা রাসূলদেরকে কি উত্তর দিয়েছিলে ? সেদিন সকল তথ্য তাদের নিকট থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাবে (অর্থাৎ তাদের আত্মপক্ষ সমর্থনে কিছু বলার থাকবে না) এবং তারা একজন অপরজনকে জিজ্ঞাসাবাদও করতে পারবে না।"–সূরা আল কাসাস ঃ ৬৫-৬৬

فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ ○ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ - الحجر : ٩٢-٩٣

"সুতরাং শপথ তোমার প্রতিপালকের, আমি তাদের সকলকে প্রশ্ন করবই সে বিষয়ে, যা ওরা করে।"–সূরা আল হিজর ঃ ৯২-৯৩

فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ ○ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَّمَا كُنَّا غَائِبِينَ ○ - الاعراف : ٦-٧

"অতপর যাদের নিকট রাসূল প্রেরণ করা হয়েছিল তাদেরকে আমি জিজ্ঞেস করবোই এবং রাসূলদেরকেও জিজ্ঞেস করবো। অতপর তাদের নিকট সজ্ঞানে তাদের কার্যাবলী বিবৃত করবোই, আমি তো অনুপস্থিত ছিলাম না।"–সূরা আল আরাফ ঃ ৬-৭

মোটকথা, কিয়ামতের দিন যখন কাফিরদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে তখন কবরেও তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে না কেন ?

অতএব বুঝা গেল, আবু আমরের উক্ত বর্ণনার পিছনে কোনো যুক্তি নেই।

❋

www.amarboi.org

ত্রয়োদশ জিজ্ঞাসা

মুনকির ও নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ কি এ উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট, নাকি সকল উম্মতের ক্ষেত্রেই তা প্রযোজ্য ?

এ প্রশ্নের উত্তরে মতানৈক্য বিদ্যমান। আবু আবদুল্লাহ তিরমিযী বলেন, মুনকির-নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদ এ উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট। কেননা পূর্ববর্তী উম্মতদের কাছে কোনো রাসূল আসার পর যখন তারা তাকে অস্বীকার করত তখন তিনি তাদের নিকট থেকে পৃথক হয়ে যেতেন। অতপর আল্লাহ তাআলা শাস্তি পাঠিয়ে ঐ উম্মতকে ধ্বংস করে দিতেন। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তার সর্বশেষ নবী মুহাম্মাদ (স)-কে সমস্ত বিশ্বের রহমত ও ইমামরূপে প্রেরণ করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছেঃ

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلاَّ رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ۝ - الانبياء : ١٠٧

"আমি তোমাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমত (আশিস) রূপেই প্রেরণ করেছি।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৭

এ কারণে যারা মুহাম্মাদ (স)-কে অস্বীকার করেছে আল্লাহ তাদের উপর দুনিয়ার শাস্তি রুখে রেখেছেন। উপরন্তু যারা তাকে স্বীকার করেছে তিনি তাদের হাতে তরবারি তুলে দিয়েছেন, যাতে ক্ষেত্রবিশেষে তাদের ক্ষমতা প্রত্যক্ষ করেও মানুষ আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে তাদের অন্তরেও ঈমানের শিকড় বদ্ধমূল হয়ে যায়। অনুরূপভাবে তাদেরকে মুহলাত (অবকাশ) দেয়া হয়েছে। আর এটা থেকেই প্রধানত উদ্ভব হয়েছে নিফাক-এর। মুনাফিকরা তাদের অন্তরে কুফরকে গোপন রাখে এবং বাহ্যিকভাবে দেখায় যে, তারা ঈমান এনেছে। দুনিয়ার জীবনকালে তাদের প্রকৃত অবস্থা মুসলমানদের কাছে গোপনই থেকে যায়, কিন্তু যখন তারা মৃত্যুবরণ করে তখন আল্লাহ তাআলা তাদের প্রকৃত অবস্থা ফাঁস করে দেয়ার জন্য মুনকির-নাকীরকে তাদের কাছে পাঠান এবং মুনকার-নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের গোপনীয়তা প্রকাশিত হয়ে পড়ে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ج
وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِيْنَ قف وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَآءُ ۝ـ ابرهيم : ٢٧

www.amarboi.org

"যারা শাশ্বত বাণীতে বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ্ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা সীমালংঘনকারী আল্লাহ্ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন। আল্লাহ্ যা ইচ্ছা তা করেন।"

–সূরা ইবরাহীম ঃ ২৭

কিন্তু আবদুল হক আশবীলী ও ইমাম কুরতুবীর মতে, এ উম্মতের ন্যায় অন্যান্য উম্মতকেও মুনকার-নাকীরের জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হতে হবে।

ইবনে আবদুল বার প্রমুখ এ ক্ষেত্রে কোন চূড়ান্ত মতামত গ্রহণ করতে দ্বিধান্বিত ছিলেন। তারা বলেন, যায়দ বিন সাবিত বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ

قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ هٰذِهِ الْاُمَّةَ تُبْتَلِىْ فِىْ قُبُوْرِهَا ـ

الروح لابن قيم

"রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, এ উম্মতকে তাদের কবরে পরীক্ষা করা হবে। অপর বর্ণনায় আছে .... তাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এ সমস্ত শব্দ দ্বারা বুঝা যাচ্ছে যে, পরীক্ষা বা জিজ্ঞাসাবাদ এ উম্মতের জন্যই নির্দিষ্ট।"

যারা জিজ্ঞাসাবাদকে এ উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট বলে মনে করেন তারা প্রমাণ হিসেবে রাসূলুল্লাহ (স)-এর নিম্নোক্ত বাণীসমূহ পেশ করে থাকেন। যেমন তিনি বলেছেন—

'এ উম্মতকে তাদের কবরে পরীক্ষা করা হবে।' তিনি আরো বলেছেন, আমার কাছে এ মর্মে অহী এসেছে যে, তোমাদেরকে কবরের মধ্যে ফিতনার (পরীক্ষার) সম্মুখীন হতে হবে। তাছাড়া 'তুমি এই ব্যক্তি সম্পর্কে কি বল ?'—মুনকার-নাকীরের এ প্রশ্নের উত্তরে মু'মিনের একথা যে, 'আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তিনি আল্লাহর বান্দা ও রাসূল'—উপরোক্ত মতকেই সমর্থন করে। কেননা 'এই ব্যক্তি'—শব্দটি মুহাম্মাদ (স)-এর জন্যই নির্দিষ্ট। অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন, আমার সম্পর্কে তোমাদের পরীক্ষা নেয়া হবে এবং তোমাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

জিজ্ঞাসাবাদ যে শুধু এ উম্মতের জন্যই (নির্দিষ্ট) উপরোক্ত কথাগুলো তাই প্রমাণ করে।

যারা জিজ্ঞাসাবাদকে শুধু এ উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট রাখেন না, তারা এর উত্তরে বলেন, একথা দ্বারা প্রমাণিত হয় না যে, জিজ্ঞাসাবাদ শুধু এ

www.amarboi.org

উম্মতের জন্য নির্দিষ্ট এবং অন্য উম্মতরা এর অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা আরবী 'হাযিহিল উম্মাত' 'উম্মাতুন নাস' তথা 'সমগ্র মানবজাতি' অর্থেও ব্যবহৃত হতে পারে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِى الْاَرْضِ وَلَا طٰئِرٍ يَّطِيْرُ بِجَنَاحَيْهِ اِلَّآ اُمَمٌ اَمْثَالُكُمْ ط مَا
فَرَّطْنَا فِى الْكِتٰبِ مِنْ شَىْءٍ ثُمَّ اِلٰى رَبِّهِمْ يُحْشَرُوْنَ ٥ - الانعام : ٣٨

"ভূপৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন জীব নেই অথবা নিজ ডানার সাহায্যে এমন পাখী উড়ে না যা তোমাদের মত একটি উম্মত নয়। কিতাবে কোন কিছুই লিপিবদ্ধ করতে আমি ত্রুটি করিনি ; অতপর আপন প্রতিপালকের দিকে তাদের সকলকেই একত্রিত করা হবে।"

–সূরা আল আনআম ঃ ৩৮

প্রত্যেক জাতের প্রাণীকেই এক একটি উম্মত বলা হয়। হাদীসে আছে ঃ

وَلَوْلَا اَنَّ الْكِلَابَ اُمَّةٌ مِّنَ الْاُمَمِ لَاَمَرْتُ بِقَتْلِهَا - الروح لابن قيم

"কুকুররা যদি উম্মতসমূহের একটি উম্মত না হত তাহলে আমি তাদেরকে হত্যা করার হুকুম দিতাম।"

অন্য একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, একজন নবীকে একটি পিঁপড়া দংশন করেছিল। অতপর তার হুকুমে পিঁপড়াদের বাসাটি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছিল। তখন আল্লাহ তাআলা ঐ নবীর কাছে এই মর্মে অহী পাঠালেন, 'একটি পিঁপড়া তোমাকে দংশন করার কারণে তুমি আল্লাহর উম্মতসমূহের এমন একটি উম্মতকে পুড়িয়ে ফেললে, যারা আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করতো ?

কিংবা এটাও বলা যেতে পারে যে, 'এ উম্মত' দ্বারা উম্মতে মুহাম্মাদীকে বুঝান হয়েছে। কিন্তু এতে তো একথা অপরিহার্য হয়ে উঠে না যে, অন্যান্য উম্মতদের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। হাদীসে শুধুমাত্র এ উম্মতকে উল্লেখ করার কারণ এই যে, তাদেরকেও যে সাওয়াল করা হবে একথা এখানে পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে। সাথে সাথে এ ইঙ্গিতও প্রদান করা হয়েছে যে, এ সাওয়াল শুধু অতীত উম্মতসমূহের জন্য নির্দিষ্ট নয় বরং এ উম্মতও তার অন্তর্ভুক্ত—যদিও এ উম্মত সমগ্র উম্মত হতে শ্রেষ্ঠ। এ প্রেক্ষাপটে অন্যান্য দলীল যেমন রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী 'আমার কাছে অহী করা হয়েছে এই মর্মে যে, তোমাদেরকে তোমাদের কবরে পরীক্ষা করা হবে'—বিচার-বিবেচনা করা যেতে পারে।

www.amarboi.org

প্রশ্ন উঠতে পারে, 'এই ব্যক্তি' সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তার জবাবে সব উম্মতের লোকই কি হযরত মুহাম্মাদ (স)-এর নাম বলবে ? এর উত্তর হলো, না, বরং প্রত্যেক উম্মতের মৃত ব্যক্তিরা নিজ নিজ নবীর নাম বলবে। কেননা হাদীসের শব্দসমূহে নবীর নাম নেই, বরং শুধুমাত্র 'আল্লাহর বান্দা ও তার রাসূল' এ শব্দটি আছে। যখন শেষ বিচারের দিনে জিজ্ঞাসাবাদের পরই প্রত্যেক উম্মতের লোককে শাস্তি দেয়া হবে তখন তো বারযাখে এ জিজ্ঞাসাবাদ হওয়াটা আরো বেশী যুক্তিযুক্ত।

❋

www.amarboi.org

শিশুদেরকে কি তাদের কবরে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে ?

এ প্রশ্নের উত্তর দু' ধরনের। কারো মতে শিশুদেরকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, আবার কারো মতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। ইমাম আহমাদের শিষ্যগণ এ উভয় উক্তিই সমর্থন করেছেন। তাদের মধ্যে যারা বলেন, জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে তাদের দলীল এই যে, শিশুদের জন্যও তো নামাযে জানাযা পড়া হয় এবং দুআ করা হয় যেন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে কবরের আযাব ও ফিতনা থেকে রক্ষা করেন। ইমাম মালিক তার মুয়াত্তায় আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত একটি হাদীস উদ্ধৃত করেছেন, যাতে বলা হয়েছে ঃ

اَنَّهٗ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلّٰى عَلٰى جَنَازَةِ صَبِيٍّ فَسُمِعَ مِنْ دُعَائِهِ :

اَللّٰهُمَّ قِهْ عَذَابَ الْقَبْرِ ـ موطا امام ملك

"রাসূলুল্লাহ (স) একটি শিশুর জানাযার নামায আদায় করেন এবং তার জন্য এই মর্মে দুআ করেন, 'হে আল্লাহ, তুমি তাকে কবরের আযাব থেকে রক্ষা কর।' তাঁর ঐ দুআ পরিষ্কার শুনা গিয়েছিল।"

তারা দলীল হিসেবে আলী বিন মাবুদ (রা) হতে বর্ণিত একটি হাদীসও পেশ করে থাকেন। তাতে বলা হয়েছে, হযরত আয়েশা (রা)-এর নিকট দিয়ে একটি শিশুর জানাযা নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। তখন তিনি কাঁদতে থাকেন। বলা হল, হে উম্মুল মু'মিনীন, আপনি কেন কাঁদছেন ? তিনি বললেন, এ শিশুটির উপর দয়াপরবশ হয়ে কাঁদছি। কেননা একেও কবর চেপে ধরবে।

তারা দলীল হিসেবে এ হাদীসটিও পেশ করেন, যা সায়ীদ বিন মুসাইয়্যিব (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে। তাতে বলা হয়েছে, আবু হুরাইরা (রা) নিষ্পাপ শিশুদের নামাযে জানাযা যখন আদায় করতেন তখন বলতেন, হে আল্লাহ! একে কবরের আযাব থেকে রক্ষা করো।'

তারা আরো বলেন, আল্লাহ তাআলা কবরের মধ্যে শিশুদের বুদ্ধি পরিপক্ক করে দেন। ফলে তারা নিজেদের স্থান ও মর্যাদা সম্পর্কে ওয়াকিফহাল হয়ে ওঠে এবং ফিরিশতাদের প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিতে সক্ষম হয়।

www.amarboi.org

তারা আরো বলেন, বহুসংখ্যক হাদীস একথা প্রমাণ করে যে, আখিরাতে তাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। তাহলে তাদের কবরের পরীক্ষা হবার ক্ষেত্রে তো কোনো প্রতিবন্ধকতা থাকতে পারে না, বরং এটা হবে আরো বেশী যুক্তিযুক্ত।

কারো কারো মতে, শিশুদেরকে তাদের কবরে পরীক্ষার সম্মুখীন হতে হবে না। তারা বলেন, যে রাসূলের শরীআতকে বুঝে, একমাত্র তাকেই প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, সে রাসূলের উপর ঈমান এনেছে কিনা এবং তাঁর আনুগত্য করেছে কিনা। আর তাকেই প্রশ্ন করা যেতে পারে, তুমি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বল, যাকে তোমাদের মধ্যে পাঠানো হয়েছিল ? কিন্তু শিশু তো এ ব্যাপারে কোনো বিচার-বিবেচনা করতে পারে না। এমতাবস্থায় তাকে কিভাবে প্রশ্ন করা যেতে পারে, 'তুমি ঐ ব্যক্তি সম্পর্কে কি বলো, যাকে তোমাদের মধ্যে পাঠানো হয়েছিল ?' কবরের মধ্যে তার বুদ্ধি পরিপক্ক করে দেয়া হলেও তাকে এ সমস্ত বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা যুক্তিবিরুদ্ধ। কেননা যে সমস্ত বিষয় পৃথিবীতে চেনা ও জানার শক্তি তার ছিল না সেসব বিষয়ে তাকে কী করে প্রশ্ন করা যেতে পারে ?

আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসে 'আযাবে কবর'-এর অর্থ আনুগত্য পরিত্যাগ কিংবা অন্য কোন অপরাধের শাস্তি নয়। বরং 'আযাবে কবর'-এর অর্থ সেই কষ্ট বা যাতনা, যা কাউকে অন্যের কারণে ভোগ করতে হয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, পরিবার-পরিজনের কান্নার কারণে মৃতকে শাস্তি ভোগ করতে হয়—অর্থাৎ কিছুটা যাতনা বা কষ্ট ভোগ করতে হয়। এর অর্থ এই নয় যে, তাকে জীবিত লোকদের গুনাহর কারণে সরাসরি পাকড়াও করা হয়। কেননা পবিত্র কুরআনে ঘোষণা করা হয়েছেঃ

مَنِ اهْتَدٰى فَاِنَّمَا يَهْتَدِىْ لِنَفْسِهٖ ج وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ط وَلَا تَزِرُ
وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ط وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِيْنَ حَتّٰى نَبْعَثَ رَسُوْلًا ○

"যারা সৎপথ অবলম্বন করবে তারা নিজেদেরই মঙ্গলের জন্য সৎপথ অবলম্বন করবে এবং যারা পথভ্রষ্ট হবে তারা তো পথভ্রষ্ট হবে নিজেদেরই ধ্বংসের জন্য এবং কেউ অন্য কারো ভার বহন করবে না। আমি রাসূল না পাঠানো পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না।"

–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ১৫

www.amarboi.org

আরো ঘোষণা করা হয়েছে ঃ

اِنْ تَكْفُرُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ قف وَلَا يَرْضٰى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ ج وَاِنْ تَشْكُرُوْا يَرْضَهُ لَكُمْ ط وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِّزْرَ اُخْرٰى ط ثُمَّ اِلٰى رَبِّكُمْ مَّرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ ○

"তোমরা অকৃতজ্ঞ হলে জেনে রেখো, আল্লাহ তোমাদের মুখাপেক্ষী নন। তিনি তাঁর দাসদের অকৃজ্ঞতা পসন্দ করেন না। যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও, তিনি তোমাদের কৃতজ্ঞতা পসন্দ করেন। একের ভার অন্যে বহন করবে না। অতপর তোমাদের প্রতিপালকের নিকট তোমাদের প্রত্যাবর্তন এবং তোমরা যা করতে তিনি তোমাদেরকে তা অবগত করাবেন। অন্তরে যা আছে তিনি তা সম্যক অবগত।"

–সূরা আয্ যুমার ঃ ৭

অনুরূপভাবে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, সফর হচ্ছে আযাবের (কষ্টের) এক টুকরা। অতএব বুঝা গেল, 'আযাব' শব্দটি ব্যাপক অর্থে (শাস্তি, যন্ত্রণা, দুঃখ ইত্যাদি) এবং 'উকূবত' শব্দটি বিশেষভাবে 'শাস্তি' অর্থে ব্যবহৃত হয়। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, কবরের মধ্যে এমন সব কষ্ট, যন্ত্রণা ও হাহুতাশ রয়েছে, যার প্রভাব শিশুদের উপরও পড়ে এবং এটা হতে তারাও কষ্ট অনুভব করে। অতএব জানাযার নামাযীর জন্য সুন্নাত, তিনি যেন শিশুদেরকেও 'আযাব' হতে রক্ষার জন্য আল্লাহর কাছে মুনাজাত করেন।

❋

www.amarboi.org

পঞ্চদশ জিজ্ঞাসা

'আযাবে কবর' কি স্থায়ী, না সাময়িক ?

এ প্রশ্নের উত্তর দু'ভাবে দেয়া যেতে পারে। এক ঃ কবরের আযাব হবে স্থায়ী। আর স্থায়ী আযাবের অর্থ সেই আযাব, যা মৃত্যুর পর শুরু হবে এবং 'শিংগায় প্রথম ফুঁৎকার' পর্যন্ত বহাল থাকবে। কেননা কোন কোন হাদীসে আছে, দুই ফুঁৎকারের মধ্যবর্তী সময়ে আযাব লঘু করা হবে। অতপর মৃতরা যখন কবর থেকে উঠবে তখন বলতে থাকবে, হায় দুর্ভোগ! কে আমাদেরকে ঘুম থেকে জাগালো ? যেমন কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَنُفِخَ فِى الصُّوْرِ فَاِذَا هُمْ مِّنَ الْاَجْدَاثِ اِلٰى رَبِّهِمْ يَنْسِلُوْنَ ○ قَالُوْا يٰوَيْلَنَا مَنْۢ بَعَثَنَا مِنْ مَّرْقَدِنَا سكه هٰذَا مَا وَعَدَ الرَّحْمٰنُ وَصَدَقَ الْمُرْسَلُوْنَ ○

"যখন শিংগায় ফুঁৎকার দেয়া হবে তখনই তারা কবর থেকে ছুটে আসবে তাদের প্রতিপালকের দিকে। তারা বলবে, 'হায় দুর্ভোগ আমাদের ! কে আমাদেরকে আমাদের নিদ্রাস্থল থেকে উঠালো ? দয়াময় আল্লাহ তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং রাসূলগণ সত্যই বলেছিলেন।"–সূরা ইয়াসীন ঃ ৫১-৫২

পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতটিও 'আযাবে কবর'-এর স্থায়িত্বের প্রমাণ। যেমন ঃ

فَوَقٰهُ اللّٰهُ سَيِّاٰتِ مَا مَكَرُوْا وَحَاقَ بِاٰلِ فِرْعَوْنَ سُوْٓءُ الْعَذَابِ ○ اَلنَّارُ يُعْرَضُوْنَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَّعَشِيًّا ج وَيَوْمَ تَقُوْمُ السَّاعَةُ قف اَدْخِلُوْٓا اٰلَ فِرْعَوْنَ اَشَدَّ الْعَذَابِ ○ - المؤمن : ٤٥ - ٤٦

"কঠিন শাস্তি গ্রাস করলো ফিরআউন সম্প্রদায়কে। সকাল সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থাপিত করা হয় আগুনের সামনে এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন ফিরিশতাদেরকে বলা হবে, ফেরআউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ করো কঠিন শাস্তিতে।"–সূরা মু'মিন ঃ ৪৫-৪৬

বুখারীতে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (স)-এর স্বপ্ন সম্পর্কিত যে হাদীসটি ইতিপূর্বে আমরা উদ্ধৃত করেছি তাও প্রমাণ করে যে, কবরের আযাব স্থায়ী

www.amarboi.org

হবে। তাতে বলা হয়েছে, 'তাদেরকে কিয়ামত পর্যন্ত অনুরূপ শাস্তি দেয়া হবে।'

ইবনে আব্বাস (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) দুটি কবরের উপর খেজুরের কাঁচা ডাল গেড়ে দিয়ে বলেছিলেন, যতক্ষণ না এগুলো শুকিয়ে যায় সম্ভবত ততক্ষণ তাদের (মৃত ব্যক্তিদ্বয়ের) শাস্তি লঘু করা হবে। অতএব দেখা যাচ্ছে, এখানে শাস্তি লঘু করাকে ডালের আর্দ্রতার সাথে সম্পর্কিত করা হয়েছে। যখনই ডাল শুকিয়ে যাবে তখন আযাবকেও গুরু (কঠিন) করা হবে।

আবু হুরাইরা (রা) হতে বর্ণিত আছে, ... অতপর রসূলুল্লাহ (স) এমন কিছু লোকের নিকট এলেন, যাদের মাথা পাথর দিয়ে ছেঁচা হচ্ছিল এবং ছেঁচে দেয়ার সাথে সাথে তা আবার সুস্থ হয়ে উঠছিল। তাদেরকে অনবরত এ শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। একটি সহীহ হাদীসে ঐ ব্যক্তির ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, যে দুটি চাঁদর উড়িয়ে গর্বভরে চলাফেরা করত। আল্লাহ তাআলা তাকে যমীনে ধসিয়ে দেন এবং কিয়ামত পর্যন্ত সে অনবরত ধসে যেতে থাকবে।—ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

বারা বিন আযিব (রা)-বর্ণিত হাদীসে কাফিরের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলা হয়েছে, 'অতপর তার জন্য জাহান্নামের দরজা খুলে দেয়া হবে এবং সে কিয়ামত পর্যন্ত জাহান্নামস্থ তার ঠিকানা দেখতে থাকবে। ইমাম আহমাদ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। এ হাদীসেরই অপর একটি সনদে আছে, অতপর তার জন্য জাহান্নামের একটি ছিদ্র খুলে দেয়া হবে এবং ঐ ছিদ্র দিয়ে কিয়ামত পর্যন্ত তার কাছে জাহান্নামের তাপ ও ধূয়া আসতে থাকবে।

আযাবে কবর সাময়িক

কবরের আযাব হবে সাময়িক বা অস্থায়ী। এটা হবে ঐ সমস্ত অপরাধীদের জন্য, যাদের অপরাধ হালকা ধরনের। অপরাধ অনুপাতে তাদেরকে শাস্তি দেয়া হবে। অতপর তা স্থগিত রাখা হবে—যেমন কোন কোন অপরাধী এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত জাহান্নামের শাস্তি ভোগ করবে, অতপর (পাপ স্খলনের পর) তাদেরকে তা থেকে রেহাই দেয়া হবে।

এ ধরনের কবরের আযাব দুআ, সাদকা, ইসতিগ্‌ফার (ক্ষমা প্রার্থনা), হাজ্জ, কিরাত প্রভৃতির মাধ্যমে—যা তার কোন আত্মীয় বা অন্য কারো পক্ষ হতে তার কাছে পৌঁছবে—মাওকূফ (বন্ধ) হয়ে যেতে পারে। যেমন

www.amarboi.org

দুনিয়ায় যখন কাউকে কোনো শাস্তি দেয়া হয়, অতপর কেউ তার জন্য সুপারিশ করে তখন তাকে ঐ শাস্তি হতে রেহাই দেয়া হয়।

সুপারিশকারী আল্লাহর অনুমতি নিয়েই সুপারিশ করে

এই সুপারিশের জন্য মাশফূ' (যার কাছে সুপারিশ করা হয়)-এর অনুমতি গ্রহণের প্রয়োজন আছে। কেননা আল্লাহ তাআলার কাছে কেউ কোন সুপারিশ করতে পারে না যতক্ষণ না তিনি তাকে তার অনুমতি দেন। আল্লাহ তাআলা যখন কারো উপর রহম (কৃপা) করেন তখন তার সুপারিশকারীকে তার জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দেন। কিয়ামতের দিনের সুপারিশ এ ধরনেরই হবে। এছাড়া আর যত ধরনের মনগড়া সুপারিশের কথা বলা হয়, তার সবই শিরক, বাতিল ও মূল্যহীন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

مَنْ ذَا الَّذِىْ يَشْفَعُ عِنْدَهٗٓ اِلاَّ بِاِذْنِهٖ ط يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ج وَلاَ يُحِيْطُوْنَ بِشَىْءٍ مِّنْ عِلْمِهٖٓ اِلاَّ بِمَا شَآءَ ج وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ ج وَلاَ يَئُوْدُهٗ حِفْظُهُمَا ج وَهُوَ الْعَلِىُّ الْعَظِيْمُ ○ - البقرة : ٢٥٥

"কে সে, যে তার অনুমতি ছাড়া তার কাছে সুপারিশ করবে ? তাদের সামনে ও পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত। যা তিনি ইচ্ছা করেন তদ্ব্যতীত তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত করতে পারে না। তাঁর আসন আকাশ ও পৃথিবীতে পরিব্যাপ্ত ; এদের রক্ষণাবেক্ষণ তাঁকে ক্লান্ত করে না ; তিনি মহান, শ্রেষ্ঠ।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৫৫

আরও বলা হয়েছে ঃ

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلاَ يَشْفَعُوْنَ لا اِلاَّ لِمَنِ ارْتَضٰى وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُوْنَ ○- الانبياء : ٢٨

"তাদের সামনে ও পিছনে যাকিছু আছে তা তিনি অবগত। তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তার ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত।"–সূরা আল আম্বিয়া ঃ ২৮

আরো বলা হয়েছে ঃ

مَا مِنْ شَفِيْعٍ اِلاَّ مِنْ بَعْدِ اِذْنِهٖ ط ذٰلِكُمُ اللّٰهُ رَبُّكُمْ فَاعْبُدُوْهُ ط اَفَلاَ تَذَكَّرُوْنَ ○

www.amarboi.org

"তাঁর অনুমতি লাভ না করে সুপারিশ করার কেউ নেই। ইনিই আল্লাহ তোমাদের প্রতিপালক, সুতরাং তাঁর ইবাদাত করো। তবুও কি তোমরা অনুধাবন করবে না।"–সূরা ইউনুস ঃ ৩

আরো বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ ط حَتَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوبِهِمْ قَالُوا مَاذَا لا قَالَ رَبُّكُمْ ط قَالُوا الْحَقَّ ج وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ○ - سبا : ٢٣

"যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর কাছে কারো সুপারিশ ফলপ্রসূ হবে না। পরে যখন তাদের অন্তর হতে ভয় বিদূরিত হবে তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে, "তোমাদের প্রতিপালক কি বললেন ?" তদুত্তরে তারা বলবে, যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সমুচ্চ মহান।"–সূরা আস সাবা ঃ ২৩

আরো বলা হয়েছে ঃ

قُلْ لِّلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ط لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ○

"বল, সকল সুপারিশ আল্লাহরই ইখতিয়ারে, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই ; অতপর তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যানীত হবে।"–সূরা আয্ যুমার ঃ ৪৪

এক ব্যক্তি জনৈক মাদানীকে স্বপ্নে দেখলো

আবদুল্লাহ বিন নাফি (রা) বলেন, মদীনার জনৈক ব্যক্তি মারা গেল। অতপর এক ব্যক্তি স্বপ্নে দেখলো যে, সে জাহান্নামী। এটা দেখে সে দুঃখিত হলো। কিন্তু কিছুক্ষণ পরই আবার স্বপ্নে দেখলো যে, সে জান্নাতী। তখন সে তাকে জিজ্ঞেস করলো, তুমি কি জাহান্নামী ছিলে না ? সে উত্তর দিলো, হাঁ, ঘটনা তাই ছিল। কিন্তু আমাদের পাশাপাশি একজন নেক ব্যক্তিকে কবর দেয়া হয়েছে এবং তিনি পার্শ্ববর্তী চল্লিশজন লোক সম্পর্কে আল্লাহর কাছে সুপারিশ করেছেন এবং আল্লাহ তার সুপারিশ কবুল করেছেন। আর আমি হচ্ছি ঐ চল্লিশজনের একজন। তাই এখন আমি জাহান্নামী নই, বরং জান্নাতী।–ইবনে আবিদ দুনিয়া

www.amarboi.org

দুআ'র প্রভাব

আহমাদ বিন ইয়াহ্ইয়া বলেন, আমার কাছে আমার জনৈক বন্ধু বলেছেন, আমার ভাই মারা গেলেন। আমি স্বপ্নে তাকে দেখে জিজ্ঞেস করলাম, আপনাকে যখন কবরে দাফন করা হয় তখন আপনার অবস্থা কি হয়েছিল ? তিনি উত্তর দিলেন, আমার কাছে কে একজন আগুনের একটি উল্কাপিণ্ড নিয়ে এলো। তখন যদি দুআকারী আমার জন্য দুআ না করতো তাহলে আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছিলাম, সে তা দিয়ে আমাকে আঘাত করতো।–ইবনে আবিদ দুনিয়া

আমর বিন জারীর বলেন, যখন কোন ব্যক্তি তার মৃত ভাইয়ের জন্য দুআ করে তখন একজন ফিরিশতা ঐ দুআ নিয়ে কবরের মধ্যে যায় এবং বলে, হে বিপন্ন কবরবাসী, নাও তোমার স্নেহশীল ভাইয়ের পক্ষ হতে এ হাদীয়া (উপঢৌকন)।

–আবু মূসা মাদীনী ঃ আত তারগীব ওয়াত তারহীব।

রাবিয়া বসরী (র)-কে স্বপ্নে দর্শন

বাশ্শার বিন গালিব বলেন, আমি রাবিয়া বসরী (র)-এর জন্য খুব বেশী দুআ করতাম। একদিন স্বপ্নে তাঁকে দেখলাম। তিনি বললেন, তোমার হাদিয়া (উপঢৌকন) একটি নূরানী সেলফে রেখে এবং সেটাকে রেশমী রুমাল দিয়ে আচ্ছাদিত করে আমার কাছে নিয়ে আসা হয়। আমি বললাম, তা কিরূপে ? তিনি বললেন, যখন জীবিত মুমিনরা মৃতের জন্য দুআ করে এবং সে দুআ কবুল করা হয় তখন তা নূরানী সেলফে রেখে অতপর সেটাকে রেশমী রুমালে আচ্ছাদিত করে যার জন্য তা করা হয়েছিল তার সামনে পেশ করা হয় এবং বলা হয় এটা তোমার জন্য অমুকের পক্ষ থেকে হাদিয়া (উপঢৌকন)।–ইবনে কাইয়্যিম ঃ আর রূহ

আবু আবদুল্লাহ বিন যুহায়র বলেন, আমার কাছে আমার জনৈক বন্ধু বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমি আমার এক ভাইকে তার মৃত্যুর পর স্বপ্নে দেখলাম। তাকে জিজ্ঞেস করলাম, জীবিতদের দুআ কি তোমাদের নিকটে পৌঁছে ? সে উত্তর দিল, হ্যাঁ, আল্লাহর কসম, তা নূর-সদৃশ মিহি রেশমী বস্ত্ররূপে মৃতের কাছে পৌঁছে। অতপর সে তা পরিধান করে নেয়।–ইবনে আবিদ দুনিয়া

❋

www.amarboi.org

ষষ্ঠদশ জিজ্ঞাসা

মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আত্মারা কোথায় অবস্থান করে ?

মৃত্যুর পর থেকে কিয়ামত পর্যন্ত আত্মারা কোথায় অবস্থান করে ? আসমানে, না যমীনে ? জান্নাতে, না অন্য কোথাও ? কারো কারো মতে, মুমিনদের আত্মাসমূহ জান্নাতে আল্লাহর কাছে থাকে—চাই তারা শহীদ হোক অথবা অন্য কোনোভাবে মৃত্যুবরণ করুক। ঐ সময়ে আল্লাহ্ তাদের সাথে ক্ষমা ও রহমতের আচরণ করেন। হযরত আবু হুরাইরা (রা) ও হযরত আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা) এ মত পোষণ করেন।

কারো কারো মতে, মুমিনদের আত্মাসমূহ জান্নাতের চৌহদ্দীতে এবং তার দরজাসমূহের সন্নিকটে অবস্থান করে। তখন তাদের কাছে জান্নাতের শীতল বায়ু এবং তার নিয়ামাত ও রিযকসমূহ আসতে থাকে।

কারো কারো মতে, আত্মারা আপন আপন কবর-প্রাঙ্গনে অবস্থান করে।

ইমাম আহমাদের মতে, কাফিরদের আত্মাসমূহ জাহান্নামে এবং মুমিনদের আত্মাসমূহ জান্নাতে থাকে।

সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমত এই যে, মুমিনদের আত্মারা সপ্তম আকাশের ইল্লিয়্যীনে এবং কাফিরদের আত্মারা যমীনের সপ্তস্তরের নিম্নস্থ সিজ্জীনে অবস্থান করে।

সালমান ফারসী (রা) বলেন, মুমিনদের আত্মারা পৃথিবীর বারযাখে থাকে এবং যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করতে পারে। আর কাফিরদের আত্মারা থাকে সিজ্জীনে।

কারো কারো মতে মুমিনদের আত্মারা হযরত আদম (আ)-এর ডান পাশে এবং কাফিরদের আত্মারা বাম পাশে অবস্থান করে।

আবু উমর বিন আবদুল বার (র) বলেন, শহীদদের আত্মারা জান্নাতে এবং সাধারণ মুমিনদের আত্মারা তাদের কবরের আঙিনায় অবস্থান করে।

ইবনে মুবারক, ইবনে জুরাইজ থেকে বর্ণনা করেছেন, মুমিনদের আত্মারা (কিয়ামত পর্যন্ত) জান্নাতে থাকবে না, তবে তার ফলমূল খাবে এবং তার সুগন্ধিও উপভোগ করবে।

www.amarboi.org

মুআবিয়া বিন সালিহ সায়ীদ বিন সুবাইদ থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (সায়ীদ) ইবনে শিহাবকে মুমিনদের আত্মার অবস্থান সম্পর্কে প্রশ্ন করলে তিনি বলেন, আমার কাছে এ সংবাদ পৌছেছে যে, শহীদদের আত্মারা সবুজ পাখীদের ন্যায় আরশের সাথে ঝুলে থাকে। তারা সকাল-সন্ধ্যা জান্নাতের উদ্যানসমূহে বিচরণ করে এবং প্রতিদিন তাদের প্রভুর দরবারে গিয়ে সালাম জানায়।

আবু উমর বিন আবদুল বার, ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত একটি হাদীসের ব্যাখ্যায় বলেন, তোমাদের কেউ যখন মৃত্যুমুখে পতিত হয় তখন সকাল-সন্ধ্যায় তার সামনে তার ঠিকানা পেশ করা হয়। সে যদি জান্নাতী হয় তাহলে তার সামনে জান্নাত এবং সে যদি জাহান্নামী হয় তাহলে তার সামনে জাহান্নাম পেশ করে বলা হয়, কিয়ামত আসার পর এটাই হবে তোমার ঠিকানা। যারা বলেন যে, আত্মারা তাদের কবরের আঙিনায় অবস্থান করে তারা ইবনে উমর (রা)-এর এ উক্তিকে দলীল হিসেবে গ্রহণ করে থাকেন। অর্থাৎ আত্মা তার কবরের আঙিনায় অবস্থান করে এবং সেখান থেকেই সকাল-সন্ধ্যায়, আপন কিয়ামত-পরবর্তী ঠিকানা দেখতে পায়। তাদের মতে, এটাই বিশুদ্ধতম উক্তি। কেননা অনেক সহীহ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে।

ইমাম ইবনে কাইয়িম (র)-এর অভিমত

ইমাম ইবনে কাইয়িম (র) বলেন, 'আত্মারা কবরের আঙিনায় অবস্থান করে'—এর অর্থ ঃ তারা কখনো কখনো সেখানে অবস্থান করে। এর অর্থ এই নয় যে, তারা সেখানে সবসময় অবস্থান করে এবং কখনো সেখান থেকে নড়ে না। কেননা ইমাম মালিক (র) বলেছেন, আমার কাছে এ সংবাদ পৌছেছে যে, আত্মারা যেখানে ইচ্ছা সেখানেই বিচরণ করে।

উল্লিখিত উক্তিসমূহের পর্যালোচনা

যারা বলেন যে, আত্মারা জান্নাতে থাকে তারা নিম্নোক্ত আয়াতটি দলীল হিসেবে পেশ করে থাকেন।

فَاَمَّا اِنْ كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِيْنَ○ فَرَوْحٌ وَّرَيْحَانٌ ۙ وَّجَنَّتُ نَعِيْمٍ○

"যদি সে নৈকট্যপ্রাপ্তদের একজন হয়, তার জন্য রয়েছে আরাম, উত্তম জীবনোপকরণ ও সুখদ উদ্যান (জান্নাত)।"

—সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ ৮৮-৮৯

www.amarboi.org

এ প্রসংগে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, আত্মারা তিন প্রকারের। প্রথমত মুকাররব (নৈকট্যপ্রাপ্ত) আত্মা। সে সুখদ উদ্যানে থাকবে।

দ্বিতীয়তঃ দক্ষিণ দিকের আত্মা। তার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ○ فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ اَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ○

"আর যদি সে দক্ষিণ দিকের একজন হয় তাকে বলা হবে, হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী, তোমার প্রতি শান্তি।"–সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ ৯০-৯১

তৃতীয়তঃ সত্য প্রত্যাখ্যানকারী বিভ্রান্ত আত্মা। তার সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে

وَاَمَّآ اِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِيْنَ الضَّآلِّيْنَ ○ فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيْمٍ ○ وَّتَصْلِيَةُ جَحِيْمٍ

اِنَّ هٰذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِيْنِ ○ - الواقعة : ٩٢-٩٥

"সে যদি সত্য প্রত্যাখ্যানকারী ও বিভ্রান্তদের অন্যতম হয়, তাকে আপ্যায়ন করা হবে অত্যুষ্ণ পানি দ্বারা এবং দহন জাহান্নামের ; এটা তো ধ্রুব সত্য।"–সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ ৯২-৯৫

উলামা কিরামের অভিমত এই যে, দেহ থেকে পৃথক হবার পর আত্মারা নিশ্চিতভাবে উপরোক্ত অবস্থার সম্মুখীন হবে। কিয়ামতের দিন আত্মাদের কি অবস্থা হবে তার বর্ণনা এ সূরার প্রথমাংশে রয়েছে। যেমন বলা হয়েছে ঃ

اِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ○ لَيْسَ لِوَقْعَتِهَا كَاذِبَةٌ ○ خَافِضَةٌ رَّافِعَةٌ ○ اِذَا رُجَّتِ
الْاَرْضُ رَجًّا ○ وَّبُسَّتِ الْجِبَالُ بَسًّا ○ فَكَانَتْ هَبَآءً مُّنْبَثًّا ○ وَّكُنْتُمْ اَزْوَاجًا
ثَلٰثَةً ○ فَاَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ۙ مَا اَصْحٰبُ الْمَيْمَنَةِ ○ وَاَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ مَا
اَصْحٰبُ الْمَشْئَمَةِ ○ وَالسّٰبِقُوْنَ السّٰبِقُوْنَ ○ اُولٰٓئِكَ الْمُقَرَّبُوْنَ ○ فِيْ جَنّٰتِ
النَّعِيْمِ ○ ثُلَّةٌ مِّنَ الْاَوَّلِيْنَ ○ وَقَلِيْلٌ مِّنَ الْاٰخِرِيْنَ ○ - الواقعة : ١-١٤

"যখন কিয়ামত ঘটবে, তখন এর সংঘটন মিথ্যা একথা বলার কেউ থাকবে না। কিয়ামত কাউকে করবে নীচ, কাউকেও করবে সমুন্নত। প্রবল কম্পনে প্রকম্পিত হবে পৃথিবী এবং পর্বতমালা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে

www.amarboi.org

পড়বে। ফলে তা পর্যবসিত হবে উৎক্ষিপ্ত ধূলিকণায়। আর তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়বে তিন শ্রেণীতে। যারা ডান দিকে থাকবে কত ভাগ্যবান তারা এবং যারা বাম দিকে থাকবে কত হতভাগ্য তারা। অগ্রবর্তীরাই অগ্রবর্তী, তারাই হবে নৈকট্যপ্রাপ্ত—সুখদ উদ্যানে (জান্নাতে)। এদের বৃহৎ দলটি হবে পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে এবং ক্ষুদ্র দলটি হবে পরবর্তীদের মধ্য হতে।"–সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ ১-১৪

অর্থাৎ সূরার প্রথমভাগে কিয়ামতে কুবরার পরবর্তী অবস্থা এবং সূরার শেষভাগে কিয়ামতে সুগরার পরবর্তী অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে।

তারা দলীল হিসেবে নিম্নোক্ত আয়াতটিও পেশ করে থাকেন।

يَآيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ○ ارْجِعِىْ اِلٰى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً ○ فَادْخُلِىْ فِىْ عِبَادِىْ ○ وَادْخُلِىْ جَنَّتِىْ ○ - الفجر : ٢٧-٣٠

"হে প্রশান্ত চিত্ত! তুমি তোমার প্রতিপালকের কাছে ফিরে এসো সন্তুষ্ট ও সন্তোষভাজন হয়ে, আমার দাসদের অন্তর্ভুক্ত হও এবং আমার জান্নাতে প্রবেশ করো।"–সূরা আল ফাজ্‌র ঃ ২৭-৩০

অধিকাংশ সাহাবী ও তাবেয়ীনের অভিমত এই যে, আত্মাদেরকে তখনই এ সম্বোধন করা হয়, যখন সে দুনিয়া থেকে বিদায় গ্রহণ করে। এ সময় ফিরিশতারা তাদেরকে জান্নাতের সুসংবাদ দেয়। যারা বলেন, এ সম্বোধন আখেরাতে হবে, এর দ্বারা তাদের কথারও বিরোধিতা করা হচ্ছে না। কেননা সুসংবাদ শুধু মৃত্যুর সময়ে নয় বরং কবর থেকে উত্থিত হবার সময় তথা আখিরাতেও দেয়া হবে। এটা হচ্ছে সেই সুসংবাদ যার সম্পর্কে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَلاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ ○ نَحْنُ اَوْلِيٰٓؤُكُمْ فِى الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ ج وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْٓ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ ○ نُزُلاً مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ○ - حم السجدة : ٣٠-٣٢

"যারা বলে, আমাদের প্রতিপালক আল্লাহ এবং অবিচলিত থাকে, তাদের নিকট অবতীর্ণ হয় ফিরিশতা এবং বলে, 'তোমরা ভীত হয়ো

www.amarboi.org

না, চিন্তিত হয়ো না এবং তোমাদেরকে যে জান্নাতের প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তার জন্য আনন্দিত হও। ইহকালে ও পরকালে আমরাই তোমাদের বন্ধু ; সেথায় তোমাদের জন্য রয়েছে সমস্ত কিছু, যা তোমাদের মন চায় এবং সেথায় তোমাদের জন্য রয়েছে যা তোমরা ফরমায়েশ কর।' এটা হবে ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু আল্লাহর পক্ষ থেকে আপ্যায়ণ।"–সূরা হা-মীম আস্ সাজ্দাহ ঃ ৩০-৩২

এ সুসংবাদ দেয়া হয় মৃত্যুকালে, কবরে এবং মৃত্যুর পর পুনরুত্থানকালে। তবে প্রথম সুসংবাদ মৃত্যুকালেই দেয়া হয়।

ইতিপূর্বে বারা বিন আযিব (রা) বর্ণিত হাদীসেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, ফিরিশতা আত্মাকে কবয করার সময় বলে, তুমি সংবাদ গ্রহণ করো আরাম ও উত্তম জীবনোপকরণের ; আর তা হচ্ছে জান্নাতের জীবনোপকরণ।"

তারা দলীল হিসেবে এ হাদীসটিও পেশ করেন, যা ইমাম মালিক (র) তার মুয়াত্তায় উদ্ধৃত করেছেন এবং যা কা'ব বিন মালিক (র) হতে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اِنَّمَا نَسَمَةُ الْمُؤْمِنِ طَائِرٌ تَعَلَّقَ فِيْ شَجَرِ الْجَنَّةِ حَتّٰى يَرْجِعَهُ اللّٰهُ اِلٰى حَيٰوةِ يَوْمَ يَبْعَثُهُ -

"মুমিনের আত্মা হচ্ছে একটি পাখী, যা জান্নাতের গাছপালা হতে ফল ভক্ষণ করে যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাআলা তাকে কিয়ামতের দিন পুনর্জীবিত করেন।"

মুমিনের আত্মা জান্নাতে থাকে

উল্লেখিত হাদীসের প্রেক্ষাপটে কোন কোন আলিম বলেন, মুমিনের আত্মা মহান আল্লাহর সাথে জান্নাতে থাকে—চাই সে শহীদ হোক অথবা না হোক—তবে এ শর্তে যে, তাকে যেন কোন কবীরা গোনাহ, অথবা ঋণ জান্নাত থেকে রুখে না রাখে এবং আল্লাহ তাআলাও যেন তাকে ক্ষমা ও কৃপার দৃষ্টিতে দেখেন।

আবু আমর ও আবু হুরাইরা (রা)-এর মতে, মুমিনদের আত্মারা ইল্লীয়্যীনে ও কাফিরদের আত্মারা সিজ্জীনে থাকে।

www.amarboi.org

আবু আমর বলেন, এ উক্তির সাথে ঐ হাদীসের বিরোধ বাঁধে, যাতে বলা হয়েছে, যখন তোমাদের কেউ মারা যায় তখন সকাল-সন্ধ্যা তার সামনে তার ঠিকানা পেশ করা হয়। যদি সে জান্নাতী হয় তাহলে তার সামনে জান্নাতের, আর যদি জাহান্নামী হয় তাহলে তার সামনে জাহান্নামের ঠিকানা পেশ করা হয়—ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না কিয়ামত কায়েম হয়।

কারো কারো মতে উল্লেখিত হাদীসগুলোর সারকথা এই যে, সাধারণ মুমিনদের নয়, বরং শহীদদের আত্মারা জান্নাতে থাকে। কেননা কুরআন হাদীস দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ○ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ لا وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لا اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা তাদের প্রতিপালকের নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে, এজন্য যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯-১৭০

আবু সায়ীদ খুদরী (রা) বর্ণিত হাদীসে আছে, শহীদরা সকাল-সন্ধ্যা জান্নাতে যাওয়া আসা করে। অতপর আরশের সাথে ঝুলন্ত কিনদীলসমূহ (ঝাড়সমূহ) হয় তাদের ঠিকানা। তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, আমি তোমাদেরকে যে সম্মান দিয়েছি, তার চেয়েও শ্রেষ্ঠ সম্মান কোথাও আছে বলে কি তোমরা মনে করো ? তারা উত্তরে বলে, 'না'—তবে আমরা এটা পসন্দ করি যে, আমাদের আত্মাসমূহ আমাদের দেহে ফিরিয়ে দেয়া হোক, যাতে আমরা পুনরায় তোমার পথে শাহাদাত বরণ করতে পারি।

উপরন্তু ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত আছে। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

لَمَّا اُصِيْبَ اِخْوَانُكُمْ يَعْنِىْ يَوْمَ اُحُدٍ جَعَلَ اللّٰهُ اَرْوَاحَهُمْ فِىْ اَجْوَافِ طَيْرٍ

www.amarboi.org

خُضْرٍ تَرِدُ اَنْهَارَ الْجَنَّةِ وَتَأْكُلُ ثِمَارَهَا وَتَأْوِى اِلَى قَنَادِيْلٍ مِّنْ ذَهَبٍ مُدَلاَّةً

فِىْ ظِلِّ الْعَرْشِ .... وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ ـ الروح لابن قيم

"যখন তোমার ভাইয়েরা উহুদের দিন শাহাদাত বরণ করলো তখন আল্লাহ তাআলা তাদের আত্মাসমূহকে সবুজ পাখীদের পেটে রেখে দিলেন। তারা এখন জান্নাতের নহরসমূহের উপর দিয়ে উড়ে বেড়ায়, জান্নাতের ফল খায় এবং আরশের ছায়ায় ঝুলানো ঝাড়সমূহে অবস্থান করে। যখন তারা তাদের উৎকৃষ্ট পানাহার সামগ্রী এবং বাসস্থান দেখলো তখন কামনা করলো, 'যদি আমাদের ভাইয়েরা জানতে পারতো, আমরা জান্নাতে জীবিত আছি এবং পানাহার করছি—তাহলে তারা জিহাদ হতে কখন পরান্মুখ হতো না।' তখন আল্লাহ তাআলা তাদেরকে বলেন, আমিই তোমাদের খবর তাদেরকে পৌঁছিয়ে দিচ্ছি।" সাথে সাথে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল হয় ঃ

وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ

يُرْزَقُوْنَ ٥ـ ال عمران : ١٦٩

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনো মৃত মনে করো না। বরং, তারা তাদের প্রতিপালকের দৃষ্টিতে জীবিত এবং তারা জীবিকাপ্রাপ্ত হয়ে থাকে।"–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯

ইবনে মাসউদ (রা)-কে এ আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, আমি এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তিনি বলেন, তাদের আত্মারা সবুজ পাখীদের পেটে রয়েছে। তারা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে, অতপর আরশের ছায়ায় ঝুলানো ঝাড়সমূহে আশ্রয় নেয়। একবার আল্লাহ তাআলা তাদেরকে উঁকি মেরে দেখলেন এবং বললেন, তোমাদের কি আর কোন চাহিদা আছে ? তারা উত্তর দিল, আর কি চাইবো, আমরা তো জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা সেখানেই বিচরণ করছি। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এভাবে তিনবার প্রশ্ন করলেন। যখন তারা দেখলো যে, উত্তর দেয়া ছাড়া গত্যন্তর নেই। তখন বললো, প্রভু হে, আমরা আমাদের দেহে ফিরে যেতে চাই—যাতে পুনরায় তোমার পথে শহীদ হতে পারি। অতপর আল্লাহ তাআলা যখন দেখলেন যে, তাদের আর কোন বাসনা নেই, তখন তিনি তাদেরকে তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দিলেন। এ হাদীসটি সহীহ মুসলিমে আছে।

www.amarboi.org

সহীহ বুখারীতে আনাস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে যে, উম্মে হারিসা বিন সুরাকা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আপনি কি হারিসা সম্পর্কে আমাকে কিছু বলবেন (হারিসা বদর যুদ্ধে এক অজ্ঞাত তীরের আঘাতে শহীদ হয়েছিল)? যদি সে জান্নাতে থাকে তাহলে আমি ধৈর্যধারণ করবো। আর যদি অন্য কোথাও থাকে তাহলে আমি যতদূর সম্ভব তার জন্য আহাজারী করবো। তখন রাসূল (স) বললেন ঃ

يَا اُمَّ حَارِثَةَ اَنَّهَا جِنَانٌ وَاِنَّ ابْنَكَ اَصَابَ الْفِرْدَوْسَ الْاَعْلٰى - بخارى

"হে উম্মে হারিসাহ, জান্নাত তো কয়েকটিই আছে—তোমার ছেলে আছে সেই জান্নাতিল ফেরদাউসে, যা সব জান্নাতের উপরে অবস্থিত।"–বুখারী

উবায়দুল্লাহ বিন আবু সায়ীদ (রা) বলেন, আমি ইবনে আব্বাস (রা)-কে বলতে শুনেছি, শহীদদের আত্মা সবুজ পাখীদের পেটে নড়াচড়া করে এবং জান্নাতের ফল খায়।

কাতাদা (রা) বলেন, আমাদের কাছে এ খবর পৌছেছে যে, শহীদদের আত্মাসমূহ সাদা পাখীদের আকৃতি ধারণ করে এবং জান্নাতের ফল খায়।

আবদুল্লাহ বিন আমর (রা) হতে বর্ণিত আছে যে, শহীদদের আত্মারা চড়ুই পাখীদের চেয়ে সামান্য বড় এক ধরনের পাখীর মধ্যে থাকে। ঐ অবস্থায় তারা পরস্পরকে চেনে এবং জান্নাতের ফল ভক্ষণ করে।

আবু আমর (র) বলেন, এ সমস্ত হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, শহীদদের মর্যাদা সাধারণ মুমিনদের চেয়ে উর্ধে এবং জান্নাত হচ্ছে তাদের ঠিকানা। কোন কোন হাদীসে আছে, তারা থাকবে পাখীদের পেটের মধ্যে, আবার কোন কোন হাদীসে আছে তাদের আকৃতি হবে সবুজ পাখীদের মতো।

ইমাম ইবনে কাইয়িম (র) বলেন, আমার ধারণা এই যে, তাদের উক্তিই এ ক্ষেত্রে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল, যারা বলেন, তাদের (শহীদদের) আকৃতি হবে পাখীদের মতো। কেননা এটা কা'ব বিন মালিক বর্ণিত হাদীসের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যশীল, যাতে বলা হয়েছে, মুমিনের আত্মা পাখীর মতো। এটা বলা হয়নি যে, মুমিনের আত্মা পাখীর পেটের মধ্যে থাকে।

www.amarboi.org

আবদুল্লাহ বিন মাসউদ হতে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, শহীদদের আত্মারা হবে সবুজ পাখীদের মত। কিন্তু সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হাদীসে আছে, তারা থাকবে সবুজ পাখীদের পেটের মধ্যে।

আবু উমর (র) বলেন, এর ব্যাখ্যা হলো, রাসূলুল্লাহ (স) এটাই বলেছেন, 'শহীদ মুমিনের আত্মা একটি পাখী, যা জান্নাতের ফল খায়।'

ইমাম ইবনে কাইয়িম (র) বলেন, আমার মতে রাসূলুল্লাহ (স)-এর একথা এবং ঐ কথার মধ্যে, যাতে বলা হয়েছে, 'তোমাদের কেউ মারা গেলে সকাল-সন্ধ্যা তার সম্মুখে তার ঠিকানা পেশ করা হয়'—কোন বিরোধ বা সংঘর্ষ নেই। এ পেশ করাটা মুমিন, শহীদ উভয়ের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং তারা উভয়েই বারযাখের জান্নাতে থাকবে। কেননা শহীদের জান্নাতী ঠিকানা, যা বিশেষভাবে তার জন্যই তৈরি করা হয়েছে, তাতে সে কিয়ামতের দিন প্রবেশ করবে। অতএব সাধারণ মুমিনদের মত শহীদগণও ঐ সমস্ত ঝাড় হতে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় আপন জান্নাতের ঠিকানা নিরীক্ষণ করে থাকে এবং সে ঠিকানায় তারা বারযাখ জীবনে নয়, বরং কিয়ামতের দিন প্রবেশ করবে।

আর কাফিররা হচ্ছে সেইসব হতভাগা, যাদের সামনে সকাল-সন্ধ্যায় তাদের জাহান্নামের ঠিকানা পেশ করা হয়। তারা কিয়ামতের দিন ঐ ঠিকানায় প্রবেশ করবে যা বারযাখে তাদেরকে দেখানো হচ্ছে। অতএব জানা গেল যে, আত্মাদের বারযাখের জান্নাতে আরাম ও শান্তি ভোগ এক জিনিস, আর কিয়ামতের দিন সশরীরে জান্নাতে নিজের ঠিকানায় উপনীত হওয়া অন্য জিনিস। বারযাখে আত্মা যে জান্নাতী খাবার পায় তা মোটেই ঐ খাবারের সমমর্যাদাসম্পন্ন নয়, যা মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে সশরীরে জান্নাতে প্রবেশ করার পর সে পাবে। এ কারণেই রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, জান্নাতের কিছু কিছু খাবার সে পাবে। আর পুরোপুরি আহার্য-পানীয়, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং সুখ-সম্ভোগ তারা কিয়ামতের দিনই পাবে, যখন সশরীরে জান্নাতে দাখিল হবে। অতএব জানা গেল যে, এ দু হাদীসের মধ্যে কোনো বিরোধ বা সংঘর্ষ নেই।

এখানে আর একটি কথা উল্লেখযোগ্য যে, ঐ সমস্ত আয়াত ও হাদীস, যেগুলোতে প্রতিদানকে ঈমানের সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে, সব মুমিনই সেগুলোর অন্তর্ভুক্ত—চাই তারা শহীদ হোক বা না হোক। আর ঐ সমস্ত হাদীস ও আয়াত, যেগুলোতে শহীদদের রিযকের এবং জান্নাতে তাদের

www.amarboi.org

আত্মাদের অবস্থানের কথা বর্ণনা করা হয়েছে তার সবগুলোই সহীহ ও সঠিক। কিন্তু সেগুলো দ্বারা একথা অপরিহার্য হয়ে উঠে না যে, মুমিনের আত্মা জান্নাতে থাকবে না। বিশেষ করে সিদ্দীকদের আত্মার জান্নাতে অবস্থানের ব্যাপারে—যারা সর্বসম্মতিক্রমে শহীদদের আত্মার চেয়ে শ্রেষ্ঠ—কোনো নিষেধাজ্ঞা তো প্রমাণিত হয় না।

যদি তাদেরকে প্রশ্ন করা হয়, তোমরা সিদ্দীকদের আত্মা সম্পর্কে কি বল—তারা কি জান্নাতে, না অন্য কোথাও ?—তাহলে তারা দুভাবে এর উত্তর দিবে। হয় বলবে, তারা (সিদ্দীকরা) জান্নাতে, নয়ত বলবে তারা জান্নাতে নয়। যদি তারা বলে, তারা জান্নাতে—আর এরূপ না বলে তাদের গত্যন্তর নেই—তাহলে তো জানা গেল, হাদীসে ও কুরআনে শহীদদের জন্য কোনো 'খুসূসিয়াত' বা নির্দিষ্টতা নেই। আর যদি তারা বলে যে, তারা জান্নাতে নয়—তাহলে একথা অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, মহান সাহাবী, যেমন হযরত আবু বকর, উমর, উবাই বিন কা'ব, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ, আবুদ্ দারদা, হুযায়ফা বিন ইয়ামান (রা) প্রমুখের আত্মা জান্নাতে নেই, অথচ আমাদের যুগের শহীদদের আত্মা জান্নাতে রয়েছে। এটা নিসন্দেহে একটি বাতিল ও হাস্যকর কথা।

একটি প্রশ্ন ও তার উত্তর

যদি বলা হয়, এ হুকুম যদি শহীদদের জন্য নির্দিষ্ট না হয় তাহলে ঐ সমস্ত আয়াতে ও হাদীসে বিশেষভাবে শহীদদের উল্লেখ করা হলো কেন ?—তাহলে এর উত্তর হবে এই যে, এভাবে তাদের উল্লেখ করে শাহাদাতের প্রকৃষ্টতা ও শহীদদের উচ্চমর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে এবং একথার প্রতিও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, শহীদদের জন্য এ পুরস্কারের নিশ্চয়তা রয়েছে। যেন বলা হচ্ছে, এ বারযাখী পুরস্কারের মধ্যে গায়র শহীদদের অনুপাতে শহীদদের অংশ হবে বিরাট—যদিও আখিরাতে কোন কোন গায়র শহীদের মর্যাদা শহীদেরও উপরে হবে।

এর প্রমাণ এই যে, আল্লাহ তাআলা শহীদদের আত্মাকে সবুজ পাখীর পেটের মধ্যে রেখেছেন। কেননা আল্লাহর পথে তারা তাদের দেহকে ধ্বংস করে দিয়েছে। তার বিনিময়ে আল্লাহ তাআলা বারযাখে তাদেরকে উৎকৃষ্ট ধরনের দেহ দান করেছেন এবং তা কিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। আর এ সমস্ত দেহের মাধ্যমে ঐ সমস্ত আত্মাদের অনুপাতে, যাদেরকে এ ধরনের দেহ দান করা হয়নি, তারা অনেক বেশী আরামে থাকবে। এ কারণেই

www.amarboi.org

রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, মুমিনের আত্মা পাখীর আকৃতিতে হবে না, পাখীর মত হবে এবং শহীদের আত্মা পাখীর পেটের মধ্যে থাকবে। লক্ষ্য করুন, রাসূলুল্লাহ (স) এখানে যে ফযীলতের কথা বলেছেন তা শহীদ, গায়র শহীদ উভয়কেই অন্তর্ভুক্ত রাখে। তবে হাঁ, এ ক্ষেত্রে শহীদদের এই বলে বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত করা হয়েছে যে, তাদের আত্মা পাখীর পেটের মধ্যে থাকবে। আর এটাতো পরিষ্কার কথা যে, যখন আত্মা পাখীর পেটের মধ্যে থাকবে তখন ঐ পাখীর উপর অবশ্যই আত্মা শব্দ প্রযোজ্য হবে। এ সামঞ্জস্য বিধান আবু আমরের সামঞ্জস্য বিধানের চেয়ে অধিকতর সুন্দর ও গ্রহণীয়। 'আত্মারা সবুজ পাখীর মতো' বা 'আত্মারা সবুজ পাখীর পেটে থাকবে'—রসূলুল্লাহ (স)-এর এ উভয় কথাই সঠিক, নির্ভুল ও পরস্পর সামঞ্জস্যপূর্ণ।

মুজাহিদের একটি উক্তির পর্যালোচনা

মুজাহিদের মতে, শহীদদের আত্মারা জান্নাতে থাকবে না, কিন্তু জান্নাতের ফল ও সুগন্ধি তাদের কাছে আসতে থাকবে। তিনি প্রমাণ হিসেবে সেই হাদীসটি পেশ করেন, যা ইবনে আব্বাস (রা) হতে বর্ণিত হয়েছে। ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

اَلشُّهَدَاءُ عَلَى بَارِقِ نَهْرٍ بِبَابِ الْجَنَّةِ فِىْ قُبَّةٍ خَضْرَاءَ يَخْرُجُ عَلَيْهِمْ رِزْقُهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ بُكْرَةً وَعَشِيَّةً ـ مسند احمد

> "শহীদরা জান্নাতের দরজা সংলগ্ন নহরের তীরবর্তী সবুজ গম্বুজের মধ্যে থাকবে এবং সকাল-সন্ধ্যা জান্নাত হতে তাদের খাবার আসবে।"–মুসনাদে আহমদ

কিন্তু এ হাদীস দ্বারা তো প্রমাণিত হয় না যে, শহীদরা জান্নাতে থাকবে না। কেননা যে নহর জান্নাতের দরজা সংলগ্ন তা নিশ্চয়ই জান্নাত হতে প্রবাহিত এবং জান্নাতেরই অংশ। বারযাখ জীবনে ঐ নহরের তীরেই শহীদদের প্রাসাদ থাকবে এবং জান্নাত থেকেই তাদের রিয্ক আসবে—যদিও তারা জান্নাতের ঐ সমস্ত প্রাসাদে থাকবে না, যেগুলো কিয়ামতের পর তাদের ঠিকানা হিসেবে পরিগণিত হবে।

একটি সাধারণ ভ্রান্তি এবং তার অপনোদন

যারা বলেন, আত্মারা কবরের মধ্যে থাকে, তাদের কথার অর্থ যদি এই হয় যে, তারা সেখান হতে কখনো এদিক সেদিক যায় না—তাহলে

www.amarboi.org

তাদের কথা ভ্রান্ত। কেননা এরূপ কথা কুরআন-হাদীসের মর্মবাণী বিরোধী।

আর যদি তাদের কথার অর্থ এই হয় যে, আত্মারা কখনো কখনো কবরের মধ্যে আসে, কিংবা নিজেদের মূল জায়গায় অবস্থান করেই তারা কবরের সাথে সম্পর্ক রাখে তাহলে তাদের কথা অবশ্যই সত্য এবং একথার সাথে কুরআন-হাদীসের মর্মবাণীরও কোন বিরোধ নেই। ইবনে উমর (রা)-এর একটি হাদীসে আছে, সকাল-সন্ধ্যায় কবরবাসীদের সামনে তাদের ঠিকানা পেশ করা হয়। ইবনে উমর (রা)-এর এ উক্তিকে ঐ সমস্ত ব্যক্তিগণ তাদের দলীল হিসেবে পেশ করেন যারা বলেন যে, আত্মারা সবসময় কবরেই থাকে। কিন্তু এ উক্তি দ্বারা একথা অপরিহার্য হয়ে ওঠে না যে, আত্মারা সবসময় কবরেই বা কবরের আঙিনায়ই থাকে। তবে একথা প্রমাণিত হয় যে, কবরের সাথে তাদের একটা সম্পর্ক ও আকর্ষণ বাকী থাকে। মনে রাখা উচিত যে, আত্মার ব্যাপার আলাদা। তারা 'রফীকে আ'লা'র সাথে 'আ'লা ইল্লীয়্যীনে' অবস্থান করেও এমনভাবে দেহের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকে যে, যখন মৃত ব্যক্তিকে কেউ সালাম করে তখন আল্লাহ তাআলা তার দেহের মধ্যে তার আত্মাকে ফিরিয়ে দেন এবং সে সালামকারীর সালামের জবাব দেয়, অথচ তখন সে থাকে মালা-ই-আ'লায়। এখানে অধিকাংশ লোকই ভ্রান্তির মধ্যে পতিত হয়। আর সে ভ্রান্তিটি হলো, তারা মনে করে, দেহের ন্যায় আত্মাকেও একই সময়ে দু জায়গায় পাওয়া অসম্ভব। এটা নিছক ধোঁকা ছাড়া কিছু নয়। কেননা আত্মা আকাশের আ'লা ইল্লীয়্যীনে অবস্থান করা সত্ত্বেও কবরে এসে সালামের জবাব দেয় এবং সালামকারীর পরিচয়ও পায়। এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র আত্মা সর্বদা রফীকে আ'লার সাথে থাকে কিন্তু তাঁর কবরে এসে কেউ সালাম করলে তিনি ঐ সালামের জবাব দেন এবং যিয়ারতকারীর কথাও শুনেন। রাসূলুল্লাহ (স) মি'রাজের রাতে দেখেছিলেন, মূসা (আ) তাঁর কবরে নামায আদায় করছেন এবং তাঁকে তিনি ষষ্ঠ ও সপ্তম আসমানেও দেখেছিলেন। এমতাবস্থায় আত্মা এত দ্রুত বিচরণশীল হয় যে, চোখের পলকে সে দূরদূরান্ত অতিক্রম করতে পারে, নয়তো কবর ও তার পরিবেশের সাথে সে এমনভাবে সম্পৃক্ত থাকে—যেমন সম্পৃক্ত থাকে আপন কিরণের মাধ্যমে দূর আকাশের সূর্য, দুনিয়ার সাথে। এটা প্রমাণিত সত্য যে, নিদ্রিত ব্যক্তির আত্মা নিমিষের মধ্যে সপ্তাকাশের দূরত্ব অতিক্রম করে আরশের সামনে আল্লাহকে সিজদা করে। অতপর নিমিষের মধ্যে আবার আপন দেহে

www.amarboi.org

ফিরে আসে। এভাবে মৃত ব্যক্তির আত্মাকে নিয়ে ফিরিশতারা সপ্তাকাশ অতিক্রম করে আল্লাহর সান্নিধ্যে গিয়ে পৌঁছে। সে (আত্মা) আল্লাহর সামনে দাঁড়িয়ে তাকে সিজদা করে এবং আল্লাহ তাআলা তার সম্পর্কে আপন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন। তখন ফিরিশতারা তাকে ঐ সমস্ত নিয়ামাত দেখায়, যা আল্লাহ তাআলা তার জন্য জান্নাতে তৈরি করে রেখেছেন। অতপর আত্মা নীচে অবতরণ করে এবং আপন দেহের গোসল ও কাফন-দাফন প্রত্যক্ষ করে। বারা বিন আযিব বর্ণিত হাদীসে বলা হয়েছে যে, ফিরিশতারা আত্মাকে নিয়ে উপরে উঠে এবং তাকে আল্লাহর সামনে নিয়ে দাঁড় করায়। তখন আল্লাহ তাআলা বলেন, আমার এ বান্দার আমলনামাকে ইল্লীয়্যীনে রাখ, অতপর তাকে দুনিয়ায় ফিরিয়ে নিয়ে যাও। তখন তাকে কবরের মধ্যে ফিরিয়ে নেয়া হয়। আর এ সমস্ত ঘটনা ঘটে কাফন-দাফনের সামান্য অবকাশের মধ্যেই। ইবনে আব্বাসের হাদীসে বিষয়টিকে আরও পরিষ্কার করে দেয়া হয়েছে এই বলে যে, ফিরিশতারা তাকে নিয়ে নেমে আসে তার গোসল ও কাফন-দাফনের মধ্যবর্তী সময়ে এবং তাকে কাফনে মোড়ানো তার দেহের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। (যদিও জীবিতরা তাদের চর্মচোখে তা দেখতে পায় না)।

কবরবাসীদেরকে সালাম করা দ্বারা এটা অপরিহার্য হয়ে উঠে না যে, তাদের আত্মা কবরে পড়ে রয়েছে

কবরবাসীদেরকে সালাম করা এবং তাদেরকে সম্বোধন করা দ্বারা এটা অপরিহার্য হয়ে ওঠে না যে, তাদের আত্মা জান্নাতে নেই, বরং কবরের আঙিনায় পড়ে রয়েছে। এটা জানা কথা যে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর পবিত্র আত্মা আ'লা ইল্লীয়্যীনে রফীকে আ'লার সাথে রয়েছে, অথচ তিনি তাঁর উপর সালামকারীদের সালামের উত্তর দেন। ইবনে আবদুল বার (র)-এর মতে, শহীদদের আত্মাও জান্নাতে থাকে, অথচ অন্যান্য মৃতদের ন্যায় তাদের উপর সালাম প্রেরণ করা হয়। খোদ রসূলুল্লাহ (স)-ও তাদের উপর সালাম প্রেরণের শিক্ষা দিয়েছেন। সাহাবা কিরামও উহুদের শহীদদের উপর সালাম প্রেরণ করতেন—অথচ এটা প্রমাণিত সত্য যে, তাদের আত্মারা জান্নাতে থাকে এবং যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে। সম্ভবত কেউ বলতে পারে, এটা তো একটা বিস্ময়ের ব্যাপার যে, আত্মা জান্নাতে থাকে, আবার তার কবরে সালামকারীর সালাম শুনে এবং সে সালামের জবাবও দেয়—এমন ঘটনা বিবেকসম্মত নয়। এর উত্তর এই যে, আত্মাকে দেহের উপর কিয়াস (অনুমান) করা ঠিক নয়। যেমন রাসূলুল্লাহ (স)

www.amarboi.org

একবার জিবরাঈলকে এমতাবস্থায় দেখেন যে, তার সাত শ'টি ডানা রয়েছে এবং সেগুলোর মধ্যকার মাত্র দুটি ডানা পূর্ব-পশ্চিমের সমগ্র দূরত্ব জুড়ে রয়েছে। মূলত তিনি ঐ জিবরাঈল, যিনি একদা রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে এসে দু হাঁটু গেড়ে বসেছিলেন এবং তাতে সামান্য মাত্র জায়গা লেগেছে। অতএব এর মর্মার্থ এছাড়া আর কিছু নয় যে, জিবরাঈল মালা-ই-আ'লায় আপন জায়গায় আছেন, আবার রসূলুল্লাহ (স)-এর কাছেও আছেন। এ ধরনের ঘটনা কারো কারো বুদ্ধির গোচরে না এলেও আল্লাহ তাআলা তার এমন কিছু বান্দাও সৃষ্টি করেছেন যারা এগুলোকে সত্য বলে মানে এবং এগুলোকে হৃদয়ঙ্গম করার যোগ্যতাও রাখে।

মুমিনদের আত্মা আল্লাহর নিকটে রয়েছে—এ উক্তির পর্যালোচনা

যারা বলেন, মুমিনদের আত্মা আল্লাহর নিকটে রয়েছে, তারা কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করেই এরূপ বলে থাকেন। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ ○ فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ لا وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ لا اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ ○ يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لا وَاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ ○

"যারা আল্লাহর পথে নিহত হয়েছে তাদেরকে কখনও মৃত মনে করো না। বরং তারা জীবিত এবং তাদের প্রতিপালকের নিকট হতে জীবিকাপ্রাপ্ত। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তাদের পিছনে যারা এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি তাদের জন্য আনন্দ প্রকাশ করে এজন্য যে, তাদের কোনো ভয় নেই এবং তারা দুঃখিতও হবে না। আল্লাহর অবদান ও অনুগ্রহের জন্য তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং এটা এ কারণে যে, আল্লাহ বিশ্বাসীদের শ্রমফল নষ্ট করেন না।"

—সূরা আলে ইমরান ঃ ১৬৯-১৭১

এ অভিমত পোষণকারীদের অন্যান্য দলীল হচ্ছে ঃ

১. আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

www.amarboi.org

اِنَّ الْمَيِّتَ اِذَا خَرَجَتْ نَفْسُهُ يُعْرَجُ بِهَا اِلَى السَّمَاءِ حَتّٰى يَنْتَهِىْ بِهَا اِلَى السَّمَاءِ الَّتِىْ فِيْهَا عَزَّ وَجَلَّ وَاِذَا كَانَ الرَّجُلُ السُّوْءِ يُعْرَجُ بِهَا اِلَى السَّمَاءِ فَاِنَّهُ لَايُفْتَحُ لَهَا اَبْوَابُ السَّمَاءِ فَتُرْسَلُ مِنَ السَّمَاءِ فَتَصِيْرُ اِلَى الْقَبْرِ - مسند احمد وغيره

"যখন মানুষের আত্মা দেহ ত্যাগ করে তখন তাকে আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়, এমন কি সে সেই আসমানে গিয়ে পৌঁছে যেখানে আল্লাহ্ তাআলা রয়েছেন। কিন্তু পাপী আত্মাকে যখন আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয় না, বরং সেখান হতে তাকে ছুড়ে ফেলা হয় এবং সে তার কবরে ফিরে আসে। মুসনাদে আহমাদ সহ অন্যান্য হাদীস গ্রন্থে সহীহ্ সনদ দ্বারা এ হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে।"

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, উপরে উল্লেখিত পবিত্র কুরআনের বাণী ও আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত হাদীস ঐ সমস্ত লোকের উক্তির বিরোধী নয় যারা বলেন, পুণ্যবানরা জান্নাতে রয়েছে। কেননা আল্লাহ্র কাছে থাকা আর জান্নাতে থাকা একই কথা। বরং এ ক্ষেত্রে একথা বলা চলে যে, পুণ্যবানরা জান্নাতে রয়েছে—এ উক্তিটি আল্লাহ্ ও আল্লাহ্র রাসূলের বাণীর সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, শহীদদের আত্মা তার কাছে রয়েছে এবং আল্লাহ্র নবী বলেছেন, ঐসব আত্মা (শহীদদের আত্মা) জান্নাতে যথায় ইচ্ছা বিচরণ করে।

মুমিনদের আত্মা ইল্লীয়্যীনে ও কাফিরদের আত্মা সিজ্জীনে অবস্থান করে—এ উক্তির পর্যালোচনা

পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আলিমদের একটি বিরাট দল এ অভিমত পোষণ করেন যে, মুমিনদের আত্মা সপ্তাকাশের ইল্লীয়্যীনে এবং কাফিরদের আত্মা সপ্ত যমীনের সিজ্জীনে থাকে। এর প্রমাণ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঐ বাণী, যাতে তিনি বলেছেন, 'হে আল্লাহ! উপরের সাথীদের কাছে আমাকে পৌঁছিয়ে দাও।'

কিন্তু আবু হুরাইরা (রা)-এর এ মর্মের একটি উক্তি রয়েছে যে, যখন মানুষের আত্মা দেহ ত্যাগ করে তখন তাকে আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়। শেষ পর্যন্ত সে সপ্তম আসমানে গিয়ে পৌঁছে, যেখানে আল্লাহ্

www.amarboi.org

তাআলা রয়েছেন। আবু মূসা (রা)-এরও এ মর্মে একটি উক্তি রয়েছে যে, আত্মা উপরের দিকে উঠতে উঠতে শেষ পর্যন্ত আরশে গিয়ে পৌঁছে। হুযায়ফা (রা)-এর এ মর্মের একটি উক্তি রয়েছে, আত্মা আল্লাহ্‌র কাছে গিয়ে অবস্থান করে। আবদুল্লাহ্ বিন উমর (রা)-এরও এ মর্মের একটি উক্তি রয়েছে যে, নিশ্চয় এসব আত্মা আল্লাহ্‌র কাছে থাকে।

অপর দিকে আবু হুরাইরা (রা)-এর একটি উক্তি অনুযায়ী, পাপীর আত্মাকে যখন আসমানের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় তখন তার জন্য আসমানের দরজা খুলে দেয়া হয় না, বরং সেখান হতে তাকে ছুড়ে ফেলা হয় এবং সে তার কবরে ফিরে আসে।

কিন্তু উপরোক্ত উক্তিসমূহ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয় না যে, আত্মারা সেখানেই (পুণ্যবানদের আত্মারা আল্লাহ্‌র কাছে এবং পাপীদের নিক্ষিপ্ত আত্মারা কবরে) থেকে যায় ; বরং এটা প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহ্‌র সামনে পেশ করার জন্য আত্মাদেরকে উঠিয়ে নেয়া হয়। অতপর আল্লাহ্ তাআলা তাদের সম্পর্কে ফায়সালা প্রদান করতঃ তাদেরকে হয় আহ্‌লে ইল্লীয়্যীনের অন্তর্ভুক্ত করেন, নয়ত আহ্‌লে সিজ্জীনের। অতপর আত্মারা জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হওয়ার জন্য কবরে ফিরে আসে। অতপর যেখানে তাদের ঠিকানা নির্ধারিত হয়েছে সেখানে চলে যায়—অর্থাৎ মুমিনদের আত্মা তাদের মর্যাদা অনুসারে ইল্লীয়্যীনে ও কাফিরদের আত্মা তাদের মর্যাদা অনুসারে সিজ্জীনে অবস্থান করে।

'আত্মারা আদম (আ)-এর পাশে অবস্থান করে'—এ উক্তির পর্যালোচনা

যারা বলেন, মুমিনদের আত্মা আদমের ডান পাশে এবং কাফিরদের আত্মা আদমের বাম পাশে থাকে, তাদের উক্তির পক্ষে সহীহ্ হাদীস রয়েছে। আর তা হচ্ছে হাদীসে ইসরা বা মি'রাজের হাদীস। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) মি'রাজের রাতে অনুরূপ দেখেছিলেন। এর উত্তরে বলা যেতে পারে যে ঃ

১. এ হাদীস দ্বারা এটা তো বুঝা যায় না যে, সব আত্মাই সেদিন প্রত্যক্ষভাবে হযরত আদম (আ)-এর ডানে এবং বামে ছিল। বরং কিছুসংখ্যক আত্মাকে তার ডানে, উচ্চতর ও প্রশস্ততর স্থানে দেখা গিয়েছিল, আর কিছুসংখ্যক আত্মাকে দেখা দিয়েছিল তার বামে, নিম্নভূমির সংকীর্ণ ও অন্ধকার স্থানসমূহে।

www.amarboi.org

২. দুনিয়ার আসমানে রাসূলুল্লাহ (স)-এর সামনে তাদেরকে সাময়িকভাবে পেশ করাটা অসম্ভব কিছু নয়—যদিও পুণ্যবানদের অবস্থানস্থল ইল্লীয়্যীনে এবং পাপীদের অবস্থানস্থল সিজ্জীনে।

৩. রাসূলুল্লাহ (স) তো এটা বলেননি যে, তিনি ঐ জায়গায় (দুনিয়ার আসমানে) সমগ্র পুণ্যবানদের আত্মা দেখেছেন—বরং তিনি এই বলেছেন যে, আমি হযরত আদম (আ)-এর ডান পাশে কিছু আত্মা ও বাম পাশে কিছু আত্মা দেখেছি। আর এটাতো জানা কথা যে, হযরত আদম (আ) এর উপরে, হযরত মূসা (আ) ও হযরত ইবরাহীম (আ) যথাক্রমে ষষ্ঠ ও সপ্তম আকাশে রয়েছেন। এই হচ্ছে রফীকে আ'লার সাথে অবস্থানকারী আত্মাদের অবস্থা। বরং এই সমস্ত আত্মাও নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী একজন অন্যজনের উপরে রয়েছে, যেমন রয়েছে পাপীদের আত্মা নিজ নিজ মর্যাদা অনুযায়ী একে অন্যের নীচে।

আত্মাদের ঠিকানার ব্যাপারে সর্বাধিক গ্রহণীয় উক্তি

যদি বলা হয়, আত্মার অবস্থানস্থল সম্পর্কে তো অনেকগুলো উক্তি দলীল-প্রমাণসহ বর্ণিত হলো, কিন্তু এর মধ্যে কোন্ উক্তিটি অধিক বিশ্বাসযোগ্য ও গ্রহণীয় ?—এর উত্তর এই যে, পুণ্যবানদের আত্মারা বারযাখের ইল্লীয়্যীনে থাকে। তবে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা অনুযায়ী সেখানে তাদের স্তরও ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। কোন কোন আত্মার অবস্থানস্থল আ'লা ইল্লীয়্যীনে, যেমন নবীদের আত্মা। অতপর নবীদের অবস্থানস্থলের মধ্যেও আবার ভিন্ন ভিন্ন স্তর রয়েছে, যেমন নবী (স) মি'রাজের রাতে দেখেছিলেন।

কোন কোন আত্মার অবস্থানস্থল ঐ সমস্ত সবুজ পাখীর পেটে, যারা জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা বিচরণ করে। আর এগুলো হলো শহীদদের আত্মা। সমগ্র শহীদের আত্মা কিন্তু এ স্তরে পৌঁছতে পারেনি। বরং কিছু সংখ্যক শহীদ এমন আছে, যাদের উপর অন্যের 'কর্‌য্' (ঋণ) ইত্যাদি থাকার কারণে তাদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করতে দেয়া হয়নি। যেমন মুসনাদে মুহাম্মাদ বিন আবদুল্লাহ বিন জুহাশ হতে বর্ণিত আছে ঃ জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আমি যদি আল্লাহর পথে নিহত হই তাহলে কি পুরস্কার পাবো ? তিনি বললেন, জান্নাত। অতপর ঐ লোকটি যখন চলে গেল তখন তিনি বললেন, তবে ঐ শহীদ ছাড়া, যার সম্পর্কে জিবরাঈল আমার কাছে এই মাত্র বলে গেলেন [অর্থাৎ যার উপর অন্যের 'কর্‌য্' ইত্যাদি রয়েছে।]

www.amarboi.org

কোন কোন আত্মাকে জান্নাতের দরজায় আটকিয়ে রাখা হবে, যেমন একটি হাদীসে আছে, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি তোমাদের এক সাথীকে দেখলাম যে, তাকে জান্নাতের দরজায় আটকে রাখা হয়েছে।

কোন কোন আত্মাকে তার কবরে আটকে রাখা হয়। যেমন একটি হাদীসে আছে, জনৈক ব্যক্তি অন্যের চাঁদর চুরি করেছিল। অতপর সে শহীদ হলে লোকেরা মনে করলো যে, সে জান্নাতী। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, আল্লাহর কসম! সে যে চাঁদর চুরি করেছিল তা আগুনে পরিণত হয়ে তার কবরে দাউ দাউ করে জ্বলছে।

কোন কোন আত্মার অবস্থানস্থল জান্নাতে, যেমন ইবনে আব্বাস (রা)-বর্ণিত হাদীসে আছে, শহীদরা জান্নাতের দরজা সংলগ্ন নদীর তীরে একটি সবুজ গম্বুজের মধ্যে থাকে এবং সকাল-সন্ধ্যায় জান্নাত থেকে তাদের 'রিয্ক' আসে। ইমাম আহমাদ এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

কিন্তু জাফর বিন আবু তালিব (রা)-এর অবস্থা এর বিপরীত। তাঁকে আল্লাহ তাআলা তাঁর এ হাতের বদলে দুটি ডানা দিয়েছেন, যেগুলোর সাহায্যে তিনি জান্নাতের যেখানে ইচ্ছা উড়ে বেড়ান।

কোন কোন আত্মা পৃথিবীতেই আটক থাকে। সেগুলো মালা-ই-আ'লায় উঠতে পারে না। কেননা এগুলো হলো নিম্নস্তরের মেটে আত্মা। আর মেটে আত্মা আসমানী আত্মার সাথে কখনো একত্রিত হতে পারে না, যেমন তারা একত্রিত হতে পারেনি এ পৃথিবীতে। যে ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহর মা'রিফাত (পরিচিতি), মুহাব্বাত (প্রেম), নৈকট্য ও ভালবাসা অর্জন করতে পারেনি বরং কামনা-বাসনা ও পাপাচারের মধ্যে ডুবেছিল তার আত্মা দেহ থেকে পৃথক হওয়ার পর তারই সমজাতীয় আত্মার সাথে অবস্থান করে, যেমন—যে উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি দুনিয়ায় আল্লাহর ভালবাসা, নৈকট্য ও প্রেমানুভূতির মধ্যে ডুবে ছিল দেহ থেকে পৃথক হওয়ার পরও সে তারই সমগোত্রীয় (উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন) আত্মাদের সাথে অবস্থান করবে। মোটকথা, বারযাখে এবং কিয়ামতের দিনেও মানুষ তারই সাথে থাকবে যার সাথে তার প্রেমের সম্পর্ক রয়েছে। আল্লাহ তাআলা বারযাখে এবং কিয়ামতের দিনে সমগোত্র ও সমমর্যাদার আত্মাদেরকে পরস্পরের সাথে মিলিত করে দেন। মূলত বারযাখে পবিত্র আত্মারা পবিত্র আত্মার সাথে থাকে এবং অপবিত্র আত্মারা থাকে অপবিত্র আত্মাদের সাথে।

কোন কোন ব্যভিচারী স্ত্রী-পুরুষের আত্মা জ্বলন্ত চুলার মধ্যে থাকে, কোন কোন আত্মা রক্তাক্ত নদীতে সাঁতার কাটে এবং তাদের মুখের মধ্যে পাথর ঠেঁসে দেয়া হয়।

www.amarboi.org

মোটকথা, উচ্চস্তরের আত্মারা আলা ইল্লীয়্যীনে থাকে এবং নিম্নস্তরের আত্মারা মাটি ছেড়ে কোথাও যেতে পারে না।

হাদীস সম্পর্কে বিস্তারিত জ্ঞান অর্জন করলে দেখা যাবে, এ বিষয়ের উপর পর্যাপ্ত দলীল-প্রমাণ রয়েছে। সহীহ হাদীসমূহের মধ্যে পরস্পর বৈপরিত্য রয়েছে এমন ধারণা করা ঠিক নয়। বরং সহীহ হাদীস একটি অপরটির সত্যতা প্রমাণ করে। কিন্তু সেগুলোকে বুঝতে হবে—সর্বোপরি পরিচয় লাভ করতে হবে আত্মা এবং তার অবস্থাদির। কেননা আত্মার অবস্থা দেহের অবস্থার চেয়ে সম্পূর্ণ পৃথক। আত্মা বারযাখের জান্নাতে থাকা অবস্থায়ও আসমানে, কবরের আঙিনায় এবং আপন দেহের সাথে সম্পর্কিত ও সম্পৃক্ত থাকতে পারে। সে অত্যন্ত দ্রুতবেগে উঠানামা ও চলাফেরা করতে পারে। কোন কোন আত্মা মুক্ত, কোন কোনটি বন্দী, কোন কোনটি উচ্চস্তরের, আবার কোন কোনটি নিম্নস্তরের। দেহ হতে পৃথক হবার পর সুস্থতা-অসুস্থতা, সুখ-দুঃখ সবকিছুর প্রতিক্রিয়া আত্মার উপর তেমনই বা তার চেয়েও বেশী পড়ে—যেমন পড়ত পৃথিবীতে, দেহের সাথে তার যুক্ত থাকা অবস্থায়। অর্থাৎ আত্মার জগতেও বন্দীত্ব, কষ্ট-যন্ত্রণা, রোগ ব্যাধি ও হা-হুতাশ রয়েছে, যেমন রয়েছে সুখ-সম্ভোগ ও আয়েশ-আরাম।

আত্মার চারটি ঘর

আত্মারা মোট চারটি ঘরে বাস করে। সেগুলোর মধ্যে পরবর্তী ঘর পূর্ববর্তী ঘরের চেয়ে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ।

প্রথম ঘরটি হলো মায়ের গর্ভ। এ ঘরটি বদ্ধ, সংকীর্ণ এবং তিন তিনটি অন্ধকারে আচ্ছন্ন।

দ্বিতীয় ঘরটি হলো দুনিয়া। এখানে আত্মা মানবরূপে জন্মলাভ করে, বর্ধিত হয়, প্রেম-ভালবাসায় উদ্বুদ্ধ হয়, পাপপুণ্য অর্জন করে এবং সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্যের অধিকারী হয়।

তৃতীয় ঘরটি হলো বারযাখ। এ ঘরটি দ্বিতীয় স্তরের ঘরের চেয়ে অনেক বিরাট ও প্রশস্ত। বরং প্রথম ও দ্বিতীয় ঘরের মধ্যে বিরাটত্বের যে পার্থক্য ছিল, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঘরের মধ্যে অনুরূপ পার্থক্যই বিদ্যমান।

চতুর্থ ঘরটি হলো আখিরাত তথা জান্নাত অথবা জাহান্নাম। এরপরে আর কোনো ঘর নেই। আল্লাহ তাআলা ক্রমান্বয়ে আত্মাকে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে স্থানান্তরিত করেন এবং শেষ পর্যন্ত তাকে সেই ঘরে পৌঁছিয়ে

www.amarboi.org

দেন, যা একমাত্র তারই যোগ্য। এ ঘরের জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তারই আমল অনুযায়ী একে প্রস্তুত করে রাখা হয়েছে। প্রত্যেক ঘরেরই অবস্থা ও ব্যবস্থা ভিন্ন রকমের। মহামহিমান্বিত সেই আল্লাহ্, যিনি মানুষকে সৃষ্টি করেন, মারেন, জীবিত করেন এবং তার কৃত পাপপুণ্য ও আচার-আচরণ অনুযায়ী তার সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য নির্ধারণ করেন। যে সাক্ষ্য দেয় আল্লাহ্ ছাড়া কোন প্রভু নেই, তিনি সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক ও সর্ববিষয়ে নির্ভর এবং যে তার নবী ও রাসূলগণকে অনুসরণ করে এবং রিপুর তাড়না হতে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে সে ভাগ্যবান। আর যে এগুলোর বিপরীত করে সে হতভাগা ; তার মানবজীবন সম্পূর্ণ ব্যর্থ।

☆

www.amarboi.org

সপ্তদশ জিজ্ঞাসা

মৃতদের আত্মা কি জীবিতদের আমল (ক্রিয়াকর্ম) দ্বারা উপকৃত হয় ?

ফকীহ্, মুহাদ্দিস ও মুফাস্সিরগণের মতে মৃতদের আত্মা দুটি অবস্থায় জীবিতদের আমল (ক্রিয়াকর্ম) দ্বারা উপকৃত হয়।

প্রথম অবস্থা হলো, খোদ মৃত ব্যক্তির জীবনকাল। সে তার জীবনকালে আপন আমল দ্বারা নিজের পরকালের উপকার সাধন করতে পারে।

দ্বিতীয় অবস্থা হলো, যখন কোন মু'মিন, মৃত ব্যক্তির জন্য দু'আ, ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা), দান-খয়রাত, হাজ্জ ইত্যাদি করে। তবে জীবিতদের দৈহিক আমলের সাওয়াব মৃতদের কাছে পৌছে না শুধু তাদের আর্থিক আমল তথা 'ইনফাক' (আল্লাহর পথে ব্যয় করা)-এর সাওয়াব পৌছে—এ ব্যাপারে মতবিরোধ রয়েছে। সংখ্যাগরিষ্ঠের মতে, শুধুমাত্র দৈহিক আমলের সাওয়াব পৌছে। কোন কোন হানাফীর মতে, ইনফাক-এর সওয়াবও পৌছে।

দৈহিক ইবাদাত—যেমন রোযা, নামায, কুরআন তেলাওয়াত, যিক্র ইত্যাদির ক্ষেত্রেও মতবিরোধ রয়েছে। অধিকাংশ পূর্ববর্তী উলামা এবং ইমাম আহমদ (র)-এর মতে, এগুলোর সাওয়াব অবশ্যই মৃতদের কাছে পৌছে। ইমাম আবু হানীফা (র)-এর কোন কোন শিষ্যও এ মত পোষণ করেন। মুহাম্মাদ বিন ইয়াহ্ইয়া কুহ্হাল বলেন, আবু আবদুল্লাহ (ইমাম আহমাদ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, যদি এক ব্যক্তি কোন পুণ্যকাজ করে—যেমন নামায পড়ে, সদকা দেয় কিংবা অন্য কোন কাজ করে এবং এর অর্ধেক সাওয়াব আপন পিতা অথবা মাতার জন্য উৎসর্গ করে, তাহলে কি তা সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে পৌছে ? তিনি বলেন, 'মৃতের কাছে যাবতীয় আমলেরই সাওয়াব পৌছে।' উপরন্তু তিনি বলেন, তোমরা তিনবার আয়াতুল কুরসী ও কুল হুয়াল্লাহ্ (সূরা ইখলাস) পড়, অতপর বল, হে আল্লাহ, তুমি এর সাওয়াব কবরবাসীদের কাছে পৌছিয়ে দাও। অবশ্য ইমাম শাফী ও মালিক (র)-এর মতে, এ সমস্ত আমলের সাওয়াব মৃতের কাছে পৌছে না।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

www.amarboi.org

কোন কোন মুতাকাল্লিম বেদাতীর অভিমত

কোন কোন মুতাকাল্লিম বেআাতীর মতে, মৃতদের কাছে না কোন দু'আর সাওয়াব পৌছে, আর না কোন আমলের। কিন্তু সহীহ্ হাদীসের দৃষ্টিতে এ উক্তি সম্পূর্ণ ভ্রান্ত।

উপরে উল্লেখিত প্রথম অবস্থা অর্থাৎ মৃত যখন জীবিত থাকে তখন সে যে আমল করে তার সাওয়াব মৃত্যুর পরও তার কাছে পৌছতে থাকে। এর প্রমাণ হলো সহীহ্ মুসলিমে বর্ণিত আবু হুরাইরা (রা)-এর হাদীস, যাতে বলা হয়েছে, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেন ঃ "যখন মানুষ মারা যায় তখন তার যাবতীয় আমল বন্ধ হয়ে যায়, কিন্তু তিনটি আমল বাকী থাকে। আর তাহলো, (১) সাদকা-ই-জারিয়াহ্, (২) তার রেখে যাওয়া ঐ ইল্‌ম, যার দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে এবং (৩) তার রেখে যাওয়া পুণ্যবান সন্তান, যে তার জন্য দুআ করে।"

এখানে যে তিনটি আমলের কথা বলা হয়েছে তা মূলত মৃত ব্যক্তিরই আমল। আর এগুলোর কারণেই সে মৃত্যুর পর সাওয়াবের ভাগী হচ্ছে।

সুনানে ইবনে মাজায় আছে, আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) বলেছেন ঃ

اِنَّمَا يَلْحَقُ الْمُؤْمِنَ مِنْ عَمَلِهٖ وَحَسَنَاتِهٖ بَعْدَ مَوْتِهٖ عِلْمًا عَلَّمَهٗ وَنَشَرَهٗ اَوْ وَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهٗ اَوْ مُصْحَفًا وَرَّثَهٗ اَوْ مَسْجِدًا بَنَاهُ اَوْ بَيْتًا لِاِبْنِ السَّبِيْلِ بَنَاهُ اَوْ نَهْرًا اَكْرَاهُ اَوْ صَدَقَةً اَخْرَجَهَا مِنْ مَّالِهٖ فِىْ صِحَّتِهٖ وَحَيَاتِهٖ تَلْحَقُهٗ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهٖ ـ ابن ماجة

"মুমিনের মৃত্যুর পর যে সমস্ত আমল ও পুণ্যকাজের সাওয়াব তার কাছে পৌছে তাহলো, (১) ঐ ইল্‌ম, যা সে অপরকে শিখিয়েছে এবং মানুষের মধ্যে তা প্রচারের ব্যবস্থাও করে গেছে, (২) ঐ পুণ্যবান সন্তান, যাকে সে দুনিয়ায় রেখে গেছে এবং যে তার জন্য দুআ করে, (৩) উত্তরাধিকার হিসেবে সে যে কুরআন রেখে গেছে, (৪) সে যে মসজিদ নির্মাণ করে গেছে (৫) সে যে মুসাফিরখানা নির্মাণ করে গেছে (৬) সে যে পানির খাল খনন করে গেছে এবং (৭) তার ঐ সাদকা, যা সে সুস্থ ও জীবিত অবস্থায় নিজ হাতে জারী করে গেছে। এ সমস্ত আমলের সাওয়াব মৃত্যুর পরও তার কাছে পৌছতে থাকে।"–ইবনে মাযাহ

www.amarboi.org

সহীহ্ মুসলিমে আছে, জারীর বিন আবদুল্লাহ (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন ঃ

مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَئٍ وَمَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنْقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْئًا - مسلم

"যে ব্যক্তি ইসলামের মধ্যে কোনো 'সুন্নাতে হাসানা' (পুণ্যপ্রথা) চালু করে তার সওয়াব সে পাবে এবং ঐ সমস্ত লোকের সমপরিমাণ সাওয়াবও পাবে, যারা এর উপর আমল করবে। কিন্তু এতে আমলকারীদের সাওয়াব হ্রাস করা হবে না। আর যে ইসলামে কোন কুপ্রথা চালু করে, তার পাপের বোঝা সে বহন করবে এবং ঐ সমস্ত লোকের সমপরিমাণ পাপের বোঝাও বহন করবে যারা এর উপর আমল করবে। কিন্তু এতে আমলকারীদের পাপের বোঝা হালকা করা হবে না।"

অনুরূপ মর্মের অনেক হাদীস বিভিন্ন সূত্রে রাসূলুল্লাহ (স) হতে বর্ণিত আছে।

হুযাইফা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স)-এর যুগে জনৈক ব্যক্তি মানুষের কাছে কিছু চাইলো। কিন্তু তাকে কেউ কিছু দিল না। অতপর একটি লোক তাকে কিছু দিল এবং তার দেখাদেখি অন্যান্য লোকেরাও কিছু কিছু দিল। তখন নবী (স) বললেন, যে ব্যক্তি কোনো পুণ্যপ্রথা চালু করলো এবং তাতে অন্যান্যরাও তাকে অনুসরণ করলো সে নিজের আমলের সাওয়াব তো পাবেই, উপরন্তু ঐ সমস্ত লোকের সমপরিমাণ সাওয়াবও পাবে যারা তাকে অনুসরণ করে ঐ আমল করেছে ; কিন্তু এতে অনুসরণকারীদের আমলের সাওয়াব কোনভাবেই হ্রাস করা হবে না।

রাসূলুল্লাহ (স)-এর বাণী দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয়—যাতে বলা হয়েছে, কিয়ামত পর্যন্ত যত লোককে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হবে, সে হত্যার (পাপের) একটি অংশ আদম (আ)-এর সন্তান কাবীলকেও বহন করতে হবে। কেননা সে-ই হচ্ছে প্রথম ব্যক্তি, যে দুনিয়ায় হত্যার প্রচলন করেছিল।–বুখারী, মুসলিম, তিরমিযি, নাসায়ী, ইবনে মাজা, আহমাদ।

অতএব, আযাব ও শাস্তির ক্ষেত্রে যে নিয়ম প্রযোজ্য, সাওয়াব এবং মর্যাদার ক্ষেত্রেও সেই নিয়মই প্রযোজ্য।

www.amarboi.org

নিজের আমল ছাড়া, অন্যান্যদের আমল দ্বারাও যে মৃত ব্যক্তিরা উপকৃত হয় তার উল্লেখ রয়েছে একাধারে কুরআনে, সুন্নায় এবং ইজমা ও শরীআতের নীতিমালায়। পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ جَآءُوْ مِنْۢ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْلَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا

بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا رَبَّنَآ اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ○

"যারা তাদের পরে এসেছে, তারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদেরকে এবং বিশ্বাসে অগ্রণী আমাদের ভাইদেরকে ক্ষমা কর এবং বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ রেখ না। হে আমাদের প্রতিপালক, তুমি তো দয়াদ্র, পরম দয়ালু।"

–সূরা আল হাশর ঃ ১০

এখানে আল্লাহ তাআলা অগ্রণী মুমিনদের জন্য দু'আ করার কারণে পরবর্তী মু'মিনদের প্রশংসা করেছেন। এর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা গেল যে, জীবিতদের 'ইস্‌তিগ্‌ফার' (ক্ষমা প্রার্থনা) দ্বারা মৃতরা উপকৃত হয়।

এ ক্ষেত্রে একথাও বলা যেতে পারে যে, অগ্রণীরা প্রথমে ঈমান এনে ঈমান আনার সুন্নাত বা প্রথা পরবর্তীদের জন্য রেখে গেছে। ফলে পরবর্তীরা ঈমান এনেছে এবং তাদের ঈমান আনার কারণে তার সাওয়াব অগ্রণীদের কাছে গিয়েও পৌছ্‌ছে। মূলত মৃতের আমলের কারণেই (যখন সে জীবিত ছিল) মৃত্যুর পর তার কাছে এ সাওয়াব পৌছ্‌ছে। আর যেহেতু সালাতুল জানাযার মাধ্যমে মৃতের জন্য দুআ করা হয় এবং সমগ্র উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, এর দ্বারা মৃতেরা উপকৃত হয় তাই এটাও পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মৃতরা অবশ্যই জীবিতদের দু'আ দ্বারাও উপকৃত হয়।

আবু হুরাইরা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, যখন তোমরা কোনো মৃতের জন্য দুআ করবে তখন একনিষ্ঠতার সাথে তা করবে।

সহীহ মুসলিমে আছে, আওফ বিন মালিক (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ (স) একটি জানাযার নামাযে মৃতের জন্য যে দু'আ করেন আমি তা সাথে সাথে মুখস্থ করে ফেলি। তাতে তিনি বলেছিলেন, 'হে আল্লাহ ! তাকে ক্ষমা কর, তার উপর কৃপা কর, তাকে মার্জনা কর, তার গুনাহকে পানি ও বরফ দ্বারা ধুয়ে ফেল, তাকে গুনাহ থেকে এমনভাবে পরিষ্কার কর যেমন পরিষ্কার করা হয় শুভ্র বসনকে ময়লা থেকে ! তাকে এ ঘরের চেয়ে উৎকৃষ্ট ঘর, এ পরিবার-পরিজনের চেয়ে উৎকৃষ্ট পরিবার-পরিজন এবং এ

www.amarboi.org

পোশাকের চেয়ে উৎকৃষ্ট পোশাক দান কর। তাকে জান্নাত দান কর এবং কবরের শাস্তি ও জাহান্নামের আযাব থেকে তাকে বাঁচাও।

ওয়াসেলাহ্ বিন আসকা (র) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) জনৈক ব্যক্তির জানাযার নামায পড়েন এবং তাতে এ দু'আ করেন, 'হে আল্লাহ্ ! অমুকের পুত্র অমুক তোমারই হিফাযতে রয়েছে এবং তোমারই কাছে চলে গেছে। অতএব তুমি তাকে কবরের পরীক্ষা ও জাহান্নামের আযাব থেকে রক্ষা কর। তুমি তোমার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ কর ; তুমি তাকে মার্জনা কর এবং তার উপর কৃপা কর ; নিশ্চয়ই তুমি শ্রেষ্ঠ মার্জনাকারী ও পরম করুণাময়।

এ মর্মের আরও অনেক হাদীস রয়েছে। মূলত মৃতদের উপর নামায পড়ার আসল লক্ষ্যই হলো জীবিতদের দু'আ দ্বারা যেন মৃতরা উপকৃত হয়। দাফনের পর মৃতদের জন্য দু'আ করার উদ্দেশ্যও তাই।

উসমান বিন আফ্ফান (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ্ (স) কোন মৃতকে দাফন করার পর কবরের পাশে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং দু'আ কর—যেন সে (সত্যের উপর) প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারে। কেননা এখনই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

মৃতদের কবর যিয়ারত করার সময় তাদের জন্য দুআ করার উদ্দেশ্যও তাই। সহীহ্ মুসলিমে আছে, বুরায়দা বিন খাসীব (রা) বলেন ঃ

كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ اِذَا خَرَجُوْا اِلَى الْمَقَابِرِ اَنْ يَقُوْلُوْا : اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ اَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَاِنَّا اِنْ شَاءَ اللّٰهُ بِكُمْ لَاحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللّٰهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ ـ مسلم

"যখন আমরা কবর যিয়ারতে বের হতাম তখন আমাদেরকে এ দুআ শিখিয়ে দেয়া হতো ঃ হে কবরবাসী মুসলিম ও মুমিনরা ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আল্লাহ্ চাইলে, আমরাও তোমাদের সাথে এসে মিলিত হচ্ছি। আমরা আমাদের জন্য এবং তোমাদের জন্য আল্লাহ্ তাআলার কাছে মার্জনা ভিক্ষা করছি।"–মুসলিম

সহীহ্ মুসলিমে আছে, আয়েশা (রা) রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে প্রশ্ন করেন, "আমরা কবরবাসীদের জন্য কিভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করব ? রাসূলুল্লাহ্ (স) উত্তরে বলেন, 'বল, হে কবরবাসী মুসলিম ও মুমিনগণ! তোমাদের

১৯—

www.amarboi.org

উপর শান্তি বর্ষিত হোক, আমাদের পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের উপর আল্লাহ্ কৃপা করুন, আল্লাহ্ চাহে তো আমরাও তোমাদের সাথে এসে মিলিত হচ্ছি।"

সহীহ্ মুসলিমে আরও আছে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (স) শেষ রাতে 'বাকী (মদীনার কবরস্থান)-এর দিকে যান এবং সেখানে গিয়ে বলেন, 'হে কবরে অবস্থানকারী মুমিনগণ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদের সাথে আল্লাহ্ তাআলা যে ওয়াদা করেছিলেন তা তোমরা প্রত্যক্ষ করেছ। কিয়ামত আগত। চাহে তো আমরাও তোমাদের সাথে এসে মিলিত হচ্ছি।

সহীহ্ মুসলিমে আরও আছে, হযরত আয়েশা (রা) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ্ (স) শেষ রাতে 'বাকী'-এর দিকে যান এবং সেখানকার কবরবাসীদের সম্বোধন করে বলেন, হে কবরবাসী মুমিনগণ ! তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক, তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়েছিল তা তোমরা প্রত্যক্ষ করেছ। কিয়ামত আগত। আল্লাহ্ চাহে তো আমরাও তোমাদের সাথে এসে মিলিত হচ্ছি। হে আল্লাহ্ ! 'বাকী'-ইল-গারকা'দ-বাসীদেরকে ক্ষমা করো।"

এভাবে রাসূলুল্লাহ্ (স) নিজেও মৃতদের জন্য দুআ করেছেন এবং অন্যকেও এরূপ দু'আ করতে বলেছেন। সাহাবা ও তাবেয়ীনসহ যুগের পর যুগ ধরে সকল মুসলমানই মৃতদের জন্য দু'আ করেছেন এবং এখনও করছেন। এটি এমন একটি ঘটনা, যা কেউ অস্বীকার করতে পারবে না। একটি হাদীসে আছে, আল্লাহ্ তাআলা জান্নাতের মধ্যে কোন বান্দার মর্যাদা আরও কিছুটা বৃদ্ধি করে দিলে সে বলবে, 'কি কারণে আমার এ মর্যাদা বৃদ্ধি করা হলো ? তখন তাকে বলা হবে, এটা করা হয়েছে তোমার সন্তানদের দু'আর কারণে।–ইবনে কাইয়্যিম ঃ আর রূহ

সাদকার সাওয়াবও মৃতদের কাছে পৌছে

সাদকার সাওয়াবও মৃতদের কাছে পৌছে। যেমন সহীহাইনে (বুখারী-মুসলিম) আছে, আয়েশা (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রসূলুল্লাহ্ (স)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমার মা হঠাৎ মারা গেছেন। তিনি কোন অসিয়াত করে যেতে পারেননি। আমার ধারণা, অন্তিম মুহূর্তে কথা বলতে পারলে নিশ্চয়ই তিনি সাদকার জন্য অসিয়াত করে যেতেন। এখন আমি যদি তার পক্ষ হতে কিছু সাদকা করি তাহলে কি তার কাছে এর সাওয়াব পৌছবে ? রসূলুল্লাহ্ (স) বললেন, হ্যাঁ।

www.amarboi.org

সহীহ্ বুখারীতে আছে, ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সাদ বিন উবাদার মাতা যখন ইনতিকাল করেন, তখন সাদ প্রবাসে ছিলেন। প্রবাস থেকে ফিরে এসে তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বলেন, হে আল্লাহর রসূল! আমার মা যখন ইনতিকাল করেন তখন আমি উপস্থিত ছিলাম না। এখন আমি যদি তার পক্ষ হতে কিছু সাদকা করি তাহলে এর দ্বারা কি তিনি উপকৃত হবেন ? রাসূলুল্লাহ (স) বলেন, হ্যাঁ। তখন সাদ (রা) বলেন, আমি আপনাকে সাক্ষী রেখে বলছি যে, আমি আমার মিখরাফের বাগানটি তার জন্য সাদকা করে দিলাম।

সহীহ্ মুসলিমে আছে, আবু হুরাইরা (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-কে সম্বোধন করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার পিতা ধন-সম্পদ রেখে মারা গেছেন, কিন্তু কোনো অসীয়াত করে যাননি। আমি যদি কিছু সাদকা করি তাহলে তা কি তার কোনো উপকারে আসবে ? রাসূলুল্লাহ (স) উত্তর দিলেন, হ্যাঁ।

মুসনাদে আহমদে আছে, সাদ বিন উবাদা (রা) রসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন, 'হে আল্লাহর রাসূল! উম্মে সাদ মারা গেছেন। এখন তার পক্ষ থেকে কোন্ সাদকাটি শ্রেষ্ঠ হবে ? রাসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বললেন, পানি। তখন তিনি একটি কূপ খনন করলেন এবং বললেন, এটা আমি উম্মে সাদের জন্য উৎসর্গ করলাম।'

রোযার বিনিময়ে মিসকীন খাওয়ানোর সাওয়াবও মৃতদের কাছে পৌঁছে

ইবনে উমর (রা) হতে বর্ণিত আছে—রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি এমতাবস্থায় মারা যায় যে, তার যিম্মায় এক মাসের রোযা রয়ে গেছে তাহলে তার পক্ষ হতে প্রতি একদিনের রোযার বিনিময়ে যেন একজন মিসকীনকে খাওয়ানো হয়।—তিরমিযী ও ইবনে মাজা

হাজ্জের সাওয়াবও মৃতদের কাছে পৌঁছে

হজ্জের সাওয়াব মৃতদের কাছে পৌঁছে। যেমন সহীহ্ বুখারীতে আছে —ইবনে আব্বাস (রা) বলেছেন, একজন জুহানী স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল, আমার মা হাজ্জের মানত করেছিলেন, কিন্তু হাজ্জ করার পূর্বেই তিনি মারা গেছেন। আমি কি তার পক্ষ থেকে হাজ্জ করবো ? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, হ্যাঁ কর। দেখ, যদি তোমার মায়ের কোন ঋণ থাকত তাহলে কি তুমি তা পরিশোধ করতে না ? এভাবে

www.amarboi.org

আল্লাহর ঋণও পরিশোধ কর। কেননা আল্লাহর ঋণ পরিশোধ করা আরও বেশী জরুরী।–বুখারী

বুরায়দা (রা) রাসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন, আমার মা কখনও হাজ্জ করেননি, আমি কি তার পক্ষ থেকে হাজ্জ করব ? রাসূলুল্লাহ (স) উত্তরে বললেন, 'হ্যাঁ, তার পক্ষ হতে হাজ্জ কর।'

ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে—তিনি বলেন, সানান বিন সালামাহ জুহানী (রা)-এর স্ত্রী রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বলল, আমার মা মারা গেছেন, কিন্তু হাজ্জ করেননি ; এমতাবস্থায় আমি যদি হাজ্জ করি তাহলে কি তিনি এর দ্বারা উপকৃত হবেন ? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, হ্যাঁ—যদি তোমার মায়ের ঋণ থাকত এবং তুমি তা পরিশোধ করতে তাহলে কি তিনি এর দ্বারা উপকৃত হতেন না ?–নাসায়ী

অনুরূপভাবে ইবনে আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত আছে—জনৈকা স্ত্রীলোক রাসূলুল্লাহ (স)-কে তার ঐ ছেলে সম্পর্ক জিজ্ঞেস করল, যে মারা গেছে, কিন্তু হাজ্জ করেনি। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, তুমি তোমার ছেলের পক্ষ থেকে হাজ্জ করো।

ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে এসে বললো, হে আল্লাহর রাসূল, আমার বাবা মারা গেছেন এমতাবস্থায় যে, তিনি হাজ্জ করেননি ; আমি কি তার পক্ষ থেকে হাজ্জ করব ? রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, দেখ, তোমার পিতার উপর যদি কোন ঋণ থাকত তাহলে কি তুমি তা পরিশোধ করতে না ? সে বলল, হ্যাঁ। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, (পরিশোধের ক্ষেত্রে) আল্লাহর ঋণ তো আরও অগ্রগণ্য।

মৃতদের পক্ষ থেকে ঋণও পরিশোধ করা যায়

এ ব্যাপারে মুসলিম উম্মাহর 'ইজমা' (ঐকমত্য) রয়েছে যে, যদি কোন মৃতের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করা হয় তাহলে মৃত ব্যক্তি সে ঋণের দায়িত্ব হতে মুক্তি পায়—চাই সে ঋণ পরিশোধকারীর কাছে অপরিচিত হোক, আর চাই অন্য কারো মাল থেকে তার ঐ ঋণ পরিশোধ করা হোক। আবু কাতাদা (রা)-এর হাদীস দ্বারাও একথা প্রমাণিত হয়। তাতে আছে, তিনি (আবু কাতাদা) কোন মৃতের পক্ষ থেকে দুই দীনারের যামিন হয়েছিলেন। যখন তিনি তা পরিশোধ করে দিলেন, তখন বললেন, এবার সে (মৃত ব্যক্তি) দায়িত্ব থেকে রেহাই পেল।

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

www.amarboi.org

মৃত ব্যক্তির ঋণ মাফ করে দেয়া হলে সে তা পরিশোধের দায়িত্ব হতে মুক্তি পায়

এ ব্যাপারেও উলামাবৃন্দের মধ্যে ঐকমত্য রয়েছে যে, যদি মৃত ব্যক্তির উপর কোনো জীবিত ব্যক্তির পাওনা থাকে এবং সে তা মাফ করে দেয় তাহলে মৃত ব্যক্তি তা পরিশোধের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পায়—যেমন কোন জীবিত ব্যক্তি অপর কোনো জীবিত ব্যক্তিকে মাফ করে দিলে সে ঐ দায়িত্ব থেকে রেহাই পায়। অকাট্য দলীল ও ইজমা দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়েছে যে, জীবিত ব্যক্তির ঋণ মাফ করে দেয়া হলে সে তা পরিশোধের দায়িত্ব থেকে মুক্তি পায়—যদিও তার নিকট হতে এ ঋণ আদায় করার সুযোগ এখনও বাকী আছে। অতএব মৃত ব্যক্তির ঋণ যদি মাফ করে দেয়া হয় তাহলে তো আরও উৎকৃষ্ট পন্থায় ঐ ঋণ পরিশোধের দায়িত্ব হতে সে (মৃত ব্যক্তি) রেহাই পাবে ; কেননা এখন তার নিকট হতে এ ঋণ আদায় করার কোনো সুযোগই আর অবশিষ্ট নেই।

অতএব একথা পরিস্কার যে, আমলের সাওয়াবও মৃতের কাছে পৌছে। কেননা সাওয়াব হচ্ছে আমিল তথা আমলকারীর হক। যখন কোন মুসলিম অপর জীবিত মুসলিমকে হেবা স্বরূপ কিছু দান করে তখন তা থেকে যেমন তাকে বাধা দেয়া যায় না, তেমনই বাধা দেয়া যায় না যখন সে কোন মৃতের জন্য কিছু হেবা করে।

ইবাদাত দুই প্রকারের। যথা ঃ মালী (ধন-সম্পদ সম্পর্কিত) ও বাদানী (দেহ সম্পর্কিত)। মৃতদের কাছে সাদকার সাওয়াব পৌছার ব্যাপারটি যখন শরীআত সমর্থন করে তখন যাবতীয় মালী ইবাদাতের সাওয়াবও তাদের কাছে পৌছবে। অনুরূপভাবে শরীআত-সম্মতভাবে রোযার সাওয়াব যখন তাদের কাছে পৌছে তখন যাবতীয় বাদানী ইবাদাতের সাওয়াবও তাদের কাছে পৌছবে। অধিকন্তু হাজ্জের সাওয়াবও যখন তাদের কাছে পৌছে তখন মালী-বাদানী মিশ্রিত ইবাদাতসমূহের সওয়াবও তাদের কাছে পৌছবে। (হাজ্জের মধ্যে ধন-সম্পদ যেমন খরচ করতে হয় তেমনি দৈহিক পরিশ্রমও করতে হয়)। উপরোক্ত তিন ধরনের (মালী, বাদানী ও মালী-বাদানী-মিশ্রিত) ইবাদাতের সাওয়াব যে মৃতদের কাছে পৌছে তা 'নস' (প্রকাশ্য দলীল) ও কিয়াস (অনুমান) দ্বারা প্রমাণিত।

জীবিতদের সাওয়াব দান করা কি বৈধ ?

কেউ কেউ বলেন, মৃতদেরকে হাদিয়া স্বরূপ সাওয়াব দান করা বৈধ হলে জীবিতদেরকেও তা দান করা বৈধ হওয়া উচিত।

www.amarboi.org

তাদের উত্তরে আবু ওয়াফা বিন আকীল (র) বলেছেন, একথাটি বিবেক-বুদ্ধিবর্জিত। প্রকৃতপক্ষে এর দ্বারা যেন শরীআতের সাথেই রসিকতা করা হচ্ছে এবং আল্লাহর আমানতের মধ্যে অযথা হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে। কেননা আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে ইসতিগ্‌ফার (ক্ষমা প্রার্থনা) ও নামাযে-জানাযার মাধ্যমে শুধুমাত্র মৃতদের কাছে সাওয়াব পৌঁছার সুযোগ করে দিয়েছেন। অতএব এর উপর জীবিতদের টেনে আনা একেবারেই অবান্তর।

কেউ কেউ বলেন, জীবিতকালে একে অন্যের ঋণের বোঝা বহন করতে পারে বলে মৃত্যুর পরও সর্বসম্মতিক্রমে তা করার অনুমতি আছে। কেননা ঋণের দায়িত্ব বহনের ক্ষেত্রে জীবন ও মৃত্যুর মধ্যে কোন পার্থক্য নেই। উভয় অবস্থায়ই ঋণের দাবী শেষ হয়ে যায়। ব্যাপারটি যখন এই, তখন জীবন মৃত্যু উভয় অবস্থায়ই একের সাওয়াবও অন্যকে পৌঁছানো যেতে পারে। এতে তো আপত্তির কিছু থাকতে পারে না।

এর উত্তর এভাবে দেয়া যেতে পারে যে, যদি উভয় অবস্থায় সাওয়াব পৌঁছানো সঠিক হয় তাহলে একথা অপরিহার্য হয়ে পড়ে যে, এক জীবিতের গুনাহও অন্য জীবিতের তাওবা ও ইসতিগফার দ্বারা মাফ হয়ে যাবে। কিন্তু এরূপ কথা তো কেউ বলেন না।

কেউ কেউ বলেন, জীবিত অবস্থায় মানুষের শেষ পরিণাম যে ভাল হবে তার তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। কেননা সবসময়ই এ আশংকা থাকে যে, যাকে মৃতের মুক্তির উদ্দেশ্যে হাদিয়া দেয়া হয়েছে সে মুরতাদ হয়ে যাবে ; ফলে তাকে প্রদত্ত হাদিয়া কোন উপকারেই আসবে না।

এদের উত্তরে ইবনে আকীল (র) বলেন, এটি একটি অমূলক আশংকা। কেননা এ ভয় তো হাদিয়াদানকারীর ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। সেও তো মুরতাদ হয়ে মারা যেতে পারে। যদি এরূপ হয় তাহলে তার যাবতীয় আমল এবং সাথে সাথে সেই আমলও, যার সাওয়াব সে মৃতের উদ্দেশ্যে হাদিয়া করেছিল—বরবাদ হয়ে যাবে।

ইমাম ইবনে কাইয়িম বলেন, আমার মতে, এ আপেক্ষিক অপরিহার্যতাই বাতিল। নস্ ও ইজমার দলীলই একে বাতিল করে দিয়েছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (স) মৃতের পক্ষ হতে হাজ্জ ও রোযা পালনের অনুমতি প্রদান করেছেন। আর একথার ইজমা রয়েছে যে, যদি জীবিত, মৃতের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দেয় তাহলে মৃত ঐ দায়িত্ব থেকে মুক্তি পাবে—অথচ উল্লেখিত আশংকা উভয় ক্ষেত্রেই বিদ্যমান রয়েছে।

www.amarboi.org

তিনি আরও বলেন, এর উত্তর এভাবেও দেয়া যেতে পারে যে, জীবিত, মৃতের উদ্দেশ্যে যে সমস্ত পুণ্যকর্মের সাওয়াব উৎসর্গ করেছিল তার উপর মৃতের অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। অতএব এখন যদি জীবিত মুরতাদও হয়ে যায় তবু তা বাতিল হবে না। কেননা উপরোক্ত কর্মের অধিকার তার হাত থেকে চলে গেছে—যেমন সে মুরতাদ হওয়ার পূর্বে কৃতদাসকে মুক্ত করে দিয়েছিল কিংবা কাফ্‌ফারা দিয়েছিল। অতএব এটা পরিষ্কার কথা যে, এ সমস্ত বিষয়াদির উপর মুরতাদ হওয়ার কোনই প্রভাব পড়বে না। বরং অক্ষম জীবিতদের পক্ষ হতে সে যদি হাজ্জ করে থাকে তাহলে মুরতাদ হবার কোন প্রভাব সেই হাজ্জের উপরও পড়বে না। অন্যথায় অন্যের দ্বারা তো হাজ্জ সম্পাদনই সম্ভব হবে না। কেননা যার দ্বারাই তা সম্পাদন করা হবে তার ব্যাপারেও তো এ আশংকা বাকি থেকে যায়।

উপরন্তু জীবিত ও মৃতের মধ্যে এ পার্থক্য রয়েছে যে, জীবিত মৃতের মত কারো মুখাপেক্ষী নয়। কেননা তার এ সুযোগ রয়েছে যে, ইচ্ছা করলে সে নিজেই এ আমল করে নিজের জন্য সাওয়াব অর্জন করতে পারে। কিন্তু মৃতের এ আমল করার কোন সুযোগ নেই। তর্কের খাতিরে যদি একথা মেনে নেয়া হয় যে, জীবিতদের আমল দ্বারা মৃতেরা উপকৃত হবে —তা হলে তো এ সুযোগে সম্পদশালীরা তাদের ইবাদাতের যাবতীয় বোঝা গরীবদের উপরই চাপিয়ে দিয়ে যাবে। অর্থাৎ ভাড়া করা লোক দ্বারা তারা নিজেদের ইবাদাত করার ব্যবস্থা করে যাবে, যার অনিবার্য ফল হবে এই যে, ফরয, নফল—সব রকম ইবাদাত হতেই তারা অব্যাহতি পেয়ে যাবে। অধিকন্তু যে ইবাদাত আল্লাহর নৈকট্যলাভের মাধ্যম তা মানুষের নৈকট্যলাভের মাধ্যমে পরিণত হবে—সর্বোপরি ইবাদাত ইখলাস (বিশুদ্ধ চিত্ততা)-শূণ্য হয়ে পড়বে। ফলে কেউ সাওয়াবের অধিকারী হবে না—না সে, যে ইবাদাত করবে, আর না সে, যে অন্যের দ্বারা ইবাদাত করার ব্যবস্থা করে যাবে।

এ প্রসংগে ইমাম ইবনে কাইয়িম এবং এ যুগের মুজাদ্দিদ হযরত মাওলানা আযান গাছী সুফী মুফতী সাহেব বলেন, আমরা ঐ সমস্ত ইবাদাতের বিনিময় পারিশ্রমিক গ্রহণ করতে নিষেধ করি, যা আল্লাহর নৈকট্যলাভের মাধ্যম। যেমন—বিচার-মীমাংসা, ফাতওয়া দান, জ্ঞান শিক্ষা দেয়া, নামাযে ইমামতী করা, কুরআন তিলাওয়াত করা, কুরআনের তাফসীর করা ইত্যাদি এবং বলি যে, এ ধরনের ইবাদাতের বিনিময়ে পারিশ্রমিক গ্রহণ করলে ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্যই পণ্ড হয়ে যায়। কেননা

www.amarboi.org

ইবাদাতের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য তারই নির্দেশিত কিছু আমল করা। আর উপরোক্ত অবস্থায় আল্লাহর জন্য নয়, বরং পারিশ্রমিক লাভের জন্যই আমল করা হচ্ছে।

আর ঋণ প্রভৃতির আমানত যেহেতু মানুষের হক ও অধিকারের অন্তর্ভুক্ত তাই এগুলোর দায়িত্ব গ্রহণ করা যেমন কারো জীবতাবস্থায় বৈধ, তেমনি তার মৃত্যুর পরও বৈধ।

মৃতদের উদ্দেশ্যে সাওয়াব অর্পণের বৈধতা এবং তার নিয়্যাতের কার্যকারিতা

মৃতদের উদ্দেশ্যে সাওয়াব অর্পণ বৈধ। তবে এজন্য নিয়্যাত করতে হবে।

আবু আবদুল্লাহ বিন হামাদান (র) বলেন, যদি কোনো আমলের প্রারম্ভে কেউ সাওয়াব অর্পণের নিয়্যাত না করে তাহলে ঐ আমলের সাওয়াব আমলকারীই পাবে। সাওয়াব কখনও অন্যের দিকে হস্তান্তরিত হয় না। কেননা আমলের সাথে সাওয়াব এমনভাবে সম্পৃক্ত যেমনভাবে সম্পৃক্ত প্রভাব, প্রভাবিতের সাথে। এ কারণেই যদি কেউ তার নিজের পক্ষ হতে কোন কৃতদাসকে মুক্ত করে তাহলে কৃতদাসের 'অলী' হওয়ার অধিকার সে-ই পাবে। তার থেকে 'অলা' বা অভিভাবকত্ব অন্যের দিকে হস্তান্তরিত হবে না। এভাবে যদি কেউ নিজের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে এবং পরিশোধের পর নিয়্যাত পরিবর্তন করে পুনরায় এ নিয়্যাত করে যে, এটা আমি অমুকের পক্ষ থেকে পরিশোধ করেছি তাহলে তা শুদ্ধ হবে না। এভাবে কেউ নিজের জন্য হাজ্জ করল, নিজের জন্য রোযা রাখলো, কিংবা নিজের জন্য নামায পড়ল, অতপর অন্যের জন্য তা করা হয়েছে বলে নিয়্যাত করলে, তাহলে সে নিয়্যাতও বৈধ হবে না। যারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে ঈসালে সাওয়াবের ফাত্ওয়া জিজ্ঞেস করেছিল—তারা তা জিজ্ঞেস করেছিল এই মর্মে যে, আমরা কি মৃতের কাছে কোন আমলের সাওয়াব পৌছাতে পারব? যেমন সা'দ (রা) জিজ্ঞেস করেছিলেন, আমি তার (আমার মায়ের) পক্ষ হতে সাদকা করলে তিনি কি উপকৃত হবেন? তিনি এটা বলেননি যে, আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে যে সাদকা করেছি তার সাওয়াব কি আমি তাকে পৌছাতে পারব? অনুরূপভাবে জনৈক ব্যক্তি জিজ্ঞেস করেছিল, আমি কি আমার পিতার পক্ষ থেকে হাজ্জ করতে পারি? রাসূলুল্লাহ (স) তাদের সকলকেই সে অনুমতি দিয়েছিলেন।

www.amarboi.org

কিন্তু কাজ করে অতপর মৃতদের জন্য হাদিয়া করার অনুমতি তিনি দেননি। এ সম্পর্কে কেউ রাসূলুল্লাহ (স)-কে জিজ্ঞেসও করেননি বা কোন সাহাবী এমন করেননি যে, প্রথমে আমলের সাওয়াব নিজের জন্য অর্পণ করেছেন। অতপর অন্যের জন্য অর্পণ করেছেন।

যদি বলা হয় যে, সাওয়াব অর্পণ যদি বৈধ হয় তাহলে জীবিতদের উপর যে আমল ফরয তার সাওয়াবও হাদিয়া করা বৈধ হবে ? এর উত্তর এই যে, ফরয আমল অন্যের পক্ষ থেকে করা শুদ্ধ নয়। এটা খোদ আমলকারীর উপর ফরয। অতএব এর দ্বারা অন্যের নয়, বরং নিজের ইবাদাতের নিয়্যাত করাই তার কর্তব্য।

যারা অন্যের প্রতি ইহ্সান করে আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন

বলা হয়ে থাকে, তাক্লীফ (বান্দাদের উপর ইবাদাতের দায়িত্ব অর্পণ) বান্দাদের জন্য একটি পরীক্ষা ছাড়া কিছু নয়। অতএব এতে 'বদল' (বিনিময়) চলে না। কেননা এ ক্ষেত্রে লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে শুধুমাত্র আমলকারী বান্দা, অন্য কেউ নয়।

এর উত্তর এই যে, একজন মুসলমান নিজের আমল দ্বারা তার ভাইয়ের উপকার করতে চাইলে তা থেকে শরীআত তাকে বিরত রাখে না। বরং এটা হচ্ছে আল্লাহর করুণা ও ইহ্সানের পরিপূরক একটি বস্তু এবং সেই শরীআতের একটি পরিপূর্ণ রূপ, যে শরীআতের ভিত্তি ন্যায়বিচার, ইহ্সান ও পরস্পর সম্প্রীতির উপর ভিত্তিশীল। আল্লাহ তাআলা তার সাধারণ ফিরিশতাদেরকে এবং তার আরশ বহনকারী ফিরিশতাদেরকেও মুমিনদের জন্য দুআ ও ইসতিগফার (ক্ষমা প্রার্থনা)-এর কাজে নিয়োজিত রেখেছেন। তারা সবসময় আল্লাহর কাছে দুআ করে, যেন আল্লাহ তাআলা বান্দাদেরকে মন্দ কাজ ও মন্দ আচরণ থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। আল্লাহ তাআলা প্রিয় নবী মুহাম্মদ (স)-কেও নির্দেশ দিয়েছেন, যেন তিনি মু'মিন পুরুষ ও মুমিন স্ত্রীলোকের মাগফিরাতের (ক্ষমার) জন্য দুআ করেন। কিয়ামতের দিন রাসূলুল্লাহ (স)-কে মাকামে মাহমুদে দাঁড় করিয়ে দেয়া হবে, যেন তিনি মুমিনদের জন্য শাফাআত করেন। আল্লাহ তাআলা তার রাসূলকে নির্দেশ দিয়েছেন যেন তিনি তাঁর সাহাবীদের জন্য তাদের জীবনকালে এবং মৃত্যুর পরও দুআ করেন। এজন্যই হুজুর (স) মুমিনদের কবরে গিয়েও তাদের জন্য দু'আ করতেন। শরীআতের এটি একটি সর্ববাদিসম্মত মাসআলা যে, যা ফরযে কিফায়া তা যদি কোনো বিশ্বস্ত

www.amarboi.org

মুসলমান সম্পাদন করে ফেলে তাহলে সকল মুসলমানই ঐ ফরয সম্পাদনের দায়িত্ব হতে রেহাই পায়। আর একথাটিও প্রামাণিক যে, মৃতের পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ করে দিলে, আল্লাহ্ তাআলা তার জান্নাতে প্রবেশের পথে যে সমস্ত প্রতিবন্ধকতা রয়েছে এবং কবরের মধ্যে সে যে কষ্ট ভোগ করছে তা দূর করে দেন। অনুরূপভাবে ইমামের নামায সহীহ্ হওয়ার কারণে, মুক্তাদীকে তার নিজের ভুলের জন্য 'সিজদাই-সাহ্' করতে হয় না এবং ইমামের কিরাআত পড়ার কারণে, মুকতাদীকে আর কিরাআত পড়তে হয় না। অনুরূপভাবে ইমামের সামনে একটি 'সুত্রাহ' গেড়ে দিলে মুকতাদীরা তাদের সামনে সুতরাহ্ গাড়ার দায়িত্ব হতে রেহাই পায়। আল্লাহ তাআলার ইহ্সান হচ্ছে, বান্দার সাওয়াব অর্পণরূপী ইহ্সানের একটি নমুনা বা আদর্শ। যারা অন্যের প্রতি ইহ্সান করে আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে ভালবাসেন। সমস্ত সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহ্র পরিবার। আল্লাহ্ তাকেই সবচেয়ে বেশী ভালবাসেন, যে তার সৃষ্টির জন্য সবচেয়ে উপকারী প্রমাণিত হয়। যখন আল্লাহ্ তাআলা ঐ ব্যক্তিকে ভালবাসেন, যে তার কোনো সৃষ্টিকে সামান্য পানি, সামান্য দুধ কিংবা রুটি দান করে—তখন তিনি ঐ ব্যক্তিকেও কেন ভালবাসবেন না, যে তার একটি সৃষ্টিকে এমন অসহায় অবস্থায় কিছু উপকার করে, যখন নিজের জন্য আমল করার তার কোনো সুযোগ বা অবকাশ নেই এবং সে যারপরনেই পরমুখাপেক্ষী। যে এরূপ কাজ করবে সে তো আল্লাহ্র সবচেয়ে বেশী প্রিয়জন হওয়ার কথা। এ কারণেই পূর্ববর্তী কোন বুযুর্গ বলেছেন, যে ব্যক্তি দৈনিক সত্তরবার নিম্নের দু'আ পাঠ করবে সে সমগ্র মুসলিম পুরুষ, মুসলিম স্ত্রীলোক এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীলোকের সাওয়াবের সমপরিমাণ সাওয়াব পাবে। দু'আটি হলো, 'রাব্বিগ্ ফিরলী ওয়ালি ওয়া লিদাইয়া ওয়ালিল্ মুসলিমীনা ওয়াল মুসলিমাত্ ওয়াল মুমিনীনা ওয়াল মুমিনাত্।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ্! ক্ষমা করো আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, সমগ্র মুসলিম পুরুষ, মুসলিম স্ত্রীলোক এবং মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন স্ত্রীলোককে।

প্রকৃতপক্ষে এটা অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ্ তাআলা তাকে সকল মুসলমানের সাওয়াবের সমপরিমাণ সাওয়াব দিবেন। কেননা সে সমগ্র মুসলমানের প্রতি ইহ্সান করেছে এবং আল্লাহ্ তাআলা ইহ্সানকারীর পরিশ্রম বিফলে যেতে দেন না।

www.amarboi.org

সম্পূর্ণ পৃথক দুটি বস্তুকে একাকার করে ফেলা উচিত নয়

যদি বলা হয় যে, একজনের আমল দ্বারা অপরজন উপকৃত হলে একজনের তাওবা ও ইসলাম দ্বারাও অন্যজন উপকৃত হবে। এর উত্তর এই যে, দুটি অবস্থায় এ ধরনের সন্দেহ দেখা দিতে পারে। যেমন—

১. যখন দুটি জিনিসের মধ্যে আপেক্ষিক অপরিহার্যতা দাবী করা হয়, অতপর বলা হয়, একটি দ্বারা উপকৃত হওয়া গেলে অন্যটি দ্বারাও উপকৃত হওয়া যাবে—যেমন একজনের আমল দ্বারা যদি অন্যজন উপকৃত হয় তাহলে একজনের ইসলাম ও তাওবা দ্বারাও অন্যজন উপকৃত হবে। কিন্তু যেহেতু ইসলাম ও তাওবা দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় না, তাই আমল দ্বারাও উপকৃত হওয়া যাবে না।

২. অন্যের ইসলাম ও তাওবা দ্বারা যখন উপকৃত হওয়া যায় না তখন অন্যের নামায-রোযা ও কিরাআত দ্বারাও উপকৃত হওয়া যাবে না।

ইমাম ইবনে কাইয়িম বলেন, এটাতো জানা কথা যে, এ ধরনের আপেক্ষিক অপরিহার্যতা সম্পূর্ণ বাতিল ও ভ্রান্ত।

প্রথমতঃ এ ধরনের কিয়াস নস্ ও ইজমা বিরোধী।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহ যেখানে দুটি জিনিসের মধ্যে পার্থক্য করেছেন সেখানে এ দুটি জিনিসকে একাকার করে ফেলা হচ্ছে। আল্লাহ তাআলা একের পক্ষ হতে অন্যের ইসলাম ও তাওবা কবুল করেন না, কিন্তু সাদকা, হাজ্জ, দাস মুক্তিকে কবুল করেন। এ ক্ষেত্রে ইসলাম ও তাওবার হুকুমের সাথে সাদকা, হাজ্জ ইত্যাদির হুকুমকে একাকার করে ফেলা স্বাভাবিকভাবে মৃত পশু ও যবাহকৃত পশুকে অথবা সুদ ও সাধারণ ক্রয়-বিক্রয়কে একই হুকুমের অন্তর্ভুক্ত করে ফেলারই নামান্তর।

তৃতীয়তঃ আল্লাহ তাআলা ইসলামকেই মুসলমানদের জীবিত অবস্থায় এবং মৃত্যুর পর তাদের পারস্পরিক উপকৃত হওয়ার কারণে পরিণত করেছেন। যদি এ কারণ (ইসলাম) বিদ্যমান না থাকে তাহলে তারা একে অন্যকে উপকৃত করতে পারবে না। যেমন রাসূলুল্লাহ (স) আমর (রা)-কে বলেছিলেন, যদি তোমার পিতা আল্লাহকে এক বলে স্বীকার করতেন এবং তুমি তার পক্ষ থেকে রোযা রাখতে কিংবা সাদকা করতে তাহলে এ আমল দ্বারা তার উপকার হত। ইসলাম তথা তাওহীদ বর্তমান থাকার পর অন্যান্য আমল দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়, আর যদি স্বয়ং আমলকারী ইসলাম তথা তাওহীদ থেকে বঞ্চিত থাকে তাহলে নিজের আমল দ্বারা তো

www.amarboi.org

সে নিজেও উপকৃত হতে পারে না। ইসলাম হচ্ছে আমল কবুল হওয়ার পূর্বশর্ত। আর এ হুকুম যাবতীয় আসবাব (কারণসমূহ) ও মুসাব্বিবাতের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—চাই তা শরয়ী হোক, আকলী হোক অথবা হিস্সী (ধরাছোয়া জাতীয়) হোক। যে সবব জাতীয় ও সববহীন উভয় অবস্থাকে একাকার করে ফেলবে সে নিসন্দেহে কাণ্ডজ্ঞান-বিবর্জিত।

অতএব তাদের উক্তি ঠিক ঐ ব্যক্তির উক্তির অনুরূপ, যে বলে, যদি গুনাহ্গারদের ক্ষেত্রে শাফাআত গ্রহণীয় হয় তাহলে মুশরিকদের ক্ষেত্রেও নিশ্চয়ই গ্রহণীয় হবে। কিংবা ঐ ব্যক্তির কথার অনুরূপ, যে বলে, যদি গুনাহগার তাওহীদ-স্বীকারকারীকে শেষ পর্যন্ত জাহান্নাম থেকে বের করে ফেলা হয় তাহলে কাফিরদেরকেও নিশ্চয়ই একদিন না একদিন বের করে ফেলা হবে।

শুধু প্রতিনিধিত্বকারী ইবাদাতের সাওয়াব হাদিয়া করা যায়—একথা ঠিক নয়

কেউ কেউ বলেন, ইবাদাত দুই প্রকারের। যথা—

১. ঐ ইবাদাত, যার ক্ষেত্রে নিয়াবত বা প্রতিনিধিত্ব চলে। যেমন আমানত ফিরিয়ে দেয়া, ঋণ পরিশোধ করা, সাদকা দেয়া, হাজ্জ করা ইত্যাদি। এ জাতীয় ইবাদাতের সাওয়াব মৃতের উদ্দেশ্যে হাদিয়া করা যায়।

২. ঐ ইবাদাত, যার ক্ষেত্রে 'নিয়াবত' অচল। যেমন নামায, রোযা, কুরআন তিলাওয়াত ইত্যাদি। এ জাতীয় ইবাদাতের সাওয়াব মৃতের উদ্দেশ্যে হাদিয়া করা যায় না।

ইমাম ইবনে কাইয়িম বলেন, এটি এমন একটি উক্তি যার পিছনে কোনো যুক্তি নেই। যারা এরূপ উক্তি করেন তারা কিসের উপর ভিত্তি করে এটা করেন তা আমরা জানি না। এর পক্ষে তো কুরআন-হাদীসে কোনই প্রমাণ নেই।

বরং আমরা দেখতে পাই যে, রাসূলুল্লাহ (স) মৃতের পক্ষ থেকে রোযা রাখাকে বৈধ ঘোষণা করেছেন, অথচ রোযায় কোনো প্রতিনিধিত্ব চলে না। অনুরূপভাবে ফরযে কিফায়ার ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি অন্যান্য সকলের পক্ষ থেকে তা সম্পাদন করলে ঐ ফরযের দায়িত্ব হতে সকলেই অব্যাহতি পায়। অনুরূপভাবে বুদ্ধি পরিপক্ক হয়নি এমন শিশুর অভিভাবক তার পক্ষ

www.amarboi.org

হতে হাজ্জ সম্পাদন করতে পারে এবং প্রতিনিধির ঐ আমল থেকে শিশু সাওয়াব বা পুরস্কার লাভ করে।

ইমাম আবু হানীফা (র) বলেন, বেহুঁশ (চেতনাহীন) ব্যক্তির পক্ষ থেকে তার বন্ধুবান্ধব ইহ্‌রাম বাঁধতে পারে। আর বন্ধুবান্ধবদের বাঁধা ইহ্‌রাম ঐ ব্যক্তিরই ইহ্‌রাম বলে পরিগণিত হয়। অনুরূপভাবে নবী (স) পিতা-মাতার ইসলামকে তাদের শিশু সন্তানদের ইসলাম বলে সাব্যস্ত করেছেন। মোটকথা, যে শরীআত বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমলকারীর পুণ্যাদি, আমলকারী নয়—এমন ব্যক্তির দিকে স্থানান্তরিত করে সে শরীআত মানুষকে, তার পিতা-মাতা, বন্ধুবান্ধব ও অপরাপর মুসলমানদের অতি প্রয়োজনীয় মুহূর্তে তাদের প্রতি সাওয়াব অর্পণ থেকে কখনো বিরত রাখতে পারে না। উপরন্তু এটাও কোনো ব্যক্তির পক্ষে সমীচীন হবে না যে, সে 'আম' (ব্যাপকার্থক শব্দ)-কে 'খাস' (সীমিত অর্থবোধক) করে দিবে কিংবা এমন কোনো পুণ্য হতে মানুষকে রুখে রাখবে যা হতে শরীআত তাকে রুখে রাখেনি। হাজ্জ, সাদকা ও দাস মুক্তির সাওয়াব পৌছার যে সবব (কারণ), ঠিক সেই একই 'সবব' রোযা, নামায, তিলাওয়াত ও ইতিকাফের সাওয়াব পৌছারও। তাছাড়া সওয়াব ঈসালকারীর ইহ্‌সান ও শরীআতের ইহ্‌সানের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। বরং শরীআতের দৃষ্টিতে ইহ্‌সান সবসময়ই সুন্দর ও প্রশংসনীয়। মুসলমানদের এ ধরনের অসংখ্য স্বপ্ন রয়েছে, যেগুলোতে মৃতরা জীবিতদেরকে বলেছে, তোমাদের প্রেরিত হাদিয়া (উপঢৌকন) আমাদের কাছে পৌছেছে। খোদ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, আমি দেখছি তোমাদের স্বপ্নাদি এ ব্যাপারে একমত যে, শবে কদর রমযানের শেষ দশ রাতের মধ্যেই রয়েছে। এ ক্ষেত্রে তিনি মুসলিমদের স্বপ্নের ঐকমত্যকে গুরুত্ব প্রদান করেছেন—যেন এ ঐকমত্য রেওয়ায়াতের (বর্ণনার) ঐকমত্যের মত। কেননা একটি কথার উপর অনেকগুলো রেওয়ায়াত বা স্বপ্নের ঐকমত্য তার সত্যতারই প্রমাণ। আর সাধারণ বিবেকও এটাই বলে যে, বিরাট সংখ্যক লোক তাদের কথায় কিংবা স্বপ্নে কখনও মিথ্যার উপর একমত হতে পারে না।

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

একটি হাদীসের বিরোধিতার জবাব

যারা রাসূলুল্লাহ (স)-এর ঐ হাদীসের বিরোধিতা করেন, যাতে বলা হয়েছে, "যে মৃত্যুমুখে পতিত হয় এমতাবস্থায় যে, তার যিম্মায় রোযা রয়েছে তাহলে তার পক্ষ হতে তার অভিভাবক যেন ঐ রোযা রাখে"— তাদের উদ্দেশ্যে ইমাম ইবনে কাইয়িমের বক্তব্য হলো, তোমরা যে

www.amarboi.org

কয়েকটি মা'কূল (বিবেকবুদ্ধি-সম্মত) ও নামা'কূল (বিবেববুদ্ধি-বিরোধী) দলীল দ্বারা একে রদ (অগ্রাহ্য) করেছ, আমরা সেগুলোর দ্বারাই এর গ্রহণীয় হওয়ার যৌক্তিকতা প্রমাণ করবো। তোমাদের 'নামা'কূল' দলীলসমূহ বাতিল করার জন্য একথাই কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের দলীলসমূহ সহীহ ও স্পষ্ট হাদীসসমূহের বিরোধিতা করছে। এ ক্ষেত্রে তো সহীহ ও স্পষ্ট হাদীসসমূহের অনুসরণ ছাড়া আমাদের সামনে দ্বিতীয় আর কোন পথ খোলা নেই। বিশ্ববাসী একথা মানুক অথবা না মানুক তাতে আমাদের কিছু এসে যায় না। আল্লাহর রাসূলই আমাদের কাছে সর্বাধিক প্রিয়। অতএব এ ক্ষেত্রে তার কথাই আমাদের শিরোধার্য।

আর মা'কূল দলীলসমূহের জবাব হচ্ছে নিম্নরূপ ঃ

তোমরা বলে থাক যে, ইমাম মালিক (র) তাঁর মুয়াত্তায় বলেছেন, কেউ যেন অন্যের পক্ষ হতে রোযা না রাখে। আমরা বলি, খোদ রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, 'এক মুসলমান অন্য মুসলমানের পক্ষ থেকে রোযা রাখতে পারে।' এখন বলো, আমরা সঠিক পথে, না তোমরা ? এ ক্ষেত্রে তোমাদের কথা বর্জনীয়, না আমাদের কথা ?

তোমরা বল, ইমাম মালিক, এর উপর 'ইজমা' রয়েছে বলে দাবী করেছেন ? আমরা বলি, ইমাম মালিক এ ক্ষেত্রে সকল মুসলমানের 'ইজমা' দাবী করেননি, বরং নিজের জানা মতে, মদীনাবাসীদের 'ইজমা'র কথা বলেছেন। তখন পর্যন্ত বিরুদ্ধবাদীদের উক্তির কথা তিনি জানতেন না। অতএব একটি বিষয় ইমাম মালিকের জানা নেই বলে আমরা রাসূলুল্লাহ (স)-এর হাদীসকে পরিত্যাগ করতে পারি না। বরং সমগ্র মদীনাবাসীও যদি কোনো ব্যাপারে একমত হয়, আর রাসূলের হাদীস তার বিরোধিতা করে তাহলে সে ক্ষেত্রে 'মা'সূম' নবীর কথা মেনে নেয়া কি অধিকতর যুক্তিসঙ্গত নয় ? কেননা অন্যান্যরা যতই মর্যাদাসম্পন্ন হোন না কেন, তারা নবীর ন্যায় তো 'মা'সূম' নন। যেখানে নবীর উক্তি ও অন্যান্য মানুষের উক্তির মধ্যে বৈপরিত্য হবে সেখানে অবশ্য অবশ্যই নবীর উক্তি মেনে নিতে হবে। যেমন পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা বলেছেন ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِي الْاَمْرِ مِنْكُمْ ۚ فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِيْ شَيْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلًا ۝ - النساء : ٥٩

www.amarboi.org

"হে বিশ্বাসীগণ, যদি তোমরা আল্লাহ্ ও পরকালে বিশ্বাস কর তবে তোমরা আল্লাহ্‌র, রাসূলের এবং তোমাদের মধ্যে যারা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত তাদের আনুগত্য কর। কোন বিষয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ ঘটলে সে বিষয়টি আল্লাহ্ ও রাসূল-সমীপে পেশ কর। এটা ভাল এবং ব্যাখ্যায় প্রকৃষ্টতর।"–সূরা আন নিসা ঃ ৫৯

ইমাম মালিক ও মদীনাবাসীরা একজনের পক্ষ থেকে অন্যজনের রোযা রাখার পক্ষপাতী না হলেও হাকাম বিন উতায়বা, সালমাহ্ বিন কুহায়িল সায়ীদ বিন জুবায়র (রা) থেকে ইবনে আব্বাস থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি (ইবনে আব্বাস) এ ফাতওয়া দিতেন যে, রমযানের রোযাসমূহের ক্ষেত্রে মিসকীন খাওয়ানো হবে এবং মানতের রোযাসমূহের ক্ষেত্রে রোযা রাখা হবে।

এটা ইমাম আহমাদ (র) ও আবু উবায়দ (র)-এর অভিমতও বটে। আবু সাওর (র) বলেন, ফরয হোক, অথবা মানতের হোক—রোযা সর্বাবস্থায় রাখতে হবে। হাসান বিন নযর (র) মানতের রোযা সম্পর্কে বলেছেন, মৃতের পক্ষ থেকে যেন তার অলী তা পালন করে।

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

সাওয়াব অর্পণকালে নিয়্যাতের শব্দাবলী উচ্চারণের প্রয়োজন আছে কি ?

প্রশ্ন উঠতে পারে, মৃতের প্রতি সওয়াব অর্পণকালে সেজন্য নিয়্যাতের শব্দাবলী উচ্চারণের প্রয়োজন আছে, না শুধুমাত্র মনে মনে নিয়্যাত করলেই চলবে ?

এর উত্তর এই যে, কোন হাদীসেই নিয়্যাতের শব্দাবলী উচ্চারণের শর্ত আরোপ করা হয়নি। হুযূর (স) শুধুমাত্র বলেছেন, মৃতের পক্ষ থেকে রোযা রাখো, হাজ্জ করো, সাদকা দাও। যে এগুলো করবে তাকে বলেননি যে, তুমি বলো, 'হে আল্লাহ! আমি অমুকের পুত্র অমুকের পক্ষ হতে তা করছি। আল্লাহ্ তাআলা বান্দার নিয়্যাত ও তার আমলের সংকল্পের কথা জানেন। অতএব, সে যদি নিয়্যাতের শব্দাবলী উচ্চারণ না করে শুধুমাত্র অন্তরের নিয়্যাত ও সংকল্পকেই যথেষ্ট মনে করে তাহলেও তার সাওয়াব, উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে গিয়ে পৌঁছবে।

মৃতের জন্য কোন্ হাদিয়াটি অপেক্ষাকৃত ভাল ?

যদি কেউ বলে, মৃতের জন্য কোন্ হাদিয়াটি অপেক্ষাকৃত ভাল ?—তাহলে তার উত্তর হবে এই যে, সেই হাদিয়াটিই অপেক্ষাকৃত ভাল, যা

www.amarboi.org

স্থানকাল ভেদে উৎকৃষ্টতর। যেমন দাস মুক্তি ও সাদকা করা রোযার চেয়ে ভাল। আর উৎকৃষ্টতর সাদকা তা-ই, যা সাদকা গ্রহণকারীর জন্য অধিকতর প্রয়োজনীয় এবং স্থায়ী ফলদানকারী। এর উপর ভিত্তি করে রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, তৃষ্ণার্তকে পানি পান করানো শ্রেষ্ঠতম সাদকা। আর এটা ঐসব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে পানির পরিমাণ এত কম যে, তা তৃষ্ণার্তের তৃষ্ণা নিবারণের জন্য যথেষ্ট নয়। অন্যথায় যেখানে প্রচুর পানি ও জলাশয় রয়েছে সেখানে অন্যকে পানি পান করানোর চেয়ে আহার করানোই শ্রেষ্ঠতম সাদকা। অনুরূপভাবে বিশুদ্ধচিত্তে ও বিনীতভাবে যদি অন্যের জন্য দুআ ও ক্ষমা প্রার্থনা করা হয়—তাহলে তা আপন স্থলে সাদকার চেয়ে শ্রেষ্ঠতর—যেমন কারো জানাযার নামায পড়া কিংবা কারো কবরের উপর দাঁড়িয়ে দুআ করা—সময় ও প্রয়োজনের নিরিখে আপন আপন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতর।

মোটকথা, সময় ও প্রয়োজনের নিরিখে কৃতদাসকে মুক্ত করা, সাদকা করা, দুআ করা, ক্ষমা প্রার্থনা করা, হাজ্জ করা—সবই আপন আপন ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠতর।

কুরআন তেলাওয়াতের সাওয়াব কি মৃতদের কাছে পৌঁছে?

কেউ কেউ বলেন, প্রথম যুগের মুসলমানদের মধ্যে কুরআন তিলাওয়াতের সাওয়াব মৃতদের প্রতি পৌঁছানোর কোন প্রচলন ছিল না এবং এ ধরনের কথা তাদের কেউ বলেননি। অথচ কে না জানে যে, তাদের সকলেই যে কোন সাওয়াবের কাজে যারপরনেই অগ্রণী ছিলেন। রাসূলুল্লাহ (স)-ও তাদেরকে তিলাওয়াতের সাওয়াব পৌঁছাতে বলেননি। অবশ্য তিনি তাদেরকে দুআ, ইসতিগ্‌ফার, সাদকা, হাজ্জ, রোযা ইত্যাদির সাওয়াব পৌঁছানোর প্রতি পথপ্রদর্শন করেছেন। যদি মৃতের কাছে তিলাওয়াতের সাওয়াব পৌঁছত তাহলে নিশ্চয়ই তিনি এর প্রতিও তাদেরকে পথপ্রদর্শন করতেন এবং তারাও এর উপর আমল করতেন।

ইমাম ইবনে কাইয়িম এর উত্তরে বলেন, যদি স্বীকার করা হয় যে, আমলসমূহের (যেমন হাজ্জ, রোযা ইত্যাদির) সাওয়াব মৃতের কাছে পৌঁছে তাহলে কুরআন যেহেতু একটি আমল, তাই এর সাওয়াবও মৃতের কাছে পৌঁছবে।

আর প্রথম যুগের মুসলমানদের নিকট হতে এ বিষয়টি প্রকাশিত না হওয়ার কারণ সম্ভবত এই যে, তারা যে এ আমল করেন তা সাধারণ

www.amarboi.org

লোক জানত না। কেননা তারা আজকালকার মতো ঘটা করে কবরস্থানে গিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতেন না। ফলে তারা কাউকে যেমন কুরআন তিলাওয়াতের উপর সাক্ষী রাখেননি, তেমনি সাক্ষী রাখেননি সাদকা ও রোযার উপরও।

এতদসত্ত্বেও যদি কেউ বলে, এর মধ্যে কী কারণ নিহিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ (স) রোযা, সাদকা ও হাজ্জের সাওয়াব পৌঁছানোর কথা বলেছেন, কিন্তু তিলাওয়াতের সওয়াব পৌঁছানোর কথা বলেননি ?— তাহলে এর উত্তর হবে এই যে, রাসূলুল্লাহ (স) ঐ সমস্ত আমলের কথা তো নিজ থেকে বলেননি, বরং যে যা জিজ্ঞেস করেছে তিনি তাকে সে সম্পর্কেই উত্তর দিয়েছেন। আর তিনি যে সমস্ত আমলের কথা বলেছেন সে সমস্ত আমল ছাড়া অন্য আমল যে কেউ করতে পারবে না সেই কথা তো বলেননি।

তাছাড়া যে রোযা স্রেফ নিয়্যাত এবং নিজেকে পানাহার ও স্ত্রী সম্ভোগ থেকে রুখে রাখার নাম, তার সওয়াব আর তেলাওয়াত ও যিকরের সাওয়াব পৌঁছানোর মধ্যে তো কোনো পার্থক্য থাকতে পারে না। শেষ পর্যন্ত এ মাসআলার সারনির্যাস দাঁড়ালো এই যে, আমলের উপর আমলকারীর অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যদি সে দয়াপরবশ হয়ে কিংবা পুণ্যলাভের উদ্দেশ্যে নিজের কোন মুসলিম ভাইয়ের জন্য তা অর্জন করে তাহলে আল্লাহ তাআলা সে সাওয়াব উদ্দিষ্ট ব্যক্তির কাছে পৌঁছিয়ে দেন। এমতাবস্থায় তেলাওয়াতের সাওয়াব না পৌঁছার তো কোন কারণ থাকতে পারে না। কেননা সমগ্র লোক, এমনকি যারা এর সাওয়াব পৌঁছার কথা অস্বীকার করেন, তাদের মধ্যেও সর্বযুগে ও সর্বকালে এ আমলটির (তিলাওয়াতে কুরআন) প্রচলন রয়েছে এবং কেউই এর গুরুত্বকে অস্বীকার করেননি।

রসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি সাওয়াব অর্পণ প্রসঙ্গ

প্রশ্ন উঠতে পারে, রাসূলুল্লাহ (স)-এর প্রতি সাওয়াব অর্পণ সম্পর্কে ইসলামের দৃষ্টিভঙ্গি কি ? এর উত্তর এই যে, পরবর্তী উলামা কিরাম কেউ কেউ একে একটি পসন্দনীয় আমল আখ্যা দিয়েছেন, আবার কেউ কেউ একে 'বিদআত'ও বলেছেন। কেননা সাহাবা কিরাম এটা করতেন না। এর কারণ সম্ভবত এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত আগত প্রতিটি মুসলিমের পুণ্যকাজের সাওয়াব রাসূলুল্লাহ (স)-এর কাছে পৌঁছে, অথচ এ কারণে

www.amarboi.org

আমলকারীর প্রাপ্য সওয়াব মোটেই হ্রাস করা হয় না। কেননা তিনিই তো তার উম্মতকে সরল-সহজ তথা পুণ্যপথ প্রদর্শন করেছেন। আর যে কেউ অন্যকে পুণ্যপথ প্রদর্শন করে সে আমলকারীর সমপরিমাণ পুণ্যলাভ করে, অথচ এ কারণে আমলকারীর প্রাপ্য পুণ্য মোটেই হ্রাস করা হয় না। অতএব তাঁর উম্মত, তাঁর উদ্দেশ্যে অর্পণ করুক অথবা নাই করুক—তিনি অবশ্য অবশ্যই তাদের আমলের সমপরিমাণ সওয়াবের অধিকারী হবেন।

www.amarboi.org

অষ্টাদশ জিজ্ঞাসা

আত্মা কি কাদীম (শাশ্বত)? নাকি হাদিস (সৃষ্ট)?

আত্মা কাদীম, না হাদিস ? এটি এমন একটি জিজ্ঞাসা, যাকে কেন্দ্র করে ধর্ম ও দর্শনের বিশ্ব প্রকম্পিত হয়েছে এবং যার কারণে অনেক মানবগোষ্ঠী পথভ্রষ্ট হয়েছে। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এ ক্ষেত্রে তাঁর আম্বিয়া কিরামের অনুসারীদেরকে সঠিক ও সত্যপথ প্রদর্শন করেছেন।

আত্মা হাদিস ও মাখলুক (সৃষ্ট)

সমগ্র আম্বিয়া কিরাম এ ব্যাপারে একমত যে, আত্মা হাদিস ও মাখলুক তথা আল্লাহর সৃষ্ট। আল্লাহ্ আত্মাকে সৃষ্টি করেন এবং তাকে প্রতিপালনও করেন। পবিত্র কুরআন এবং পূর্ববর্তী সকল ধর্মগ্রন্থে, যেগুলোতে কোন পরিবর্তন বা পরিবর্ধন করা হয়নি, একথা যেমন স্পষ্টভাবে বর্ণিত যে, বিশ্ব হাদিস, মৃত্যুর পরবর্তী জীবন অবশ্যম্ভাবী, শুধুমাত্র আল্লাহ্ তাআলাই সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি ছাড়া সবকিছুই সৃষ্ট—তেমনি একথাও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, আত্মাও হাদিস। সাহাবা, তাবিয়ীন ও তাবয়ে তাবিয়ীনের যুগেও একথার উপর ঐকমত্য ছিল যে, আত্মা হাদিস ও মাখলূক (সৃষ্ট)।

একদল বাতিলপন্থীর মতে আত্মা কাদীম (শাশ্বত)

কিন্তু তাবিয়ীনের যুগ শেষ হবার পর মুসলমানদের মধ্যে এমন একটি দলের আবির্ভাব ঘটলো, যারা কুরআন-হাদীস সম্পর্কে সত্যিকার অর্থে কোন জ্ঞানই রাখত না—তারা দাবী করে বসল যে, আত্মা কাদীম ও গায়র-মাখলুক।

তাদের প্রথম দলীল এই যে, আত্মা হচ্ছে আল্লাহর একটি 'আমর' (আদেশ)। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

وَيَسْـَٔلُوْنَكَ عَنِ الرُّوْحِ ـ قُلِ الرُّوْحُ مِنْ اَمْرِ رَبِّىْ وَمَآ اُوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ اِلاَّ قَلِيْلاً ۝ - بنى اسرائيل : ٨٥

www.amarboi.org

"তোমাকে তারা আত্মা সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো, আত্মা আমার প্রতিপালকের 'আমর' (আদেশ)। এ বিষয়ে তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৮৫

এমতাবস্থায় যদি আত্মাকে হাদিস বা মাখলুক বলে স্বীকার করে নেয়া হয়, তাহলে তো আল্লাহর 'আমর' কাদীম না হয়ে হাদিস বা মাখলুক হয়ে যায়।

তাদের দ্বিতীয় দলীল এই যে, আল্লাহ তাআলা আত্মাকে নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

وَاِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰٓئِكَةِ اِنِّىْ خَالِقٌ بَشَرًا مِّنْ صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَاٍ مَّسْنُوْنٍ ۝

فَاِذَا سَوَّيْتُهٗ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُّوْحِىْ فَقَعُوْا لَهٗ سٰجِدِيْنَ ۝- الحجر : ٢٨-٢٩

"স্মরণ করো, যখন তোমার প্রতিপালক ফিরিশতাদেরকে বললেন, আমি ছাঁচে-ঢালা শুষ্ক ঠনঠনে মৃত্তিকা হতে মানুষ সৃষ্টি করেছে। যখন আমি তাকে সুঠাম করব এবং তাতে আমার আত্মা ফুঁকে দেব তখন তোমরা তার প্রতি সিজদাবনত হও।"–সূরা আল হিজ্‌র ঃ ২৮-২৯

এমতাবস্থায় এটা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হলো যে, আল্লাহর সত্তার ন্যায় আত্মাও কাদীম ও শাশ্বত।

তাদের তৃতীয় দলীল এই যে, আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা (আ)-কে আপন কালিমাহ (বাণী) এবং আপন আত্মা (রূহ) বলে আখ্যায়িত করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

اِنَّمَا الْمَسِيْحُ عِيْسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ وَكَلِمَتُهٗ ج اَلْقٰهَآ اِلٰى مَرْيَمَ وَرُوْحٌ

مِّنْهُ ز- النساء : ١٧١

"মারইয়াম তনয়-ঈসা মাসীহ আল্লাহর রাসূল এবং তাঁর 'কালিমাহ' (বাণী), যা তিনি মারইয়ামের কাছে প্রেরণ করেছিলেন এবং তার 'রূহ' (আত্মা)।"–সূরা আন নিসা ঃ ১৭১

অতএব আল্লাহর কালিমাহ যেমন কাদীম ও শাশ্বত তেমনি আল্লাহর রূহও কাদীম ও শাশ্বত।

www.amarboi.org

আত্মা মাখলুক হওয়ার দলীলসমূহ

আত্মা মাখলুক হওয়ার পক্ষে কুরআন-হাদীসে অসংখ্য দলীল রয়েছে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

اَللّٰهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ز وَّهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ وَّكِيْلٌ ○ - الزمر : ٦٢

"আল্লাহ সমস্ত কিছুর স্রষ্টা এবং তিনি সমস্ত কিছুর কর্মবিধায়ক।"
—সূরা আয্ যুমার ঃ ৬২

এখানে 'সমস্ত কিছু' একটি ব্যাপকার্থক শব্দ। আল্লাহর সত্তা ও গুণাবলী ছাড়া সবকিছুই এর অন্তর্ভুক্ত। অতএব সমগ্র বিশ্বের সবকিছুই হাদিস বা আল্লাহর সৃষ্ট এবং একমাত্র আল্লাহ তাআলাই হচ্ছেন আপন সত্তা ও গুণাবলীসহ কাদীম এবং সবকিছুর সৃষ্টিকর্তা।

যে সমস্ত জিনিসকে হরণ করা যায় অথবা সংরক্ষণ করা যায়, ছেড়ে দেয়া যায় অথবা রুখে রাখা যায় সেগুলো নিসন্দেহে মাখলুক বা সৃষ্ট।

যেহেতু আত্মাকে হরণ করা যায় অথবা রুখে রাখা যায় তাই আত্মাও নিসন্দেহে মাখলুক। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْاَنْفُسَ حِيْنَ مَوْتِهَا وَالَّتِيْ لَمْ تَمُتْ فِيْ مَنَامِهَا ج فَيُمْسِكُ الَّتِيْ قَضٰى عَلَيْهَا الْمَوْتَ وَيُرْسِلُ الْاُخْرٰى اِلٰى اَجَلٍ مُّسَمًّى ط اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ○ الزمر : ٤٢

"মৃত্যু আসলে আল্লাহ তাআলা প্রাণ (আত্মা) হরণ করেন এবং যারা জীবিত তাদেরও প্রাণ (চেতনা) হরণ করেন তারা যখন নিদ্রিত থাকে। অতপর যার জন্য মৃত্যু অবধারিত করেছেন তিনি তার প্রাণ রেখে দেন এবং অপরগুলো ফিরিয়ে দেন এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য। এতে অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য।"—সূরা আয্ যুমার ঃ ৪২

"পবিত্র কুরআনে মানুষকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে—

يٰاَيُّهَا النَّاسُ اَنْتُمُ الْفُقَرَاۤءُ اِلَى اللّٰهِ ج وَاللّٰهُ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيْدُ○

"হে মানুষ ! তোমরা তো আল্লাহর মুখাপেক্ষী ; কিন্তু আল্লাহ! তিনি অভাবমুক্ত, প্রশংসার্হ।"—সূরা আল ফাতির ঃ ১৫

দারিদ্র ও মুখাপেক্ষিতার এ সম্বোধন শুধু দেহের প্রতি নয় বরং আত্মারও প্রতি। এতে প্রমাণিত হলো যে, আত্মা হাদিস ও মাখলুক।

www.amarboi.org

কেননা সে যদি কাদীম ও গায়র মাখলুক হত তাহলে আপন সত্তা, গুণাবলী ও পরিপূর্ণতার ক্ষেত্রে অবশ্যই স্বয়ংসম্পূর্ণ হত। অথচ অবস্থা এই যে, সে প্রতি পদক্ষেপেই অন্যের মুখাপেক্ষী। আর এ মুখাপেক্ষিতা তার সত্তাগত, অন্য কোনো কারণবশত নয়। অপরদিকে আত্মার প্রতিপালক আল্লাহ তাআলা স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং এ স্বয়ংসম্পূর্ণতা তার সত্তাগত, অন্য কোনো কারণবশত নয়। আল্লাহ্ তাআলার চিরন্তনতা ও প্রভুত্বের মধ্যে, তার ক্ষমতার বিশালতা ও পরিপূর্ণতা মধ্যে—সর্বোপরি তাঁর স্বয়ং-সম্পূর্ণতার মধ্যে কোন অংশীদার নেই।

পবিত্র কুরআনের সূরা ফাতিহাও বিভিন্নভাবে প্রমাণ করে যে, আত্মা মাখলুক বা সৃষ্ট। যেমন, "প্রশংসা জগতসমূহের (আত্মাও এর অন্তর্ভুক্ত) প্রতিপালক আল্লাহরই প্রাপ্য। .... আমরা (দেহ ও আত্মা উভয়ই এর অন্তর্ভুক্ত) শুধু তোমারই ইবাদাত করি এবং তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি।" অতএব আল্লাহ্ কর্তৃক প্রতিপালিত হওয়া, তাঁর ইবাদাত করা এবং তাঁর সাহায্য প্রার্থনা করা নিসন্দেহে আত্মার মাখলুক (সৃষ্ট) হওয়ার এক একটি বড় প্রমাণ।

পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে—

هَلْ اَتٰى عَلَى الْاِنْسَانِ حِيْنٌ مِّنَ الدَّهْرِ لَمْ يَكُنْ شَيْئًا مَّذْكُوْرًا ○

"কালপ্রবাহে মানুষের উপর এমন এক সময় এসেছিল যখন সে (মানবসত্তা) উল্লেখযোগ্য কিছু ছিল না।"-সূরা আদ দাহর ঃ ১

এর দ্বারা পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, আত্মা কাদীম নয়। যদি সে কাদীম হত তাহলে চিরদিনই একটি উল্লেখযোগ্য বস্তু হিসেবে বিরাজ করত।

আত্মা যে মাখলুক বা সৃষ্ট তা রাসূলুল্লাহ (স)-এর একটি দুআ থেকেও পরিষ্কার বুঝা যায়।

হুযূর আকরাম (স) শয্যা গ্রহণকালে দুআ করতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ اَنْتَ خَلَقْتَ نَفْسِىْ وَاَنْتَ تَوَفَّاهَا، لَكَ مَمَاتُهَا وَمَحْيَاهَا فَاِنْ اَمْسَكْتَهَا فَارْحَمْهَا وَاِنْ اَرْسَلْتَهَا نَاحْفَظْهَا بِمَا تَحْفَظُ عِبَادَكَ الصَّالِحِيْنَ ـ

بخاری، مسند احمد

"হে আল্লাহ! তুমিই আমার আত্মা সৃষ্টি করেছ, আবার তুমিই একে হরণ করবে। এর জীবন-মৃত্যু তোমারই ইখতিয়ারাধীন। যদি তুমি

www.amarboi.org

(নিদ্রার মধ্যে) একে রুখে রাখ তাহলে এর উপর দয়া কর। আর যদি ছেড়ে দাও তাহলে তোমার পুণ্যবান বান্দাদের ন্যায় এর হিফাযত করো।"–বুখারী, আহমাদ

স্পষ্ট দলীলর মাধ্যমে প্রমাণিত হয় যে, ফিরিশতারা মাখলুক। আর ফিরিশতারা হচ্ছে এমন সব আত্মা যারা দেহের মুখাপেক্ষী নয়, বরং দেহ ছাড়াই তারা টিকে থাকতে পারে। অতএব ফিরিশতারা—যারা মানুষের দেহে আত্মা ফুঁকে দেয় তারাই যখন সৃষ্ট তখন তাদের (ফিরিশতাদের) ফুঁকে দেয়ার কারণে যে মানুষ অস্তিত্ব লাভ করে তারা কাদীম হবে কী করে ?

বাতিলপন্থীদের দলীলের জবাব

বাতিলপন্থীরা তাদের মতের পক্ষে যে সমস্ত দলীল পেশ করে থাকে তাহলো, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা আত্মাকে তাঁর 'আমর' (আদেশ) বলেছেন। আর আল্লাহর 'আমর' হচ্ছে কাদীম। অতএব আত্মাও কাদীম।

এর উত্তর এই যে, পবিত্র কুরআনের সূরা বনী ইসরাঈলের ৮৫ আয়াতে—আত্মা আমার প্রতিপালকের 'আমর' (আদেশ)-এই মর্মে যে বক্তব্য রয়েছে তার অর্থ আদেশ নয়, বরং আদিষ্ট বস্তু। আরবী ভাষায় এর বহুল প্রচলন রয়েছে। পবিত্র কুরআনেরও বিভিন্ন জায়গায় 'আমর' (আদেশ) 'মা'মূর' (আদিষ্ট বস্তু) অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—"আল্লাহর 'আমর' (আল্লাহর আদিষ্ট তথা নির্ধারিত আযাব) আসবেই ; সুতরাং তা ত্বরান্বিত করতে চেয়ো না। তিনি মহিমান্বিত এবং তারা যাকে শরীক করে তিনি তার ঊর্ধে।"–সূরা আন্ নাহ্ল ঃ ১

অতএব 'আত্মা, আমার প্রতিপালকের আদেশ'–এর অর্থ হচ্ছে, আত্মা আল্লাহর আদিষ্ট বস্তু। সে আল্লাহর আদেশে দেহের মধ্যে আসে এবং তাঁরই কুদরতে সেখানে অবস্থান নেয়।

বাতিলপন্থীদের আর একটি দলীল হলো, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তাআলা আত্মাকে নিজের দিকে সম্বন্ধযুক্ত করেছেন। অতএব আল্লাহর সত্তার ন্যায় আত্মাও কাদীম ও শাশ্বত।

এর উত্তর এই যে, সূরা আল হিজরের ২৯ আয়াতে (যখন আমি তাতে আমার আত্মা ফুঁকে দিব) আত্মার প্রতি আল্লাহর যে সম্বন্ধ পরিলক্ষিত হচ্ছে

www.amarboi.org

তা তার সিফাত বা গুণাবলীর সম্বন্ধ নয়, বরং নিছক ব্যক্তি বা বস্তুগত সম্বন্ধ। আর ব্যক্তি বা বস্তু আল্লাহর সত্তা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। আল্লাহ হচ্ছেন স্রষ্টা, আর ব্যক্তি বা বস্তুকে তার প্রতি সম্বন্ধযুক্ত করার অর্থ সে ব্যক্তি বা বস্তুর বৈশিষ্ট্য ও আভিজাত্য প্রকাশ করা। যেমন—'বায়তুল্লাহ' (আল্লাহর ঘর) 'নাকাতুল্লাহ' (আল্লাহর উট) 'আবদুল্লাহ' (আল্লাহর বান্দা) 'রূহুল্লাহ' (আল্লাহর আত্মা) ইত্যাদি।

উপরোক্ত আয়াতে, আল্লাহর দিকে আত্মা ফুঁকে দেয়ায় যে সম্বন্ধ তাকে আদেশমূলক সম্বন্ধও বলা যেতে পারে। যেমন কোন বাদশাহ যদি বলে আমি প্রাসাদ নির্মাণ করেছি তাহলে এর অর্থ হয়, 'আমি প্রাসাদ নির্মাণ করার আদেশ দিয়েছি।'

একথার স্পষ্ট প্রমাণ এই যে, আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনের এক জায়গায় যেমন বলেছেন, '....... আমি তার (মারইয়ামের) মধ্যে আমার রূহ ফুঁকে দিয়েছিলাম (সূরা আত্ তাহ্রীম ঃ ১২) তেমনি অন্য জায়গায় বলেছেন, 'আমি তার (মারইয়ামের) কাছে ফিরিশতা পাঠালাম (এবং সে তার মধ্যে রূহ ফুঁকে দিলো)।–সূরা মারইয়াম ঃ ১৭-১৮

বাতিলপন্থীদের আর একটি দলীল হলো, আল্লাহ তাআলা হযরত ঈসা (আ)-কে তার কালিমাহ ও রূহ বলে আখ্যায়িত করেছেন। অতএব আল্লাহর কালিমাহ যেমন কাদীম ও শাশ্বত তেমনি তার রূহও কাদীম ও শাশ্বত।

এর উত্তর এই যে, পবিত্র কুরআনের সূরা আন নিসার ১৭১ আয়াতে হযরত ঈসা (আ)-কে যে 'আল্লাহর কালিমাহ' বলা হয়েছে তার অর্থ এই নয় যে, হযরত ঈসা (আ) স্বয়ং আল্লাহর কালিমাহ, বরং এর অর্থ হচ্ছে, হযরত ঈসা (আ) আল্লাহর কালিমাহ হতে সৃষ্ট। 'কুন' বা 'হয়ে যাও'—একথাটি হচ্ছে আল্লাহর কালিমাহ বা বাণী। এ বাণী বা হুকুমে ঈসা (আ)-এর মধ্যে আত্মা এসেছে।

হযরত ঈসা (আ)-কে 'রূহুল্লাহ' বলার উদ্দেশ্য তাঁর মর্যাদা প্রকাশ করা। অন্যথায় এর অর্থ হচ্ছে আল্লাহ তাআলা আপন 'আমর' বা আদেশ দ্বারা হযরত ঈসা (আ)-এর আত্মাকে সৃষ্টি করেছেন।

❒

www.amarboi.org

উনবিংশ জিজ্ঞাসা

আত্মাকে দেহের পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে, না দেহের পরে ?

এর উত্তরে বলা যায় যে, এ সম্পর্কে দুটি বিখ্যাত উক্তি রয়েছে, যার উল্লেখ শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া তাঁর গ্রন্থে করেছেন।

প্রথম উক্তি এই যে, আত্মাকে দেহের পূর্বে সৃষ্টি করা হয়েছে। দ্বিতীয় উক্তি এই যে, আত্মাকে দেহের পরে সৃষ্টি করা হয়েছে। এ দুটি ছাড়া আরও বেশ কয়েকটি উক্তি রয়েছে। কিন্তু সেগুলোর পিছনে কোনো সবল যুক্তি না থাকায় এখানে তার উল্লেখ করা হলো না।

যারা দেহের পূর্বে আত্মাকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে দাবী করেন তাদের যুক্তিসমূহ

যারা দেহের পূর্বে আত্মাকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে দাবী করেন তাদের যুক্তি এই যে, আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

وَلَقَدْ خَلَقْنٰكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنٰكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلٰۤئِكَةِ اسْجُدُوْا لِاٰدَمَ ق فَسَجَدُوْۤا اِلَّاۤ اِبْلِيْسَ ط لَمْ يَكُنْ مِّنَ السّٰجِدِيْنَ○- الاعراف : ١١

"আমিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করি, অতপর তোমাদেরকে রূপদান করি, অতপর ফিরিশতাদেরকে আদমের কাছে নত হতে বলি ; ইবলীস ছাড়া সকলেই নত হয়। যারা নত হল সে (ইবলীস) তাদের অন্তর্ভুক্ত হল না।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১১

আয়াতে উল্লেখিত 'অতপর' (ছুম্মা) শব্দটি তারতীব (ক্রমান্বয়) বর্ণনার উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে ; এবং এখানে আদমের সৃষ্টি দ্বারা আদমের আত্মাকে এবং তার রূপদান দ্বারা তার দেহকে সৃষ্টি করার কথা বলা হয়েছে। অতএব বুঝা গেল যে, আগে আত্মা সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন হয়েছে, অতপর দেহ সৃষ্টি করে আদমকে সিজদা করার জন্য ফিরিশতাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে।

পবিত্র কুরআনে আরও বলা হয়েছে ঃ

وَاِذْ اَخَذَ رَبُّكَ مِنْۢ بَنِىْۤ اٰدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَاَشْهَدَهُمْ عَلٰۤى اَنْفُسِهِمْ ج

www.amarboi.org

اَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ط قَالُوْا بَلٰى ج شَهِدْنَا ج اَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اِنَّا كُنَّا عَنْ هٰذَا غٰفِلِيْنَ ـ الاعراف : ١٧٢

"স্মরণ করো! তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তার বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্পর্কে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন এবং বলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই ?' তারা বলে, 'নিশ্চয়ই আমরা সাক্ষী রইলাম।' এ স্বীকৃতি গ্রহণ এজন্য যে, তোমরা যেন কিয়ামতের দিন না বলো, আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম।"–সূরা আল আরাফ ঃ ১৭২

নিশ্চয়ই মানুষের আত্মার সাথে আল্লাহর এ কথোপকথন হয়েছিল এবং তাদের নিকট থেকে উল্লেখিত স্বীকারোক্তিও গ্রহণ করা হয়েছিল। কেননা ঐ সময় তো দেহের অস্তিত্ব ছিল না। অতএব জোর দিয়ে বলা যায় যে, আত্মাকে দেহের পূর্বেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

সহীহ হাকীমে উপরোক্ত আয়াতের তাফসীর প্রসঙ্গে বলা হয়েছে, আল্লাহ্ তাআলা ঐ দিন কিয়ামত পর্যন্ত দুনিয়ায় আগমনকারী সকলকে একত্রিত করেন এবং তাদের আত্মাসমূহ সৃষ্টি করেন। অতপর তাদের রূপদান করেন, তাদের সাথে কথা বলেন এবং তাদের নিকট হতে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করতে গিয়ে বলেন, আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই ? তারা বলে, 'নিশ্চয়ই, আমরা সাক্ষী রইলাম।' তখন আল্লাহ্ বলেন, আমি এর উপর সপ্ত আকাশ ও সপ্ত যমীনকে সাক্ষী রাখলাম—তোমাদের পিতা আদমকেও, যাতে তোমরা কিয়ামতের দিন না বলো, আমরা তো এ বিষয়ে অনবহিত ছিলাম। সাবধান! আমার সাথে কাউকে শরীক করো না। আমি তোমাদের কাছে আমার রাসূলদেরকে পাঠাব ; তারা তোমাদেরকে এ অঙ্গীকারের কথা স্মরণ করিয়ে দিবে এবং তোমাদের উপর আমার কিতাবাদিও নাযিল করব। তখন সবাই বলল, আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনিই আমাদের প্রতিপালক এবং আমাদের উপাস্য। আপনি ছাড়া আমাদের আর কোন প্রভু নেই। অতপর তাদের সামনে তাদের পিতা আদম (আ)-কে আনা হলো। তিনি যখন তার বংশধরদের মধ্যে ধনী, গরীব, সুন্দর, কুৎসিৎ ইত্যাদি নানা রকমের লোক দেখতে পেলেন তখন বললেন, হে প্রভু ! তুমি যদি তোমার বান্দাদের মধ্যে সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে (তাহলে খুব ভাল হতো)। আল্লাহ্ তাআলা উত্তরে বললেন, আমি প্রসংশিত হই, এটাই আমার পসন্দ। আদম (আ) তাদের সন্তানদের মধ্যে

www.amarboi.org

নবীদেরকে এক একটি প্রদ্বীপের ন্যায় দেখতে পেলেন। নবীদের নিকট হতে রিসালাত ও নুবুওয়াতের অঙ্গীকার নেয়া হলো। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَاِذْ اَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّنَ مِيْثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُّوْحٍ وَّاِبْرٰهِيْمَ وَمُوْسٰى وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ص وَاَخَذْنَا مِنْهُمْ مِّيْثَاقًا غَلِيْظًاO- الاحزاب : ٧

"স্মরণ করো, আমি নবীদের নিকট হতে, তোমার নিকট হতে এবং নূহ, ইবরাহীম, মূসা ও মারইয়াম-তনয় ঈসার নিকট হতে অংগীকার গ্রহণ করেছিলাম—গ্রহণ করেছিলাম দৃঢ় অংগীকার।"

—সূরা আল আহযাব ঃ ৭

এর দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যে সমস্ত রূহের নিকট হতে এ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করা হয়েছিল হযরত ঈসার রূহও ছিল তাদের অন্যতম। পবিত্র কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী যখন মারইয়াম তার পরিবার-পরিজন থেকে পৃথক হয়ে নিরালায় পূর্বদিকে একস্থানে আশ্রয় নেন তখন এ রূহকে আল্লাহ্ তাআলা মারইয়ামের নিকট প্রেরণ করেন এবং তা তার মুখ দিয়ে প্রবিষ্ট হয়। এ হাদীসের সনদ সঠিক বলে স্বীকৃত।

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) 'স্মরণ করো, তোমার প্রতিপালক আদমের পৃষ্ঠদেশ হতে তার বংশধরদেরকে বের করেন ......"—এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, তোমার প্রভু, আদম (আ)-এর পিঠের উপর হাত বুলালেন। তখন তার পিঠ থেকে প্রত্যেকটি আত্মা বের হয়ে এলো যাদেরকে তিনি কিয়ামত পর্যন্ত সৃষ্টি করবেন। .....।

হযরত আবদুল্লাহ্ বিন আমর (রা), এর ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, যেমন চিরুণী দ্বারা চুলের অভ্যন্তরস্থ জিনিসসমূহ বের করে আনা হয় তেমনি আল্লাহ্ তাআলা আদম-সন্তানদেরকে তার পিঠ থেকে বের করে আনলেন।

আর হযরত আতা (রা) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসংগে বলেন, অঙ্গীকার গ্রহণের সময় হযরত আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ হতে আত্মাসমূহকে বের করা হয়, অতপর ঐ পৃষ্টদেশেই তাদেরকে ফিরিয়ে দেয়া হয়।

হযরত আমর বিন আবাসাহ্ (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ (স)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ্ তাআলা বান্দাদের সৃষ্টির দু হাজার বছর পূর্বে তাদের আত্মাদেরকে সৃষ্টি করেন। তখন তাদের মধ্যকার যাদের মধ্যে পরস্পর আলাপ-পরিচয় হয়েছিল তাদের মধ্যে (দুনিয়ায়) পরস্পর প্রেম-

www.amarboi.org

ভালবাসা জন্মে, আর যাদের মধ্যে পরস্পর আলাপ-পরিচয় হয়নি তাদের মধ্যে দুনিয়ায় মতবিরোধের সৃষ্টি হয়।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

যারা দেহের পরে আত্মাকে সৃষ্টি করা হয়েছে বলে দাবী করেন তাদের যুক্তিসমূহ

যারা দাবী করেন যে, আত্মাকে দেহের পরে সৃষ্টি করা হয়েছে, তারা বলেন, পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنٰكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّاُنْثٰى وَجَعَلْنٰكُمْ شُعُوْبًا وَّقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا ط اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ○

"হে মানুষ, আমি তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি এক পুরুষ ও এক নারী হতে, পরে তোমাদেরকে বিভক্ত করেছি বিভিন্ন জাতি ও গোত্রে, যাতে তোমরা একে অপরের সাথে পরিচিত হতে পার। তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই আল্লাহর কাছে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন যে অধিক মুত্তাকী। আল্লাহ সবকিছু জানেন, সমস্ত খবর রাখেন।"–সূরা হুজুরাত ঃ ১৩

এখানে সে মানুষকেই সম্বোধন করা হয়েছে, যে হচ্ছে আত্মা ও দেহের সম্মিলিত রূপ। অতএব বুঝা যাচ্ছে মানুষের এ সম্মিলিত রূপ অর্থাৎ দেহ ও আত্মাকে সৃষ্টি করা হয়েছে তাদের পিতামাতাকে সৃষ্টি করার পর।

পবিত্র কুরআনে আরো বলা হয়েছে ঃ

يَاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيْرًا وَّنِسَاءً ج ـ النساء : ١

"হে মানব! তোমরা তোমাদের প্রতিপালককে ভয় করো, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি হতেই সৃষ্টি করেছেন ও যিনি তা হতে তার সংগিণী সৃষ্টি করেন, যিনি তাদের দুজন হতে বহু নরনারী পৃথিবীতে বিস্তার করেন।"–সূরা আন নিসা ঃ ১

এখানেও প্রথমে দেহ, অতপর দেহের সাথে আত্মাকে সৃষ্টি করার প্রতি পরিষ্কার ইংগিত রয়েছে। এ থেকে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে, প্রথমে সমগ্র মানবজাতির মূল তথা তাদের আদি পিতা আদমকে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতপর তা হতে মানবজাতিকে তথা তাদের দেহ ও আত্মাকে সৃষ্টি করা হয়েছে।

www.amarboi.org

একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা ও ভিন্ন উক্তি

কিছুসংখ্যক আলিম "স্মরণ করো! তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তার বংশধরকে বের করেন ....."—এ আয়াতের একটি ভিন্ন ব্যাখ্যা দিয়েছেন। ফলে এক্ষেত্রে একটি ভিন্ন উক্তির উদ্ভব হয়েছে। আর তাহলো, অস্তিত্বলাভের ক্রমানুসারে যখন আল্লাহ্ তাআলা মানব সন্তানদেরকে প্রথমে পিতার ঔরসে বীর্যের আকারে, অতপর মাতার গর্ভে ভ্রূণের আকারে, অতপর পৃথিবীতে পরিপূর্ণ মানুষের আকারে সৃষ্টি করবেন তখন তাদেরকে বিবেকবুদ্ধি দান করবেন এবং তাদের কাছ থেকে আপন প্রভুত্বের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করবেন। কেননা তখন তাদের সামনে এমন সব প্রকাশ্য নিদর্শন এবং দলীল-প্রমাণ থাকবে, যার প্রেক্ষিতে তারা আল্লাহকে নিজেদের সৃষ্টিকর্তা প্রভু বলে মানতে বাধ্য হবে। কেননা এমন কোনো মানুষ নেই, যার মধ্যে তার প্রভুর শিল্পনৈপুণ্যের চিহ্নাদি থাকে না এবং ঐসব চিহ্নাদি এ সাক্ষ্য দেয় না যে, আল্লাহ্ তাআলাই তার সৃষ্টিকর্তা এবং সর্ববিষয়ে আল্লাহ তাআলার হুকুমই তার মধ্যে কার্যকর। অতপর যখন তারা ঐ সমস্ত দলীল দ্বারা আল্লাহর অস্তিত্বের পরিচয় পাবে, তখন নিজেরাই যেন আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্যদাতা হয়ে দাঁড়াবে। যেমন পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে ঃ

مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِيْنَ اَنْ يَّعْمُرُوْا مَسٰجِدَ اللّٰهِ شٰهِدِيْنَ عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ ط
اُولٰٓئِكَ حَبِطَتْ اَعْمَالُهُمْ ج وَفِى النَّارِ هُمْ خٰلِدُوْنَ○- التوبة : ١٧

"মুশরিকদের কোনো অধিকার নেই যে, তারা আল্লাহর মসজিদ আবাদ করে, যে অবস্থায় তারা নিজেরাই নিজেদের বিরুদ্ধে কুফরীর সাক্ষ্য দিচ্ছে, এদের সব কাজ বৃথা যাবে এবং তারা সর্বদা জাহান্নামে অবস্থান করবে।"–সূরা আত তাওবাহ ঃ ১৭

এ আয়াতে যেভাবে বলা হয়েছে ঠিক সেভাবে মুশরিকরা নিজেরা নিজেদের বিরুদ্ধে কুফরীর সাক্ষ্যদানকারী নয় ; তবে তাদের অবস্থা যেন ঠিক সাক্ষ্যদানকারীরই মতো। যেমন বলা হয়ে থাকে, আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমার কথার সাক্ষ্য দিচ্ছে। এর অর্থ এই নয় যে, আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ প্রকৃতই সাক্ষ্য দিচ্ছে—বরং এর অর্থ এই যে, আমি তোমার কথা বুঝে নিয়েছি ; এমন কি যদি আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাকশক্তি থাকত এবং তাদের সাক্ষ্য তলব করা হত তাহলে তারাও সাক্ষ্য দিত। মানুষ কর্তৃক আল্লাহর একত্বের স্বীকৃতি বা সাক্ষ্য এ পর্যায়েরই। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

www.amarboi.org

شَهِدَ اللّٰهُ اَنَّهُ لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ لا وَالْمَلٰٓئِكَةُ وَاُولُوا الْعِلْمِ قَآئِمًا بِالْقِسْطِ ط
لَآ اِلٰهَ اِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ○- ال عمران : ١٨

"আল্লাহ সাক্ষ্য দেন যে, তিনি ছাড়া অন্য কোনো ইলাহ নেই। ফিরিশতারা এবং জ্ঞানীরাও ; আল্লাহ ন্যায়নীতিতে প্রতিষ্ঠিত, তিনি ছাড়া অন্য কোন ইলাহ নেই, তিনি পরাক্রম, প্রজ্ঞাময়।"
–সূরা আলে ইমরান ঃ ১৮

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তার একত্বের কথা জানিয়ে দিয়েছেন ও প্রকাশ করে দিয়েছেন। এ জানিয়ে দেয়াটা যেন তার সাক্ষ্য দেয়ারই মতো।

ইবনে আনবারী এ ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন এবং এ ব্যাখ্যা অন্য যে কোনো ব্যাখ্যার চেয়ে অধিকতর যুক্তিযুক্ত ও গ্রহণীয় বলে আমরা মনে করি।

জুরজানীর ব্যাখ্যা

আরবী ভাষায় রূপক অর্থে, যে ঘটনাটি 'অবশ্যই ঘটবে' সেটাকে 'ঘটে গেছে' বলে ধরে নেয়া হয়। কেননা এ ঘটনা যে অবশ্যই ঘটবে তা আল্লাহর জ্ঞানে পূর্ব হতেই আছে। রূপক অর্থের এ ব্যবহার, পবিত্র কুরআনে বহুলভাবে পরিদৃষ্ট হয় ঃ

وَنَادٰٓى اَصْحٰبُ النَّارِ اَصْحٰبَ الْجَنَّةِ اَنْ اَفِيْضُوْا عَلَيْنَا مِنَ الْمَآءِ اَوْ مِمَّا
رَزَقَكُمُ اللّٰهُ ط قَالُوْٓا اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكٰفِرِيْنَ○- الاعراف : ٥٠

"অগ্নিবাসীরা জান্নাতবাসীদেরকে সম্বোধন করে বলবে, আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও, অথবা আল্লাহ জীবিকারূপে তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা হতে কিছু দাও। তারা বলবে, আল্লাহ এ দুটি জিনিস নিষিদ্ধ করেছেন সত্য-প্রত্যাখ্যানকারীদের জন্য।"–সূরা আরাফ ঃ ৫০

এখানে 'বলল' শব্দটি 'বলবে' অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

অতএব, "স্মরণ করো! তোমার প্রতিপালক আদম সন্তানের পৃষ্ঠদেশ হতে তার বংশধরকে বের করেন .....।" এ আয়াতের অর্থ হবে নিম্নরূপ—

যখন তোমাদের প্রভু আদমের বংশধরকে তাদের পিতার ঔরস হতে বের করবেন এবং তাদেরকে বিবেকবুদ্ধি দান করবেন তখন তাদের নিজেদের সম্পর্কে তাদের স্বীকারোক্তি গ্রহণ করবেন। এ প্রেক্ষিতে প্রত্যেক

www.amarboi.org

প্রাপ্তবয়স্ক মানুষ, যে নিজের ভালমন্দ বুঝে এবং সাওয়াব-আযাব ও ওয়াদা-অয়ীদের জ্ঞান রাখে—ধরে নিতে হবে যে, আল্লাহ্ তাদের নিকট হতে তার একত্বের অংগীকার গ্রহণ করেছেন। কেননা তিনি তাকে বিবেকবুদ্ধি দিয়েছেন, তার সৃজনের উপর দলীল-প্রমাণ খাড়া করেছেন, সে বিবেকবুদ্ধি দ্বারা একথা উপলব্ধি করতে পেরেছে যে, 'আমি নিজে নিজেকে সৃষ্টি করিনি এবং আপনা-আপনি সৃষ্টিও হয়নি। বরং কেউ না কেউ আমাকে সৃষ্টি করেছে। আর সে আমি ভিন্ন অন্য কেউ এবং নিশ্চয়ই সে অতুলনীয়। আর যেহেতু সৃষ্টি করার যোগ্যতা কোন সৃষ্টির মধ্যে নেই, তাই নিশ্চিতভাবে সেই সৃষ্টিকর্তা হচ্ছেন আল্লাহ্। মানুষ তার সুদিনে এ সম্পর্কে চিন্তা না করলেও দুর্দিনে, যখন সে কোন বিপদে পতিত হয়, তখন আপন মাথা আকাশের দিকে তুলে কোনো এক মহান সত্তার দিকে আপন অংগুলি নির্দেশ করে। কেননা তার অন্তরে এ বিশ্বাস রয়েছে যে, আল্লাহ্ আকাশের উপর রয়েছেন। বিবেকবুদ্ধি, যার উপর কোন কিছুকে বুঝা বা বুঝানো নির্ভর করে তাই হচ্ছে আল্লাহর পরিচয় লাভের মাধ্যম। অতএব যে ব্যক্তিই প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে বিবেকবুদ্ধির অধিকারী হয়েছে, আল্লাহ তাআলা যেন তার নিকট হতে তার প্রভুত্বের স্বীকৃতি আদায় করে নিয়েছেন। অতএব প্রাপ্তবয়স্ক ব্যক্তি সম্পর্কে একথা বলা যাবে যে, সে আল্লাহর প্রভুত্বের স্বীকৃতি প্রদান করেছে এবং আল্লাহর একত্বকে মেনে নিয়েছে এবং মুসলমান হয়ে গেছে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَنْ فِى السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَّكَرْهًا وَّظِلٰلُهُمْ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ ۝ - الرعد : ١٥

"ইচ্ছায় অথবা অনিচ্ছায় আল্লাহর প্রতি সিজদাবনত থাকে আকাশ-মণ্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সে সমস্ত এবং তাদের ছায়াগুলোও সকাল ও সন্ধ্যায়।"–সূরা আর রা'দ ঃ ১৫

আরও বলা হয়েছে–

وَلِلّٰهِ يَسْجُدُ مَا فِى السَّمٰوٰتِ وَمَا فِى الْاَرْضِ مِنْ دَآبَّةٍ وَّالْمَلٰٓئِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ ۝ - النحل : ٤٩

"আল্লাহকেই সিজদা করে যা কিছু আছে আকাশমণ্ডলীতে, পৃথিবীতে যত জীবজন্তু আছে সে সমস্ত এবং ফেরেশতারাও, তারা অহংকার করে না।"–সূরা আন্ নাহ্ল ঃ ৪৯

www.amarboi.org

দেহ ও আত্মাকে সৃষ্টির ব্যাপারে প্রধান প্রধান উক্তিগুলো বর্ণিত হলো। মোটামুটিভাবে বলা যেতে পারে যে, প্রত্যেক উক্তির সমর্থনেই কুরআন ও হাদীস থেকে কিছু না কিছু যুক্তি পেশ করা যেতে পারে। তবে উপসংহারে একথা নির্দ্বিধায় বলা যেতে পারে যে, কুরআন, হাদীস, ইজমা ও কিয়াস হতে একথা অধিকতর স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয় যে, আল্লাহর তাআলা দেহকে সৃষ্টি করার পরই তার মধ্যে আত্মাকে ফুঁকে দিয়েছেন। কেননা যদি দেহের পূর্বে আত্মার অস্তিত্ব থাকত এবং সে জীবনধারী, জ্ঞানী, বিবেকবান ও বাকশক্তির অধিকারী হত তাহলে দুনিয়ায় আসার পর ঐ জগতের কথা তার কিছু না কিছু অবশ্যই স্বরণ থাকত, যেখানে সে দীর্ঘদিন অতিবাহিত করে এসেছে।

কেননা এটা অসম্ভব যে, আত্মার মধ্যে জীবন, জ্ঞান, বাকশক্তি ও বিবেকশক্তি থাকবে এবং সে অন্যান্য আত্মাদের দলে দীর্ঘকাল অতিবাহিতও করবে, অতপর যখন দেহের মধ্যে স্থানান্তরিত হবে তখন অতীতের কোন কথা, কোন ঘটনাই তার মনে থাকবে না।

অথচ কুরআন-হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যখন আত্মা দেহ থেকে পৃথক হয়ে যায় তখন দেহে অবস্থানকালীন বিস্তারিত অবস্থাদি তার জানা থাকে, অথচ প্রকৃত ব্যাপার এই যে, দেহে আসার পর আত্মা নানা প্রতিবন্ধকতার সম্মুখীন হয়ে থাকে। অতএব আত্মার জগতে অবস্থানকালীন সময়ে, যখন তার সম্মুখে কোনো প্রতিবন্ধকতাই ছিল না তখনকার অবস্থা তো তার আরও স্পষ্টভাবে স্মরণ থাকার কথা। যদি বলা হয় যে, দৈহিক সম্পর্কাদি ও সাংসারিক ব্যস্ততা, আত্মাকে তার অতীতের অবস্থাদির কথা ভুলিয়ে দেয়—তাহলে আমরা এর উত্তরে বলবো, এসব বিষয় তাকে তার বিস্তারিত অবস্থার কথা না হয় ভুলিয়ে দিল, কিন্তু এটা কি করে সম্ভব যে, অতপর কিছুই তার মনে থাকবে না। এটাতো সবারই জানা যে, এ দৈহিক সম্পর্কের কারণে সে তো তার দুনিয়ার প্রথম জীবনের কথা সম্পূর্ণরূপে ভুলে যায় না, অতএব আত্মার জগতের কিছু কথা অবশ্যই তার মনে থাকার কথা।

যদি কেউ বলে যে, দেহের পূর্বে রূহের অস্তিত্ব ছিল এবং সে জীবন, জ্ঞান, বাকশক্তি ও বিবেকশক্তির অধিকারী ছিল, অতপর দেহের সাথে যখন তার সম্পর্ক সৃষ্টি হয় তখন তার ঐ সমস্ত গুণাবলী নিঃশেষিত হয়ে যায় ; অতপর ধীরে ধীরে সে পুনরায় জ্ঞান ও বিবেকের অধিকারী হয় ; —তাহলে তার উত্তরে বলা হবে, যদি একথা মেনে নেয়া হয় তাহলে তো

www.amarboi.org

এ বিস্ময়কর কথাটিও মেনে নিতে হবে যে, প্রথমে আত্মা পরিপূর্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন ছিল, অতপর সে বুদ্ধি হতে একেবারেই বঞ্চিত হয়ে যায়, অতপর পুনরায় ধীরে ধীরে বুদ্ধির অধিকারী হয়। কিন্তু এমন কথার পিছনে না কোনো বুদ্ধিগত প্রমাণ আছে, না শাস্ত্রগত, আর না স্বভাবগত, বরং আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেণ ঃ

وَاللّٰهُ اَخْرَجَكُمْ مِّنْۢ بُطُوْنِ اُمَّهٰتِكُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ شَيْـًٔا ۙ وَّجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْـِٕدَةَ ۙ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ ۝ - النحل : ٧٨

"এবং আল্লাহ তোমাদেরকে নির্গত করেছেন তোমাদের মাতৃগর্ভ হতে এমন অবস্থায় যে, তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদেরকে দিয়েছেন শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।"–সূরা আন নাহল ঃ ৭৮

অতএব জানা গেল যে, যে অবস্থার উপর আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে, তাই আমাদের আসল অবস্থা। জ্ঞান, অনুভূতি, শক্তি, ক্ষমতা— এসব কিছুই পরবর্তী সময়ে আমাদের মধ্যে আসে। অতএব পূর্বেকার কিছুই আমাদের জানা নেই। কেননা তখন তো আমাদের অস্তিত্বই ছিল না যে, আমরা কিছু জানবো বা বুঝবো।

অনুরূপভাবে আত্মারা যদি দেহের পূর্বে সৃষ্টি হত এবং এখনকার মত ভাল, খারাপ, কাফির, মুমিন ইত্যাদি হত তাহলে তো ধরে নিতে হবে যে, আমল করার পূর্বেই এ সমস্ত দোষগুণ তাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছে ; অথচ একমাত্র দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার পরই তারা এ সমস্ত গুণে গুণান্বিত বা এ সমস্ত দোষে দুষ্ট হতে পারে। যে দেহের সাহায্যে এ সমস্ত গুণাবলী বা অবস্থাদি অর্জন করা হয় সে দেহের মধ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার পূর্বেই তাদের সাথে এগুলোকে সম্পৃক্ত করা সম্পূর্ণ অবান্তর।

যদি বলা হয় যে, আত্মাদেরকে সৃষ্টি করার পূর্বেই তাদের ভালমন্দ ভাগ্য নির্ধারণ হয়েছে, অতপর তাদেরকে পৃথিবীতে পাঠান হয়েছে তাহলে আমরা তা (তাকদীর) অস্বীকার করবো না। যদি এমন কোন প্রমাণ থাকে যে, সমগ্র আত্মাকে একই সময়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, অতপর কোন একটি জায়গায় রাখা হয়েছে এবং তাদেরকে জীবন ও বাকশক্তি দেয়া হয়েছে, অতপর সময়ে সময়ে নিজ নিজ যুগে নিজ নিজ দেহের মধ্যে তাদেরকে পাঠান হয়েছে—তাহলে একে আমরা সবার আগে মানতে রাজি আছি। কেননা আল্লাহ তাআলা সর্বশক্তিমান, তিনি যা ইচ্ছা তাই করতে পারেন।

www.amarboi.org

কিন্তু আমরা তো জোর গলায় আল্লাহর সৃষ্টি সম্পর্কে বা অন্য কোন বিষয়ে এমন কোন সংবাদ দিতে পারি না, যে সংবাদ খোদ আল্লাহ্ তাআলা তাঁর রসূলের মাধ্যমে আমাদেরকে দেননি। আর এটা তো জানা কথা যে, রাসূলুল্লাহ (স)-ও অনুরূপ কোনো সংবাদ আমাদেরকে দেননি। তিনি (স) আমাদেরকে যে সংবাদ দিয়েছেন এবং যা সহীহ্ হাদীসে লিপিবদ্ধ আছে তাহলো, মানব-সন্তানের সৃষ্টি এভাবে যে, সে মায়ের পেটে চল্লিশ দিন শুক্র-বিন্দুরূপে, অতপর চল্লিশ দিন জমাট রক্তরূপে, অতপর চল্লিশ দিন পিণ্ডরূপে অবস্থান করে। অতপর আল্লাহ্ তাআলা তার দিকে ফিরিশতা পাঠান এবং ফিরিশতা এসে তাতে ফুঁক দেন। অতএব জানা গেল যে, শুধুমাত্র ফিরিশতার ফুঁকেই আত্মার সৃষ্টি হয়। রাসূলুল্লাহ (স) এটা বলেননি যে, ফিরিশতাকে রূহ দিয়ে পাঠান হয় এবং সে দেহের মধ্যে রূহ প্রবিষ্ট করিয়ে দেয়। মোটকথা, আল্লাহ্ তাআলা ফিরিশতাকে পাঠান এবং সে তার ফুঁকের সাহায্যে পিণ্ডের মধ্যে রূহের সৃষ্টি করে। বিষয়টি এরূপ নয় যে, আল্লাহ্ তাআলা ফিরিশতার সাথে সেই রূহকে পাঠান, যা তার কাছে পূর্ব থেকেই মওজুদ ছিল। ফিরিশতাকে পিণ্ডের মধ্যে রূহ ফুঁকে দেয়ার জন্য পাঠান, আর ইতিপূর্বে সৃষ্ট রূহকে ফিরিশতার সাথে পাঠান—দুটি সম্পূর্ণ ভিন্ন কথা। এ দুটি কথার মধ্যকার পার্থক্য খুবই প্রণিধানযোগ্য।–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

❋

www.amarboi.org

বিংশ জিজ্ঞাসা

নাফ্স্ ও রূহ্ কি ? এ দুটি কি একই বস্তু না পৃথক পৃথক দুটি বস্তু ? নাফ্স্ কি একটি, না তিনটি ?

সংখ্যাগরিষ্ঠ ওলামা কিরামের অভিমত এই যে, নাফস অর্থ আত্মা বা প্রাণ এবং রূহের অর্থও তাই। তবে কুরআন, হাদীস ও আরবী পরিভাষায় নাফ্স্ ও রূহ্ ভিন্ন ভিন্ন অর্থেও ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

নাফ্স্ ও রূহ মূলত একই বস্তু। রূহকে নাফস বলা হয় এজন্য যে, নাফস আরবী শব্দ 'নাফীস' হতে উদ্ভূত। আর নাফীস অর্থ সুন্দর ও আকর্ষণীয় বস্তু। যেহেতু রূহের মাধ্যমে দেহ সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তাই একে নাফস বলা হয়।

কারো কারো মতে, 'নাফস' আরবী শব্দ 'তানাফ্ফুস' থেকে উদ্ভূত। আর তানাফ্ফুস অর্থ শ্বাস গ্রহণ। শ্বাস যেমন দেহ থেকে বের হয় এবং দেহে ফিরে আসে, ঠিক তেমনি রূহও একবার দেহ থেকে বের হয়, আবার দেহে ফিরে আসে। কেননা এটা তো জানা কথা যে, রূহ নিদ্রিত অবস্থায় দেহ থেকে বের হয়ে যায় এবং জাগ্রত অবস্থায় আবার দেহে ফিরে আসে। অনুরূপভাবে মৃত্যুকালে এটা দেহ থেকে বের হয়ে যায় এবং কবরে ফিরিশতাদেরকে জিজ্ঞাসাবাদকালে পুনরায় দেহে ফিরে আসে। আর জিজ্ঞাসাবাদ শেষে পুনরায় দেহ থেকে বের হয়ে যায় এবং পুনরুত্থানকালে আবার দেহে ফিরে আসে।

মোদ্দাকথা, নাফস ও রূহ একই বস্তু। অর্থের দিক দিয়ে এ দুটি শব্দের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই।

মানুষের নাফস মূলত একটি

কারো কারো মতে মানুষের নাফস তিনটি। যথা ঃ নাফসে মুতমায়িন্নাহ্, নাফসে লাওয়ামাহ্ ও নাফসে আম্মারাহ।

কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার এই যে, মানুষের নাফস মাত্র একটি। তবে গুণগত ও অবস্থাগত দিক দিয়ে তা মুতমায়িন্নাহ, আম্মারাহ ও লাওয়ামাহ–এ তিন্ন নামে অভিহিত হয়ে থাকে।

www.amarboi.org

নাফসে মুতমায়িন্নাহ

নাফসে 'মুতমায়িন্নাহ' বলা হয় তখন, যখন তা আপন প্রভু আল্লাহ তাআলার ইবাদাত, ভালবাসা, তাঁর কাছে ক্ষমাপ্রার্থনা, তাঁর অভিমুখী হওয়া, তাঁর উপর আস্থাস্থাপন এবং তাঁর সব কাজে সন্তুষ্ট থাকার মাধ্যমে প্রশান্ত হয়ে ওঠে। কেননা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্টি ও ভালবাসা এবং তার প্রতি আশান্বিত থাকা একজন মানুষকে—অন্যকে ভালবাসা, অন্যের সন্তুষ্টি অর্জন, অন্যকে ভয় করা ও অন্যের প্রতি আশান্বিত থাকার কথা ভুলিয়ে দেয়। তখন সে আল্লাহর ভালবাসায় মত্ত হয়ে অন্যান্যদের ভালবাসা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, আল্লাহর স্মরণে ডুবে গিয়ে অন্যের কথা বিস্মৃত হয়ে যায় এবং আল্লাহর সাক্ষাতলাভের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে অন্যান্যদের সাক্ষাতলাভের প্রতি নিরাসক্ত হয়ে পড়ে। প্রকৃতপক্ষে 'ইত্‌মিনান' বা প্রশান্তি আল্লাহর পক্ষ থেকেই মানুষের অন্তরে অবতীর্ণ হয়, যা তাকে আল্লাহর মারিফাত ও পরিচয় লাভের মধ্যে নিমগ্ন রাখে এবং ফিরিয়ে দেয় তার পলায়নপর অন্তরকে আল্লাহর দিকে। তখন সে যেন তার প্রভুর সামনা-সামনি বসে তাঁরই মাধ্যমে শুনে ও দেখে, তাঁরই মাধ্যমে কোন কিছু বর্জন অথবা গ্রহণ করে এবং তাঁরই জন্য আন্দোলিত ও রোমাঞ্চিত হয়। এ প্রশান্তি তার মনেপ্রাণে, তার গ্রন্থিসমূহে, তার শিরা-উপশিরায় এবং তার বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ যাবতীয় শক্তির মধ্যে সংক্রমিত হয়, যা তার আত্মাকে আল্লাহর দিকে আকৃষ্ট করে এবং তার দেহের প্রতিটি অংশকে আল্লাহর খিদমত ও নৈকট্যলাভের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে।–মাওলানা মুফতী আযান গাছী (র) ঃ মাওয়ায়িয (কলমী নুসখা)।

সত্যিকার প্রশান্তির উৎস

সত্যিকার প্রশান্তি আল্লাহ ও আল্লাহর যিক্‌র ছাড়া লাভ করা কখনো সম্ভব নয়। আল্লাহর যিকর হচ্ছে তাঁর ঐ বাণী, যা তিনি তাঁর রাসূলের উপর নাযিল করেছেন। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

اَلاَ بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ - الرعد : ٢٨

"জেনে রেখো, আল্লাহর যিকরের মাধ্যমেই চিত্ত প্রশান্ত হয়।"
–সূরা আর রা'দ ঃ ২৮

চিত্তের প্রশান্তি এমন একটি জিনিস, যা দ্বারা মনের যাবতীয় দুশ্চিন্তা ও দুঃখব্যথা দূর হয়ে যায়। আর এ প্রশান্তি আল্লাহ ও আল্লাহর যিক্‌র (স্মরণ) ছাড়া অন্য কোন জিনিস দ্বারা লাভ করা যায় না। আল্লাহকে

www.amarboi.org

ছেড়ে অন্য কারো নিকট হতে প্রশান্তির আশা করা বাতুলতা বৈ তো নয়। এটা আল্লাহ্ তাআলার একটা অটল সিদ্ধান্ত যে, যে ব্যক্তি প্রশান্তির আশায় তাকে ছেড়ে অন্য কারো শরণাপন্ন হবে—সে যেই হোক না কেন, তাকে আল্লাহ তাআলা আরও বেশী অশান্তির মধ্যে ফেলবেন। এমনকি কেউ যদি আপন জ্ঞান, অবস্থা ও আমলের ওপর প্রশান্তি লাভ করে তাহলে আল্লাহ তাআলা তা থেকেও তার ঐ নিয়ামাত (প্রশান্তি) ছিনিয়ে নিবেন। আল্লাহ্ তাআলা এ ধরনের মানুষের অন্তর দুঃখ-কষ্ট ও বিপদাপদের লক্ষ্যস্থলে পরিণত করেন—যাতে তার (আল্লাহর) বন্ধুরা বুঝে নেয়, গায়রুল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনকারীরা শেষ পর্যন্ত বঞ্চনার শিকারে পরিণত হয় এবং তাদের কোন আশা-আকাঙ্ক্ষাই যথাযথভাবে পূরণ হয় না। সত্যিকার প্রশান্তি এই যে, আল্লাহ্ তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলী সম্পর্কে আপন পবিত্র গ্রন্থে যা কিছু বলেছেন কিংবা তাঁর রাসূলগণ যাকিছু বলেছেন, বান্দা যেন সেগুলোকে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে, সেগুলোর প্রতি তার আনুগত্য প্রকাশ করে এবং কোনরূপ ওযর-আপত্তি ছাড়াই তা মেনে নেয়, আর এ থেকেই যেন তার অন্তরে আনন্দের ধারা নামে। কেননা মানুষ এর দ্বারাই আল্লাহর রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহর মারিফাত ও পরিচিতি লাভ করে। মানুষের চিত্তের মধ্যে সবসময়ই অশান্তি ও দুঃখ বিরাজ করে যতক্ষণ না সে তার প্রভুর নামসমূহ ও গুণাবলীর উপর, তার একত্বের উপর এবং তার আরশে অধিষ্ঠানের উপর ঈমান আনার মাধ্যমে চিত্তগত আনন্দ ও প্রশান্তি লাভ করে। এর মাধ্যমে যেন তার অন্তর ও দেহের প্রতিটি গ্রন্থি খুশীতে দুলে ওঠে। যেন সে এসব কিছুকে আপন চোখে সেরূপে প্রত্যক্ষ করে, যেরূপে এর বর্ণনা দিয়েছেন নবী-রাসূলগণ। বরং তার এ দেখাটা যেন হয় আপন চোখে দুপুরের সূর্য দেখার মত। এখন যদি সমগ্র দুনিয়া একদিকে হয় এবং আল্লাহ্র নবীর কথা অন্যদিকে হয় তাহলে সে নবীর কথাকেই অগ্রাধিকার প্রদান করবে। দুনিয়ার প্রতিকূল অবস্থাদি এই আল্লাহওয়ালা ব্যক্তির মানসিক প্রশান্তির মধ্যে সামান্যমাত্র বিঘ্নতারও সৃষ্টি করতে পারবে না। এটা হলো মানসিক প্রশান্তির প্রথম স্তর। অতপর যতই সে আল্লাহ্র গুণাবলী সম্পর্কিত আয়াতসমূহ শুনবে ততই তার প্রশান্তি বৃদ্ধি পেতে থাকবে। পরবর্তীতে মানসিক প্রশান্তির আরো অনেক স্তর রয়েছে। এ প্রশান্তি হচ্ছে ঈমানের মূল শিকড় বা ভিত্তি, যার উপর ঈমানের প্রাসাদ গড়ে উঠেছে। অতপর ক্রমে ক্রমে মানুষ বারযাখ জগতের খবরাদি এবং মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের অবস্থাদিও জানতে সক্ষম হয় এবং সে সম্পর্কেও প্রশান্তি লাভ করে। শেষ

www.amarboi.org

পর্যন্ত তার অবস্থা এ পর্যায়ে গিয়ে দাঁড়ায়, যেন সে ঐ সমস্ত জিনিস বাহ্যিক চোখেই দেখছে।

–মাওলানা মুফতী আযান গাছী (র) ঃ মাওয়ায়িয (কলমী নুসখা)।

ইয়াকীনের হাকীকত বা মর্মকথা

এটাই হলো ইয়াকীন বা বিশ্বাসের হাকীকত বা মর্মকথা, যার দ্বারা আল্লাহ্ তাআলা মুমিনদেরকে গুণান্বিত করেছেন। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَآ اُنْزِلَ اِلَيْكَ وَمَآ اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ج وَبِالْاٰخِرَةِ هُمْ يُوْقِنُوْنَ ○

"এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে যারা বিশ্বাস করে ও পরলোকে যারা নিশ্চিত বিশ্বাসী।"–সূরা আল বাকারা ঃ ৪

অতএব ততক্ষণ পর্যন্ত আখিরাতের উপর ঈমান অর্জিত হয় না, যতক্ষণ না ঐ সমস্ত কথা দ্বারা মানসিক প্রশান্তি অর্জিত হয়, যেগুলোর সংবাদ রাসূলগণ প্রদান করেছেন এবং যতক্ষণ না মানসিক প্রশান্তি দ্বারা নিশ্চিত বিশ্বাসের স্তরে পৌঁছা যায়। প্রকৃতপক্ষে আখিরাতের উপর এ ধরনের ঈমানই হচ্ছে প্রকৃত ঈমান।

হযরত হারিসাহ (রা)-এর ঘটনা

হারিসাহ (রা)-বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, একদা তিনি রাসূলুল্লাহ (স)-কে বললেন, হে আল্লাহর রসূল, আমি ঈমান এনেছি। রাসূলুল্লাহ (স) তখন বললেন, প্রত্যেক কথারই একটি হাকীকত (মর্মকথা) আছে। তোমার এ ঈমান আনার হাকীকত কি ? তিনি উত্তর দিলেন, আমি দুনিয়া ও দুনিয়াবাসী হতে আমার অন্তরকে সরিয়ে নিয়েছি। অতপর আমি যেন সুউচ্চে অবস্থিত আমার প্রভুর আরশ দেখতে পাচ্ছি। দেখতে পাচ্ছি জান্নাতবাসীদেরকে ; তারা পরস্পরের সাথে দেখা-সাক্ষাত করছে। আরও দেখতে পাচ্ছি জাহান্নামবাসীদেরকে ; তাদেরকে সেখানে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। তখন রাসূলুল্লাহ (স) বললেন, সে (হারিসাহ্) এমন এক বান্দা, যার অন্তর আল্লাহ তাআলা আলোকিত করে দিয়েছেন।"

–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

www.amarboi.org

প্রশান্তি দু প্রকারের

আল্লাহর নামসমূহ ও গুণাবলীর উপর অর্জিত মানসিক প্রশান্তি দু প্রকারের। প্রথমত আল্লাহর উপর ঈমান ও ই'তিকাদ সুদৃঢ় হবে এবং তার চাহিদা অনুযায়ী 'আছারে উবুদিয়াত' (বন্দেগীর প্রভাবসমূহ) দ্বারা চিত্তের প্রশান্তি অর্জিত হবে। চিত্ত-প্রশান্তি অর্জিত হবে যেমন তাকদীরে বিশ্বাসের উপর, তেমনই তাকদীরের প্রভাবসমূহের উপর। কেননা এগুলোকে প্রতিহত করার জন্য না বান্দাদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছে, আর না তারা এগুলো প্রতিহত করার ক্ষমতা রাখে। অর্থাৎ মানুষ আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট থাকবে, তাঁর আনুগত্য পুরোপুরিভাবে মেনে নিবে, যে কোনো প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তাঁর প্রতি ক্রোধ প্রকাশ তো দূরের কথা, তাঁর বিরুদ্ধে টু শব্দটি পর্যন্ত করবে না, আপন কোন আকীদার মধ্যে ফাটলের সৃষ্টি হতে দিবে না এবং যে সমস্ত নিয়ামাত হাতছাড়া হয়ে গেছে সেগুলো নিয়েও হাহুতাশ করবে না।

অপরটি হলো, ইহ্সান বিষয়ক আন্তরিক প্রশান্তি। এর অর্থ হলো, আন্তরিকতার সাথে ও নিঃস্বার্থভাবে আল্লাহ তাআলার নির্দেশাবলী পালনের মাধ্যমে আন্তরিক প্রশান্তি অর্জিত হবে এভাবে যে, বান্দা নিজের ইচ্ছা, কামনা-বাসনা এবং 'তাকলীদ' (অন্য কোনো বান্দার অনুসরণ ও আনুগত্য)-কে আল্লাহর হুকুমের উপর প্রাধান্য দিবে না এবং এমন সন্দেহের ধারেকাছেও যাবে না, যা আল্লাহর হুকুমের সাথে সংঘর্ষের সৃষ্টি করে এবং এমন বাসনা চরিতার্থ করবে না, যা আল্লাহর হুকুমের বিরোধী ; বরং যদি এ ধরনের কোনো কথা মনের মধ্যে উদিত হয় তাহলে সে তাকে স্রেফ প্ররোচনা ও কুমন্ত্রণা জ্ঞান করবে এবং সাথে সাথে একথাও উপলব্ধি করতে সক্ষম হবে যে, এ প্ররোচনায় পতিত হওয়ার চেয়ে তার আসমান থেকে যমীনে পতিত হওয়াই শ্রেয়। এ উপলব্ধিই হচ্ছে বিশুদ্ধ ঈমান, যার কথা রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন। এ আন্তরিক প্রশান্তির নিদর্শন এই যে, বান্দা তখন পাপের দুশ্চিন্তা ও দুভার্বনা হতে নিরাপদ দূরত্বে থেকে তাওবার শান্তি, মাধুর্য ও আনন্দ উপভোগ করবে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, এ স্বাদ, মাধুর্য, আনন্দ ও সন্তুষ্টি তাওবার উপর নির্ভর করে। সে-ই এর পরিচয় লাভ করে যে অশান্তি, প্রশান্তি উভয় বস্তুরই স্বাদ গ্রহণ করেছে এবং যার মনের উপর উভয় বস্তুরই নিদর্শনাদি প্রতিভাত হয়েছে। কেননা গুনাহের কারণে যে অশান্তির সৃষ্টি হয় তার স্থলে প্রশান্তির সৃষ্টি হয় তাওবারই বদৌলতে। যদি পাপী তার অন্তরের দিকে উঁকি মেরে দেখে তাহলে সে তাতে শংকা, অশান্তি, উদ্বিগ্নতা ইত্যাদির অস্তিত্ব খুঁজে পাবে—

www.amarboi.org

যদিও গাফলতী, অন্যমনস্কতা এবং কামনাবাসনার নেশা ঐগুলোর উপর এক ধরনের কৃত্রিম আস্তরণ সৃষ্টি করে রাখে। মনে রাখা উচিত যে, প্রত্যেকটি বাসনার একটি নেশা আছে, যা শরাবের নেশার চেয়েও কড়া। অনুরূপভাবে ক্রোধের নেশা শরাবের নেশার চেয়ে প্রবলতর। এ কারণেই প্রেমিক এবং ক্রোধান্বিত ব্যক্তি কখনো কখনো এমন কাজও করে বসে, যা একজন নেশাগ্রস্ত ব্যক্তি করতে পারে না। যা হোক, এভাবে বান্দা গাফলতী ও উপেক্ষার অশান্তি হতে মুক্ত হয়ে আল্লাহ্-প্রাপ্তির শান্তি, আল্লাহ্কে স্মরণ করার মাধুর্য এবং আল্লাহ্র প্রেম ও মারিফাত (পরিচয় লাভ)-রূপী আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের দিকে ছুটে আসে। মোটকথা, এগুলো ছাড়া চিত্তের প্রশান্তি কখনো অর্জিত হয় না—বরং এগুলো হতে বঞ্চিত থাকা অবস্থায় রূহ (আত্মা) যারপর নেই অস্থির ও অশান্ত হয়ে ওঠে। কেননা এ অবস্থায় গাফলতী ও অন্যমনস্কতার চাপ তার শ্বাস রুদ্ধ করে রাখে। যতক্ষণ না এ চাপ অপসারিত হয় ততক্ষণ রূহ মোটেই শান্তি পায় না এবং আপন আসল রূপেও প্রকাশ লাভ করতে পারে না।-[(ক) ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ ; (খ) মাওলানা মুফতী আযান গাছী (র) ঃ মাওয়ায়িয (কলমী নুসখা)।]

একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত

এখানে একটি সূক্ষ্ম ইঙ্গিত দেয়া হচ্ছে, যা হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে পাঠকবৃন্দ নানা দিক দিয়ে উপকৃত হতে পারবেন। আর তা এই যে, আল্লাহ্ তাআলা মানুষের প্রত্যেকটি অংগকে একটি চরম উৎকর্ষতা দান করেছেন। যদি কোন অঙ্গ এ উৎকর্ষতা অর্জন করতে না পারে তাহলে সে দারুন অশান্তি ও অস্থিরতার মধ্যে থাকে। কেননা চোখের উৎকর্ষতা হলো দেখা, কানের উৎকর্ষতা হলো শোনা এবং জিহ্বার উৎকর্ষতা হলো আস্বাদন ও কথা বলা। যখন এ সমস্ত অংগের ঐসব শক্তি নিঃশেষ হয়ে যায়, যেগুলোর সাথে তাদের উৎকর্ষতা সম্পৃক্ত ছিল তখন তাদের মধ্যে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। চিত্তের উৎকর্ষতা, প্রশান্তি, আনন্দ ও উৎফুল্লতা—আল্লাহ্র মারিফাত (পরিচয় লাভ), তাঁর প্রেম, তাঁর প্রতি একনিষ্ঠতা ও অভিমুখিতার উপর নির্ভরশীল। যখন চিত্ত এ ঐশ্চর্য হতে বঞ্চিত হয় তখন সে দারুন অস্থিরতার মধ্যে পতিত হয়—যেমন অস্থিরতার মধ্যে পতিত হয় চোখ তার দর্শনশক্তি এবং জিহ্বা তার আস্বাদন ও কথা বলার শক্তি হারিয়ে ফেললে। চিত্তের মধ্যে অস্থিরতা বিরাজ করলে মানুষ কখনো শান্তি ও স্বস্তির নাগাল পায় না ; এমনকি সে যদি সমগ্র দুনিয়ার মালিক এবং

www.amarboi.org

সমগ্র পার্থিব জ্ঞানের পণ্ডিতও হয়ে বসে—তবুও না। অতএব যতক্ষণ না আল্লাহ তাআলা মানুষের সর্বপ্রধান লক্ষ্যবস্তু, সর্বাধিক প্রিয় সত্তা ও একমাত্র উপাস্য হবেন ততক্ষণ কোন মানুষের অন্তরেই প্রশান্তি আসে না। কেননা প্রশান্তি লাভের জন্য আল্লাহর ইবাদাত ও সাহায্য হচ্ছে সেরূপ গুরুত্বপূর্ণ—যেরূপ গুরুত্বপূর্ণ মাথা, অবশিষ্ট অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের জন্য। অর্থাৎ যতক্ষণ না বান্দা 'আমরা তোমারই ইবাদাত করি এবং আমরা তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি'—একথার মর্মার্থ মনেপ্রাণে হৃদয়ঙ্গম করতে পারবে ততক্ষণ তার পক্ষে প্রশান্তি লাভের আশা দুরাশা ছাড়া কিছু নয়।

মুফাস্‌সিরগণ প্রশান্তি (ইতমিনান) সম্পর্কে যে সমস্ত উক্তি করেছেন তা নিম্নে উদ্ধৃত করা হলো ঃ

হযরত ইবনে আব্বাস (রা) বলেন, সে আত্মাই হচ্ছে প্রশান্ত, যে আল্লাহ তাআলাকে বিশ্বাস করে।

হযরত কাতাদা (রা) বলেন, সে আত্মাই হচ্ছে প্রশান্ত, যে আল্লাহর প্রতিশ্রুতিসমূহের উপর আস্থাশীল।

হযরত হাসান (রা) বলেন, সে আত্মাই হচ্ছে প্রশান্ত, যে আল্লাহ যা কিছু বলেছেন তাতে বিশ্বাস রাখে।

হযরত মুজাহিদ (র) বলেন, সে আত্মাই হচ্ছে প্রশান্ত, যে আল্লাহকে প্রভু বলে বিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহর হুকুমের সামনে নিজেকে নত করে দিয়েছে।

হযরত মানসূর (র) বলেন, সেই চিত্তই হচ্ছে প্রশান্ত, যার মধ্যে আল্লাহর নির্দেশাবলী পালন ও তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে প্রশান্তি অর্জিত হয়েছে।

হযরত ইবনে আবী নাজীহ (র) বলেন, সেই আত্মাই হচ্ছে প্রশান্ত, যে আল্লাহর সামনে অবনত ও আল্লাহর সাক্ষাতলাভে বিশ্বাসী।

অতএব জানা গেল যে, পূর্ববর্তী উলামা ও আউলিয়াবৃন্দের মতে, আত্মার প্রশান্তি দুটি জিনিসের মধ্যে কেন্দ্রীভূত। এক ঃ জ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যে এবং দুই ঃ ইরাদা (সংকল্প) ও আমলের মধ্যে।

যখন আত্মা সন্দেহ-সংশয় থেকে ইয়াকীন-বিশ্বাসের দিকে, মূর্খতা থেকে বিজ্ঞতার দিকে, গাফলতী থেকে সতর্কতার দিকে, খিয়ানত থেকে তাওবার দিকে, রিয়াকারী (লোক দেখানো আমল) থেকে ইখলাসের (বিশুদ্ধ চিত্ততার) দিকে, মিথ্যা থেকে সত্যের দিকে, অকমর্ণ্যতা থেকে

www.amarboi.org

কর্মতৎপরতার দিকে, দাম্ভিকতা থেকে বিনয়ের দিকে, রুক্ষতা থেকে বিনম্রতার দিকে এবং বেআমলী থেকে আমল করার দিকে ধাবিত হয় তখনই সে শান্তির অধিকারী হয়। উল্লেখিত প্রত্যেকটি বিষয়ের মূল হচ্ছে জাগরণ ও সতর্কতা। এটাই হচ্ছে পুণ্যসমূহের মূল চাবিকাঠি। কেননা যে পরবর্তী জীবনের চিন্তা ও তার প্রতিপালকের সাক্ষাত সম্পর্কে বেখবর সে একজন নিদ্রিত ব্যক্তির মত, বরং তার চেয়েও নিকৃষ্ট। কেননা বুদ্ধিমান ব্যক্তি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ও সতর্কবাণীসমূহ এবং তার আদেশ ও নিষেধসমূহ পালন সম্পর্কে অত্যন্ত সতর্ক থাকে। কিন্তু হাকীকতসমূহের অনুভূতি লাভ করলেও অন্তরের আলস্যভাব সেগুলোকে কার্যকরী করার পথে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে এবং তখন মানুষ এক অন্তহীন নিদ্রায় মগ্ন ও কামনা-বাসনার এক অদ্ভুত জটাজালে আবদ্ধ থাকে। দিনের পর দিন তার কর্মবিমুখতা ও রিপুর তাড়না বৃদ্ধি পেতে থাকে। আপন অসদাচরণ ও ভ্রান্তিসমূহের প্রতিক্রিয়া তার উপর প্রাধান্য বিস্তার করতে থাকে এবং সে সময়-বিনষ্টকারীদের দলভুক্ত হয়ে পড়ে। তখন অন্যান্য নিদ্রিত ও নেশাগ্রস্তদের ন্যায় সে নিজেও নিদ্রিত ও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকে। অতপর যখন কোনো হাক্কানী সতর্কবাণীর ফলে অকর্মণ্যতা ও আলস্যের তন্দ্রা তার অন্তর থেকে বিদূরিত হয় তখন সে জেগে উঠে! স্বাগত জানায় সেই মহান 'ওয়ায়িয' (উপদেশদাতা)-এর আহ্বানকে, যিনি প্রত্যেকটি মুমিনের অন্তরে বিদ্যমান এবং সেই ওয়ায়িয কর্তৃক প্রদত্ত সাহস ও হিম্মত দ্বারা দুশ্চিন্তার ঘোমটা ছিঁড়ে ফেলে তার (আল্লাহর) মহত্ত্বের শ্লোগান তুলে ঐ কর্মবিমুখতার উপর আঘাদ হানে। যার ফলে সে এতবেশী দূরদর্শিতার অধিকারী হয় যে, তার চোখের সামনে তখন জান্নাতের প্রাসাদসমূহ পরিষ্কার ভেসে ওঠে। যেমন কবি গেয়েছেন ঃ

হে প্রশান্ত চিত্ত! আমাকে অগ্রসর হতে সাহায্য করো। কেননা গাঢ় অন্ধকার রজনীতে আমাকে পথ পাড়ি দিতে হবে। আমার উচ্চমর্যাদালাভের লক্ষ্য অবশ্যই অর্জিত হবে। আমি ঐ আয়েশ-আরামের জায়গায় একদিন উপনীত হবোই।

তার এ চিন্তাভাবনা এমন এক নূরের সৃষ্টি করে, যার ঝলকানিতে তার কাছে ঐ সমস্ত জিনিস দৃষ্টিগোচর হতে থাকে যেগুলোর জন্যই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে। ঐসব জিনিসও তার কাছে দৃষ্টিগোচর হতে থাকে, মৃত্যুর পর হতে শুরু করে চিরস্থায়ী ঠিকানায় পৌঁছা পর্যন্ত যেগুলোর মুখোমুখি তাকে হতে হবে এবং সে (প্রশান্তচিত্ত ব্যক্তি) ঐ নূরের আলোয় গা-ঝাড়া দিয়ে উঠে এবং দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে। সে আক্ষেপের সুরে বলতে থাকে ঃ

www.amarboi.org

يٰحَسْرَتٰى عَلٰى مَا فَرَّطْتُّ فِيْ جَنْۢبِ اللّٰهِ وَاِنْ كُنْتُ لَمِنَ السّٰخِرِيْنَ ۝

"হায়! আল্লাহর প্রতি আমার কর্তব্যে আমি যে শৈথিল্য করেছি তার জন্য আফসোস, আমি তো ঠাট্টাকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম।"

–সূরা আয্ যুমার ঃ ৫৬

অতপর সে তার অবশিষ্ট জীবনে, গত জীবনের ক্ষতিপূরণে এমনভাবে অগ্রসর হয় যাতে সে ইতিমধ্যে আখিরাতের যে জায্বা ও প্রেরণাকে হত্যা করেছে সেগুলোকে পুনরুজ্জীবিত করতে পারে, আপন অতীতের যাবতীয় ভুলভ্রান্তি চোখের পানি দিয়ে হলেও ধুয়ে মুছে পরিষ্কার করে ফেলতে পারে এবং জীবনের বাকী সময়কে মূল্যবান মনে করে যথাযথভাবে কাজে লাগাতে পারে। আল্লাহ্ না করুন, যদি এ সময়টুকুও তার হাতছাড়া হয়ে যায় তাহলে শুধু আক্ষেপ করা ছাড়া তো আর কোনো পথই তার সামনে খোলা থাকবে না। অতপর এ জাগরণের আলোয়, ইতিমধ্যে তার প্রভু তার উপর যে সমস্ত নিয়ামাত বর্ষণ করেছেন তা সে দেখতে পায়। সে দেখতে পায়, সেই মায়ের গর্ভের শুক্রাবস্থা হতে শুরু করে আজ পর্যন্ত কতই না নিয়ামাত তার প্রভু তার উপর বর্ষণ করেছেন। এ সমস্ত নিয়ামাত সে গণনা করে শেষ করতে পারে না। এগুলোর মধ্যে একটি সাধারণ নিয়ামাত হলো শ্বাস, যা প্রতিদিন ২৪ হাজার বার তার দেহের মধ্যে আসা-যাওয়া করে। অন্যান্য নিয়ামাতের উল্লেখ তো বাহুল্য। অতপর এ আলোকে সে সবকিছু নিরীক্ষণ করে। সে একদিকে আল্লাহর নিয়ামাত-সমূহ গণনা করে শেষ করতে পারে না, অপরদিকে চিন্তা করে যে মহান আল্লাহ্ যদি তার এ সকল নিয়ামাতের প্রতিদান দাবী করেন এবং তাকে তা শোধ করতে হয় তাহলে তো তখন আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা ছাড়া তার পরিত্রাণ লাভের আর কোন পথ থাকবে না।

অতপর এ জাগরণের আলোকে সে বুঝতে পারে, সমগ্র জ্বিন ও মানুষের আমলের সমপরিমাণ আমল করতে যদি সে সক্ষমও হয় তবুও তা আল্লাহর অপার করুণা, অপরিসীম মহত্ত্ব ও মহাপরাক্রমের মুকাবিলায় উল্লেখযোগ্য কিছুই নয়। আর একথাও আবার ধর্তব্য হবে তখনই, যখন সে নিজের ইচ্ছায় ও নিজের শক্তিতে কোন আমল করবে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা এই যে, বান্দার প্রত্যেকটি আমলই আল্লাহর তাওফীক ও সাহায্যের উপর নির্ভরশীল। আল্লাহ্ যদি আমল করার যাবতীয় সহায়ক উপাদান তৈরি করে না দেন তাহলে বান্দা নিজ হতে কোন আমলই করতে পারে না। যা হোক, বান্দা ক্রমে ক্রমে উপলব্ধি করতে পারে যে, কোন আমলই

www.amarboi.org

সে নিজের ক্ষমতায় করতে পারে না, বরং সকল আমলের পিছনেই আল্লাহর হাত থাকে। আর আল্লাহ এমন কোন আমল কবুলও করেন না যেগুলো সম্পাদন করতে গিয়ে বান্দার মনে এ ধারণার সৃষ্টি হয় যে, সে তা নিজ ক্ষমতাবলেই করেছে। প্রকৃতপক্ষে তার যাবতীয় পুণ্যাদি অর্জনের ক্ষমতা আসে আল্লাহর পক্ষ থেকে। আল্লাহ তাআলা কোনরূপ বিনিময় ছাড়াই আপন বিশেষ মেহেরবাণীতে বান্দা দ্বারা পুণ্য অর্জন করিয়ে নেন। এ স্তরে সে হাড়ে হাড়ে উপলব্ধি করতে পারে যে, তার সর্ববৃহৎ মুরব্বী, সর্বপ্রধান অভিভাবক, যাবতীয় মঙ্গলের মালিক ও প্রকৃত উপাস্য হচ্ছেন একমাত্র আল্লাহ তাআলা, আর তার নিজের নাফসই হচ্ছে যাবতীয় অমঙ্গলের হোতা। বান্দার এ ধরনের চিন্তাধারাই হচ্ছে তার যাবতীয় নেক আমলের ভিত্তি। এটাই তাকে 'আসহাবে ইয়ামীন' তথা দক্ষিণ পার্শ্ববর্তীর মর্যাদায় উন্নীত করে। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

وَأَمَّآ إِن كَانَ مِنْ أَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۝ فَسَلٰمٌ لَّكَ مِنْ أَصْحٰبِ الْيَمِيْنِ ۝

"আর যদি সে ডান দিকের একজন হয় তাকে বলা হবে, হে দক্ষিণ পার্শ্ববর্তী, তোমার প্রতি শান্তি।"–সূরা আল ওয়াকিয়া ঃ ৯০-৯১

অতপর এ জাগরণের আলোকে তার সামনে আর একটি বিদ্যুৎ চমকে উঠে, যার আলোকে সে ইতিমধ্যে তার যাবতীয় পাপকাজ কিভাবে আল্লাহর ইয্যত ও হুরমতের পরওয়া না করে করেছে এবং কিভাবে আপন কর্তব্য কাজে অবহেলা করেছে তা দেখতে পায়। অতপর সে যখন তার কৃত ঐ সমস্ত গুনাহ ও তার প্রতি আল্লাহ-প্রদত্ত নিয়ামাতসমূহের মধ্যে তুলনামূলক বিচার করে তখন দেখতে পায় যে, পরম বদান্য, মহানদাতা আল্লাহ তাআলা তার আমলনামা হতে এমন একটি পুণ্যও বাদ দেননি, যার দ্বারা তার গৌরব বৃদ্ধি পেতে পারে। এভাবে তার অন্তর শান্তি ও স্বস্তি লাভ করে। তার মধ্যে বিনম্রতা আসে এবং তার প্রত্যেকটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আল্লাহর সামনে ঝুঁকে পড়ে। সে অবনতমস্তকে আল্লাহর দিকে এমন অবস্থায় এগোতে থাকে যে, একদিকে সে আল্লাহর নিয়ামাতসমূহ প্রত্যক্ষ করে এবং অন্যদিকে প্রত্যক্ষ করে নিজের অপরাধ ও দোষত্রুটিসমূহ। সে তখন কাতর স্বরে বলে, 'হে প্রভু, তোমার নিয়ামাতসমূহ এবং সেই সাথে আমার নিজের অপরাধসমূহ প্রত্যক্ষ করে আমি তোমার দরবারে তাওবা করছি। আমাকে তুমি মার্জনা কর। তুমি তো অপরাধ মার্জনাকারী। আমার এমন কোন পুণ্য নেই যে, তার বিনিময়ে তোমার দান ও মঙ্গললাভের আশা করতে পারি। অতএব আমি শুধু তোমার রহমত ও করুণা চাই এবং

www.amarboi.org

তোমার মার্জনা ভিক্ষা করি। তার এ মনোবৃত্তির কারণে সে দুটি বড় উপকার লাভ করে। একদিকে তার প্রতি প্রদত্ত আল্লাহর নিয়ামাতসমূহ আরও বৃদ্ধি পায়, অন্যদিকে আল্লাহর আনুগত্য ও বশ্যতার উপর সে আরও সুদৃঢ় হয়ে উঠে। অতপর তার সামনে আর একটি আলো চমকায়, যার ঝলকানিতে সে তার সময়ের মূল্য ও গুরুত্ব অনুধাবন করতে পারে। সে বুঝতে পারে যে, সময়ই তার সৌভাগ্যের পুঁজি। তাই সে আপন সময়ের একটি সেকেণ্ডও অযথা নষ্ট করে না। কেননা তাকে নষ্ট করার পরিণাম তো আক্ষেপ, হাহুতাশ এবং পতন ছাড়া কিছু নয়। আর এ সময়কে আল্লাহর ইবাদাত ও আনুগত্যের কাজে ব্যবহার করার অর্থ উপকারের উপর উপকার এবং সৌভাগ্যের উপর সৌভাগ্যলাভ। অতএব আখিরাতের কোন উপকারে আসবে না এমন কোন কাজে সে তার মূল্যবান জীবনের একটি সেকেণ্ডও আর নষ্ট করতে রাজী হয় না। সে বিশুদ্ধচিত্তে তাওবা করে, আপন নাফসের নিত্যদিনের হিসাব নেয় এবং চিন্তা করে দেখে, আজ কি হারালো আর কি পেলো। সে তার আমলের ব্যাপারে সদা-সতর্ক থাকে। তার আত্মসম্মানবোধ আল্লাহর নাফরমানী আর বরদাশত করতে পারে না। সে এখন গায়রুল্লাহকে আল্লাহর উপরে প্রাধান্য দিতে ভীষণ লজ্জাবোধ করে। আল্লাহর সন্তুষ্টি, নৈকট্য, বদান্যতার যে অংশ সে ইতিমধ্যে পেয়েছে, তা দুনিয়ার এ অস্থায়ী জীবনের যে কোন স্বার্থের বিনিময়ে বিক্রি করতে তার অন্তরে দারুন বাঁধে। এগুলোই হলো তার জাগরণের নিদর্শন ও কারণ। আর এটাই হলো তার প্রশান্তচিত্ততার প্রথম ধাপ। প্রকৃতপক্ষে এখান থেকেই আল্লাহর দিকে এবং পরকালের মানযিলের দিকে তার যাত্রা শুরু হয়।

নাফ্সে লাওয়ামাহ্

নাফসে লাওয়ামাহ হলো সেই নাফস, যার কসম খেয়ে আল্লাহ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

وَلَآ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللَّوَّامَةِ ○ اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَلَّنْ نَّجْمَعَ عِظَامَهٗ ○ بَلٰى قٰدِرِيْنَ عَلٰٓى اَنْ نُّسَوِّىَ بَنَانَهٗ ○ - القيمة : ٢-٤

"আমি আরও শপথ করছি 'নাফসে লাওয়ামা'র। মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার অস্থিসমূহ একত্রিত করতে পারব না ? বস্তুত আমি তার অংগুলীর অগ্রভাগ পর্যন্ত পুনর্বিন্যস্ত করতে সক্ষম।"

—সূরা আল কিয়ামহ ঃ ২-৪

www.amarboi.org

'নাফসে লাওয়ামাহ'-এর সংজ্ঞায় মতপার্থক্য রয়েছে। কারো কারো মতে, নাফসে লাওয়ামাহ এক অবস্থার উপর স্থির থাকে না। এটা আরবী 'তালাওউম' শব্দ থেকে নির্গত হয়েছে, যার অর্থ খুব বেশী ইতস্তত করা, এপাশ ওপাশ করা, সিদ্ধান্তহীনতায় ভোগা। 'নাফসে লাওয়ামাহ'ও আল্লাহ তাআলার বিরাট নিদর্শনসমূহের অন্যতম। এটা আল্লাহ তাআলার সৃষ্টিসমূহের এমন একটি সৃষ্টি, যা প্রতিমুহূর্তে আপন রং বদলায়—কখনো আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করে, কখনো তার সম্পর্কে বিস্মৃত (গাফিল) থাকে, কখনো সূক্ষ্ম হয়, কখনো স্থূল হয়, কখনো বিনম্রচিত্তে আল্লাহর দিকে ফিরে যায়, কখনো এ ক্ষেত্রে পাষাণে পরিণত হয়, কখনো পুণ্যকর্মকে পসন্দ করে, কখনো অপসন্দ করে, কখনো সন্তুষ্ট হয়, কখনো অসন্তুষ্ট হয়, কখনো সম্মত হয়, কখনো অসম্মত হয়, কখনো সৎকর্ম করে, কখনো অসৎকাজ করে—মোটকথা, নিমিষে নিমিষে বারে বারে সে তার রং বদলায়।

কারো কারো মতে, লাওয়ামাহ নির্গত হয়েছে 'লাউম' (মালামত) ধাতু হতে। অতপর মতপার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে এ ক্ষেত্রে যে, এ নাফসে লাওয়ামাহ কার নাফস ? কারো কারো মতে এটা মুমিনের নাফস এবং 'মালামাত' (ধিক্কার দেয়া) হচ্ছে তার অবিমিশ্রিত বিশেষণ। হাসান বসরী (র) বলেন, মুমিন তার নাফসকে সর্বদা ধিক্কার দেয় এই বলে যে, তোমার এ কাজের লক্ষ্য কি ? তুমি এ কাজ কেন করছো ? এর চেয়ে তো ঐ কাজ ভাল ছিল, তুমি তা করোনি কেন ? ইত্যাদি ইত্যাদি।

কারো কারো মতে নাফসে লাওয়ামাহ হচ্ছে মুমিনের নাফস, যা তাকে গুনাহর মধ্যে লিপ্ত করে, অতপর এজন্য তাকে ধিক্কার দেয়। আর এ ধিক্কার দেয়াটা বান্দার ঈমানেরই চিহ্ন। কেননা গুনাহগারের নাফস গুনাহর জন্য তাকে ধিক্কার দেয় না, বরং গুনাহর সুযোগ হারানোর জন্য তারা একে অন্যকে ধিক্কার দেয়।

কারো করো মতে, কাফির মুমিন উভয়ের নাফসই নাফসে লাওয়ামাহ। এ নাফস মুমিন ব্যক্তিকে অসৎকর্ম করা ও সৎকর্ম না করার কারণে ধিক্কার দেয় আর কাফিরকে কামনাবাসনা চরিতার্থ না করার কারণে ধিক্কার দেয়।

কারো কারো মতে, এ ধিক্কার প্রদানের ঘটনাটি কিয়ামতের দিন ঘটবে। সেদিন প্রত্যেক ব্যক্তিই আপন নাফসকে ধিক্কার দিবে—পাপী পাপকাজ করার কারণে, আর পুণ্যবান আরো বেশী পুণ্য কাজ না করার কারণে আপন আপন নাফসকে ধিক্কার দিবে।

www.amarboi.org

উপরে উল্লেখিত প্রত্যেকটি উক্তিই সঠিক। এগুলোর মধ্যে কোন বৈপরিত্য নেই। কেননা নাফস উপরোক্ত প্রত্যেকটি বিশেষণ দ্বারা বিশেষিত। আর এ কারণেই তাকে লাওয়ামাহ্ বলা হয়ে থাকে।

লাওয়ামাহ্ দুভাগে বিভক্ত

লাওয়ামাহ্ আবার দুভাগে বিভক্ত। যেমন ঃ লাওয়ামাহ্ মালূমাহ ও লাওয়ামাহ্ গায়রে মালূমাহ্।

(১) লাওয়ামাহ মালূমাহ ঐ নাফসকে বলা হয় যে নাফস মূর্খ ও অত্যাচারী এবং যাকে আল্লাহ ও তার ফিরিশতারা ধিক্কার দিবেন।

(২) লাওয়ামাহ্ গায়রে মালূমাহ্ হচ্ছে ঐ নাফস, যে সদা-সর্বদা আপন ধারক (দেহ)-কে আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগীতে শৈথিল্য ঘটানোর কারণে ধিক্কার দেয় এতদসত্ত্বেও যে, সে (ধারক) যথাসাধ্য নিজেকে ইবাদাত-বন্দেগীতে নিয়োজিত রাখে।

সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হচ্ছে ঐ নাফস যে আল্লাহর ইবাদাত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে শৈথিল্য ঘটলে নিজেকে ধিক্কার দেয় এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে কেউ তাকে ধিক্কার দিলে সে ঐ ধিক্কারের কোন পরওয়া করে না, বরং অকাতরে তা সহ্য করে যায়। এ নাফস নিসন্দেহে আল্লাহর ধিক্কার হতে রেহাই পাবে। কিন্তু যে নাফস আপন কাজকর্মের উপর তুষ্ট থাকে, দায়িত্ব পালনে শৈথিল্য ঘটলেও নিজেকে ধিক্কার দেয় না এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের পথে অন্যের ছিদ্রান্বেষণকে ভয় করে সে আল্লাহ ও তার ফিরিশতাদের ধিক্কার হতে নিজেকে বাঁচাতে পারবে না।

নাফসে আম্মারাহ

নাফসে আম্মারাহ হচ্ছে খারাপ ও ধীকৃত নাফস। এটা মানুষকে যাবতীয় অসৎকর্মের প্রতি প্ররোচিত করে। আল্লাহ তাআলা যাকে সাহায্য করেন একমাত্র সে-ই এ নাফসের প্ররোচনা তথা অসৎকর্ম হতে বেঁচে থাকতে পারে। আল্লাহ তাআলা আযীযের স্ত্রীর ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে এ বিষয়টির প্রতিই ইঙ্গিত করে বলেছেন ঃ

وَمَآ اُبَرِّئُ نَفْسِيْ ج اِنَّ النَّفْسَ لَاَمَّارَةٌ بِالسُّوْءِ اِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ ط اِنَّ رَبِّيْ
غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ - يوسف : ٥٣

www.amarboi.org

"সে (ইউসুফ) বললো, আমি নিজেকে নির্দোষ মনে করি না, মানুষের মন অবশ্যই মন্দ-প্রবণ (আম্মারাহ বিস্ সূ) কিন্তু সে নয় যার প্রতি আমার প্রতিপালক দয়া করেন। আমার প্রতিপালক ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।"–সূরা ইউসুফ ঃ ৫৩

তিনি আরও বলেছেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ ط وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوٰتِ الشَّيْطٰنِ فَاِنَّهٗ يَاْمُرُ بِالْفَحْشَاۤءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ مَازَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ اَحَدٍ اَبَدًا لا وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَاۤءُ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ ○

"হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা শয়তানের পদাংক অনুসরণ করো না। কেউ শয়তানের পদাংক অনুসরণ করলে শয়তান তো অশ্লীলতা ও মন্দ কাজের নির্দেশ দেয়। আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকলে তোমাদের কেউই কখনো পবিত্র হতে পারত না, তবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করে থাকেন এবং আল্লাহ সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ।"–সূরা আন নূর ঃ ২১

আল্লাহ তাআলা তাঁর সর্বাধিক প্রিয় ও সর্বাধিক সম্মানিত বান্দার উদ্দেশ্যে বলেছেন ঃ

وَلَوْلَاۤ اَنْ ثَبَّتْنٰكَ لَقَدْ كِدْتَّ تَرْكَنُ اِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيْلاً – بنى اسرائيل : ٧٤

"আমি তোমাকে অবিচলিত না রাখলে তুমি তাদের দিকে প্রায় কিছুটা ঝুঁকে পড়তে।"–সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ৭৪

রসূলুল্লাহ (স) যে সমস্ত খুতবা দিতেন সেগুলোর সূচনা করা হত নিম্নরূপ ঃ

"সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর প্রাপ্য। আমরা তাঁর প্রশংসা করি, তাঁর সাহায্য কামনা করি, তাঁর কাছে ক্ষমা চাই। আমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করি আমাদের নাফসের অনিষ্ট হতে এবং আমাদের অসৎকর্ম হতে। আল্লাহ যাকে পথপ্রদর্শন করেন তাকে কেউ পথভ্রষ্ট করতে পারে না, আর যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে কেউ পথপ্রদর্শন করতে পারে না।"

মন্দ প্ররোচনা নাফসের মধ্যে লুকিয়ে থাকে, যা মানুষকে মন্দ কাজে লিপ্ত করে। আল্লাহ তাআলা যদি মানুষকে তার নাফসের হাতে ছেড়ে দেন তাহলে সে তার অসৎ প্ররোচনা ও অসৎকাজের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

www.amarboi.org

আর যদি আল্লাহ তাআলা তাকে তাওফীক দেন ও সাহায্য করেন তাহলে সে তার প্ররোচনা হতে রক্ষা পায়। আমাদের উচিত আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা, যেন তিনি আমাদেরকে আমাদের নাফসের অনিষ্টকারিতা ও আমাদের আমলের অনিষ্টকারিতা হতে রক্ষা করেন।"

আল্লাহ্ তাআলা এ দু' নাফস অর্থাৎ নাফসে আম্মারাহ ও নাফসে লাওয়ামাহ দ্বারা মানুষকে পরীক্ষা করেন—যেমন তাদের সম্মান ও মর্যাদা বৃদ্ধি করেন নাফসে মুতামায়িন্নাহ দ্বারা।

নাফ্স মূলত একটি—প্রথমে তা আম্মারাহ, অতপর লাওয়ামাহ্, অতপর মুতমায়িন্নাহ। ইত্মিনান ও প্রশান্তিই হচ্ছে নাফসের পরিপূর্ণতা ও পরিপক্কতা। আল্লাহ তাআলা প্রশান্তিপ্রাপ্ত নাফস তথা নাফসে মুত্মায়িন্নাহকে আপন বাহিনী দ্বারা সাহায্য করেন। তিনি একজন ফিরিশতাকে তার জন্য নির্দিষ্ট করে দেন, যে সর্বক্ষণ তাকে সঙ্গদান করে, তাকে সরল পথে চালায়, তার মধ্যে ন্যায় ও সত্য ঢেলে দেয়। কুরআন তিলাওয়াত, আল্লাহর যিক্র এবং পুণ্যকাজেও ফিরিশতা তাকে সাহায্য করে। তখন চতুর্দিক থেকে পুণ্যের কাফেলা এবং তাওফীক ও সাহায্যের বাহিনী তার নিকট আসতে থাকে এবং তা প্রত্যক্ষ করে সে আল্লাহর শোকর আদায় করে। যার ফলে তার প্রতি ঐ সাহায্যের পরিমাণ আরো বেড়ে যায়। এবার সে আপন বাহিনী নিয়ে আম্মারার বিরুদ্ধে বীরত্ব ও সাহসিকতার সাথে লড়তে থাকে। তার বাহিনীর সেনাপতি ও তার সাম্রাজ্যের সুলতান হচ্ছে ঈমান ও ইয়াকীন। যুদ্ধ চলাকালে তার সমগ্র বাহিনী তার যাবতীয় আদেশ-নির্দেশ মেনে চলে। সে যতক্ষণ সমরক্ষেত্রে সুদৃঢ় থাকে তার বাহিনীও ততক্ষণ সুদৃঢ় থাকে। আর যদি সে পলায়ন করতে থাকে তার বাহিনীও পলায়ন করতে থাকে। তার সেনাপতি ও অগ্রবর্তী বাহিনী হচ্ছে যথাক্রমে ঈমান ও তার শাখা-প্রশাখাসমূহ। এ শাখা-প্রশাখাসমূহ আবার দুভাগে বিভক্ত। যথা ঃ বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ। বাহ্যিক প্রশাখাসমূহ বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সাথে সম্বন্ধযুক্ত, যেমন—নামায, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জ, জিহাদ, ভালকাজের আদেশ, মন্দ কাজের নিষেধ, মানুষের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন, বিভিন্নভাবে তাদের উপকার সাধন ইত্যাদি। আর আভ্যন্তরীণ শাখা-প্রশাখাসমূহ হৃদয়ের সাথে সম্বন্ধযুক্ত, যেমন—ইখ্লাস (বিশুদ্ধচিত্ততা), তাওয়াক্কুল (আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা), ইনাবত (আল্লাহর প্রতি অনুরাগ), তাওবা, মুরাকাবা (ধ্যান), সবর, হিল্ম (সহিষ্ণুতা), তাওয়াযু' (নম্রতা), মাস্কানাহ্ (নিঃস্বতার ভাব) আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের ভালবাসা দিয়ে অন্তর

www.amarboi.org

পরিপূর্ণ রাখা, আল্লাহর হুকুম-আহকামের প্রতি সম্মানপ্রদর্শন, আল্লাহ ও তাঁর দ্বীনের জন্য সদাসতর্কতা অবলম্বন, বীরত্ব, শুচিতা, সত্যপরায়ণতা, দয়াদ্রতা, করুণা প্রভৃতি। আর এ সবগুলোর মস্তিষ্ক হচ্ছে সত্যপরায়ণতা ও বিশুদ্ধচিত্ততা। এ দু' গুণের অধিকারী ব্যক্তি আল্লাহ্-নির্দেশিত সরল পথে চলতে ক্লান্তিবোধ করে না, বরং প্রশান্তচিত্তে এগিয়ে চলে নির্বিঘ্নে ও দৃঢ় পদে। অপরদিকে শয়তান মিথ্যাবাদী ও অপবিত্র হৃদয়ের লোকদেরকে এ সরল পথ থেকে বিভ্রান্ত করে। ফলে তারা অস্থির ও বিচলিত হয়ে ওঠে—চাই কোন আমল করুক অথবা নাই করুক। দুর্ভাগ্যবশত তাদের আমলও তখন আল্লাহ ও তাদের মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টির কারণে পরিণত হয়। মোটকথা, যে আল্লাহর সাহায্য নিয়ে আল্লাহর পথে এগিয়ে চলে, নাফসে মুত্মায়িন্নাহ্ তার সাহায্যকারী বন্ধুতে পরিণত হয়। আর নাফসে আম্মারাহর বন্ধু হচ্ছে শয়তান। সে তাকে মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয় এবং এমন সব আকাঙ্ক্ষা তার মধ্যে জাগিয়ে দেয় যা কখনো পূরণ হবার নয়। শয়তান তাকে বাতিলের দিকে ঝুঁকিয়ে দেয়, অসৎকাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং সেগুলোকে মনোরম অবয়বে তার চোখের সামনে তুলে ধরে, তাকে বড় বড় আশা দিতে থাকে, বাতিলকে এমন সুন্দর আকারে তার সামনে পেশ করে যে, সে বিনা দ্বিধায় তার দিকে ঝুঁকে পড়ে। সে তাকে নানাভাবে ধোঁকা দিতে থাকে, যেমন—মিথ্যা কামনা-বাসনা তার অন্তরে ঢেলে দেয়, ধ্বংসাত্মক রিপুর তাড়না চরিতার্থ করার কাজে তাকে লিপ্ত করে। ফলে পুণ্যকাজের পরিবর্তে পাপকাজই তার কাছে আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে।

মোটকথা, নাফসে মুতামায়িন্নাহর সাথী হচ্ছে ফিরিশতা, আর নাফসে আম্মারাহর সাথী হচ্ছে শয়তান। রাসূলুল্লাহ (স) বলেছেন, "মানুষের উপর ফিরিশতাও অবতীর্ণ হয়, আবার শয়তানও অবতীর্ণ হয়। অর্থাৎ তার অন্তরে কুধারণাও আসে, আবার সুধারণাও আসে। কু-ধারণা মানুষকে কুকর্ম ও সত্য-প্রত্যাখ্যানের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে এবং সুধারণা তাকে সুকর্ম ও সত্য গ্রহণের প্রতি অনুপ্রাণিত করে। অতএব যার অন্তরে সুধারণা ও সুচিন্তা আসে, তার উচিত আল্লাহর শোকর আদায় করা এবং একথাও বিশ্বাস করা যে, এ সুচিন্তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই এসেছে। আর যার অন্তরে কুধারণা ও কুচিন্তা আসে তার উচিত অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর স্মরণ নেয়া।" অতপর রাসূলুল্লাহ (স) নিম্নের আয়াতটি তিলাওয়াত করেন ঃ

اَلشَّيْطٰنُ يَعِدُكُمُ الْفَقْرَ وَيَاْمُرُكُمْ بِالْفَحْشَآءِ ج وَاللّٰهُ يَعِدُكُمْ مَّغْفِرَةً مِّنْهُ وَفَضْلاً ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ ○ - البقرة : ٢٦٨

www.amarboi.org

"শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় এবং কার্পণ্যের নির্দেশ দেয়। আর আল্লাহ্ তোমাদেরকে তার ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ।"–সূরা আল বাকারা ঃ ২৬৮

এ হাদীসটি আমর (রা)-ও আতা বিন সাইব (রা) হতে বর্ণনা করেছেন। অবশ্য আমর এর সাথে একটি অতিরিক্ত কথা সংযুক্ত করেছেন। আর তাহলো, 'আমি হুযুর (স)-কে এও বলতে শুনেছি, যখন তোমাদের কেউ তার অন্তরের মধ্যে ফিরিশতার পরশ অনুভব করে তখন সে যেন অবশ্যই আল্লাহর প্রশংসা করে এবং তার অনুগ্রহ কামনা করে। আর যখন তোমাদের কেউ তার অন্তরের মধ্যে শয়তানের কুমন্ত্রণা অনুভব করে তখন সে যেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে এবং শয়তান থেকে আল্লাহর শরণ নেয়।"–ইবনে কাইয়িম ঃ আর রূহ

নাফসে মুতমায়িন্নাহ ও নাফসে আম্মারাহর মধ্যে সংঘর্ষ

ফিরিশতা ও ঈমানী লশকর (বাহিনী) নাফসে মুতমায়িন্নাহর কাছে তাওহীদ, ঈমান, সবর, তাওয়াক্কুল, তাওবা, রুজূ' (আল্লাহ-অভিমুখী হওয়া) পার্থিব আশা-আকাঙ্ক্ষা সংক্ষিপ্তকরণ এবং মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী জীবনের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ কামনা করে। অপরদিকে শয়তান ও কুফরী বাহিনী নাফসে আম্মারাহর কাছে কামনা করে তার বিপরীত আচার-আচরণ ও ক্রিয়াকর্ম। শয়তান নাফসে আম্মারাহকে আপন প্রতিনিধি নিযুক্ত করে তার মাধ্যমে নাফসে মুত্মায়িন্নাহ্-এর যাবতীয় আমল বরবাদ করে দিতে চায়। ফলে শয়তান ও তার দোসর নাফসে আম্মারাহ্ হতে নিজের আমলকে অক্ষত রাখা নাফসে মুত্মায়িন্নাহর পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় তার একটি আমলও যদি সঠিকভাবে আল্লাহ তাআলার কাছে পৌঁছে যায় তাহলে তা তার মুক্তির কারণে পরিণত হতে পারে। কিন্তু শয়তান ও নাফসে আম্মারাহ্ বিশুদ্ধচিত্তে সম্পাদিত নাফসে মুত্মায়িন্নাহর কোন আমলই আল্লাহর কাছে সহজে পৌঁছতে দিতে চায় না। যেমন কোন একজন আরিফ (আল্লাহর অলী) বলেছেন, যদি আমি জানতে পারি যে, আমার একটি আমলও যথাযথভাবে আল্লাহর দরবারে পৌঁছে গেছে তাহলে মৃত্যু আমার জন্য সেই পথিকের আনন্দের চেয়েও অধিক আনন্দকর হবে, যে দীর্ঘদিন সফর করার পর আপন পরিবার-পরিজনের কাছে ফিরে এসেছে। হযরত ইবনে উমর (রা) বলেছেন, যখন আমি

www.amarboi.org

জানতে পারবো যে, আল্লাহ আমা হতে মাত্র একটি সিজদাও কবুল করেছেন তখন আমার কাছে মৃত্যুর চেয়ে অধিক প্রিয় বস্তু আর কিছুই হবে না।

নাফসে আম্মারাহ, নাফসে মুতামায়িন্নাহর পথ রোধ করে দাঁড়ায়। যদি নাফসে মুত্‌মায়িন্নাহ্ কোন পুণ্যকাজ করে তাহলে নাফসে আম্মারাহ্ তাকে বিনষ্ট করার ফন্দি আঁটতে থাকে। নাফসে মুত্‌মায়িন্নাহ যখন ঈমান ও তাওহীদের রজ্জুকে শক্ত করে ধরে তখন নাফসে আম্মারাহ্ সংশয়, নিফাক (কপটতা), শিরক, গায়রুল্লাহ্ প্রেম ও গায়রুল্লাহ্-ভীতি নিয়ে তার সামনে হাযির হয় এবং যতক্ষণ পর্যন্ত গায়রুল্লাহ্-প্রেম ও গায়রুল্লাহ্-ভীতিকে আল্লাহ্প্রেম ও আল্লাহ্ভীতির জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে ততক্ষণ অবিরাম চেষ্টা চালিয়ে যায়। এ হচ্ছে দুনিয়ার বেশীর ভাগ মানুষের অবস্থা। যখন কেউ আল্লাহর অহীতে বিশ্বাসস্থাপন করে একনিষ্ঠতার সাথে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ মান্য করতে থাকে তখন নাফসে আম্মারাহ্ আল্লাহর অহী সম্পর্কে তার মনের মধ্যে নানা বিভ্রান্তিকর চিন্তা-ধারণা ঢেলে দেয়। ফলে সে আল্লাহর আনুগত্য ছেড়ে দিয়ে এক দুটানা অবস্থায় পতিত হয়। তখন দুই নাফসের মধ্যে শুরু হয় অবিরাম সংঘর্ষ। শেষ পর্যন্ত জয় তারই হয়, যাকে আল্লাহ তাআলা সাহায্য করেন। যখন নাফসে মুত্‌মায়িন্নাহ্ বান্দাকে ইখলাস (বিশুদ্ধচিত্ততা), তাওয়াক্কুল (আল্লাহ নির্ভরতা), সিদ্‌ক (বিশ্বস্ততা), মুহাসাবা-ই-নাফ্‌স (নাফসের হিসাব নেয়া), তাওবা, ইনাবত (আল্লাহ-অভিমুখিতা) প্রভৃতি গুণাবলীর প্রতি উদ্বুদ্ধ করে ঠিক তখনই নাফসে আম্মারাহ্ বান্দার মনে ঐগুলোর বিপরীত ইয়াকীন-বিশ্বাস সৃষ্টির জন্য উঠেপড়ে লাগে। সে বান্দার মনে তার আস্থা সৃষ্টির জন্য কসম খেয়ে বলে যে, সে তাকে যে উপদেশ দিচ্ছে তার উদ্দেশ্য একমাত্র তার উপকার সাধন ছাড়া কিছু নয়। এভাবে সে সারাক্ষণ চেষ্টা চালায় বান্দাকে শান্তির পথ হতে অশান্তির পথে নিয়ে আসতে এবং সে সৎপথে চলার কারণে যে প্রশান্ত চিত্তের অধিকারী হয়েছে তা হতে তাকে বঞ্চিত করে কুফর ও শিরক এবং কামনা-বাসনার অন্ধ কুঠরীতে বন্দী করতে। এজন্যই বলা হয়ে থাকে, নাফসে আম্মারাহ্ দুনিয়ায় বন্দী থাকে সংকীর্ণ পরিসরে, বারযাখে বন্দী থাকবে সংকীর্ণতর পরিসরে, আর কিয়ামতের দিন বন্দী থাকবে সংকীর্ণতম পরিসরে।

–মাওলানা মুফতী আযান গাছী (র) ঃ মাওয়ায়িয (কলমী নুসখা)।

www.amarboi.org

শয়তানের অপকারিতা থেকে আল্লাহর শরণ নেয়ার কারণ

আম্বিয়া কিরাম ও হাক্কানী উলামাবৃন্দ নাফসে আম্মারাহ ও তার দোসর শয়তান হতে আল্লাহর শরণ নেয়ার নির্দেশ প্রদান করেছেন এজন্য যে, এরা উভয়েই যাবতীয় অমঙ্গলের মূল এবং এরা একজন অন্যজনের সাথে মিলেমিশে যাবতীয় কুকর্ম করে থাকে।

আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনে বলেছেন ঃ

فَاِذَاقَرَاْتَ الْقُرْاٰنَ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ اِنَّهٗ لَيْسَ لَهٗ سُلْطٰنٌ عَلَى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ ۝ اِنَّمَا سُلْطٰنُهٗ عَلَى الَّذِيْنَ يَتَوَلَّوْنَهٗ وَالَّذِيْنَ هُمْ بِهٖ مُشْرِكُوْنَ ۝ - النحل : ٩٨-١٠٠

"যখন তুমি কুরআন পড় তখন বিতাড়িত শয়তান হতে আল্লাহর স্মরণ লও। তার কোন ক্ষমতা নেই তাদের উপর যারা ঈমান আনে এবং আপন প্রভুর উপর নির্ভর করে। তাদের ক্ষমতা শুধু তারই উপর যারা তাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করে এবং যারা আল্লাহর শরীক করে।"

–সূরা আন নাহল ঃ ৯৮-১০০

তিনি আরো বলেছেন ঃ

وَاِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۝

"যদি শয়তানের কুমন্ত্রণা তোমার মনে কোন প্রকার খটকা লাগায় তবে আল্লাহর আশ্রয় গ্রহণ করো। নিশ্চয় তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।"

–সূরা হা-মীম আস সাজদা ঃ ৩৬

তিনি আরো বলেছেন ঃ

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزٰتِ الشَّيٰطِيْنِ ۝ وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنَ ۝

"তুমি বলো, হে আমার প্রতিপালক! আমি শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। হে আমার প্রতিপালক ! আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমার নিকট ওদের উপস্থিতি হতে।"

–সূরা আল মু'মিনূন ঃ ৯৭-৯৮

www.amarboi.org

তিনি আরো বলেছেন ঃ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ○ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ○ وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ○ وَمِنْ
شَرِّ النَّفّٰثٰتِ فِى الْعُقَدِ○ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ○ الفلق : ١-٥

"বলো, আমি শরণ নিচ্ছি উষার স্রষ্টার—তিনি যা সৃষ্টি করেছেন তার অনিষ্ট থেকে, অনিষ্ট থেকে রাতের, যখন তা গভীর অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয় এবং সেই সমস্ত নারীদের অনিষ্ট থেকে যারা গ্রন্থিতে ফুঁৎকার দেয় এবং অনিষ্ট থেকে হিংসুকের, যখন সে হিংসা করে।"

–সূরা আল ফালাক ঃ ১-৫

তিনি আরো বলেছেন ঃ

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ○ مَلِكِ النَّاسِ○ اِلٰهِ النَّاسِ○ مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ ٥
الْخَنَّاسِ ○ الَّذِىْ يُوَسْوِسُ فِىْ صُدُوْرِ النَّاسِ ○ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ○

"বলো, আমি শরণ নিচ্ছি মানুষের প্রতিপালকের, মানুষের অধিপতি, মানুষের ইলাহের নিকট আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে, যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে জ্বিনের মধ্য থেকে অথবা মানুষের মধ্য থেকে।"–সূরা আন নাস ঃ ১-৬

—ঃ শেষ ঃ—

www.amarboi.org

লেখক-পরিচিতি

আবদুল মতীন জালালাবাদীর জন্ম ১৯৩১ সালের ২০ জানুয়ারী সিলেট জেলার কানাইঘাট থানার উপর ঝিংগাবাড়ী গ্রামে, এক ধর্মপরায়ণ সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। পিতার নাম মরহুম মৌলভী সাজিদ আলী এবং মাতার নাম মরহুমা সুফিয়া খাতুন।

আপন শিক্ষক পিতার কাছেই প্রাইমারী শিক্ষার হাতেখড়ি। অতঃপর নিজ গ্রামেরই মাদ্‌রাসা থেকে মিড্‌ল স্কুল লিভিং সার্টিফিকেট, আলিম, ফাযিল এবং সিলেট সরকারী আলিয়া মাদ্‌রাসা থেকে কামিল (আল মুহাদ্দিস) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ।

অতঃপর কিছুদিন শিক্ষকতা, তারপর সাংবাদিকতা। সেই সাথে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হিসাবে প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবং ক্রেডিটসহ বি, এ ও প্রথম শ্রেণীতে এম, এ ডিগ্রী লাভ।

পঞ্চাশ দশকের শেষের দিকে ঢাকা থেকে প্রকাশিত দৈনিক ইত্তেহাদে সাংবাদিকতায় হাতে খড়ি। অতঃপর বাংলাদেশ সরকারের কৃষিতথ্য সংস্থা কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক কৃষিকথার সহকারী সম্পাদক, কৃষিতথ্য সংস্থার পাবলিকেশন অফিসার, ট্রেনিং এন্ড ইউটিলাইজেশন অফিসার, ম্যানেজার (প্রেস এন্ড পাবলিকেশন) ও রিজিন্যাল ফার্ম ব্রডকাস্টিং অফিসার পদে চাকুরী। ১৯৮৬ সালে সরকারী চাকুরী থেকে অবসরগ্রহণ।

এ যাবৎ ধর্ম দর্শন, কৃষি, সংস্কৃতি, পরাবিদ্যা ইত্যাদি বিষয়ের উপর লিখিত অথবা অনূদিত কুড়িটি পুস্তক প্রকাশিত এবং ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ সহ বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থার সাথে সম্পাদিত চুক্তি অনুযায়ী ডজন খানেক পুস্তক প্রকাশের পথে।

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ-এর অন্যতম সমীক্ষক, সম্পাদক, লেখক, অনুবাদক, ইসলামী বিশ্বকোষের প্রবন্ধকার, ইমাম ও মুবাল্লিক প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের বিশেষজ্ঞ বক্তা, আলোচক এবং আঞ্জুমানে দ্বীনে হানীফ কর্তৃক প্রকাশিত মাসিক দ্বীনে হানীফ-এর সম্পাদক।

ইসলামী সাহিত্যে বিশেষ অবদানের জন্য ১৯৯৫ সালে বি, এন, এস, এ (ইংল্যাণ্ড) পুরস্কার লাভ।